ইলমুল ফিক্‌হ ঃ
সুচনা ও ক্রমবিকাশ

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

ইলমুল ফিক্‌হ : সূচনা ও ক্রমবিকাশ

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশক
ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৫৮৬১২৪৯১, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৫৮৬১২৪৯২, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থস্বত্ব : লেখকের

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৬
আশ্বিন, ১৪২৩
যুলকা'দাহ, ১৪৩৭

প্রচ্ছদ : জাহাঙ্গীর আলম

মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : চারশত টাকা মাত্র

Elmol Fikah : Written by Dr. Muhammad Sayedul Haque & Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000, 1st Edition September 2016 Price Taka 400.00 only.

www.nagorikpathagar.org

বইটি যাঁরা সম্পাদনা করেছেন

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২. ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক
সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া
সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

৪. ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ
সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

৫. ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

৬. অধ্যক্ষ আবুল কাসেম মুহাম্মদ আবদুল হাকীম।

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

ভূমিকা ॥ ৫-৬

প্রথম অধ্যায়	:	'ইলমুল ফিক্‌হ : পরিচিতি ॥ ৭-২১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	'ইলমুল ফিক্‌হ-এর উৎস ॥ ২২-১১২
তৃতীয় অধ্যায়	:	'ইলমুল ফিক্‌হ-এর ক্রমবিকাশ ॥ ১১৩-১৫৫
চতুর্থ অধ্যায়	:	'ইলমুল ফিক্‌হ-এর কতিপয় পরিভাষা ও সূত্র ॥ ১৫৬-২২১
পঞ্চম অধ্যায়	:	ইজতিহাদ ॥ ২২২-২৫০
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	ফাতওয়া ॥ ২৫১-২৭১
সপ্তম অধ্যায়	:	মাযহাব ॥ ২৭২-৩৫৭
অষ্টম অধ্যায়	:	তাকলীদ ॥ ৩৫৮-৩৮৯

গ্রন্থপঞ্জী ॥ ৩৮৯-৩৯৫

www.nagorikpathagar.org

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

'ইলমুল ফিক্হ' ব্যতীত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা অসম্ভব। 'ইলমুল ফিক্হ' বিষয়টি আমাদের দেশের 'আলিম সমাজের কাছে পরিচিত হলেও প্রচলিত ধারায় শিক্ষিত সুধিজন ও শিক্ষার্থীদের এ সম্পর্কে জানার প্রবল আগ্রহ ও কৌতুহল রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

"তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেনো বেরিয়ে আসে না, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়" (সূরা আত-তাওবা, ৯: ১২২)।

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন"(ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আল-'ইলম, রিয়াদ : দারুসসালাম, ২০০০, পৃ. ৮)।

কোরআন-হাদীসের পরই 'ইলমুল ফিক্হ-এর স্থান। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানা থেকে সাহাবা কিরামের একটি বিশাল জামা'আত আলকোরআন ও আল-হাদীসের গবেষণায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। উল্লেখ্য যে, মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় উদ্ভুত সমস্যাবলির সমাধান তাঁর কাছে পাওয়া যেত। ফলে 'ইলমুল ফিক্হ' একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি অথবা এর প্রয়োজনও ছিলো না। তবে তাবি'ঈ যুগে 'ইলমুল ফিক্হ' একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং মুসলিম সমাজে তা জীবনঘনিষ্ঠ বিষয় হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখে। এ গ্রন্থটি বিশেষত বাংলাদেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অনার্স ও এম এ শ্রেণি এবং 'আলিয়া ও কওমী মাদরাসা শিক্ষার ফিক্হ বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক বই হিসেবে লেখা হয়েছে। এ বিষয়ে আরবী ও উর্দু ভাষায় প্রচুর বই থাকলেও আমার জানামতে বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো প্রামাণ্য

www.nagorikpathagar.org

বই বাজারে নেই। এ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে 'ইলমুল ফিক্‌হ : সূচনা ও ক্রমবিকাশ' শীর্ষক বিষয়ে গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। আশা করি, বইটি অধ্যয়নের ফলে 'ইলমুল ফিক্‌হ' সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

বইটি রচনা করতে গিয়ে আমরা বহু বিখ্যাত মণীষী প্রণীত গ্রন্থ এবং বহু প্রতিষ্ঠান থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করেছি। আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। বইটিতে যদি তথ্যগত কিংবা কোনো ধরনের ক্রটি বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা বইটির লেখক কিংবা প্রকাশককে জানালে আমরা তা সাদরে গ্রহণ করবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংযোজন করে দেবো ইনশাআল্লাহ।

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়
'ইলমুল ফিক্হ -এর পরিচয়

ফিক্হ-এর অর্থ

আল-ফিক্হ (الفقه)-এর একাধিক অর্থ পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকজন বিখ্যাত মণীষী প্রদত্ত অর্থ উপস্থাপন করা হলো-

ইবনুল আসীর (র.) বলেন, 'আল-ফিক্হ'(الفقه) শব্দটি বিদীর্ণ করা ও উন্মুক্ত করা অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এর দ্বারা 'ইলমুশ শারী'আত বুঝায়। যেমন বলা হয়- اوتي فلان فقها অর্থাৎ অমুককে দীনের জ্ঞান দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী[১] لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ "যাতে তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে"। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু 'আব্বাস (রা.) -কে দু'আ করেছিলেন :

اللهم علمه الدين وفقهه فى التاويل اى فهمه تا ويله و معناه.

"হে আল্লাহ! তাকে দীনের সূক্ষ্ম জ্ঞান দাও এবং তাকে ব্যাখ্যা শিক্ষা দাও ।"[২]

আল-ফিক্হ (الفقه) শব্দটি দ্বারা বিশেষ ধরনের জ্ঞানকে বুঝায়, যার মাঝে দৃশ্য-অদৃশ্য উভয়বিধজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

فَمَا لِهَـٰؤُلَاءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا.

"এই সম্প্রদায়ের হলো কী যে, তারা একেবারেই কোনো কথা বোঝে না।"[৩]

ইমাম আর-রাগিব (র.) বলেন, 'আল-ফিক্হ' দ্বারা আহকামে শারী'আর 'ইল্ম বুঝান হয়। যেমন- কোনো ব্যক্তি ফকীহ্ হিসেবে পরিচিতি লাভ করলে বলা হয়[৪] فقه الرجل فقاهة "লোকটি ফিক্হ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলো।"

ইবরাহীম মাদকূর বলেন, "আল-ফিক্হ-এর অর্থ সূক্ষ্মদর্শিতা, জ্ঞান, অনুধাবন করা ইত্যাদি। তবে বিশেষ অর্থে 'ইলমুশ শারী'আত ও 'ইলমু উসূলিদ্দীন বুঝায়।"[৫]

'আল-ফিকহ' শব্দটির অর্থ সূক্ষ্মদর্শিতা (الفهم)। যেমন মূসা (আ.) আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন:

رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِيٓ أَمْرِي وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِ يَفْقَهُوا۟ قَوْلِي.

"হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কাজ সহজ করে দাও।

---

১. আলকোরআন, সূরা আত-তাওবা ৯ ঃ ১২২
২. ইবনু মানযুর, লিসানুল আরাব, আল-কাহেরাঃ দারুল হাদীস, ২০০৩, খ.৭, পৃ. ১৪৫
৩. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ৭৮
৪. ইমাম আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ২০০৫, পৃ. ৩৮৬
৫. ইবরাহীম মাদকূর, আল-মু'জামুল ওয়াসীত, দেওবন্দঃ যাকারিয়্যা বুক ডিপো, ২০০১, পৃ. ৬৯৮

www.nagorikpathagar.org

আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।"[৬]
উপরে বর্ণিত আয়াতে يفقهوا শব্দটি "يفهموه" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
যেমন আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন স্থানে বলেছেন :

(১) قَالُواْ يَٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ.

(১) "তারা বলল, হে শু'আইব! তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বুঝি না"।[৭]

(২) وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ.

(২) "তাদের অন্তর মোহর করা হয়েছে, ফলে তারা বুঝতে পারে না"।[৮]

(৩) وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ.

(৩) "এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না, কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না"।[৯]

(৪) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

(৪) "আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে"[১০]

(৫) فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ.

(৫) "তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে।"[১১]

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতে 'ফিক্হ' শব্দটি উল্লেখিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين.

"আল্লাহ যাকে কল্যাণদানের ইচ্ছা করেন তাকে দীনের সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করেন।"[১২]

خياركم فى الجاهلية خياركم فى الا سلام اذا فقهوا .

"জাহিলী যুগে তোমাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলাম গ্রহণের পরও তারাই তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি, তবে শর্ত হল, যদি তারা অনুধাবন করে"।[১৩]

আল-আযহারী (র.) বলেন, "বনু কিলাব গোত্রের জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট একটি বিষয়

---

৬. আলকোরআন, সূরা তাহা ২০ : ২৫-২৮
৭. আলকোরআন, সূরা হূদ ১১ ঃ ৯১
৮. আলকোরআন, সূরা আত-তাওবা ৯ ঃ ৮৭
৯. আলকোরআন, সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ঃ ৪৪
১০. আলকোরআন, সূরা তাহা ২০ ঃ ২৭
১১. আলকোরআন, সূরা আত-তাওবা ৯ ঃ ১২২
১২. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আল-'ইলম, অনুচ্ছেদ : আল-'ইলমু কবলাল কাউলি ওয়াল 'আমাল, আল-কুতুবুস সিত্তা, রিয়াদ : দারুসসালাম, ২০০০, পৃ. ৮
১৩. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আল-আম্বিয়া, অনুচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তা'আলা : লা-কাদ কানা ফী ইউসুফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪-২৭৫

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বলল :[১৪] افقهت - তুমি কি আমার কথা বুঝতে পেরেছ?" এখানে 'আল-ফিক্হ' শব্দটি বুঝা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ।

'ঈসা ইব্নু 'উমার বলেন, জনৈক বেদুঈন আমাকে বলল,[১৫] شهدت عليك بالفقه

"আমি তোমার সূক্ষ্ম জ্ঞান সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি।"

হারিস ইবনু কালাদাহ (মৃ. ৬৩৪ খ্রি.) ছিলেন প্রাক-ইসলামী যুগের একজন বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী। তিনি পারস্য সম্রাট খসরু কর্তৃক খুজিস্থানের জান্দিশাপুরে বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য আরবদের চিকিৎসক (طبيب العرب) ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানের জন্য আরবদের তত্ত্বজ্ঞানী (فقيه العرب) উপাধিতে ভূষিত হন। যে সব আরব বেদুঈন গর্ভবতী ও অগর্ভবতী উটগুলোর মাঝে পার্থক্য বিধান করতে পারতো তাদের কাজকে গভীর জ্ঞানের কাজ বলা হতো।[১৬] এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, "ফিক্হ" শব্দটি প্রাক- ইসলামী যুগ হতেই আরবদের পরিভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

প্রথম যুগের ভাষাবিদগণের মতে আল-ফিক্হ -এর পারিভাষিক অর্থ এমন বিশেষ জ্ঞান যা দ্বারা কেবল 'ইলমে দীনকেই বুঝায়। আর 'ইলমে দীন দ্বারা আলকোরআনও আল-হাদীসের জ্ঞানকেই বুঝায়। কেননা হাদীসে উল্লেখ আছে-

نضرالله إمرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هوافقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه

"যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে হাদীস শুনে তা মুখস্থ রাখল এবং অপরের কাছে পৌঁছে দিল, আল্লাহ তাকে চির উজ্জ্বল ও চিরসবুজ করে রাখবেন। জ্ঞানের অনেক বাহক তার অপেক্ষা অধিক সমঝদার ব্যক্তির নিকট তা বহন করে নিয়ে যায়, যদিও জ্ঞানের বহু ধারক-বাহক নিজেরা সমঝদার নয়"।[১৭]

আল-ফিক্হ -এর পরিভাষিক অর্থ

ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় 'আল-ফিক্হ-এর একাধিক সংজ্ঞা পাওয়া যায়। যেমন-

১. মিফতাহুস সা'আদা গ্রন্থ প্রণেতা আল-ফিক্হ এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

هو علم باحث عن الا حكام الشرعية الفرعية العملية من حيث استنباطها من أ دلتها التفصيلية

"আল-ফিক্হ এমন একটি শাস্ত্র যা 'ইলমে শারী'আতের বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করত:

---

১৪. ইবনু মানযুর, লিসানুল 'আরাব, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৫২২
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ৫২৩
১৬. প্রাগুক্ত
১৭. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায় : আল-'ইলম, অনুচ্ছেদ : ফাদ্লু নাশরিল 'ইলম, আল-কুতুবুস সিত্তাহ্, রিয়াদ : দারুসসালাম, ২০০০, পৃ. ১৪৯৪

www.nagorikpathagar.org

বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে বিধি–বিধান উদ্ভাবন করে"। [১৮]

২. ড. ওয়াহ্বা আয-যুহাইলী বলেন,

العلم بالاحكلم الشرعية العملية المكتب من أدلتها التفصيلية

"আল-ফিক্হ হচ্ছে বিশদ দলীল প্রমাণ থেকে আহ্রিত শারী'আতের ব্যবহারিক বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান"।[১৯]

৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন,

معر فة النفس ما لها وما عليها

"যে সব কর্মকান্ড কল্যাণকর এবং যা কল্যাণকর নয়, তা সহ নাফস সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জনকে আল-ফিক্হ বলা হয়"। [২০]

উল্লেখ্য যে, এ সংজ্ঞায় 'আকীদা-বিশ্বাস, আখলাক এবং সালাত, সিয়াম, বেচা-কেনা ইত্যাদি সবকিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন জ্ঞানের প্রতিটি শাখা স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করেছে তখন 'আকাইদ সম্পর্কিত জ্ঞানের নামকরণ করা হয় 'ইলমুল কালাম', আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নাম হয় 'ইলমুত তাসাউফ' এবং 'আমলী জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত বিধি-বিধানের নামকরণ করা হয় 'ইলমুল ফিক্হ'।

ইমাম আল-গাযালী (র.) বলেন, আল-ফিক্হ বলতে দলীল-প্রমাণ ও 'ইল্লাতের উপর নির্ভরশীল শারঈ' জ্ঞানকে বুঝায়। তিনি আরো বলেন, ধর্মতাত্ত্বিকদের পরিভাষায় আল-ফিক্হ বলতে মানুষের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য শারঈ' আহকাম বিষয়ক জ্ঞানকে বুঝান হয়, যা দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।[২১]

'ইলমুল ফিক্হ

'ইলমুল ফিক্হ -এর সংজ্ঞা প্রদান করে মুসাল্লামুস সুবূত প্রণেতা বলেন,

أدلة اجمالية للفقه يحتاج اليها عند تطبيق الدلائل التفصلية على أحكا مها.

"শারী'আতের ঐ আহকামের জ্ঞানকে 'ইলমুল ফিক্হ বলা হয়, যা তার বিস্তারিত দলীল-প্রমাণাদি থেকে আহ্রণ করা হয়।"[২২]

আলোচ্য বিষয়

কোনো বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে হলে তার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট

---

১৮. মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দেদী আল-বারাকাতী, কাওয়াইদুল ফিক্হ, ভারত: আশরাফী বুক ডিপো, ১৯৯১, পৃ. ৪১৬

১৯. ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৮৯, খ.১, পৃ. ১৬

২০. মুহাম্মদ আলী ইবনু আলী, মাওসূআত ইসতিলাহাত আল-উলূম আল-ইসলামিয়্যাহ, বৈরূত : শিরকাত খাইয়াত, ১৯৬৬, খ.১, পৃ. ৩১

২১. আল-গাযালী, আল-মুস্তাফা মিন 'ইলমিল উসূল, করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূম আল-ইসলামিয়্যা, ১৯৮৭, খ. ১, পৃ. ৩

২২. মাওলানা মুহিবুল্লাহ, মুসাল্লামুস-সুবূত, বেলুচিস্তান: মাকতাবা নাশরুল কুরআন, তা. বি. পৃ. ৬

www.nagorikpathagar.org

জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সে হিসেবে 'ইলমুল ফিক্হ -এর আলোচ্য বিষয় সম্পর্কেও ধারণা থাকা আবশ্যক। 'ইলমুল ফিক্হ-এর আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো বালেগ ও জ্ঞানবান মানুষের 'আমল। এ শাস্ত্রে কোন্ 'আমল ফারয, কোন্ 'আমল ওয়াজিব, কোন্ 'আমল সুন্নাত, কোন্ 'আমল মুস্তাহাব, কোন্ 'আমল মুস্তাহসান, কোন্ 'আমল মুবাহ, কোন্ 'আমল জায়েয, কোন্ 'আমল না-জায়েয, কোন্ 'আমল হালাল, কোন্ 'আমল হারাম, কোন্ 'আমল মাকরূহ তাহরীমী ও কোন্ 'আমল মাকরূহ তানযীহ ইত্যাদি বিষয় নির্দেশ করা হয়।[২৩]

বিষয়বস্তু

'ইলমুল ফিক্হ -এর বিষয়বস্তুকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

(১) আল-'ইবাদাত (العبادة) এবং
(২) আল-মু'আমালাত (المعاملة)

আল-'ইবাদাত -এর শ্রেণি বিভাগ

'ইবাদাতকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে-

১. আত-তাহারাত (পবিত্রতা), ২. আস-সালাত (নামায), ৩. আয-যাকাত (যাকাত), ৪. আস-সিয়াম (রোযা), ৫. আল-ই'তিকাফ ('ইতিকাফ), ৬. আল-জানাইয (জানাযা), ৭. আল-হাজ্জ ওয়া 'উমরাহ (হাজ্জ ও 'উমরা), ৮. আল-মাসাজিদ ওয়া ফাদলিহা ওয়া আহকামিহা (মসজিদ, তার ফযীলাত ও বিধান), ৯. আল-আইমান ওয়ান নুযুর (শপথ ও মানত), ১০. আল-জিহাদ (জিহাদ), ১১. আল-আত'ইমা ওয়াল আশরিবা (পানাহার), ১২. আস-সাইদ ওয়ায যাবাইহ্ (শিকার ও যবেহ)।

মু'আমালাত -এর শ্রেণি বিভাগ

মু'আমালাতের অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিম্নরূপ -

(১) আয-যিওয়াজ ওয়াত তালাক (বিবাহ ও তালাক), (২) আল-'উকূবাত (হুদূদ, কিসাস ও তা'যীর), (৩) আল-বুয়ূ (ব্যবসা-বাণিজ্য), (৪) আল-কারদ (ঋণ), (৫) আর-রাহন (বন্ধক), (৬) আল-মুসাকাত ওয়াল-মুযারা'আ (পানি সেচ ও চাষাবাদ), (৭) আল-ইজারা (লীজ, ভাড়া), (৮) আল-হাওয়ালা (মালিকানা হস্তান্তর), (৯) আশ-শুফ্আ (অগ্রিম ক্রয় অধিকার), (১০) আল-ওয়াকালা (জামিন হওয়া), (১১) আল-আরিয়া (ধার দেয়া), (১২) আল-ওয়াদিয়া (গচ্ছিত ধন), (১৩) আল-গাসব (অপহরণ), (১৫) আল-লাকীত (কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু), (১৫) আল-কাফালা (জামানত), (১৬) আল-জাআলা الجعلة (বেতন ভাতা ও পেনশন), (১৭) আশ-শিরকাত (কোম্পানী, ফার্ম, সমিতি), (১৮) আল-কাযা (বিচার),

---

২৩. মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফাতাওয়া ও মাসাইল, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, খ.১, পৃ. ৫

www.nagorikpathagar.org

(১৯) আল-আওকাফ (ওয়াক্ফ), (২১) আল-হেবা (হেবা-দান), (২২) আল-হিজর (অধিকার রহিতকরণ), (২২) আল-ওয়াসিয়াত (ওসিয়াত), (২৩) আল-ফারায়িয (উত্তরাধিকার)।

ইবনু 'আবিদীন আল-হানাফী (র) 'ইলমুল ফিক্হ -এর বিষয়বস্তুকে নিম্নবর্ণিত তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন-

১. আল 'ইবাদাত (العبادة)

২. আল-মু'আমালাত (المعاملة) এবং

৩. আল-'উকূবাত (العقوبة)

তিনি 'ইবাদাতের আওতায় ৫টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তা'হল-

১. আস-সালাত (নামায)

২. আয-যাকাত (যাকাত)

৩. আস-সাওম (রোযা)

৪. আল-হাজ্জ (হাজ্জ)

৫. আল-জিহাদ (জিহাদ)

মু'আমালাত-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হলো-

১. আল-মু'আওয়াদাতুল মালিয়া। এর দ্বারা আল-ওয়াদিয়া', আল-'আরিয়া ইত্যাদি বুঝায়।

২. বিবাহ ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ।

৩. আল-মুখাসামাত (মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত)-এর মাঝে আদ-দাওয়া এবং আল-কাযা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৪. আত-তুরূকাত (মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ)।

'উকূবাত -এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হলো-

১. আল-কিসাস (অপরাধ ও শাস্তির মাঝে সমতা বিধান)

২. চুরির বিধান

৩. ব্যভিচারের বিধান

৪. অপবাদের শাস্তির বিধান

৫. ইসলাম ত্যাগের বিধান।[২৪]

শাফিঈ' মাযহাবের ইমামগণ 'ইলমুল ফিক্হের বিষয়বস্তুকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। তা হলো-

১. আল-'ইবাদাহ ('ইবাদাত)

২. আল-মু'আমালাহ (পারস্পরিক লেনদেন)

---

২৪. ইবনু আবেদীনের পাদটীকা, আল-কাহেরাঃ তা. বি. খ.১, পৃ. ৫৬ ; ড. 'উমার সুলায়মান আল-আশকার, তারীখুল ফিকহিল ইসলামী, কুয়েত : মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৯৮২, পৃ. ২০ -২১

www.nagorikpathagar.org

৩. আল-মুনাকাহাত (বিবাহ-শাদী)

৪. আল-'উকূবাহ (শাস্তি বিধান) [২৫]

মালিকী মাযহাবের ইমামগণ 'ইলমুল ফিক্‌হ -এর বিষয়বস্তুকে নিম্নোক্ত দু'ভাগে ভাগ করেছেন-

১. আল-'ইবাদাহ্ ('ইবাদাত)

২. আল-মু'আমালাহ (পারস্পরিক লেনদেন)

'ইবাদাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ হচ্ছে-

১. কিতাবুত তাহারাত (অধ্যায় : পবিত্রতা)

২. কিতাবুস সালাত (অধ্যায় : নামায)

৩. কিতাবুল জানাইয (অধ্যায় : জানাযা)

৪. কিতাবুয যাকাত (অধ্যায় : যাকাত)

৫. কিতাবুস সিয়াম ওয়াল ই'তিকাফ (অধ্যায় : রোযা ও ই'তিকাফ)

৬. কিতাবুল হাজ্জ (অধ্যায় : হাজ্জ)

৭. কিতাবুল জিহাদ (অধ্যায় : জিহাদ)

৮. কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযূর (অধ্যায় : শপথ ও মানত)

৯. কিতাবুল আত'ইমা ওয়াল আশরিবা (অধ্যায় : পানাহার)

১০. আস-সায়দ ওয়ায যাবায়িহ (অধ্যায় : শিকার ও যবেহ্)

১১. কিতাবুয দাহায়া ওয়াল 'আকীকা (অধ্যায় : কুরবানী ও 'আকীকা)

১২. আল-খিতান (অধ্যায় : খাতনা)

মু'আমালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ হচ্ছে-

১. কিতাবুন নিকাহ (অধ্যায় : বিবাহ)

২. কিতাবুত তালাক ওয়া মা ইয়াত্তাসিলু বিহি (অধ্যায় : তালাক ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ)

৩. কিতাবুল বুয়ূ (অধ্যায় : ব্যবসায়-বাণিজ্য)

৪. কিতাবুল 'উকূদ (অধ্যায় : ব্যবসা ও তৎসংশ্লিষ্ট চুক্তি)

৫. কিতাবুল আকদিয়া ওয়াশ শাহাদাহ (অধ্যায় : বিচার ও সাক্ষ্য)

৬. কিতাবুল আবওয়াব আল-মু'আল্লাকা বিল আকদিয়া (অধ্যায় : বিচার ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়)

৭. কিতাবুদ দিমা ওয়াল হুদূদ (অধ্যায় : রক্ত ও হুদূদ)

৮. কিতাবুল হিবাত ওয়া মা ইউজানিসুহা (অধ্যায় : হেবা ও সমজাতীয় জিনিস)

৯. কিতাবুল 'ইতক ওয়ামা ইতা'আল্লাকু বিহি (অধ্যায় : দাসমুক্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়)

১০. কিতাবুল ফারাইয ওয়াল ওয়াসায়া (অধ্যায় : উত্তরাধিকার ও ওসিয়াত)[২৬]

---

২৫. ড. 'উমার সুলায়মান আল-আশকার, তারীখুল ফিকহিল ইসলামী, প্রাগুক্ত , পৃ. ২১

www.nagorikpathagar.org

'ইলমুল ফিক্‌হ -এর প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে 'ইলমুল ফিক্‌হ' এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আলকোরআন ও আস-সুন্নাহ্-এর পরই 'ইলমুল ফিক্‌হ-এর স্থান। আলকোরআন বুঝা আল-হাদীস বুঝার উপর নির্ভরশীল এবং হাদীস অনুধাবন ফিক্‌হ অনুধাবনের উপর নির্ভরশীল। তাই ওহী নাযিলের সময় থেকেই আল-কোরআনে 'ইলমুল ফিক্‌হ চর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

কোরআন মাজীদে উল্লেখ আছে,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

"তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়"।[২৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে 'ইলমুল ফিক্‌হ চর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন,

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين.

"আল্লাহ্ যার মঙ্গল চান তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন"।[২৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

لكل شيئ عما د وعماد هذا الدين الفقه.

"প্রত্যেক বস্তুরই স্তম্ভ আছে, দীন ইসলামের স্তম্ভ হলো আল-ফিক্‌হ"।[২৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় 'ইলমুল ফিক্‌হ-এর বর্তমান রূপে বিন্যস্ত ছিলো না। তা ছাড়া ইসলামী আহ্কামের প্রকারভেদ তথা ফারয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব ইত্যাদি বিষয়ে কোনো তর্ক-বিতর্কও তখন উপস্থিত হতো না বরং তখন সাহাবীগণ সকল কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করে চলতেন। কোনো বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সমাধান করে দিতেন বা কোরআন নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তা নিরসন করে দিতেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের জীবদ্দশায় সুসংহত অবয়বে স্বতন্ত্রভাবে 'ইলমুল ফিক্‌হ প্রণীত হয়নি অথবা বলা যায়, প্রয়োজনও

---

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২

২৭. আলকোরআন, সূরা আত-তাওবা ৯ ঃ ১২২

২৮. ইমাম বুখারী, সাহীহ্ আল-বুখারী, অধ্যায় : আল-'ইলম, অনুচ্ছেদ : আল-'ইলমু কবলাল কাউলি ওয়াল 'আমাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

২৯. আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ, অধ্যায় : আল-'ইলম, অনুচ্ছেদ : ফী ফাদলিল 'ইলম, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৮, খ.১, পৃ. ১২১

www.nagorikpathagar.org

ছিলো না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর ইসলাম যখন দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে তখন বিভিন্ন তাহযীব-তামাদ্দুনের মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে। ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বহু নিত্য-নতুন সমস্যা দেখা দেয়। এ সব সমস্যার সমাধানকল্পে কোরআন-হাদীসের উপর নতুন আঙ্গিকে গবেষণা করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। যেমন-

ক. কোরআন ও হাদীসে মূলনীতি বিবৃত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণ এতদুভয় শাস্ত্রে বিদ্যমান নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সালাতে যদি কারো ভুল হয় অথবা কোনো 'আমল ছুটে যায় তবে একথা বলার কোন উপায় নেই যে, তার উক্ত 'আমলের পর্যায়টি কি, সালাত সাহীহ্ হয়েছে কি হয়নি, কীভাবে তার প্রতিকার করতে হবে। এ রকম বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা কোরআন ও হাদীসে নেই অথচ এ ধরনের সমস্যার সমাধান অত্যাবশ্যক।

খ. আল-কোরআনে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পর বিপরীতমুখী দুই রকমের আয়াত পরিলক্ষিত হয়। যেমন সূরা আলবাকারায় উল্লেখ রয়েছে,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে"।[৩০]

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَأُوْلَاتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

"এবং গর্ভবতী নারীদের 'ইদ্দাতকাল সন্তান প্রসবের সময় পর্যন্ত"।[৩১]

উপরোক্ত দু'টি আয়াতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম আয়াত থেকে বুঝা যায়, যে মহিলার স্বামী মারা গেছে তার 'ইদ্দাতকাল হল চার মাস দশ দিন, চাই গর্ভবতী হোক বা না হোক। আর দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝা যায়, গর্ভবতী মহিলার 'ইদ্দাতকাল সন্তান প্রসব হওয়ার সময় পর্যন্ত। ফলে আয়াতদ্বয় থেকে সুস্পষ্ট ফায়সালা পাওয়া যায় না। অথচ এতদুভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা একান্ত জরুরি।

অনুরূপভাবে এক আয়াতে রয়েছে,

فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ.

"কোরআনের যতটুকু পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পাঠ করবে"।[৩২]

অন্য আয়াতে রয়েছে,

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْآنُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

---

৩০. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ২৩৪
৩১. আলকোরআন, সূরা আত-তালাক ৬৫ ঃ ৪
৩২. আলকোরআন, সূরা আল-মুয্যাম্মিল ৭৩ ঃ ২০

www.nagorikpathagar.org

"কোরআন যখন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শুনবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে যেন তোমরা রহমাতপ্রাপ্ত হও"।[৩৩]

এ দুই আয়াতের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। উপরে প্রদত্ত প্রথম আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইমাম ও মুক্তাদী সকলকেই সালাতে কিরাআত পড়তে হবে। আর দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইমামের কিরাআত পাঠের সময় মুক্তাদী চুপ করে শুনবে, নিজেরা কোরআন তিলাওয়াত করবে না।

গ. কোরআন ও হাদীসের হুকমে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসংগতি দেখা যায়। যেমন কোরআন মজীদে রয়েছে,

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.

"কোরআনের যতটুকু পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু পাঠ করবে"।[৩৪]

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে

لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

"যে ব্যক্তি সালাতে সূরা আলফাতিহা পাঠ করে না তার সালাত হয় না"।[৩৫]

আয়াতের মর্ম থেকে বুঝা যায়, মুসল্লীর সূরা আলফাতিহা পড়া জরুরি নয়, কোরআনের যে কোনো স্থান থেকে তিলাওয়াত করলেই সালাত আদায় হয়ে যাবে। অথচ হাদীসের মর্ম থেকে বুঝা যায়, ইমাম - মুসল্লী নির্বিশেষে সবাইকে সূরা আলফাতিহা পাঠ করতে হবে। সূরা আলফাতিহা পাঠ না করলে সালাতই হবে না। এ দুই নাস্-এর মধ্যে বাহ্যত বৈপরীত্য দেখা যায়।

ঘ. কোরআন মাজীদে ও হাদীসে একাধিক অর্থবোধক কোনো শব্দ ব্যবহৃত হওয়া। যেমন কোরআনে উল্লেখ আছে-

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

"তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী তিন হায়িয পর্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকবে"।[৩৬]

আভিধানিক অর্থে 'কুরূ' (قُرُوء) শব্দটি 'ঋতু (حيض) ও পাক (طهور)' উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এখানে এ শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ঙ. একই বিষয়ে হাদীসে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হওয়া। যেমন এক হাদীসে আছে,

لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

"যে ব্যক্তি সালাতে সূরা আলফাতিহা পাঠ করে না তার সালাত হয় না"।[৩৭]

---

৩৩. আলকোরআন, সূরা আল-আরাফ ৭ : ২০৪

৩৪. আলকোরআন, সূরা আল-মুয্যাম্মিল ৭৩ : ২০

৩৫. ইমাম তিরমিযী, জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায় : আস-সালাত, অনুচ্ছেদ: মা 'জাআ ফিল কিরাআতি খালফাল ইমাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭০

৩৬. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা, ২ : ২২৮

www.nagorikpathagar.org

অপর এক হাদীসে হাদীসে রয়েছে,

من كان له إمام فقراة الامام له قراة -

"সালাতে যার ইমাম রয়েছে ইমামের কিরা'আতই তার কিরা'আত"।[৩৮]

চ. আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি কোরআন-সুন্নাহ্ সম্পর্কিত সমুদয় জ্ঞান প্রত্যেকের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান না থাকা। কেননা কোরআন-সুন্নাহ্ থেকে সরাসরি মাস'আলা বের করে তদনুসারে 'আমল করতে হলে আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি কোরআনের শানে নুযূল, হাদীসের শানে উরূদ ইত্যাদি বিষয় জানতে হবে। জানতে হবে কোন্‌টি খাস, কোন্‌টি 'আম, কোনটি মুজমাল, কোনটি মুফাস্‌সাল, কোনটি মুহকাম, কোনটি মুতাশাবিহ্, কোনটি নাসিখ এবং কোনটি মানসূখ ইত্যাদি বিষয়। অন্যথায় মাস'আলা উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে না। এ কাজ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য; এমনকি অনেকের জন্য অসম্ভবও বটে। কাজেই বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুই আয়াত, দুই হাদীস কিংবা এক আয়াত ও হাদীসের মধ্যে পরিলক্ষিত অসংগতি নিরসনকল্পে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানের লক্ষে এবং সর্বস্তরের মুসলিমের জন্য ইসলামী আইন শাস্ত্রকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে কোরআন-সুন্নাহ্ পর্যালোচনা করে প্রণয়ন করা হয় 'ইলমুল ফিকহ্-এর এক মহামূল্যবান ভাণ্ডার।

'ইলমুল ফিক্‌হ কোরআন-সুন্নাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো কিছু নয়। বরং এ হলো কোরআন -সুন্নাহ্‌র সারনির্যাস। ইসলামী জীবন-যিন্দেগী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ফিক্‌হ চর্চা ও অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহ'র ফকীহ্‌গণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, দৈনন্দিন জীবনের 'আমলের জন্য প্রয়োজনীয় ফিকহের জ্ঞান অর্জন করা ফরযে 'আইন এবং 'ইলমুল ফিকহ্-এ ব্যুৎপত্তি অর্জন করা হল ফারযে কিফায়া।

মসজিদে নববী থেকে জ্ঞান অর্জন করে অসংখ্য সাহাবী ফিক্‌হ চর্চা এবং ইজতিহাদ করেছেন। হাদীসের গ্রন্থসমূহে এর বহু নযীর বিদ্যমান রয়েছে। সাহীহ আল-বুখারীর এক হাদীসে উল্লেখ আছে, আহযাব যুদ্ধের দিন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "বনী কুরায়যার মহল্লায় না পৌঁছে তোমাদের কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। পথিমধ্যে আসরের সালাতের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌঁছার পূর্বে সালাত আদায় করবো না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখনই সালাত আদায় করবো, কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই নয় যে, রাস্তায় সালাতের সময় হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে

৩৭. ইমাম তিরমিযী, জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায়: আস-সালাত, অনুচ্ছেদ : মা জাআ আন্নাহু লা সালাতা ইল্লা বি-ফাতিহাতিল কিতাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬২

৩৮. ইমাম ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, অধ্যায় : ইকামাতুস সালাত, অনুচ্ছেদ : ইযা কারাআল ইমামু ফা-আনসিতু, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০১, পৃ. ২৫২৭

www.nagorikpathagar.org

না। বিষয়টি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উত্থাপিত হলে তিনি তাঁদের কোন দলকেই তিরস্কার করেননি"।[৩৯]

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, একদল সাহাবী لايصلين أحد العصر الا في بني قريظة হাদীসের শব্দের অর্থের উপর 'আমল করেছেন। আর অপর একদল সাহাবী উক্ত হুক্‌ম থেকে এর 'ইল্লাত (কারণ) বের করে এ কথা বলেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্ত নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য হল, দ্রুত বনী কুরায়যায় পৌঁছে যাওয়া যাতে সেখানে গিয়ে আসরের সালাত আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্যের উদ্দেশ্য আদৌ এটা নয় যে, রাস্তায় আসরের সালাতের সময় হলেও সালাত আদায় করা যাবে না। তাই তাঁরা রাস্তায়ই সালাত আদায় করে নিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের ব্যাপারে সাহাবা কিরামের দ্বিধাবিভক্তি এবং তাঁদের দু'ভাবে 'আমল করার সংবাদ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানানো হলে তিনি হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর 'আমলকারীদেরকেও কিছু বলেননি এবং হুক্‌মের 'কারণ' বের করে যারা রাস্তায় আসরের সালাত আদায় করেছেন তাঁদেরকেও কিছু বলেননি।

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মু'আয ইবনু জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানের গভর্নর করে পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : بما تقضي يا معاذ -"হে মু'আয! তুমি কিসের ভিত্তিতে বিবাদ-বিসম্বাদের ফায়সালা করবে"? জবাবে তিনি বলেছেন : بكتاب الله কোরআন মাজীদ দ্বারা। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : فان لم تجد যদি সে ফায়সালাটি কোরআন মাজীদে না পাও তাহলে? জবাবে তিনি বললেন, بسنة رسول الله তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ'র আলোকে ফায়সালা করব। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, فان لم تجد যদি তাতেও তা না পাও তাহলে? জবাবে তিনি বললেন, أجتهد برائي তখন আমি আমার রায় দ্বারা ইজ্‌তিহাদ করবো। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কোনরূপ তিরস্কার না করে বললেন ঃ

الحمد لله الذى وفق رسول رسوله بما يرضي به رسوله.

"সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বনের তাওফীক দিয়েছেন যে ব্যাপারে রাসূল তার প্রতি সন্তুষ্ট"।[৪০]

এ হাদীস থেকে সাহাবা কিরামের 'ইলমুল ফিক্‌হ চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

৩৯. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আল-মাগাযী, অনুচ্ছেদ : মারজিউন নাবী সা. মিনাল আহযাবি ওয়া মাখরাজিহি ইলা বানী কুরাইযাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭

৪০. ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায় : আল-কাযা, অনুচ্ছেদ : ইজতিহাদুর-রায়ি ফিল-কাযা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮৯

www.nagorikpathagar.org

অপর এক হাদীসে আছে,

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيداً طيباً فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء، و لم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين

আবূ সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা.) বলেন, একবার দুইজন সাহাবী সফরে বের হলেন। পথিমধ্যে সালাতের সময় হলো। তখন তাদের কারো কাছে পানি ছিলো না। তাই তাঁরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করলেন। অত:পর সালাতের ওয়াক্তের মধ্যে তাঁরা পানিও পেয়ে গেলেন। তখন তাঁদের একজন উযূ করে সালাত পুনরায় আদায় করে নিলেন। কিন্তু অপরজন উযূও করলেন না এবং পুনরায় সালাতও আদায় করলেন না। অত:পর সফর শেষে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলেন এবং ঘটনা সবিস্তারে তাঁকে অবহিত করলেন। সব কথা শুনে তিনি "যে ব্যক্তি উযূ ও সালাত কোনটাই দ্বিতীয়বার করেনি তাঁকে বললেন : أصبت السنة وأجزأتك صلوتك "তুমি সুন্নাহ মুতাবিক কাজ করেছ এবং তোমার আদায়কৃত সালাতই তোমার জন্য যথেষ্ট"। আর যে ব্যক্তি উযূ করে তার সালাত পুনরায় আদায় করে নিয়েছিলেন তাঁকে তিনি বললেন ঃ لك الأجر مرتين "তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।"[৪১]

এ ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সূক্ষ্ম জ্ঞান খাটিয়ে যে সাহাবী ইজ্‌তিহাদ করেছেন তিনি তাকেও কোনরূপ তিরস্কার করেননি।

কোরআন, হাদীস ও ফিক্‌হের পারস্পরিক সম্পর্ক

কোরআন ও হাদীসের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে উদ্ভাবিত 'আমলী শারী'আতের বিধি-বিধানের নামই হচ্ছে 'আল-ফিক্‌হ'। মূল ও শাখা (أصول وفروع)-এর মাঝে পারস্পরিক যে সম্পর্ক কোরআন এবং হাদীসের সাথেও ফিক্‌হের সেই একই রকম সম্পর্ক। কোরআন ও হাদীস হলো, শারী'আতের আসল (أصل) বা মূল। আর ফিক্‌হ হল, এর শাখা-প্রশাখা মাত্র। কোরআন ও হাদীস হলো, ফিক্‌হের আদিল্লায়ে তাফসীলিয়্যা أدلة تفصيلية) আর ফিক্‌হ হলো, এর থেকে উদ্ভাবিত 'আমলী শারী'আতের বাস্তব বিধি-বিধান। ফিক্‌হ হলো কোরআন ও হাদীসেরই বাস্তবভিত্তিক ব্যাখ্যা। ফিক্‌হ ব্যতিরেকে কোরআন ও হাদীসের মর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করা এবং তা বাস্তবায়িত করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। মাসাইলে গায়রে মানসূসা (مسائل غير منصوصه)- যে সব বিষয়ের সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা নেই, সে সব ক্ষেত্রে ফিক্‌হের আশ্রয়

৪১. ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায়ঃ আত-তাহারাত, অনুচ্ছেদ : আল-মুতায়াম্মামু মা আ' বা'দা মা ইউসাল্লি ফিল-ওয়াক্‌ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪৮

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণ করা ব্যতিরেকে কোনো গত্যন্তর নেই। এমন কি মাসাইলে মানসূসা (مسائل منصوصه) -এর মধ্যেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফিক্‌হ-এর আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। 'আলিমগণ ফিক্‌হের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তাতেও এ কথার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁরা বলেছেন :

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

"শারী'আতের বিস্তারিত দলীল-প্রমাণাদি থেকে 'আমলী শারী'আতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকেই আল-ফিক্‌হ বলা হয়।"[৪২]

কাজেই 'ইলমুল ফিক্‌হ- কে কোরআন ও হাদীস থেকে ভিন্ন করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দুধের মধ্যে যেমন মাখন মিশে থাকে, তেমনি কোরআন ও হাদীসের মধ্যেও ফিক্‌হ মিশে আছে। সুনিপুণ কারিগর যেমন তার সাধনা ও মেহনতের দ্বারা মাখন ও দুধের অস্তিত্ব সকলকে বুঝিয়ে দেন, তেমনিভাবে ফকীহ্‌গণও কোরআন ও হাদীসে যে সব বিধি-বিধান অন্তর্নিহিত ছিল গবেষণা করে সেগুলো তাঁরা উম্মাতের সামনে বিধিবদ্ধ আকারে আল-ফিক্‌হ নামে উপস্থাপন করেন।

কোরআন-হাদীসের বিপরীত নতুন কিছুর জন্ম দেয়া নয়, মূলত কোরআন ও হাদীসের সহজ রূপায়ণ হলো আল-ফিক্‌হ। কাজেই দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় আল-ফিক্‌হ-এর উপর 'আমল করা প্রকারান্তরে কোরআন ও হাদীসের উপরই 'আমল করার নামান্তর। এ কারণেই 'ইলমুল ফিক্‌হ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করার ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে অধিক তাকীদ এসেছে।

কোরআন মাজীদে ليتفقهوا في الدين (যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে) বলে আল-ফিক্‌হ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এতে এ কথার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত রয়েছে যে, ফিক্‌হ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা ব্যতিরেকে দীনের উপর সঠিকভাবে চলা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে ফিক্‌হ যদি কোরআন ও হাদীসের বিপরীত কিছু হতো, তাহলে কোরআন ও হাদীসে ফিক্‌হ এর জ্ঞান অর্জনের জন্য এত তাকীদ করা হতো না।

এক আয়াতে উল্লেখ আছে,

لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ.

"আহা, যদি তারা ফিক্‌হ-এর অধিকারী হতো"।[৪৩]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যবান থেকেও ফিক্‌হের গুরুত্ব এবং ফযীলত সম্বন্ধে বহু হাদীস বিবৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

إن الناس لكم تبع وإن رجالا ياتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم

---

৪২. ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৬
৪৩. আলকোরআন, সূরা আত-তাওবা ৯ : ৮১

www.nagorikpathagar.org

فاستوصوا بهم خيرا.

"লোকজন (আমার পর) তোমাদের অনুসরণ করবে। আর দিক-দিগন্ত থেকে লোকজন দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার জন্য তোমাদের নিকট আসবে। যখন তারা তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দিবে"।[৪৪]

'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'আম্র ইবনিল আ'স (রা.) বলেন,

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فاذا هو بحلقتين احدهما يقرءون القرأن ويدعون الله والاخرى يتعلمون ويعلمون فقال النبى كل على خير هؤلاء يقرون القرأن ويدعون الله فان شاء أعطا هم وان شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وانما بعثت معلما فجلس معهم.

"একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে উপবিষ্ট দু'টি মজলিসের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন। তখন তিনি বললেন, উভয় মজলিসই ভাল কাজে রয়েছে। তবে এতদু'য়ের একটি অপরটি অপেক্ষা উত্তম। এই দু'টি দল অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকছে এবং তাঁর দিকে ধ্যাননিবিষ্ট হচ্ছে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে তা পূর্ণ না করে তাদেরকে এর থেকে নিবৃত্তও রাখতে পারেন। কিন্তু এই যে দল, যারা 'ফিক্হ' চর্চা করছে এবং অজ্ঞ লোকদেরকে তা শিক্ষা দিচ্ছে, তারা (ঐ দলের তুলনায়) উত্তম দল। আর আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। এই বলে তিনি তাঁদের মাঝে বসে গেলেন"।[৪৫]

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্নু 'আব্বাস (রা.)-এর জন্য দু'আ করে বলেছেন-

اللهم فقهه فى الدين وعلمه التاويل.

"হে আল্লাহ্ আপনি তাকে দীনের সূক্ষ্মজ্ঞান দান করুন এবং তাকে আল-কোরআনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত জ্ঞান দান করুন"।[৪৬]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 'ইলমুল ফিক্হ কোরআন ও হাদীসের বিপরীত কিছু নয়। বরং তা এমন একটি বিষয় যা শিক্ষা করার প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ রয়েছে। কাজেই 'ইল্মুল ফিক্হকে কোরআন ও হাদীস থেকে ভিন্নতর ও বিচ্ছিন্ন কিছু বলার সুযোগ নেই, বরং 'ইল্মুল ফিক্হ এর সাথে কোরআন ও হাদীসের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক।

---

৪৪. ইমাম তিরমিযী, জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায় : আল-'ইলম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ' ফিল ইসতিসা বি-মান ইয়াত-লুবুল 'ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১৯

৪৫. ইমাম ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, অধ্যায়: আস-সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল 'উলামা ওয়াল হিস্সু 'আলা তালাবিল ইল্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯১

৪৬. ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, রিয়াদ : বায়তুল আফকার আদ-দাউলিয়া, ১৯৯৮, ১/২৬৬, পৃ. ২২৬

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইলমুল ফিক্‌হ্ – এর উৎস

উৎস বলতে এমন উপায়– উপকরণ বুঝায়, যেখান থেকে দলীল- প্রমাণ সহকারে আইন লাভ করা যায় । যে শাস্ত্রে এ উপায়– উপকরণ আলোচনা হয় তাকে 'ইলমুল ফিক্‌হ্ বলা হয়। ইলমুল ফিক্‌হ এর উৎসসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে 'ইলমুল ফিক্‌হ্ -এর উৎস

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে 'ইলমুল ফিক্‌হ -এর একমাত্র উৎস ছিলো আলকোরআন, যা মহান আল্লাহ জিবরাঈল (আ.) -এর মাধ্যমে তাঁর সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সুদীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী নাযিল করেন। এই কোরআনের দু'টি রূপ ছিলো। একটি রূপ ছিলো শাব্দিক- মূল কথা ও বক্তব্য যা আল্লাহর ভাষায় নাযিল হতো আর অপরটি ছিলো তাত্ত্বিক বা ভাবমূলক। মূলকথা ও বক্তব্য হতো একান্তভাবে আল্লাহর এবং তার শব্দ ও ভাষা হতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের। প্রথম প্রকার ওহীর বাস্তব রূপ ত্রিশ পারা কোরআন। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ঠিক যে ভাবে আল্লাহর নিকট থেকে জিবরাঈল (আ.) -এর মাধ্যমে পেয়েছেন, ঠিক সেভাবে, সেইরূপে, সেই কথা ও শব্দ ও ভাষায়ই তিনি তা বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপন করেছেন। বর্তমান পৃথিবীর মানুষের নিকট সেই কোরআন হুবহু সেভাবেই বর্তমান রয়েছে। এতে এক বিন্দু পরিমাণ তারতম্য কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর সেই ওহী হুবহু প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ .

"হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করো, তুমি যদি তা না করো, তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।"[৪৭]

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে কোরআন মাজীদ নাযিল হয়েছে তাতে রয়েছে সাধারণ মূলনীতি। আর তা এমন প্রকৃতির যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই তার বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন এবং কোন আয়াত থেকে কী আদেশ-নিষেধ জানা যায় তা বিশদভাবে বলে দেন। এই দায়িত্ব তাঁরই উপর অর্পিত হয়েছে।

---

৪৭. আলকোরআন, সূরা আল-মায়িদা ৫ ঃ ৬৭

www.nagorikpathagar.org

মহান আল্লাহ্ বলেছেন:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

"এবং আমি তোমার প্রতি যিক্‌র নাযিল করেছি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল, তা নিয়ে যাতে তারা চিন্তা করে।"[৪৮]

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলাই কোরআন মাজীদ নাযিল করেছেন এবং নাযিল করার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর একটি বিশাল দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে লোকদের বুঝিয়ে দেয়া।

প্রকৃত অবস্থা ছিল এরূপ : মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় ওহীর মাধ্যমেই সকল বিষয়ের সমাধান দিতেন। ফলে ইসলামের বিধান পালনে কোনো অসুবিধা পরিলক্ষিত হতো না। তদানীন্তনকালে ইসলামের বিধান সম্পর্কে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অপর কারো নিকট সামাধান জানতে চাইতে হতো না এবং ইসলামের বিধান জানার জন্য কারো ইজতিহাদ (গবেষণা) করারও প্রয়োজন হতো না। ফলে সেসময় 'ফিক্‌হ' তার আসল সংজ্ঞা রূপে বর্তমান ছিল না । একথা নির্দিধায় বলা যায় যে, মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় ইসলামী আইন জানার একমাত্র উৎস ছিল আসমানী ব্যবস্থা অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহী। তাই ইলমুল ফিক্‌হ -এর এ যুগকে আসমানী শারী'আতের যুগ বলা হয়।

যিনি সাহাবী অথচ একেবারেই ইজতিহাদ করেননি এমন কথা বলা যাবে না। যে সব সাহাবী মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতেন, তাঁরা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইজতিহাদ করতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মু'আয ইবনু জাবাল (রা.)-এর কথা বলা যায়। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইয়ামানে প্রশাসক হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর বিদায়ের সময় জিজ্ঞেস করলেন :

كيف تقضى فقال أقضى بما فى كتاب الله قال فان لم يكن فى كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم يكن فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأى قال الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"তুমি কীভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করবে? তিনি বললেন : কোরআনের ভিত্তিতে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাতে যদি কোন সিদ্ধান্ত না পাও? তিনি বললেন: তাহলে সুন্নাহ'র ভিত্তিতে। জিজ্ঞেস করলেন : সুন্নাহ'তেও যদি না পাও তাহলে কি করবে? তিনি বললেন : আমি ইজতিহাদ করে আমার অভিমত নির্ধারণের চেষ্টা করবো" ।[৪৯]

---

৪৮. আলকোরআন, সূরা আন-নাহল ১৬ : ৪৪
৪৯. ইমাম তিরমিযী, আস সুনান, অধ্যায়: আল আহকাম, অনুচ্ছেদ: কাইফা ইয়াকযিল কাযী, আল-কুতুবুস সিত্তা, রিয়াদ : দারুসসালাম, ২০০০, পৃ. ১৭৮৫

www.nagorikpathagar.org

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু এই ইজতিহাদের কথা সমর্থনই করেননি, তাঁর এ সাহাবীর এই উক্তি শুনে বিশেষভাবে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং একই সাথে আল্লাহর শোকরও আদায় করেন। সুদূর ইয়ামানে অবস্থান করে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রত্যেকটি কথা জিজ্ঞেস করে তো শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। তাই এই ইজতিহাদ করার অনুমতি মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাঁকে দিয়েছিলেন এবং তাঁর ইজতিহাদ করার কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় 'যিহার' সংক্রান্ত মাস'আলায় ইজতিহাদ করে কথা বললেও তাঁর যুগকে 'ফিক্হ-এর ইজতিহাদী যুগ' বলা হয় না। তবে 'ইলমুল ফিক্হ-এর ইতিহাস পর্যালোচনায় এ অধ্যায়ের উল্লেখ অপরিহার্য। কেননা ইসলামী আইনের কাঠামো গঠনের জন্য এ যুগই ছিল ভিত্তিকাল। এখান থেকেই 'ইলমুল ফিক্হ-এর যুগের শুভ সূচনা হয়। পরবর্তীকালে যে ইসলামী আইনের প্রাসাদ গড়ে উঠেছে তার ভিত্তিমূলে রয়েছে এ যুগের প্রধান ভূমিকা।[৫০]

সাহাবা কিরামের যুগে ইলমুল ফিক্হ -এর উৎস

সাহাবা কিরামের যুগে নতুন কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে এবং তার সিদ্ধান্ত জানার প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁরা সর্বপ্রথম আল্লাহর কিতাবে তা অনুসন্ধান করতেন। তাতে স্পষ্ট কিছু না পেলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ'য় সন্ধান চালাতেন। সেখানেও যদি তাঁরা কোনো সিদ্ধান্ত না পেতেন তবে তাঁরা দেখতেন, এ দুই উৎসে ঘটনার অনুরূপ বা সদৃশ কোনো সিদ্ধান্ত আছে কিনা। যদি তেমন কিছু পাওয়া যেত তবে তারা সে বিষয়ের ভিত্তিতে সামনে উপস্থিত ব্যাপারে শারী'আতের সিদ্ধান্ত কী হতে পারে তা কিয়াস করতেন। তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করতেন, কোরআন ও সুন্নাহ'য় যে কারণে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, অনুরূপ বা সদৃশ ঘটনায় সেই কারণটি আছে কিনা। যদি সে কারণটি দেখা যেত তাহলে নতুন বিষয়ে তাঁরা সেই সিদ্ধান্তই আরোপ করতেন। আর তাও যদি তারা না দেখতে পেতেন, তাহলে তাঁরা একত্র হয়ে নতুন সৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ করতেন। সে পরামর্শেও তাঁরা কোরআন ও সুন্নাহ'র মূল ভাবধারাকে সব সময়ই হৃদয়ে জাগ্রত রাখতেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরও তা কোরআন-সুন্নাহ'র সামগ্রিক ব্যবস্থা, আদর্শ ও ভাবধারার বিপরীত হচ্ছে কিনা তা তাঁরা গভীর অভিনিবেশ সহকারে যাচাই করে দেখতেন। এভাবে সর্বসম্মতক্রমে যখন কোনো সিদ্ধান্তে তাঁরা পৌঁছতেন তখন তা-ই হতো তাঁদের সর্বসম্মত ইজমা', তখন তার বিরোধিতা করার ইখতিয়ার কারো থাকতো না। তাঁদের এই ইজমা' অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত ও গৃহীত সিদ্ধান্তের সমপর্যায়ের বিবেচিত হতো।

---

৫০. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামী শরীয়াতের উৎস, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ৪১-৪৬

www.nagorikpathagar.org

পরামর্শ করতে গিয়ে যদি তাঁদের মাঝে মতভেদ দেখা দিত তখন তাঁদের প্রত্যেকেরই দলীল প্রমাণ অন্যান্যদের নিকট 'অধিকাংশের মত অনুযায়ী কাজ' এর সমমর্যাদা সম্পন্ন ধরা হতো। কিন্তু তাকে সর্বসম্মত ইজমা হিসাবে গণ্য করা হতো না। কেননা সর্বসম্মত ইজমা' সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। আর এখানে যেহেতু মতভেদ রয়েছে কাজেই প্রত্যেকেরই নিজস্ব দলীল ভিত্তিক সিদ্ধান্ত অন্যদের জন্য বাধ্যতামূলক হতে পারে না। নিজ নিজ দলীল ভিত্তিক মতকে শারী'আতের সিদ্ধান্ত দলীল ভিত্তিক সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা ও অধিকার রয়েছে। বস্তুত এখান থেকেই সাহাবা কিরামের মাঝে ফিকহী ইখ্‌তিলাফ বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদ -এর উৎপত্তি হয়। পরবর্তীকালে ফিক্‌হবিদগণ সাহাবা কিরামের এই একই বিষয়ে বিভিন্ন উক্তিকে 'আসার' নামে ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। এই পটভূমিতে বলা যায়, সাহাবা কিরামের যুগে কিফ্‌হের আরো দু'টি সুস্পষ্ট উৎস ছিলো। তার একটি হল ইজমা' আর অপরটি হল রায় বা কিয়াস। এ সময়ে আলফিক্‌হ্-এর ময়দানে ইজতিহাদী কার্যক্রম যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করে। সেই সঙ্গে আলফিক্‌হ্-এর কতিপয় উৎসও নির্দিষ্ট হয়। মোটকথা, সাহাবা কিরামের যুগে কোরআন, হাদীস, ইজমা' ও কিয়াস শারী'আতের উৎস হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। আলকোরআন ও আল-হাদীস হচ্ছে আলফিক্‌হ্-এর মূল উৎস হওয়ায় এ দুটি উৎস স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মর্যাদার অধিকারী।[৫১] এ দুটো উৎস ছাড়াও ইলমুল ফিক্‌হ্-এর কতিপয় আনুসঙ্গিক উৎস রয়েছে। নিম্নে প্রধান প্রধান উৎসগুলো আলোচনা করা হলো-[৫২]

১. আলকোরআন (القرآن)
২. আস-সুন্নাহ (السنة)
৩. আল-ইজমা' (الاجماع)
৪. আল-কিয়াস (القياس)
৫. আল-ইসতিহ্‌সান (الا ستحسان)
৬. আল ইসতিদলাল (الاستدلال)
৭. আল -আরা (الاراء) মুসলিম ফকীহ্‌গণের রায়
৮. আত -তা'আমুল (التعامل)
৯. আল 'উরফ (العرف)
১০. দেশজ আইন
১১. আলমাসালিহ্ আলমুরসালা (المصالح المرسلة)
১২. পূর্ববর্তী নাবীগণের শারী'আত (الشرع من قبلنا)
১৩. আলইস্তিসহাব (الا ستصحاب)
১৪. অতীত মুসলিম বিচারকদের বিচারের রায়

---

৫১. প্রাগুক্ত
৫২. প্রাগুক্ত, প, ১০৩

www.nagorikpathagar.org

১৫. আলইবাহাত (الا باحة)

উসূলুল ফিক্‌হ-এর গ্রন্থগুলোতে কেবল প্রথম চারটি উৎসের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর কারণ হচ্ছে, কোনো কোনো উৎস অপর কোনো উৎসের অন্তর্ভুক্ত। যেমন কিয়াসের আওতায় পড়ে ইসতিহসান, ইস্তিদলাল ইত্যাদি। তেমনি ইজমা'র অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, তা'আমুল ও রসম-রেওয়াজ। পূর্ববর্তী শারী'আতসমূহে এমন কতিপয় উৎস রয়েছে যা কোনো না কোনো ভাবে কোরআন ও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। দেশজ আইনও তা'আমুলের অন্তর্ভুক্ত। সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিদের রায় যদি কিয়াস-ভিত্তিক হয়ে থাকে তাহলে তা কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত হবে, অন্যথায় তা শ্রুতিনির্ভর হাদীসের আওতায় এসে যাবে। ইসতিদলালও কিয়াসের কাছাকাছি, যদিও অর্থের দিক থেকে কিয়াসের চেয়ে অধিক ব্যাপক। উল্লেখ্য যে, প্রধান চারটি উৎসের মাঝে স্তর ও মর্যাদার দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে।[৫৩]

নিম্নে উপরে বর্ণিত 'আলফিক্‌হ'-এর প্রত্যেকটি উৎস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো-

আলকোরআন (القرآن)

কোরআন মাজীদ মহান আল্লাহর বাণী। এটি এমন একটি আসমানী গ্রন্থ যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য ও সর্বপ্রকার সন্দেহমুক্ত।

কোরআন মাজীদ হচ্ছে ইলমুল ফিক্‌হ -এর প্রধান উৎস। ইসলামী আইনের মূলনীতিসমূহ এ গ্রন্থে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। বিধানসমূহের শাখা-প্রশাখা এ কিতাবে খুব কমই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আশ্‌শাতিবী (র.) বলেন,

القرآن على اختصاره جامع ولايكون جامعا الا والمجموع فيه أمور كليات.

"কোরআন মাজীদ সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক অর্থবহ কিতাব।[৫৪]

هو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المنقول الينا بالتواتر المكتوب بالمصاحف المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.

"কোরআন আল্লাহর বাণী, নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে, নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাধারায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ এবং তার তিলাওয়াত 'ইবাদাত হিসেবে গণ্য; সূরা আল-ফাতিহা থেকে শুরু

---

৫৩. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, অনু. আবদুল মান্নান তালিব, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৫০

৫৪. ইমাম শাতিবী, আল-মুওয়াফাকাতু ফী উসূলিশ শারী'আহ, আল-কাহেরা: দারুল হাদীস, ২০০৬, খ. ৩, পৃ. ৩৬৭

www.nagorikpathagar.org

হয়ে যা সূরা আননাস দ্বারা শেষ হয়েছে"।[৫৫]

আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে এ কিতাব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সুদীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী নাযিল করেন। এর শব্দ ভাষা- অর্থ-মর্ম সবই তাঁর নিকট থেকে নাযিল হয়েছে। এ কিতাবের ভাষা 'আরবী, যা অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। এ কিতাব এক দিকে বিপথগামীদের সতর্ক করে এবং অপরদিকে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য সুসংবাদ ও শুভ পরিণতির কথা শোনায়। এ কিতাব অবিকৃত অবস্থায় এখনো বর্তমান আছে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তা অবিকল অবস্থায় থাকবে। আলকোরআন মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নিঁখুতভাবে লিখিত ও গ্রন্থাকারে সুবিন্যস্ত হয়েছিল। সাহাবা কিরামের সময়ও এমনি বর্তমান ছিল যেমন বর্তমানে আছে। কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন কোরআনকে স্পর্শ করতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

"আমিই কোরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্য আমিই তার সংরক্ষক।"[৫৬]

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

"কোনো মিথ্যা এতে প্রবেশ কতে পারে না-সামনে থেকেও নয়, পেছন থেকেও নয়। এ তো প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর নিকট থেকে নাযিল হয়েছে।"[৫৭]

আলকোরআন (القرآن)-এর পরিচয়

'কোরআন' (القرآن) শব্দটি আরবী। এটি القرء ক্রিয়ামূল (مصدر) থেকে উদ্ভূত। অর্থ-পাঠ করা, পড়া ইত্যাদি। এটি পঠিত (مقروء) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেহেতু কোরআন মাজীদ পাঠ করা হয় এবং তা পঠিত হয় এ কারণে একে কোরআন (القرآن) বলে নামকরণ করা হয়েছে।[৫৮]

ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায়-কিতাব (কোরআন) হলো মহান আল্লাহর বাণী, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে, যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং যা মুতাওয়াতির (এমন বর্ণনাকে বলা হয় যা প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তিবর্গের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যাঁদের মিথ্যাবাদী বলার উপর একমত হওয়া বা যাঁদের থেকে আকস্মিকভাবে মিথ্যার প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব) ও সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত

---

৫৫. ড. মুসতাফা আয-যুহাইলী, আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী, দামেশক: দারুল খাইর, ২০০৩, পৃ.১৩৯

৫৬. আল কুরআন, আল-হিজর ১৫ ঃ ৯

৫৭. আল কুরআন, সূরা হা-মীম আস-সিজদা ৪১ ঃ ৪২

৫৮. মুল্লা জিউন, নূরুল আনওয়ার, দিল্লী : সাঈদ কোম্পানী, কুতুবখানা রশীদিয়া, তা. বি. পৃ. ৭

www.nagorikpathagar.org

হয়ে আসছে।[৫৯]

ইমাম আর-রাগিব আল-ইসফাহানী (র.) বলেন, قرء ধাতু থেকে কোরআন (القرآن) শব্দের উৎপত্তি। এর আভিধানিক অর্থ-একত্র করা, জমা করা ইত্যাদি। কোনো বিষয় অধ্যয়ন ও পাঠ করার জন্য প্রচুর অক্ষর এবং শব্দসম্ভার একত্র করতে হয়, এই ন্যূনতম সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে 'কোরআন' শব্দটি অধ্যয়ন করা ও পাঠ করার অর্থেও ব্যবহৃত হতে থাকে।[৬০]

আল্লামা যারকানী (র.) বলেন, "আরবী ব্যাকরণের মূলনীতি অনুসারে শব্দের মূলধাতুর রূপ অনেক সময় কর্মবাচক বিশেষ্যের (اسم مفعول) অর্থ প্রদান করে। এ অর্থেই এ গ্রন্থের জন্য 'কোরআন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এ অনুযায়ী 'কোরআন' শব্দের অর্থ-পঠিত গ্রন্থ।"[৬১]

ইমাম আর-রাগিব আল-ইসফাহানী লিখেছেন, 'কোরআন' শব্দটি একমাত্র মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত কিতাবের নামের জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে। যেমন 'তাওরাত' শব্দটি মূসা (আ.) এবং 'ইনজীল' শব্দটি 'ঈসা (আ.)-এর উপর নাযিলকৃত গ্রন্থদ্বয়ের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে।"[৬২]

আলকোরআন নামের তাৎপর্য

কী তাৎপর্য ও সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এই গ্রন্থের নাম 'আলকোরআন' রাখা হয়েছে, মূল গ্রন্থের সাথে এই নামের সামঞ্জস্য-ই-বা কী, এ সম্পর্কে একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। তবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে, কোরআন নাযিলের সময় মক্কার কাফিররা এই গ্রন্থের বাণীসমূহ শ্রবণ করতো না, কোরআন পাঠের সময় গন্ডগোল সৃষ্টি করতো, অন্যদেরও একাজে উসকে দিতো। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আববাস (রা.) বলেন, খোদ আবূ জাহল এ কাজের জন্য একদল লোক প্রস্তুত করে রেখেছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোরআন পাঠ করেন, তখন তোমরা হট্টগোল সৃষ্টি করবে যাতে তিনি কী পাঠ করছেন তা বুঝা না যায়। ফলে সত্যি সত্যিই তারা এই অদ্ভুত কাজ করে।[৬৩]

কোরআন মাজীদে তাদের অপকর্মের কথা নিম্নোক্ত আয়াতে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে:

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ.

"কাফিররা বলে, তোমরা এই কোরআন শ্রবণ করবে না এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল

---

৫৯. প্রাগুক্ত

৬০. ইমাম আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুর'আন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০

৬১. আশ-শায়খ মুহাম্মাদ 'আবদুল 'আযীয আয-যুরকানী, মানাহিলুল ইরফান, আল-কাহেরাঃ দারুল হাদীস, ২০০১, পৃ. ১৪

৬২. ইমাম আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুর'আন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১-০২

৬৩. মাওলানা মুহাম্মদ শফী, তাফসীরে মাআরিফুল কুর'আন, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ. ৭, পৃ. ৬৪৭

www.nagorikpathagar.org

সৃষ্টি করবে যাতে তোমরা জয়ী হতে পারো"।[৬৪]

তদানীন্তন কাফিরদের এই হীন আচরণ ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহারের জবাবে 'আলকোরআন' (সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ) নাম রেখে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব জঘন্য আচরণ দ্বারা কোরআনের সুমহান দাওয়াত ও বুলন্দ আওয়াযকে কিছুতেই রোধ করা যাবে না। এই পবিত্র গ্রন্থ পঠিত হওয়ার জন্যই নাযিল হয়েছে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তা পঠিত হতে থাকবে। সুতরাং একথা এখন কাফির-মুসলিম নির্বিশেষে সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, সারা বিশ্বে একমাত্র কোরআনই সর্বাপেক্ষা অধিক পঠিত ও পঠিতব্য গ্রন্থ।[৬৫]

ইমাম আর-রাগিব আল-ইসফাহানী (র.) লিখেছেন, 'কোরআন' শব্দের অর্থ-একত্র করা। অতপর তিনি এই অর্থের উপযোগিতা সম্পর্কে বলেন, "সমস্ত আসমানী গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে এই গ্রন্থকেই 'আলকোরআন' নামে অভিহিত করা হয়েছে এ জন্য যে, মূলত এ গ্রন্থেই অন্যান্য আসমানী গ্রন্থে বর্ণিত তথ্য ও বিষয়সমূহ একত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে-যেগুলোর একমাত্র সারনির্যাস হচ্ছে এ গ্রন্থ। বরং মৌলিকভাবে পৃথিবীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছে এতে"।[৬৬]

কোরআন মাজীদের আলোচ্য বিষয়

কোরআন মাজীদের প্রধান ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে-মানবজাতি। কেননা কোরআন মাজীদে মানব জাতির কল্যাণ ও অকল্যাণ কোন পথে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানব জাতিকে আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল জীবনব্যবস্থার প্রতি পথপ্রদর্শন করা, যাতে দুনিয়া ও আখিরাতে তারা শান্তি ও সুখময় জীবনের অধিকারী হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ.

"এতো সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটি পথনির্দেশক"।[৬৭]

অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে-

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

"আমি তো তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না"? [৬৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

৬৪. আলকোরআন, সূরা হা-মীম আস-সিজদা ৪১ ঃ ২৬
৬৫. মাওলানা তাকী উসমানী, উলুমুল কুরআন, তা. বি. পৃ. ২৪
৬৬. ইমাম আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২
৬৭. আলকোরআন, সূরা আল-বাকার ২ ঃ ২
৬৮. আলকোরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১ ঃ ১০

www.nagorikpathagar.org

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ.

"আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদরূপে তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করলাম।"[৬৯]

কোরআনের উক্ত মৌলিক ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুটিকে আরও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নের আয়াতটিতে -

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

"হে কিতাবীগণ! আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে সে তার অনেক তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক উপেক্ষা করে থাকে। আল্লাহর নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদের সরলপথে পরিচালিত করেন।"[৭০]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) মানব জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

(ক) 'ইলমুল আহকাম (علم الأحكام) বা আইন বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান ঃ 'ইবাদাত-বন্দেগী, মু'আমালাত, আচার-আচরণ, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ইত্যাদি মানব জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন ও বিষয় সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ ও নির্দেশাবলি ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হালাল, হারাম, মাকরূহ, মুবাহ যাবতীয় আদেশ-নিষেধ এ প্রকারে আলোচিত হয়েছে।

(খ) 'ইলমুল মুখাসামা (علم المخاصمة) ঃ ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, মুশরিক, মুনাফিক-এই চার প্রকার পথভ্রষ্ট দলের সাথে বিতর্কিত বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। একই সাথে তাদের কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত মতবাদসমূহ উল্লেখ করে তার সমুচিত জবাব দেয়া হয়েছে।

(গ) 'ইলমুল তাযকীর বি-আলাইল্লাহ (علم التذكير بآلاء الله) বা স্রষ্টাতত্ত্ব ঃ আল্লাহর অনুগ্রহ, অবদান ও কুদরতের নিদর্শনাদির বিষয় সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ প্রকারে আসমান-যমীন সৃষ্টির রহস্য সর্বোপরি আল্লাহর সর্ববিধ গুণাবলির পরিচয় সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা স্থান পেয়েছে।

---

৬৯. আলকোরআন, সূরা আন-নাহল ১৬ ঃ ৮৯
৭০. আলকোরআন, সূরা আল-মায়িদা ৫ ঃ ১৫-১৬

www.nagorikpathagar.org

(ঘ) 'ইলমুত তাযকীর বি-আইয়ামিল্লাহ (علم التذكير بايام الله) বা সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর অবস্থা সংক্রান্ত জ্ঞান। এ প্রকারে হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার অতীত সংঘর্ষ ও রেষারেষির ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। একই সাথে সত্য ও সত্যপ্রিয়তার শুভ পরিণাম, মিথ্যা এবং বাতিলের অশুভ পরিণতি সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে এবং যুগপৎভাবে উৎসাহিত এবং সতর্ক করা হয়েছে।

(ঙ) 'ইলমুত তাযকীর বিল-মাউত (علم التذكير بالموت) বা আখিরাত সম্পির্কত জ্ঞান ঃ মানুষের অক্ষমতা, মৃত্যুর পর জান্নাত-জাহান্নাম প্রত্যক্ষকরণ, রহমত ও আযাবের ফেরেশতাগণের আগমন, কিয়ামতের লক্ষণ, 'ঈসা (আ.) -এর নাযিল হওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব, ইসরাফীলের শিঙ্গায় ফুৎকার, হাশর, নাশর, হিসাব-নিকাশ, পাপ-পুণ্যের ওযন, আমলনামা, মু'মিনদের আল্লাহর দীদার লাভ, আযাব ও শাস্তির বিভিন্ন প্রকরণ, জান্নাতের নি'আমতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রভৃতি এই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। মানুষকে সতর্ক এবং আল্লাহর পূর্ণ দাসত্ব ও আনুগত্যের জন্য উৎসাহিত করাই এর উদ্দেশ্য।[৭১]

কোরআন মাজীদ নাযিলের পর্যায়

কোরআন মাজীদ মাক্কী ও মাদানী এই দুই পর্যায়ে নাযিল হয়। মাক্কী সূরাসমূহে প্রধানত বিশ্বলোক, বিশ্বসৃষ্টির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ইসলামী 'আকীদা নির্ধারণ এবং নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন সর্বোপরি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত বিষয় আলোচনা স্থান পেয়েছে। পক্ষান্তরে মাদানী সূরাসমূহ মদীনায় হিজরত করার পর মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হয়। এতে সামাজিক রীতিনীতি, রাষ্ট্রীয় ও আন্ত র্জাতিক বিষয়াদি স্থান পেয়েছে। এককথায় বলা যায়, এ সময় ছিল ইসলামী আইন-বিধানের উপস্থাপনের সময়কাল।[৭২]

ইসলামী আইনের উপস্থাপন পদ্ধতি

কোরআন মাজীদের যে অংশ মক্কায় নাযিল হয়েছে তার আয়াতসমূহ খুবই ক্ষুদ্রাকার ও সংক্ষিপ্ত, তবে ব্যাপকার্থবোধক। আর মদীনায় নাযিলকৃত সূরা ও আয়াতসমূহ দীর্ঘ। এর কারণ এই যে, মাক্কী আয়াতসমূহের প্রধান লক্ষ্য ছিল লোকদের মনে ঈমান সৃষ্টি করা, তাদের কোরআন পাঠে আকৃষ্ট ও অভ্যস্ত করে তোলা। এ কারণে তখন যে আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে তা যেমন সহজপাঠ্য ছিলো, তেমনি সহজ শ্রাব্য। তা আয়ত্ত করাও ছিল সহজ। উপরন্তু তার পাঠ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী। তা মানুষকে সহজেই তন্ময় করে দিতো। পক্ষান্তরে মাদানী আয়াতসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, জীবন-যাপন ব্যবস্থা উপস্থাপন, আইন ও বিধান দান। এজন্য মাদানী আয়াতসমূহ মাক্কী আয়াতসমূহের

---

৭১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দিহলাভী, আল-ফাউযুল কাবীর, তা. বি. পৃ. ২
৭২. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬

www.nagorikpathagar.org

তুলনায় দীর্ঘকার হয়েছে। যে আইন-বিধানই দেয়া হচ্ছে সাথে সাথে তার যৌক্তিকতা বলে দেয়ার ও প্রয়োজন হয়। তাই এ পর্যায়ের আয়াতসমূহের দীর্ঘতা অনিবার্য ও অপরিহার্য।

কোরআন মাজীদের আইন-বিধান উপস্থাপন পদ্ধতি বিচিত্র। এর ফলে তার হৃদয়গ্রাহীতা ও অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্যতা খুবই প্রকট। কোথাও তা আদেশ সূচক শব্দে উদ্বৃত হয়েছে, আবার কোথাও নিষেধ সূচক শব্দে। কোথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, একাজ লোকদের জন্যে লিখে রাখা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে অথবা বলা হয়েছে, এ কাজ খুবই উত্তম। কিংবা বলা হয়েছে, একাজ বেজায় খারাপ অথবা কল্যাণকর কিংবা অকল্যাণকর। কোথাও কোথাও বর্ণনাভঙ্গি এরূপ গ্রহণ করা হয়েছে যে, এ কাজের ফল অতীব কল্যাণকর কিংবা এর পরিণতি অত্যন্ত খারাপ অথবা এ কাজে যথেষ্ট লাভ রয়েছে বা এ কাজে অনেক ক্ষতি নিহিত।[৭৩]

কোরআনী আইনের সামগ্রিক দিক ও উদ্দেশ্যাবলি

কোরআনের আয়াত হিসাবে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে জ্ঞানগর্ভ বিষয় নাযিল হয়েছিল, দীনের পরিপূর্ণতার পর্যায়ে তা যতই নতুন বিধান মনে হোক, মৌলিক শিক্ষার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, তার মধ্যে এমন একটিও ছিল না, যা পৃথিবীবাসীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলো। এ প্রেক্ষিতে কোরআন নাযিলের নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো প্রতিভাত হয়-

১. পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলগণের দীন প্রচারের পর হিদায়াতের যে অংশ প্রচার অবশিষ্ট ছিল তা পূর্ণ করা।
২. যে অংশ বিস্মৃত করা হয়েছিল তা মনে করিয়ে দেয়া।
৩. ভুলবশত মানবজাতি যে সব বিষয়ে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিল তা থেকে তাদের মুক্তি দেয়া।
৪. যে অংশ বাড়ানো কিংবা কমানো হয়েছিল তা স্পষ্ট করা।

উপরোক্ত বর্ণনার সমর্থনে কোরআন মাজীদের সূরা আল-আরাফ এর ১৫৭ নং আয়াতের কয়েকটি বিষয় স্মরণ করা যেতে পারে-

(১+২) يامرهم بالمعروف وينههم عن المنكر সে তাদের সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে বাধা দেয়।
৩. ويحل لهم الطيبات "সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে।"
৪. وليحرم عليهم الخبا ئث "সে তাদের জন্য অপবিত্র বস্তু হারাম করে।"
৫. ويضع عنهم اصرهم "সে তাদের বোঝা নামিয়ে লঘু করে দেয়।"
৬. والاغلال التي كانت عليهم "যে সব শেকলে তারা আবদ্ধ ছিল সে সেগুলো সরিয়ে দেয়।"[৭৪]

---

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১১
৭৪. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

www.nagorikpathagar.org

আদেশ নিষেধের ক্ষেত্রে কোরআন মাজীদের মূলনীতি

কুর'আন মাজীদের প্রাণসত্তা ও মূলনীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আইনের এই উৎস আইন প্রণয়নের ব্যাপারে মানবিক স্বভাব-প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নিম্ন বর্ণিত নীতিগুলোর বিবেচনা অপরিহার্য গণ্য করেছে। যেমন-

১. সংকীর্ণতা বর্জন (عدم حرج)
২. কষ্টের স্বল্পতা (قلة تكليف)
৩. পর্যায়ক্রমিকতা (تدريج)
৪. নাস্খ (نسخ)
৫. শানে নুযূল (شأن نزول)
৬. হিকমত ও 'ইল্লাত (حكمة وعلة)
৭. সামাজিক অবস্থা (الحالة المعا شرة)[৭৫]

নিচে প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো-

সংকীর্ণতা বর্জন

আইন হবে এমন যা হবে সহজসাধ্য, তাতে কাঠিন্য থাকবে না। এ নীতির সমর্থন কোরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ.

"আল্লাহ্ তোমার জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না।"[৭৬]

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

"তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।"[৭৭]

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ.

"আল্লাহ্ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান।"[৭৮]

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) ও মু'আয ইবনু জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে প্রশাসক হিসাবে প্রেরণকালে সম্বোধন করে বলেছিলেন-

يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا.

"তোমরা মানুষের জন্য তাদের কাজকে সহজ করবে, কঠিন করবে না, সুসংবাদ দিবে, ঘৃণার উদ্রেক করবে না। তোমরা একে অপরকে মেনে চলবে, মতবিরোধ করবে না"।[৭৯]

---

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
৭৬. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ১৮৫
৭৭. আলকোরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২ ঃ ৭৮
৭৮. আলকোরআন, সূরা আল-মায়িদা ৫ ঃ ৬
৭৯. ইমাম বুখারী, সাহীহ্ আল বুখারী, অধ্যায় : আল-জিহাদ, অনুচ্ছেদ : মা ইউকরাহু মিনাত তানাযুয়ি ওয়াল-ইখাতিলাফু ফিল হারবি ... প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

www.nagorikpathagar.org

মিসওয়াক প্রসঙ্গে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.

"যদি আমার উম্মাতের কষ্ট হবে আশংকা আমার না থাকত তাহলে আমি প্রত্যেক সালাতের সময় তাদের মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম"।[৮০]

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি সাধারণ নিয়ম এই ছিল যে,

وما خير بين شيئين الا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما.

যখন তাঁকে দুটি জিনিসের মধ্য থেকে যে কোন একটি নির্বাচন করার ইখতিয়ার দেয়া হতো, তিনি তখন অধিকতর সহজটি গ্রহণ করতেন, যদি তার সাথে পাপের সংশ্লিষ্টতা না থাকতো।[৮১]

এই বিস্তারিত আলোচনার অর্থ এই নয় যে, ইসলামী আইন-বিধান পালনের ক্ষেত্রে সামান্যতমও বেগ পেতে হবে না অথবা কোন কষ্টের মুখোমুখি হতে হবে না। বিষয়টি যদি তা-ই হয় তবে মানুষের مكلف بالشرع শারী'আতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার কোন অর্থই থাকে না।[৮২]

২. কষ্টের স্বল্পতা

কষ্টের স্বল্পতা বা কষ্ট কম হওয়া এটা সংকীর্ণ রীতি-নীতির অনিবার্য পরিণাম। কারণ আইনে যে পরিমাণ সংকীর্ণতা থাকবে সে পরিমাণ কষ্টও বেড়ে যাবে। কোরআন মাজীদে উল্লেখ আছে-

لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفساً إِلاَّ وُسْعَهَا.

"আল্লাহ কারও উপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত"।[৮৩]

অপর এক আয়াতে আছে-

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلإِنسَانُ ضَعِيفاً.

"আল্লাহ তোমাদের ভার লঘু করতে চান, মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে।"[৮৪]

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ.

---

৮০. ইমাম তিরমিযী, জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায় : আত-তাহারাত, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফিস-সিওয়াক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩২

৮১. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : কাওলুন্নাবি (সা.) ইয়াস্‌সিরুওয়া লা-তু'আস্‌সিরু, প্রাগুক্ত, ৫১৬

৮২. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৮৩. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা, ২ ঃ ২৮৬

৮৪. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা, ৪ ঃ ২৮

www.nagorikpathagar.org

"হে মুমিনগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না , যা তোমাদের নিকট প্রকাশ হলে তা তোমাদের কষ্ট দিবে। [৮৫]

কোরআন নাযিলের সময় তোমরা যদি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো ,তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে।"

ان الدين يسر ولن يشاد الدين أحد الا غلبه.

"দীন হচ্ছে সহজ কিন্তু যে ব্যক্তি দীনে জটিলতা সৃষ্টি করে দীন তাকে পরাভূত করে"।[৮৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা পরিস্কার হয়ে উঠেছে যে, ইসলামী আইনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সহজ-সাধ্যতার নীতি অবলম্বন করেছেন।

৩. পর্যায়ক্রমিকতা

কোরআন মাজীদ সুদীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী বিভিন্ন অবস্থা ও চাহিদার দাবি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়। কোরআনের বিধানসমূহ 'আকীদা বিশ্বাস ও 'ইবাদাত-বন্দেগীর সাথে সম্পর্কিত ছিলো। পরে নাযিলকৃত বিধানসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি। মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

ان الله لم يدع شيئا من الكرامة والبر الا أعطاه هذه الأمة ومن كرامته واحسانه أنه لم يجب عليهم الشرائع دفعة واحدة و لكن أوجب عليهم مرة بعد مرة.

"মর্যাদা ও কল্যাণের হেন কোনো বস্তু নেই যা আল্লাহ এই উম্মাতকে দান করেননি। ইসলামী আইন ব্যবস্থা তিনি একই সাথে নাযিল করেননি বরং পর্যায়ক্রমে একের পর এক নাযিল করেছেন, এটাও আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী।"[৮৭]

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন,

انما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل اول شيء لاتشربوا الخمر لقالوا لاندع الخمر أبدا ولو نزل لاتزنوا لقالوا لاندع الزنا أبدا.

"প্রথমে মুফাস্‌সাল সূরাগুলো (সূরা আলহুজুরাত থেকে কোরআনের শেষ পর্যন্ত) নাযিল হয়। সেগুলোতে জান্নাত ও জাহান্নামের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তারপর লোকেরা যখন দীনের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হলো তখন হালাল ও হারামের বিধানগুলো নাযিল হয়। যদি মদপান নিষিদ্ধ হওয়ার বিধানটি প্রথম দিন নাযিল হতো তাহলে লোকেরা বলত, আমরা কখনো মদ ছাড়বো না। অনুরূপভাবে প্রথম দিনই ব্যভিচার নিষিদ্ধ হওয়ার হবার বিধান নাযিল হলে লোকেরা বলে উঠত, আমরা কখনো ব্যভিচার থেকে বিরত হবো না"।[৮৮]

---

৮৫. আলকোরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫ ঃ ১০১

৮৬. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ: আদ-দীনু ইউসরুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৮৭. ইমাম কুরতুবী, তাফসীরে কুরতুবী, তা. বি. খ. ৩, পৃ. ৫২

৮৮. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল বুখারী, অধ্যায়: ফাযায়িলুল কুর'আন, অনুচ্ছেদ: তা'লীফুল কোরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩

www.nagorikpathagar.org

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব পর্যায়ক্রমিক কর্ম পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। তাছাড়া শুরুতে আইনের সংখ্যা কম হওয়া উচিত যাতে সহজে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সমস্যার সৃষ্টি না হয়। বাস্তব জীবনে আইনের বাস্তবায়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং মানুষকে আইনানুগ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা কিরাম অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তা-ই করেছিলেন।

৪. নাস্খ (النسخ)

নাস্খ (النسخ)-এর আভিধানিক অর্থ-মুছে ফেলা, রহিত করা ইত্যাদি। ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায়, নাসখ-এর অর্থ দু'টি-

(১) প্রথম হুক্মটি পরবর্তী হুক্ম দ্বারা রহিত হয়ে যাবে এবং

(২) অবস্থা ও চাহিদার দাবির প্রেক্ষিতে প্রথম হুক্মটিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হবে।

প্রথম প্রকারের নাস্খ-এর সম্পর্ক পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলগণের সাথে। যেমন-

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا.

"আমি কোনো আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত হতে দিলে তা থেকে উত্তম কিংবা তার সমতুল্য কোনো আয়াত আনয়ন করি।"[৮৯]

উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলগণের শারী'আত রহিত হয়ে গেছে বললে বুঝতে হবে, মৌলিক 'আকাইদ যথা-তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত ইত্যাদি এবং মুখ্য আহকাম যথা-সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি বাদে অপরাপর আহকাম রহিত হয়ে গেছে। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইমাম আবূ বাকর আল-জাস্সাস (র.) বলেছেন-

ان ما ذكر فيها من النسخ فانما المراد به نسخ شرائع الا نبياء المتقد مين.

"এই আয়াতে যে নাস্খের কথা বলা হয়েছে তাতে পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলগণের শারী'আত মানসূখ (রহিত) হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে।"[৯০]

দ্বিতীয় প্রকারের নাসখের সম্পর্ক শারী'আতে মুহাম্মাদীর সাথে। কিন্তু এই নাসখের অর্থ আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগ নির্ধারণ। ফিকহবিদগণের মতে, এই নাসখের অর্থ-বর্ণনা বা ব্যাখ্যা। এতে কোন আয়াতের বিধান একেবারে রহিত হওয়া বুঝায় না। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র.) বলেন, "দ্বিতীয় প্রকার নাসখ হচ্ছে, সম্ভাব্য কল্যাণের আশা করা বা ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে তদনুযায়ী বিধান দেয়া এবং পরবর্তীকালে যখন সে সম্ভাবনা না থাকে তখন বিধান পাল্টে দেয়া।"[৯১]

---

৮৯. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা, ২ : ১০৬

৯০. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৯১. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, তা.বি. খ. ১, পৃ. ১২২

www.nagorikpathagar.org

৫. শানে নুযূল

শানে নুযূল বলতে বিশেষ কোনো ঘটনা উদ্দেশ্য নয় বরং অবস্থা ও পরিস্থিতি বুঝান উদ্দেশ্য।

বর্ণিত ঘটনাবলী নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে ঠিক ততখানি, যতখানি কোরআন মাজীদের স্পষ্ট বাক্যসমূহের সমর্থন পেছনে থাকবে। যদি কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, শব্দ ও অর্থ থেকে যা প্রকাশিত হয় এই ঘটনাবলি তার সাথে সাংঘর্ষিক অথবা মূলনীতির উপর আঘাত হানছে, তবে বর্ণিত ঘটনাবলি কোনো গুরুত্ব বহন করবে না। বরং সেক্ষেত্রে কোরআনের আয়াতই হবে স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। এ কারণে বিজ্ঞ মুফাস্সিরগণের মতে প্রকৃত শানে নুযূল হচ্ছে, যা আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক এবং শব্দ ও অর্থের মধ্য থেকে ভেসে উঠে। আল্লামা জালালুদ্দীন আস্সুয়ুতী (র.) এ বক্তব্যের সমর্থক।[৯২]

৬. হিকমত ও 'ইল্লাত

কোরআনের বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে হিকমাত ও 'ইল্লাতের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। মুসলিম উম্মাহ'র শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ এ ব্যাপারে বিশাল অবদান রেখে গেছেন। তাঁরা কোরআনী শিক্ষাকে মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল প্রমাণ করে এই জীবন বিধানের চিরন্তনতা ও সর্বজনীনতা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে মৌলিক কথা হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন মাজীদের ভাবধারাগত ও বাস্তব অবস্থার উপর গভীর দৃষ্টির অধিকারী হওয়া না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হিকমাত ও 'ইল্লাত সন্ধানের ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হতে পারে না।

কোরআন মাজীদে এমন অসংখ্য বিধান আছে যার মধ্যে 'ইল্লাত বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। ফিক্হবিদগণ সেগুলো থেকে দলীল-প্রমাণ গ্রহণ ও বিধি-বিধান উদ্ভাবনের যেসব পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা জরুরি। অনুরূপভাবে আদেশ নিষেধের ব্যাপারে কোরআন মাজীদ যে বর্ণনাশৈলী অবলম্বন করেছে তাও যথেষ্ট গুরুত্বের অধিকারী। লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে তা যথেষ্ট সাহায্য করে।[৯৩]

৭. সামাজিক অবস্থা

কোরআন মাজীদের খুঁটিনাটি আইনের প্রেক্ষিতে আরবের সামাজিক অবস্থার খতিয়ান নিলে দেখা যাবে, বিধানগুলোতে তদানীন্তন আরব জাহানের সামাজিক অবস্থাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই আলোচনা আল্লাহর পথনির্দেশনার ধরণ ও গুণগত অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহর পথনির্দেশনার সামনে সর্বদা দু'টি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়-

(ক) মানবিক ও আত্মিক সংস্কার এবং

(খ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ ও সাফল্য[৯৪]

---

৯২. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২

৯৪. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

www.nagorikpathagar.org

আরবের প্রচলিত আইনের স্বরূপ

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালে আরব জাহানে নিম্মোক্ত ধরনের আইন ও বিধান জারী ছিলো-

(১) বাদীর নিকট তার দাবি প্রমাণের লক্ষ্যে সাক্ষী চাওয়া হতো। সাক্ষী না থাকলে এবং বিবাদী বাদীর দাবি অস্বীকার করলে বিবাদীকে কসম করতে হতো।

(২) অপরাধের দন্ড বিধানের নীতি ছিল প্রতিশোধমূলক। এটা কখনো কখনো দিয়াত (রক্ত পণ) আকারেও হতো। চোরের হাত কাটার রেওয়াজ ছিল, ব্যভিচারীর শাস্তি নির্ধারিত ছিল পাথরের আঘাতে হত্যা। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশ ঘা চাবুক মারা ও মুখে চুন-কালি মাখিয়ে ঘোরানো হতো।

(৩) বিবাহ-শাদীতে ইজাব ও কবূলের পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো। এ ছাড়া অপরাপর পদ্ধতিও ছিলো। যথা-সাময়িক বিবাহ্ যে কারণে ব্যভিচারের প্রসার ঘটাতো এবং পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেত। অনুরূপ স্ত্রীদের কোনো সংখ্যা নির্ধারিত ছিলো না। নারীদের নিজেদের বিবাহ্ করার অধিকার ছিলো না। কোনো মাহরামের (যার সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ) সাথে বিবাহের প্রচলন ছিলো। মাহরের ব্যাপারে নারীর অধিকার বলতে কিছুই ছিলো না। তালাকের ব্যাপারে পুরুষের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিলো। ঈলা-জিহার ইত্যাদির প্রচলন ছিলো।

(৪) বেচাকেনা, হেবা, বন্ধক, ভাড়া ইত্যাদির মাধ্যমে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করার নীতি চালু ছিলো। এমন সব শর্তে বেচাকেনা হতো যাতে বিবাদ সৃষ্টি হতো, জুয়া খেলার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। বস্তু সামগ্রী বিনিময়ের কয়েকটি রীতি নিম্নে প্রদত্ত হলো- (১) অগ্রিম মূল্য প্রদান (بيع سلم), (২) মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রয় (بيع صرف), (৩) পণ্যের উপর পাথর নিক্ষেপে ক্রয় (منا بذه), (৪) পণ্য স্পর্শে বিক্রয় (بيع ملا مسة), (৫) ক্ষেতের কাঁচা শস্য বা গাছে ঝুলন্ত ফলের পাকা শস্য বা ফলের বিনিময় ইত্যাদি।

(৫) নগদ ভাড়ায় জমি ইজারা (اجارة) বা শস্য ভাগের শর্তে বর্গার প্রথা প্রচলিত ছিলো।

(৬) ঋণ ও সুদের প্রচলন ছিলো।

(৭) ওসিয়াতের মাধ্যমেও সম্পত্তি হস্তান্তর করা হতো।

(৮) মামলা-মোকদ্দমার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। গোত্রের সরদার জনমতের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্দেশ দিতো বা কার্যকর করার ব্যবস্থা করতো। প্রয়োজনে সরদারকে সহযোগিতা করার নিমিত্তে বয়স্ক ও অভিজ্ঞ লোকদের সমন্বয়ে একটি মজলিসে শূরা (পরামর্শ সভা) গঠন করা হতো।

মোটকথা, অভ্যন্তরীণ ও বাইরের যাবতীয় বিষয় সরদারদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকতো। স্থানীয় বিধি-বিধান ও আইনের ব্যাপারে আল্লাহর প্রেরিত নাবী-রাসূলগণের

www.nagorikpathagar.org

কর্মপন্থা কীরূপ ছিল তা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র.)-এর নিম্নোক্ত ভাষ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তিনি বলেন,

ان كنت تريد النظر فى معانى شريعة رسول الله عليه وسلم فتحقق أولا حال الاميين الذين بعث فيهم التى هى مادة تشريعه و ثانيا كيفية اصلاحه لها بالمقاصد المذكورة فى باب التشريع والتيسير وأحكام الملة.

"যদি আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারী'আতের গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে চান তাহলে প্রথমত যে নিরক্ষর আরবের কাছে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের অবস্থার অনুসন্ধান চালান, তাদের অবস্থাদি তাঁর শারী'আতের উপকরণ স্বরূপ। দ্বিতীয়ত তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারের প্রকৃতি অনুধাবন করলে আপনি দেখবেন, শারী'আত প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিধানকে সহজসাধ্য করতে গিয়ে এবং তাতে করে মিল্লাতকে মযবুত করার প্রয়াসে কী সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তিনি সামনে রেখেছিলেন।"[৯৫]

২. আস-সুন্নাহ (السنة)

আস-সুন্নাহ -এর পরিচয়

আস-সুন্নাহ ইসলামী শারী'আর দ্বিতীয় প্রধান উৎস। আস-সুন্নাহ ব্যতীত ইসলামের বিধি বিধান সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কাজেই ইসলামী শারী'আতে আস-সুন্নাহর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমে আস–সুন্নাহর পরিচয় প্রদত্ত হলো –

'সুন্নাহ' (السنة) শব্দটি আরবী। এক বচন বিশেষ্য, বহুবচনে 'সুনান' (السنن)। আভিধানিক অর্থ: পন্থা, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া রীতি, নিয়ম,স্বভাব–তা ভালো হোক কি মন্দ। মহান আল্লাহ্ বলেছেন:

سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا.

"পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। তুমি কখনো আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।"[৯৬]

শব্দটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর হুক্ম, নির্দেশ ও নিয়ম রীতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ আরো বলেছেন:[৯৭]

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

"আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তোমাদের নিকট বিশদভাবে বর্ণনা করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের

---

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
৯৬. আলকোরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৬২
৯৭. আলকোরআন, সূরা আননিসা, ৪:২৬

www.nagorikpathagar.org

রীতিনীতি তোমাদের অবহিত করতে এবং তোমাদের ক্ষমা করতে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"।

শব্দটি কোরআনে রীতি, হুকম ও চূড়ান্ত ফায়সালা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল-হাদীসে 'সুন্নাহ' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কেননা মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عملبها الى يوم القيامة.

"যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করবে সে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত তার উত্তম কাজের সাওয়াব পাবে এবং ঐ ব্যক্তির সমপরিমান সাওয়াব পাবে, যে তার পরে তদনুযায়ী আমল করবে, তবে কারো নেকী সামান্য পরিমাণও হ্রাস হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ কর্মপন্থা উদ্ভাবন করবে, সেও কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত তার গুনাহের ভাগী হবে এবং ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ পাপ কাজের ভাগীদার হবে, যে তদনুযায়ী আমল করবে, তবে কারো পাপ সামান্য পরিমাণও হ্রাস করা হবে না।"[৯৮]

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপর একটি হাদীসে বলেছেন:

لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذ راعا بذ راع.

"তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি পদ্ধতিসমূহ (এমনভাবে) অনুসরণ করবে যে, তারা এক বিঘত পরিমাণ করলে তোমরাও এক বিঘত পরিমাণ করবে; তারা এক হাত সমপরিমাণ করলে তোমরাও এক হাত পরিমাণ করবে"।[৯৯]

উল্লেখিত হাদীস দুটিতে 'সুন্নাহ' শব্দটি রীতি, পথ, পন্থা, পদ্ধতি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থ

সুন্নাহ'র পারিভাষিক অর্থের ব্যাপারে হাদীস বিশারদ ও ফিকহবিদগণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

হাদীস বিশারদগণের পরিভাষায় সুন্নাহ হলো:

كل ما أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة- كان ذلك قبل البعثة أو بعدها

"নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত-পূর্ব অথবা নবুওয়াত-পরবর্তী

---

৯৮. ইমাম মুসলিম, সাহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ: আল-হিস্সু আলাস-সাদাকাহ......, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৮৩৮

৯৯. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল বুখারী, অধ্যায়: আল-ইতিসাম, অনুচ্ছেদ: কাওলুন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাতাতবাউন্না সানানা মান কানা কবলাকুম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১০

www.nagorikpathagar.org

জীবনের কোনো কথা, কাজ, মৌন সমর্থন, দৈহিক গঠন প্রকৃতি, নৈতিক গুণাবলি ও জীবনচরিত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তাই সুন্নাহ"।[১০০]

হাদীস বিশারদগণের এ সংজ্ঞামতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কিত সব কিছুই সুন্নাহ।

উসুলবিদদগণের পরিভাষায় সুন্নাহ হলো:

ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.

"নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা অথবা কাজ অথবা মৌন সমর্থন সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তাই সুন্নাহ"।[১০১]

যেমন কথার দৃষ্টান্ত : বিভিন্ন সময় ও উপলক্ষে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিধি বিধান সম্বলিত যে সব কথা বলেছেন তা এর অর্ন্তভুক্ত।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:[১০২]

انما الأعمال بالنيات.

"সকল কাজের ভিত্তি হলো নিয়্যাত"।

কাজের দৃষ্টান্ত:

সাহাবা কিরাম নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি কাজ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা এর অন্তর্ভুক্ত।

মৌন সমর্থনের দৃষ্টান্ত : নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে অথবা জ্ঞাতসারে কোনো সাহাবী কিছু কাজ করেছেন কিন্তু তিনি উক্ত বিষয়ে নীরব থেকেছেন, এতে যে তাঁর সম্মতি আছে তা বুঝা গেছে অথবা তার প্রতি তিনি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। যেমন বানু কুরাইযার যুদ্ধের সময় তিনি ঘোষণা করলেন:[১০৩]

لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.

"তোমাদের কেউই বানু কুরাইযায় না পৌঁছে আসরের সালাত আদায় করবে না।"

ফিকহবিদগণের পরিভাষায় সুন্নাহ হলো:[১০৪]

ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب.

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ফারয ও ওয়াজিব ছাড়া অন্য যা কিছু প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই সুন্নাহ। আর তাদের নিকট এর বিপরীত শব্দ হলো বিদ'আত।

---

১০০. ড.মুসতাফা আসসুবাঈ,আসসুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফী আততাশরিঈ আলইসলামী, বৈরূত: আলমাকতাবা আল-ইসলামী ,১৯৯৫,পৃ.৪৭

১০১. ড. আবদুল কারীম যায়দান, আল মাদখাল ফী দিরাসাতিশ শারইয়া আল- ইসলামিয়া,তা.বি.খ.১৪,পৃ.১৬০

১০২. ইমাম বুখারী, সাহীহ আলবুখারী, অধ্যায় : বাদউল ওয়াহী, অনুচ্ছেদ: কাইফা কানা বাদউল ওয়াহী, ইলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসালল্লাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

১০৩. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল বুখারী, অধ্যায়: আল-মাগাযী, অনুচ্ছেদ: মারজাউন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনাল আহযাব ওয়া মাখরাজিহি ইলা বানী কুরাইযা ওয়া মুহাসারাতিহি ইয়্যাহুম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭

১০৪. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসরামিক সেন্টার, ২০০৭, পৃ. ১৭

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায়,

السنة تطلق على قول الرسول عليه السلام و فعله و سكوته وعلى اقوال الصحابة و افعالهم.

'সুন্নাহ' শব্দটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা কাজ ও মৌন সম্মতির উপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সাহাবা কিরামের কথা এবং কাজের উপরও প্রযোজ্য হয়।"[১০৫]

উসূলশাস্ত্রবিদগণের মতে,

الحديث يطلق على قول الرسول خاصة ولكن ينبغي ان يكون المراد بالسنة.

"হাদীস শব্দটি বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর উপরই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। তথাপি এটাই যথার্থ যে, এখানে আস-সুন্নাহ দ্বারা হাদীসই উদ্দেশ্য হবে।"[১০৬]

সুন্নাহ্-এর প্রকারভেদ

সুন্নাহ চার প্রকার। যথা-

সুন্নাতে কাওলী বা কথা জাতীয় সুন্নাহ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন অবস্থা ও প্রেক্ষিতে যে সব কথা বলেছেন তা এর অন্তর্ভুক্ত।

(১) সুন্নাতে ফে'লী বা কর্ম জাতীয় সুন্নাহ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফারয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ইত্যাদি সহকারে আদায় করা, হাজ্জ পালন করা, এগুলো সবই এ জাতীয় সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

(২) সুন্নাতে তাকরীরী বা মৌন সমর্থন জাতীয় সুন্নাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণ তাঁর সামনে বা তাঁর আগোচরে বা অন্যত্র যে সব কাজ করেছেন আর তিনি পরে সেসব সম্পর্কে অবগত হয়েছেন এবং তাতে মৌন সমর্থন দিয়েছেন এজাতীয় সব কাজ এর অন্তর্ভুক্ত।[১০৭]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিফাতও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

সুন্নাহ'র গুরুত্ব

ইসলামী আইন প্রণয়নে সুন্নাহ বা হাদীস হচ্ছে দ্বিতীয় প্রধান উৎস। ইসলামের সবকটি মাযহাবেই তার গুরুত্ব স্বীকৃত এবং তা অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য বলে ঘোষিত। আল্লাহ তা'আলা মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার, তাঁর অনুসরণ এবং সব বিষয়ে তাঁর নিকট থেকেই পথনির্দেশনা গ্রহণের জন্য মু'মিনদের স্পষ্ট ভাষায় আদেশ দিয়েছেন।

---

১০৫. মুল্লা জিউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭
১০৬. মুল্লা জিউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭
১০৭. মাওলানা মুহিউদ্দন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ২২৮

www.nagorikpathagar.org

মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করো, তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট, এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।"[১০৮]

অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে-

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا.

"কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলে তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক প্রেরণ করিনি।"[১০৯]

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"আর রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; আল্লাহ তো শাস্তিদানে কঠোর"।[১১০]

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন:

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة نبيه.

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, এ দু'টি বস্তু আকড়ে থাকা অবস্থায় তোমরা কস্মিণকালেও পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নাবীর সুন্নাহ।"[১১১]

শারী'আতের উৎস বিচারে সুন্নাহ'র স্থান কোরআনের ঠিক পরেই। কেননা কোরআন তার প্রমাণের দিক দিয়ে যেমন অকাট্য, বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ভাবেও তেমনি। কিন্তু সুন্নাহ শুধু সামগ্রিকভাবেই অকাট্য, খুঁটিনাটি হিসাবে নয়। উপরন্তু সুন্নাহ'র বর্ণনা কেবল শাব্দিকভাবেই চলেনি, তার ভাবাত্মক বর্ণনা মূল শব্দের পরিবর্তে মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় বর্ণনা করাও বৈধ বিবেচিত হয়েছে। এর শব্দ ও ভাষা ওহীর মাধ্যমে আসেনি, এসেছে তার মূল বক্তব্যটি মাত্র। কিন্তু কোরআন-তার মূল বক্তব্য এবং শব্দ ও ভাষা-এ

১০৮. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা ৪ : ৫৯
১০৯. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা ৪ : ৮০
১১০. আলকোরআন, সূরা আল-হাশর ৫৯ : ৭
১১১. ইমাম মালিক, আল-মুয়াত্তা, অধ্যায় : আল-কাদর, অনুচ্ছেদ : আন-নাহী 'আনিল কাওলি বিল-কাদও, তা. বি. পৃ. ৬১৭

www.nagorikpathagar.org

সবই ওহীসূত্রে লব্ধ। অপর দিকে ফিক্‌হ'র প্রায় প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও সুন্নাহ থেকে দলীল পাওয়া যায়। তা থেকে এমন সব হুক্‌ম-আহকাম প্রমাণিত হয়, যে বিষয়ে কোরআনে কিছু বলাই হয়নি। এ থেকে অনুমিত হয় যে, শারী'আতের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলি সমন্বয়েই সুন্নাহ গড়ে উঠেছে। মোটকথা, সুন্নাহ কোরআনের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। কাজেই আস-সুন্নাহ'র গুরুত্ব অপরিসীম।

সুন্নাহ'র ভিত্তি : আলকোরআন

কোরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে সুন্নাতের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়-

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

"এবং আমি তোমার প্রতি যিক্‌র নাযিল করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে।" [১১২]

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا.

"আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করো এবং বিশ্বাস ভংগকারীদের সমর্থনে তর্ক করবে না।"[১১৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে অথবা উভয়ের মাধ্যমে কিংবা প্রচলিত রেওয়াজগুলোর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত রাখা বা পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত রাখার মাধ্যমে কোরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য তুলে ধরতেন। এটাই ছিল তাঁর ব্যাখ্যা, সিদ্ধান্তদান এবং প্রচারের পদ্ধতি আর সেই বয়ান, হুক্‌ম এবং তাবলীগের সমষ্টি হচ্ছে আস-সুন্নাহ, যার ভিত্তি কোরআন মাজীদ। এ কারণে আস-সুন্নাহ'র নামে এমন কোনো জিনিস গ্রহণযোগ্য হবে না যা কোরআনের বিপরীত। আল্লামা শাতিবী (র.) বলেন-"সুন্নাহ'য় এমন কোন বিষয় নেই, যার মূল কোরআনে নেই।"[১১৪]

সুন্নাহ'র ব্যাপারে সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সাহাবা কিরাম সুন্নাহকে সক্রিয় ও কার্যকর রাখেন। আবূ বাকর (রা.)-এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা পাওয়া যায়-

كان ابو بكر اذ ورد عليه حكم نظر فى كتاب الله تعالى فان وجد فيه ما يقضي به قضى به و ان لم يجد فى كتاب الله نظر فى سنة رسول الله–فان وجد فيها ما يقضى به قضى به

---

১১২. আলকোরআন, সূরা আন-নাহল ১৬ ঃ ৪৪
১১৩. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ১০৫
১১৪. ইমাম আশ শাবিতী, আল-মুয়াফাকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

www.nagorikpathagar.org

فان أعياه ذلك فسال الناس هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه قضاء فربما قام اليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا و كذا.

"আবূ বাক্‌র (রা.)-এর সামনে যখন কোনো আইনগত বিষয় আসতো তিনি প্রথমে কোরআন মাজীদে তার সমাধান খোঁজ করতেন এবং তাতে যে সমাধান পেতেন তা-ই দিতেন। তাতে সমাধান না পেলে আস-সুন্নাহ'র দিকে মনোনিবেশ করতেন। আস-সুন্নাহ'য় কোনো সমাধান না পেলে লোকদের জিজ্ঞেস করতেন-এ ব্যাপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সিদ্ধান্ত কারো জানা আছে কিনা? অনেক সময় সাহাবা কিরামের মধ্য কিছু সংখ্যক লোক বলে দিতেন-এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।"[১১৫]

আবূ বাকর (রা.) সুন্নাহ'র সন্ধান লাভে আনন্দিত হয়ে বলতেন:

الحمد لله الذى جعل فينا من يحفظ على سنن نبينا.

"আল্লাহরই যাবতীয় প্রশংসা, যিনি আমাদের মধ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ সংরক্ষণকারী লোক বিদ্যমান রেখেছেন।"[১১৬]

'উমার (রা.) একবার কোরআনের অর্থ অনুধাবন প্রসঙ্গে আস-সুন্নাহ'কে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে বলেন,

سيأتى قوم يجا دلونكم بشبهات القران فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله.

"অচিরেই এমন সব লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা কোরআনের ব্যাখ্যায় নানা ধরনের সন্দেহের সৃষ্টি করে তোমাদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়বে। তোমরা তাদের নিকট আস-সুন্নাহ'র প্রমাণ উপস্থিত করবে। কেননা সুন্নাহ'র বাহকেরা কোরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।"[১১৭]

তিনি আস-সুন্নাহকে আইনের মর্যাদা দিয়ে বলেন,

يايهاالناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة الا ان تضلوا بالناس يمينا و شمالا.

"হে মানবমন্ডলী! তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আস-সুন্নাহ নির্দিষ্ট হয়েছে। ফারযগুলো নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, সুস্পষ্ট চলার পথে তোমাদেরকে তুলে দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখন যদি তোমরা লোকদের কথায় ডান-বাঁয়ে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাও, তবে তা তোমাদের ব্যাপার।"[১১৮]

---

১১৫. ইবনুল কায়্যিম, ইলামুল মু'আক্কিঈন আ'ন রাব্বিল আলামীন, তা.বি. খ. ১, পৃ. ২২
১১৬. প্রযুক্ত, পৃ. ১৪৭
১১৭. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

www.nagorikpathagar.org

অথচ 'উমার (রা.) হচ্ছেন সেই ব্যক্তিত্ব, যিনি অবস্থা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে কোরআন মাজীদের কোন কোন খুঁটিনাটি বিষয়ের ভিত্তিতে আমল মুলতবি করে দিয়ে ছিলেন, যাতে ব্যাপক (عام) হুক্‌ম নির্দিষ্ট (خاص) হুক্‌মে পরিণত হয়ে যায়। যেমন-

দুর্ভিক্ষ চলাকালে চোরের হাত কাটার শাস্তি তিনি মাওকূফ করে দিয়েছিলেন এবং মুয়াল্লাফাতুল কুলূব (ইসলামে বহাল রাখার নিমিত্তে যাদের মন জয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাকাত-সাদাকার সম্পদ দিয়ে)-কে যাকাত দেয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ের জন্য নির্দিষ্ট বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তথাপিও তিনি সামগ্রিকভাবে সুন্নাহকে শারী'আতের উৎস হিসাবে গণ্য করেছিলেন। অন্যান্য সাহাবা ও তাবেঈগণ আস-সুন্নাহ'র ব্যাপারে এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। সুন্নাহ'র ধরণ-প্রকৃতি ও প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁরা আমাদের পথ প্রদর্শক।[১১৯]

আস-সুন্নাহ'র ব্যাপারে মাযহাবের ইমামগণের দৃষ্টিভঙ্গি

'ইলমুল ফিক্‌হ-এর ইমামগণও সুন্নাহ'র প্রতি সাহাবা কিরাম ও তাবেঈগণের ন্যায় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন,

لولا السنن ما فهم احد منا القرآن.

"আস্‌সুন্নাহ না হলে আমাদের কেউ কোরআন বুঝতো না"।[১২০]

নিম্নোক্ত বক্তব্যটি আরও বেশি সুস্পষ্ট-

لم تزل الناس فى صلاح ما دام منهم من يطلب الحديث فاذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا.

"যত দিন মানুষ হাদীসের জ্ঞানান্বেষণ করবে ততদিন তারা সুকৃতির মধ্যে অবস্থান করবে। আর যখন তারা হাদীস ছাড়া অন্য জ্ঞান অর্জন করবে তখন বিকৃতির শিকার হবে"।[১২১]

ইমাম শাফিঈ' (র.) বলেন,

اجمع المسلمون على ان من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحل له ان يدعها بقول احد.

"মুসলিমগণের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যখন কারো কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আস-সুন্নাহ স্পষ্ট হয়ে যাবে তখন তার জন্য অপর কারো কথার ভিত্তিতে সেই আস-সুন্নাহ পরিহার করা জায়েয নয়।"[১২২]

ইমাম মালিক (র.) বলেন,

---

১১৯. প্রাগুক্ত

১২০. ইমাম শাতিবী, আল-ইতিসাম, আল-কাহেরা: আল-মাকতাবা আততাওফীকিয়্যা আমামুল বাব আল আখযার-সাইয়্যেদুনা আল-হাসান, তা. বি. প, ৩০৬

১২১. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

১২২. ইবনুল কায়্যিম, ইলামুল মু'আক্কিঈন 'আন রাব্বিল আলামীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.১৬৩

www.nagorikpathagar.org

كل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافقه السنة فاتركوه.

"যা কিছু আল-কিতাব ও আস-সুন্নাহ'র সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় তা গ্রহণ করো আর যা কিছু এ দুয়ের বিরোধী হয় তা বর্জন করো "।[১২৩]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র.) বলেন,

من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكته.

"যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল-হাদীস প্রত্যাখ্যান করে, সে যেন ধ্বংসের কিনারে এসে দাঁড়ায়।"[১২৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দু'টি বিষয় জানা যায়-

(১) কোরআনের মর্ম অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সুন্নাহ বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

(২) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল-কোরআনের পর আস-সুন্নাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। আল-কোরআনের ব্যাখ্যায় আস-সুন্নাহ'র অবস্থান সম্পর্কে ইবনুল কায়্যিম (র.) দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার সংক্ষিপ্ত কয়েকটি রূপ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

(ক) খোদ ওহীর বর্ণনা। সাহাবা কিরামের কাছে যা অস্পষ্ট এবং অজ্ঞাত থাকতো মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতেন।

(খ) তিনি ওহীর অর্থ ও ব্যাখ্যা করতেন। নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলো থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে-

وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ.

"এবং যারা তাদের ঈমানের সাথে যুলমের মিশ্রণ ঘটায় না।"[১২৫]

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুলুম-এর ব্যাখ্যা করেছেন 'শিরক'।

يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ .

"মুমিনদেরকে আল্লাহ অবিচল রাখবেন প্রতিষ্ঠিত কথার উপর দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতে।"[১২৬]

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, কবরে মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নের জবাবে মুমিন ব্যক্তিকে আল্লাহ ঈমানের উপর অবিচল রাখবেন।

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ.

"তারা গ্রহণ করেছে তাদের ধর্মগুরু আর সন্ন্যাসীদেরকে প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহকে বাদ দিয়ে।"[১২৭]

---

১২৩. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
১২৪. ইবনুল কায়্যিম, ই'লামুল মু'আক্কিঈন 'আন রাব্বিল আলামীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭
১২৫. আলকোরআন, সূরা আল-আন'আম ৬ ঃ ৮২
১২৬. আলকোরআন, সূরা ইবরাহীম ১৪ ঃ ২৭
১২৭. আলকোরআন, সূরা আত-তাওবা ৯ ঃ ৩১

www.nagorikpathagar.org

ইয়াহূদী এবং খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্মগুরুদের হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে বলে মনে করতো এবং তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ভাবে মেনে নিতো- এটাই হচ্ছে তাদেরকে 'প্রতিপালক' রূপে গ্রহণ করার অর্থ।

এগুলো ছাড়াও মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যার বহু নযীর পাওয়া যায়।

(গ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। যেমন, কোনো ব্যক্তি সালাতের সময় জানতে চাইলে নিজে যথাস্থানে তাকে নিয়ে সালাত আদায় করে সময় নির্ধারণ করে দিতেন।

(ঘ) প্রশ্ন ছাড়াই তিনি অনেক বিষয়ে অভিমত দিয়েছেন। যেমন, গাধার গোশত খাওয়া, মু'তা বিয়ে নিষিদ্ধ করেছেন এবং ইহরাম অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ করেছেন। অনুরূপভাবে স্ত্রীরূপে ফুফীর বর্তমানে ভাতিজীকে এবং অনুরূপভাবে খালার বর্তমানে তার বোন ঝিকে বিয়ে করা হারাম ঘোষণা করেছেন।

(ঙ) কোনো জিনিস হারাম হওয়ার ব্যাপারে নীরব থেকে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুবাহ (জায়েয) হওয়ার বিষয়টির প্রতি ইংগিত দিতেন।[১২৮]

আস-সুন্নাহ'র মাধ্যমে আল-কোরআনের ব্যাখ্যার পদ্ধতি

আস-সুন্নাহ কোরআন মাজীদেরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। আস-সুন্নাহ'র মাধ্যমে এ ব্যাখ্যা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন-

(১) কোরআন মাজীদে হয়ত কোনো বিষয়ের মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে। এ মূলনীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা, স্বরূপ, শর্তাবলি ইত্যাদির কিছুই আল-কোরআনে নেই। আস-সুন্নাহ সেসব বিষয়কে স্পষ্ট করে দেয়। কোরআন মাজীদে উল্লেখ আছে:[১২৯]

يا ايها الذين أمنوا لا تاكلو اا موالكم بينكم بالباطل الا أن تكو ن تجارة عن تراض منكم.

"হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে না, তবে পরস্পর সম্মত হয়ে তোমরা ব্যবসা করতে পারো।"

এ আয়াতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে। অথচ এ মূলনীতির উপর ব্যবসায়-বাণিজ্যের পূর্ণ অধ্যায়কে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে আস-সুন্নাহ'র মধ্যে। আস-সুন্নাহ নির্দেশ দিয়েছে যে, ব্যবসার কোন পদ্ধতি বৈধ আর কোন পদ্ধতি বৈধ নয়; বৈধ ব্যবসার জন্য কী কী গুণাবলী কিংবা শর্ত থাকা প্রয়োজন ইত্যাদি।

(২) কোরআন মাজীদে হয়ত কোন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত নীতিমালা বলে দেয়া হয়েছে। এর

---

১২৮. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
১২৯. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ২৯

www.nagorikpathagar.org

বিস্তারিত রূপ কী রকম হবে তা কোরআন মাজীদে উল্লেখ নেই। এসব স্থানে সুন্নাহ সেই হুক্‌মটির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছে। কেননা কোরআন মাজীদে উল্লেখ আছে:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ .

"তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো।"[১৩০]

উপরোক্ত আয়াতে সালাত কায়েম এবং যাকাত আদায়ের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কীভাবে বিশুদ্ধ রূপে আদায় করতে হবে, তার স্বরূপ-ই বা কী হবে, এসবের কোনো কিছুই কোরআন মাজীদে বলে দেয়া হয়নি। আস-সুন্নাহ'র মাধ্যমে এগুলোর সার্বিক নিয়ম-পদ্ধতি ও গুণাবলি বলে দেয়া হয়েছে।

আস-সুন্নাহ' সাব্যস্ত হওয়ার পদ্ধতিসমূহ

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আস-সুন্নাহ' প্রমাণিত হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু শব্দ এবং বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। সাহাবা কিরাম সেসব শব্দমালা ও পদ্ধতির মাধ্যমে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আস-সুন্নাহ'কে পরবর্তী উম্মাতের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। যেমন-

(১) সুস্পষ্ট শব্দে কোনো সাহাবীর এ কথা বর্ণনা করা যে, তিনি মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমুক কাজ করতে দেখেছেন কিংবা মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমুক কথা বলতে শুনেছেন কিংবা মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো কথার অনুসমর্থন করেছেন।

(২) আস-সুন্নাহ বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবী কর্তৃক এমন শব্দের প্রয়োগ থাকা যা তিনি মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি শুনেছেন বা শুনেননি এমন স্পষ্টতা না থাকলেও উভয়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে এবং উপস্থিত লক্ষণাদি দ্বারা কোনো একটি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

(৩) কোনো সাহাবীর সূত্রে এমন রিওয়ায়াত পাওয়া যে, 'আমাদের আদেশ করেছেন কিংবা আমাদের নিষেধ করেছেন' অথচ কে আদেশ করেছেন তা তিনি স্পষ্ট করে বলেননি। এমন বর্ণনা দ্বারাও সুন্নাহ প্রমাণিত হয়। কেননা এব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁদেরকে একমাত্র মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই আদেশ-নিষেধ দিয়ে থাকবেন।

(৪) কোনো সাহাবীর বর্ণনার মাঝে এমন কথা বলা যে, "অমুক কাজটি আস-সুন্নাহ সমর্থিত"।

(৫) কোনো সাহাবীর এমন কথা বলা যে, 'আমরা' কিংবা 'লোকেরা' মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় এ কাজ করতাম।[১৩১]

---

১৩০. আলকোরআন, সূরা আল বাকারা ২ঃ ৪৩

১৩১. মাওলানা উবায়দুল্লাহ আল-আসাদী, উসূলুল ফিক্‌হ, লক্ষ্নৌ : মাকতাবা হীরা, ১৯৮৬, পৃ. ১৯৬

www.nagorikpathagar.org

আস-সুন্নাহ দ্বারা কোরআন রহিতকরণ

আস-সুন্নাহ দ্বারা কোরআনের বিধান কখনো কখনো রহিত হয় কিনা, বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তাই এটি আলোচনার দাবি রাখে। হানাফী মাযহাবরের আলিমগণ যে বস্তুকে 'সুন্নাহর সাহায্যে কিতাবের হুক্‌ম রহিতকরণ' পরিভাষার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন তার মর্ম হচ্ছে, কোরআন মাজীদের কোনো সাধারণ হুক্‌মকে সীমাবদ্ধ করা এবং তার এমন উদ্দেশ্য বর্ণনা করা যা তার ভাষা থেকে প্রকাশ পায় না। যেমন, সূরা আলবাকারার নিম্ন বর্ণিত আয়াতে উল্লেখ আছে:

إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ.

"তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন সম্পদ রেখে যায়, তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তার পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়াত করার বিধান তোমাদের দেয়া হলো। এটা মুত্তাকীদের জন্য একটি কর্তব্য।"[১৩২]

পিতা-মাতা ও নিকট-আত্মীয় স্বজনের জন্য ওসিয়াত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া সূরা আন-নিসায় উত্তরাধিকার হুক্‌ম নাযিল হলে বলা হলো : [১৩৩]

من بعد وصية توصون بها أو دين.

"এই অংশ মৃত্যুব্যক্তির ওসিয়াত পূর্ণ করার পর বণ্টন করা হবে"।

এর ব্যাখ্যায় মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:[১৩৪]

لا وصية للوارث.

"উত্তরাধিকারীদের জন্য কোনো ওসিয়াত নেই "।

এর মর্ম হচ্ছে, ওসিয়াতের মাধ্যমে কোনো উত্তরাধিকারীর অংশে হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে না। কারণ কোরআন মাজীদে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ সব অংশের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি ওসিয়াতের মাধ্যমে হ্রাস-বৃদ্ধি করে তবে সে কোরআনেরই বিরোধিতা করলো।[১৩৫]

আস-সুন্নাহ আইনের উৎস হওয়ার বিষয়ে উম্মাতের ইজমা'

কোরআন মাজীদ সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বাক্যে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্বাচিত শিক্ষক, পথ প্রদর্শক, আল্লাহর কিতাবের ভাষ্যকার, আইনপ্রণেতা, বিচারক, প্রশাসক ও রাষ্ট্রনায়ক সাব্যস্ত করেছে। মহানাবী

---

১৩২. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ১৮০

১৩৩. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ১১-১২

১৩৪. ইমাম বুখারী,গাহীহ আল্‌ বুখারী , অধ্যায়:আল্‌ ওয়াসাআ , অনুচ্ছেদ: লা ওয়াসিয়াতা লিওয়ারিস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

১৩৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা, বাংলা অনু. মুহাম্মদ মূসা, ঢাকা: সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯১, পৃ. ৫০

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ সমস্ত পদ এই পবিত্র কিতাবের আলোকে রিসালাত পদেও অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

কোরআন মাজীদের এই ভাষণের ভিত্তিতে সাহাবা কিরামের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মুসলি উম্মাহ ঐকমত্য স্বীকার করে বলেন, উপরোক্ত সমস্ত পদের অধিকারী হিসাবে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব কাজ করেছেন তা কোরআন মাজীদের পরে আইনের দ্বিতীয় উৎস। কোনো ব্যক্তি চরম বিভ্রান্ত না হলে এরূপ কথা বলতে পারে না যে, সমগ্র বিশ্বের মুসলিম এবং প্রতিটি যুগের সমস্ত মুসলিম কোরআন মাজীদের এসব আয়াতের তাৎপর্য অনুধাবনে ভুল করে কেবল সঠিক অর্থ সেই অনুধাবন করতে পেরেছে যে, মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলকোরআন পাঠ করে শুনিয়ে দেয়া পর্যন্ত রাসূল ছিলেন, এরপর তাঁর মর্যাদা একজন সাধারণ মুসলিমের ন্যায়। কাজেই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সুন্নাহ যে ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস তা সমগ্র মুসলিমের ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।[১৩৬]

মুসলিম উম্মাহ'র সমস্যা সমাধানে আস-সুন্নাহ

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানবজাতির উদ্দেশ্যে কোরআন মাজীদে সংক্ষিপ্ত নীতিমালা আকারে পথনির্দেশনা দিয়েছেন। আর মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন আস-সুন্নাহ'য়। এই সুন্নাহ'য় মানব জীবনের সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে বিস্তারিতভাবে এবং সমাধানও পেশ করা হয়েছে খোলামেলাভাবে। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এ সমস্যা সমাধানে সুন্নাহ'র রয়েছে বিশাল ভূমিকা। যেমন-

(১) মুসলিম উম্মাহ'র মাঝে ঐক্যের তীব্র সংকট, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ ইত্যাদি সমস্যা সমাধান আস-সুন্নাহ'য় বর্ণিত হয়েছে।

(২) সামাজিক ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার অভাব, অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা ও দীন বিরোধী কার্যকলাপ ইত্যাদির সুষ্ঠু সামাধান রয়েছে আস-সুন্নাহ'য়।

(৩) উম্মাহ'র সমস্যাবলির প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা, ভারসাম্যহীনতা ও আবেগপ্রবণতা ইত্যাদির যুগোপযোগী সামাধন রয়েছে আস- সুন্নাহ'য়।[১৩৭]

(৩) আল-ইজমা' (الإجماع)

আল-ইজমা'এর অর্থ

আল-ইজমা' ইসলামী আইনের তৃতীয় প্রধান উৎস। কোরআন ও হাদীস দ্বারা ইজমা'র গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা প্রমাণিত। নিচে ইজমা'র পরিচয় তুলে ধরা হলো-

---

১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

১৩৭. ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী, ইসলামী উসূলে ফিকাহ, বাংলা অনুবাদ, শেখ এনামুল হক, কুর'আন ও সুন্নাহঃ স্থান-কাল প্রেক্ষিত, ঢাকা: বিআইআইআইটি, ১৯৯৭, পৃ. ৪৪-৪৫

www.nagorikpathagar.org

আভিধানিক অর্থ

আল-'ইজমা' (الاجماع) শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ-ঐকমত্য, মতৈক্য, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।[১৩৮] আল-'ইজমা' শব্দটি দৃঢ়সংকল্প অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে-الاحكام والعزيمة على الشيء - কোনো বিষয়ে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হওয়া। এ অর্থেই কোরআন মাজীদে আল-ইজমা' শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কোরআন মাজীদে বলা হয়েছে:

فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ -

"তোমরা নিজেদের ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত করে নাও এবং নিজেদের শরীকদের জমায়েত করো"।[১৩৯]

فاجمعوا كيدهم

"তোমরা তোমাদেও জাদুক্রিয়া সংহত করো" ।[১৪০]

আল-'ইজমা' শব্দটি আল-হাদীসেও ঐকমত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মহানাবী সা. বলেছেন :

من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له أى لم يعزم عليه -

"যে ব্যক্তি রাতে রোযার নিয়্যাত (সংকল্প) করবে না, তার রোযা - রোযা হিসেবে গণ্য হবে না " ।[১৪১]

মহানাবী সা. আরো বলেছেন :

لاصيام لمن لم يجمع قبل الفجر -

"যে ব্যক্তি ফাজরের পূর্বে রোযার নিয়্যাত নিশ্চিত করলো না, তার রোযা হলো না" ।[১৪২]

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:[১৪৩]

ان أمتي لا تجتمع على الضلالة فادا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم -

"আমার উম্মাত কখনো পথভ্রষ্টতার উপর ঐকমত্য পোষণ করবে না। অতএব মতবিরোধ দেখলে তোমাদের উচিত হবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অনুসরণ করা"

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে: [১৪৪]

فان من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه -

---

১৩৮. উাইরুযাবাদী,আল কামুস আল মুহীত,বৈরুত: মাকতাবাতুর রিসালাহ,২০০৫, পৃ.৭১০; ইবনুল মানযুর, লিসানুল আরাব, বৈরুত: দারু সাদিও, ১৯৯০, খ.৮,পৃ.৫৭

১৩৯. আলকোরআন, সূরা ইউনুস ১০ : ৭১

১৪০. আলকোরআন, সূরা তাহা ২০ : ৬৪

১৪১. ইমাম ইবন খুযাইমা, সাহীহ ইবন খুযযাইমা, বৈরুত: আল মাকতাবা আল ইসলামী, ১৩৯৫হি. পৃ. ২৩২

১৪২. ইমাম আন নাসাঈ ,আস্ সুনান,অধ্যায়: আস্ সাওম, অনুচ্ছেদ: যিকরু ইখতিলাফিন নাকিলিনা লিখাবরি হাফসাতা ফী যালিকা , আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ২২৩৮

১৪৩. ইমাম ইবনু মাজাহ,আস্সুনান,অধ্যায়: আলফিতান,অনুচ্ছেদ: আস্সাওয়াদ আলআযাম, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ২৭১৩

১৪৪. ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, রিয়াদ : বায়তুল আফকার আলদ-দাওলিয়া, ১৯৯৮, পৃ. ১৬২৬

www.nagorikpathagar.org

"যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যাবে সে যেন তার নিজের ঘাড় থেকে ইসলামের রশি ছিন্ন করে ফেললো।"

পারিভাষিক অর্থ ঃ আল-'ইজমা' -এর সংজ্ঞা নিরূপণে উসূল ফিক্‌হবিদগণের একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। যেমন-

اتفاق مجتهدين صالحين منأمة محمد صلى الله عليه وسلم فى عصر واحد على أمر قولى أو فعلى

"একই যুগের উম্মাতে মুহাম্মদীর সকল সৎকর্মশীল মুজতাহিদ কর্তৃক কোনো বাচনিক ও কর্মসূচক ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা' বলা হয়" ।[১৪৫]

هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور -

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের মধ্যে যারা বিশেষজ্ঞ ও সিদ্ধান্ত দানের যোগ্যতাসম্পন্ন, তেমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের কোনো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছার নাম আল-'ইজমা'। [১৪৬]

انه اتفاق المجتهدين من أمة صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فى عصر من العصور على حكم شرعى -

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত -পরবর্তী বিভিন্ন যুগে শারী'আতের কোনো বিধানের ব্যাপারে তাঁর উম্মাতের মুজতাহিদগণের ঐকমত্যকে ইজমা' বলা হয়। [১৪৭]

আল-ইজমা'র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

কোরআনী মূলনীতি এবং হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও তাতে নিত্য নতুন সমস্যার সমাধানের বিষয় উল্লেখ নেই। কোরআন ও হাদীসের ব্যাপকতা কেবল তিনটি বিষয়ে লক্ষণীয়।

(ক) 'আকাইদ ও তৎসংক্রান্ত নীতির ব্যাখ্যা

(খ) শারী'আতের মূলনীতির বর্ণনা এবং

(গ) ইজতিহাদের নীতিমালার রূপরেখা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা-এমন নয় যে, ভবিষ্যতের সব সম্ভাব্য ব্যাপারের বিধান আল-কোরআনে দিয়ে দেয়া হয়েছে।[১৪৮]

এ থেকে বুঝা গেল, যুগে যুগে যেসব প্রশ্নের উদ্ভব হবে তার জবাব খুঁজতে হবে ইজতিহাদের মাধ্যমে। এই ইজতিহাদ এককও হতে পারে আবার সামষ্টিকও হতে পারে। কাজেই আল-ইজমা'র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

---

১৪৫. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬
১৪৬. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
১৪৭. ড. ওয়াহবা আয যুহাইলী ,উসূলুল ফিকহিল ইসলামী, প্রাগুক্ত,খ.১,পৃ.৪৬৯
১৪৮. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

আল-কোরআনে আল-ইজমা'র ভিত্তি

নিম্ন বর্ণিত আয়াতসমূহ থেকে আল-ইজমা'র ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে। কোরআন মাজীদে উল্লেখ আছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ -

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করো, তবে তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাদের-যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপন করো আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট।" [১৪৯]

আলোচ্য আয়াতে أُوْلِي الْأَمْرِ এর অর্থ হলো, 'যারা ক্ষমতার অধিকারী'। এমনিভাবে এর অর্থ 'সম্মানিত ব্যক্তিত্ব' হতে পারে। আর তা দুনিয়ার কারণে সম্মানিত যেমন হতে পারেন, তদ্রূপ পারে ধর্মীয় কারণেও সম্মানিত হতে পারেন।

দুনিয়াবী কারণে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন আলিম ও ফিক্হবিদগণ। এ কারণে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আববাস (রা.) সহ অনেক মুফাসসির أُوْلِي الْأَمْرِ ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা 'উলামা ও মাশায়েখ উদ্দেশ্য'। আবার অনেকে এর ব্যাখ্যায় বলেন, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য।

মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا -

"কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যে দিকে সে ফিরে যায় তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দিব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।"[১৫০]

আলোচ্য আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, যারা মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে তাদেরকে নাবীর বিরোধী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মুজতাহিদগণের পথ যেহেতু মু'মিনগণের পথ, কাজেই তাদের অনুসরণ করতে হবে।

অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ -

"এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ হও।"[১৫১]

---

১৪৯. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা, ৪ ঃ ৫৯
১৫০. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা, ৪ ঃ ১১৫
১৫১. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা, ২ ঃ ১৪৩

www.nagorikpathagar.org

মুজতাহিদগণের শারী'আতের কোনো হুক্‌মের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছার অর্থ হচ্ছে এমন একটি বিষয়, যে সম্পর্কে সমগ্র উম্মাতের ঐকমত্য রয়েছে এবং তা আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কতিপয় হাদীস ও সাহাবা কিরামের বাণী রয়েছে যে, এ উম্মাত ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকবে।

কেননা হাদীসে উল্লেখ আছে :

لا تجتمع امتي على الضلالة

"আমার উম্মাত ভ্রষ্টতার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করবে না।"[১৫২]

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে:

ما راه المسلمون حسنا فهوعند الله حسن-

"মুসলিমগণ যাকে সঠিক মনে করেন, তা আল্লাহ্‌র কাছেও সঠিক।"[১৫৩]

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম উম্মাহ কখনো ভ্রষ্টতার উপর ঐকমত্যে পৌঁছতে পারে না। বরং তারা সামগ্রিকভাবে সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। শারী'আতের কোনো হুক্‌মের ব্যাপারে ইজমা' সংগঠিত হওয়ার জন্য আবশ্যক তার শারী'আত-সমর্থিত ভিত্তি থাকা। কারণ মুজতাহিদগণকে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা বেঁধে দেয়া হয়েছে যা অতিক্রম করা তাঁদের জন্য বৈধ নয়।

আল-ইজমা'র ভিত্তি হিসাবে আস-সুন্নাহ্ ও আল-কিয়াস

আল-ইজমা'র পশ্চাতে শক্তিশালী ও প্রধান ভিত্তি হলো আলকোরআন।এ ছাড়া তা যেমন সুন্নাহ হতে পারে তদ্রূপ কিয়াসও হতে পারে। আল-কুর'আন-নির্ভর আল-ইজমা'র উদাহরণ হচ্ছে দাদী ও নানীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম সংক্রান্ত ইজমা'। আল-ইজমা'র ভিত্তি হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র বাণী :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা।"[১৫৪]

অত্র আয়াতে মায়ের মা (নানী) এবং পিতার মা (দাদী)-কেও শামিল করা হয়েছে। কাজেই এ আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী নানী ও দাদীকে বিয়ে করা হারাম প্রমাণিত হয়। আস-সুন্নাহ-নির্ভর ইজমা'র উদাহরণ হল, খাদ্য দ্রব্য বেচা-কেনার ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক পণ্য গ্রহণ না করে পুনরায় তা বিক্রি করা জায়েয না হওয়া সংক্রান্ত আল-ইজমা'। এ আল-ইজমা'র ভিত্তি হল মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী:[১৫৫]

من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه

---

১৫২. আল-হায়াসামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়াইদ, অধ্যায়: আল-খিলাফাহ, অনুচ্ছেদ : লুযূমুল জামাআহ ওয়া তআতিল আয়িম্মা, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৮৮, খ. ৫, পৃ. ২১৮

১৫৩. ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৯

১৫৪. আলকোরআন, সূরা আননিসা ৪ ঃ ২৩

১৫৫. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ: মা ইউযকারু ফী বাইয়িত তা'আম ওয়াল হুকরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

www.nagorikpathagar.org

"যে ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করল, সে তা হস্তগত না করা পর্যন্ত বিক্রি করবে না ।"
আল-কিয়াস-নির্ভর আল-ইজমা'র উদাহরণ হলো, মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আবূ বাকর (রা.)-এর ইমামতি করার উপর কিয়াস করে তাঁকে খলীফা বানানোর ব্যাপারে সাহাবা কিরামের আল-ইজমা' ।[১৫৬]

আল-ইজমা'কারীদের যোগ্যতা

ফিকহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায় যে সব ব্যক্তিবর্গ তাঁদের যোগ্যতার ভিত্তিতে আল-ইজমা'য় শরীক হতে পারেন এবং যাদের সিদ্ধান্ত আল-ইজমা' রূপে মুসলিম উম্মাহ'র নিকট গ্রহণযোগ্য তাঁদের নিম্ন বর্ণিত যোগ্যতা থাকতে হবে। যেমন-

১. জ্ঞানগত যোগ্যতা। যথা-কোরআন মাজীদের গভীর জ্ঞান প্রয়োজন, শুধু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট নয়।
২. আস-সুন্নাহ'কে রিওয়ায়াত ও দিরায়াতের মানদন্ডে যাচাই করার পদ্ধতি সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান এবং তার প্রায়োগিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।
৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা কিরামের জীবন-চরিত সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান লাভ এবং তাঁদের আল-ইজমা' ও আল-কিয়াস সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা।
৪. আল-কিয়াসের মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতিগত জ্ঞান।
৫. দেশ ও জাতির স্বভাব-প্রকৃতি, অবস্থার দাবি, রীতি রেওয়াজ, অভ্যাস ও আচার-আচরণ সম্পর্কিত জ্ঞান।
৬. যার কার্যকলাপ উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক, যিনি শারী'আতের সকল নির্দেশ পালনকারী ও সকল নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে দূরে অবস্থানকারী অর্থাৎ মুত্তাকী। তাকওয়ার যেহেতু বিশেষ মানদন্ড নেই তাই শারী'আত বিরোধী কর্মকান্ড, অশ্লীলতা, বিদাআতসমূহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা বুঝাবে। এ পর্যায় ফিক্হবিদগণের বক্তব্য নিম্নরূপ-

"যদি প্রকাশ্যে ফাসিকীতে লিপ্ত থাকে তাহলে ইজমা'র ব্যাপারে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু যদি তার ফাসিকী অপ্রকাশিত থাকে তাহলে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।"[১৫৭] অনুরূপভাবে অশালীন, নির্লজ্জ, পাপাচার বর্জনে অসচেতন ব্যক্তির আল-ইজমা' গ্রহণীয় নয়।[১৫৮]
প্রকৃতপক্ষে ফিস্ক ও বিদ'আত মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের উপর গভীরভাবে মন্দ প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তার ঈমানী চেতনা ও বুদ্ধি লোপ পায় এবং তার মাঝে নাহক ফয়সালা করার ক্ষমতা-প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

---

১৫৬. আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ, ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৩, পৃ. ৫৫
১৫৭. ইমাম শাওকানী, ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকীকিল হাক্কি মিন 'ইলমিল উসূল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
১৫৮. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

যারা 'ইজমার অধিকারী

(ক) সাহাবা কিরাম (রা)

সাহাবা কিরাম (রা) 'ইজমার সর্বোচ্চ অধিকারী । তাদের ইজমা সর্বাধিক শক্তিশালী 'ইজমা। তবে তারা 'ইজমার একক অধিকারী নন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (র) বলেন, সাহাবা কিরাম (রা) একক 'ইজমার অধিকারী , অন্য কেউ নন। কাজেই সাহাবা কিরাম ব্যতীত অন্য কারো 'ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়।

দলীল: দীনের ব্যাপারে সাহাবা কিরামের অবদানই ছিলো অতুলনীয়। ইমাম আল্আমিদী (র) বলেন, মুসলিম উম্মাহর সকল যুগের মুজতাহিদগণ 'ইজমার অধিকারী ।[১৫৯]

(খ) আহলুল বাইত

যায়েদিয়া ও ইমামিয়াদের মতে, আহলুল বাইতই (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর) কেবল 'ইজমার অধিকারী ,অন্য কেউ নয় ।

দলীল:

মহান আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

"হে নাবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং সম্পূর্ণ পবিত্র করতে ।"[১৬০]

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ কেবল আহলুল বাইতকে সর্বপ্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। কাজেই একমাত্র তারাই 'ইজমার অধিকারী ।

(গ) **মাদীনাবাসী :**

ইমাম মালিক (র) বলেছেন, আহলুল 'ইজমা হওয়ার জন্য মাদীনাবাসী হওয়া পূর্বশত ।

المدينة كالكير تنفى خبثها وتنصع طيبها -

"মাদীনা লোহা দগ্ধ করা হাপরের ন্যায় ,যা ময়লা আবর্জনা দূর করে এবং খাটি ও নির্ভেজালকে ধরে রাখে "।[১৬১]

তবে অধিকাংশ আলিমের মতে, আহলুল 'ইজমা হওয়ার জন্য মাদীনাবাসী হওয়া শর্ত নয়।

অধিকাংশ আলিমের মতে, এ উম্মাতের মুজতাহিদ আলিমগণই 'ইজমার অধিকারী । কাজেই অন্য কারো সাথে আহলে 'ইজমার বিষয়টি নির্দিষ্ট নয় ।

'ইজমার শ্রেণি বিভাগ

'ইজমা দুই প্রকার । যথা:

---

১৫৯. ইমাম আল্আমিদী, আল্ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম ,প্রাগুক্ত,খ.১, পৃ.২৮৯

১৬০. আল কুরআন, সূরা আলআহযাব ৩৩:৩৩

১৬১. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল্ বুখারী, অধ্যায়: ফাদাইলুল মাদীনা, অনুচ্ছেদ: আল-মাদীনাতু তানফিল খাবাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

www.nagorikpathagar.org

(ক) প্রকাশ্য 'ইজমা (الاجماع الصريح) এবং
(খ) নীরব 'ইজমা (الاجماع السكوتى)

প্রকাশ্য 'ইজমা : মুসলিম উম্মাহর সকল মুজতাহিদ স্ব স্ব অভিমত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করবেন। অতপর তারা সর্বসম্মতভাবে একটি অভিমতের উপর ঐকমত্য পোষণ করবেন। এ ধরনের 'ইজমা শারী'আতের অকাট্য দলীল এবং অমান্য করা জায়েয নয় ।[১৬২]

নীরব 'ইজমা :

নীরব 'ইজমা বা 'ইজমা সুকুতী । একদল মুজতাহিদ বা কোনো অঞ্চলের সকল কিংবা কতিপয় মুজতাহিদ কোনো ইজতিহাদী মাসআলা ব্যাপারে অভিমত দিয়েছেন অথবা কোনো কাজ সম্পাদন করেছেন এবং লোকদের মাঝে সেই অভিমত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে এবং সকল মুজতাহিদ সেই বিষয়ে অবহিত হয়েছেন কিন্তু তারা তার প্রতি সুস্পষ্টভাবে কোনো অভিমত প্রকাশ করেননি এবং বিরোধিতাও করেননি বরং নীরবতা অবলম্বন করেছেন, এরূপ করাকে 'ইজমা সুকুতী বলা হয় ।[১৬৩]

'ইজমা সুকুতীর বিধান বর্ণনায় মুজতাহিদগণ একাধিক অভিমত দিয়েছেন । তারা বলেছেন :

(ক) 'ইজমা সুকুতী মূলত কোনো 'ইজমা নয় এবং তা শারী'আতের দলীল হিসেবেও গ্রহণযোগ্য নয় । ইমাম শাফিঈ এবং মালিকী মাযহাবের ইমামগণ এ অভিমত দিয়েছেন।[১৬৪]

(খ)'ইজমা সুকুতী প্রকাশ্য 'ইজমার ন্যায় শারী'আতের দলীল, এর বিরোধিতা করা জায়েয নয়। তবে প্রকাশ্য 'ইজমার চেয়ে এর শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। অধিকাংশ হানাফী ও হাম্বালী ইমাম এ অভিমতের প্রবক্তা।[১৬৫]

(গ) 'ইজমা সুকুতী 'ইজমার পর্যায়ে পড়ে না। তবে যান্নী দলীল হিসেবে গণ্য হবে। কতিপয় ইমাম শাফিঈ এবং হানাফী মাযহাবের ইমাম এ অভিমত দিয়েছেন।[১৬৬]

আল-'ইজমা'র রুকন

আল-ইজমা'র রুকন দুই প্রকার। যথা-

(১) 'আযীমাত এবং (২) রুখসাত।

১. 'আযীমাত

'আযীমাত হচ্ছে এমন এক ধরনের আল-ইজমা' যাতে মুজতাহিদগণ এমন শব্দ ব্যবহার

---

১৬২. ড. আবদুল করীম যায়দান, আল ওয়াযীয, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৪৪
১৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪
১৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫
১৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫-১৪৬
১৬৬. ড. মুহাম্মাদ আবূ যুহরা, তারীখুল মাযহাবিল ইসলামিয়া, বৈরুত: দারুল ফিক্‌র আল- আরাবী, তা.বি. পৃ. ২৯১-২৯২

www.nagorikpathagar.org

করেন যার দ্বারা তাদের সর্বসম্মত ঐকমত্য প্রমাণিত হয়। যেমন-বিষয়টি যদি বাচনিক হয় তাহলে তারা এরূপ বলবেন- أجمعنا على هذا 'আমরা সবাই এর উপর একমত'। অথবা তারা সকলে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে কাজটি শুরু করে দিবেন, যদি তা এই শ্রেণিভুক্ত হয়ে থাকে। যেমন, মুজতাহিদগণ যখন মুশারাকাত, মুযারা'আত ও অংশীদারী কারবার নিজেরা শুরু করে দিবেন তখন এটাই প্রমাণ করবে যে, এই কাজগুলো শারী'আত সম্মত ও বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আল-ইজমা' সংঘটিত হয়ে গেছে।[১৬৭]

২. রুখসাত

রুখসাত হচ্ছে এরূপ, মুজতাহিদগণের মধ্য থেকে কারও কারও কথা ও কাজ দ্বারা ঐকমত্য সাব্যস্ত হবে এবং কারও কারও দ্বারা সাব্যস্ত হবে না। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক মুজতাহিদ কোনো কথা কিংবা কাজের উপর একমত হবেন এবং অন্যান্য মুজতাহিদগণ এই ব্যাপারে স্বীকৃতি কিংবা অস্বীকৃতি প্রকাশ না করে নীরব থাকবেন। একে আল-ইজমা' আস-সুকুতী বা নীরবতা মূলক আল-ইজমা' বলা হয়। এ ধরনের আল-ইজমা' হানাফী 'আলিমগণের নিকট বৈধ ও গ্রহণযোগ্য। ইমাম শাফিঈ' (র.) এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেননা নীরব থাকা যেমন মনঃপুত হওয়ার লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে তদ্রূপ ভয়-ভীতির কারণেও হতে পারে। সুতরাং নীরব থাকা সর্বাবস্থায় সম্মতির প্রমাণ বহন করে না। কেননা হাদীসে উল্লেখ আছে :[১৬৮]

عن ابن عباس رضى الله عنه انه خالف عمر رضى الله عنه فى مسألة العول فقيل له هلا اظهرت حجتك على عمر فقال كان رجلا مهيبا فهبته ومنعتنى درته.

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আববাস (রা) 'আওল-এর মাসআলার ব্যাপারে 'উমার (রা.)-এর বিপরীত মত পোষণ করতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কেন 'উমার (রা.)-এর সামনে আপনার দলীল উপস্থাপন করেননি? জবাবে তিনি বললেন, 'উমার (রা.)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের আধিক্যের কারণে আমি তাঁকে সমীহ করে চলতাম এবং ভয় পেতাম। তাঁর চাবুকের ভয় স্বীয় অভিমত প্রকাশে আমাকে বিরত রেখেছিল।

এর জবাব এই যে, এই ঘটনা সঠিক নয়। কেননা 'উমার (রা.) অন্যান্য সাহাবীগণের চেয়েও সত্য কথা কবুল করে নেয়ার ব্যাপারে অধিক উদার ছিলেন। এমনকি তিনি বলতেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার সামনে সত্য কথা না বলবে ততক্ষণ মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে এবং আমিও যতক্ষণ তোমাদের হক কথা না শোনাব ততক্ষণ মঙ্গল ও কল্যাণ লাভে ব্যর্থ হবো। তদুপরি সাহাবা কিরাম সম্পর্কে এ ধারণা কীভাবে করা সম্ভব যে, তাঁরা দীনের ব্যাপারে অবহেলা করবেন এবং প্রয়োজনের মুহূর্তেও সত্য প্রকাশ

---

১৬৭. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ٢١٦
১৬৮. প্রাগুক্ত;

www.nagorikpathagar.org

না করে নীরব থাকবেন। অথচ মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الساكت عن الحق شيطان اخرس.

"সত্য প্রকাশ না করে নীরবতা অবলম্বনকারী বোবা শয়তান।"[১৬৯]

অধিকাংশ ফিকহবিদ বলেন, নীরব ইজমা' শারী'আতের দলীল হিসাবে গ্রহণীয়। উল্লেখ্য যে, যে বিষয়ে একবার আল-ইজমা' সম্পন্ন হয়, তার উপর পুনরায় ইজতিহাদ করা চলে না। কারণ মুসলিমগণের গৃহীত পথ অনুসরণ না করার ব্যাপারে আল্লাহ কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আর আল-ইজমা' মান্য না করলে সেই কঠোর বাণীরই সম্মুখীন হতে হবে।

এ থেকে স্পষ্টভাবে জানা গেল, ইসলামের বিধি-বিধান স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠার ও তার ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলিমগণের ভিন্নমত পোষণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং তাদের অনুসরণ করা ওয়াজিব।[১৭০]

৪. আল-কিয়াস (القياس)

আল-কিয়াস-ইজতিহাদের অন্তর্ভূক্ত এবং ইসলামী আইনের উৎস হিসাবে স্বীকৃত। আলকোরআন, আস-সুন্নাহ ও আল-ইজমা'র পরে আল-কিয়াস হলো 'ইলমুল ফিক্‌হ-এর অন্যতম উৎস। উদ্ভূত কোনো বিষয়ের সমাধান আলকোরআন, আস-সুন্নাহ কিংবা আল-ইজমা'য় পাওয়া না গেলে সেই বিষয়ে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়ে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিনটি উৎসে উদ্ভূত বিষয় সম্পর্কিত বিধান পাওয়া না গেলে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করে তৎসম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করা হয়। কিয়াস -এর একাধিক সংজ্ঞা পাওয়া যায়। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো-

আল-কিয়াস -এর অর্থ

আভিধানিক অর্থ

(১) আল-কিয়াস (القياس) শব্দটি আরবী। এটি ক্রিয়ামূল। এর আভিধানিক অর্থ- অনুমান করা, সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, সমন্বিত করা যুক্ত করা, শুরু করা, পরিমাপ,পরিমাণ নির্ধারণ করা ইত্যাদি। যেমন বলা হয় : আমি মিটারের মাধ্যমে জমি পরিমাপ করেছি (قست الارض با لمتر)।[১৭১]

তুলনা করা, একটির সাথে অপরটির সাদৃশ্য নির্ধারণ করা। যেমন বলা হয় : (قايست بين العمودين) স্তম্ভ দুটির পরিমাপ নির্ধারণের জন্য আমি পরস্পরের মধ্যে তুলনা করেছি।[১৭২]

---

১৬৯. প্রাগুক্ত

১৭০. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামী শরী'আতের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-১২৫

১৭১. ড.আবদুল করীম যায়দান, আল ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ, বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১, পৃ. ১৯৪

১৭২. ড.ওয়াহবাহ আয যুহাইলী, উসূলিল ফিকহিল ইসলামী, দামিশক : দারুল ফিকর, ২০০৬, খ.১, পৃ. . ৫৭২

www.nagorikpathagar.org

পারিভাষিক অর্থ

(১) ড. আবদুল করীম যায়দান বলেন,

الحاق مالم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه فى الحكم لاشتراكهما فى علة ذلك الحكم.

"যে বিষয়ের বিধানে কোনো নাস্ বর্ণিত হয়নি, উক্ত বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের জন্য তাকে যে বিষয়ের বিধানে নস্ বর্ণিত হয়েছে তার সাথে এ ভিত্তিতে মিলানো যে, উক্ত বিধানের 'ইল্লাতের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান"।[১৭৩]

(১) উসূলুল ফিকহ্ শাস্ত্রে হুক্মকে মূল হতে শাখার দিকে স্থানান্তরিত করাকে আল-কিয়াস বলা হয়। যেমন, এমন কতগুলো বিষয় উদ্ভূত হয়েছে যেগুলো সম্পর্কিত বিধান শারী'আতের উপর্যুক্ত উৎসসমূহে বিদ্যমান নেই বটে কিন্তু উক্ত বিষয়গুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কতগুলো বিষয় সম্পর্কিত আইন আছে। এরূপ অবস্থায় প্রথমে বিদ্যমান বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলির কারণসমূহ নির্ণয় করতে হবে। অতপর উক্ত কারণসমূহ উদ্ভূত বিষয়সমূহের মধ্যেও বিদ্যমান পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে ঐ একই বিধান প্রযোজ্য হবে।[১৭৪]

(২)বিচারপতি শহীদ আবদুল কাদির আওদাহ (র.) বলেন,

القياس هو الحاق ما لانص فيه بما فيه نص فى الحكم الشرعى المنصوص لاشتراكهما فى علة هذا الحكم.

যে বিষয় সম্পর্কে শারী'আতের নস বিদ্যমান নেই সেই বিষয়কে কারণসমূহের অভিন্নতার ভিত্তিতে এমন একটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা, যার সম্পর্কে শারী'আতের নাস ভিত্তিক বিধান বিদ্যমান আছে তাকে আল-কিয়াস বলা হয়।[১৭৫]

(৩) মালিকী মাযহাবের ফিক্হবিদগণ বলেন, কারণ সমূহ বিবেচনা পূর্বক নির্গত বিধানকে মূল বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ করার প্রক্রিয়াকে আল-কিয়াস বলা হয়।[১৭৬]

আল-কিয়াসের উদাহরণ

(১) মদ্যপান একটি সামাজিক সমস্যা। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ.

---

১৭৩. ড.আবদুল করীম যায়দান, আলওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
১৭৪. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪
১৭৫. বিচারপতি আবদুল কাদির আওদাহ, আত-তাশরীদউল জিনাইল ইসলামী, বৈরুত : মুয়াসসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৬, খ.১, পৃ. ১৮২, ধারা, ১৬৫
১৭৬. ইমাম আবু আহমাদ আল-কুদুরী, আল-মুখতাসার ফিলফিক্‌হ, ঢাকা: তা. বি. খ. ২, পৃ. ২০৪

www.nagorikpathagar.org

“হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?”[১৭৭]

আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে মদ্যপান হারাম ঘোষণা করেছেন। কারণ এতে রয়েছে নানা ধরনের অনিষ্টকারী উপাদান রয়েছে, যেমন মাদকতা। আয়াতে বর্ণিত 'খামর' শব্দের প্রকৃত অর্থ হল-আঙ্গুরের রস থেকে তৈরি করা মদ। এ মদ পান করার ফলে পানকারীর মাঝে মাদকতা আসে। ফলে সে মাতাল হয়ে পড়ে। উপরে বর্ণিত 'খামর' ছাড়াও বর্তমানে আরও এমন অনেক বস্তু রয়েছে যা পানকারীকে মাতাল বানায়। এমতাবস্থায় মুজতাহিদগণ অন্যান্য মাদকতা সৃষ্টিকারী বস্তুগুলোকেও 'খাম্‌র' -এর হুক্‌মের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। মুজতাহিদগণ নাবীযকে মদ-এর এক প্রকার উপকরণ গণ্য করে হারাম ঘোষণা করেছেন।

এই হুক্‌মের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিদ্যমান-

- খাম্‌র-কে এখানে উসূল শাস্ত্রের পরিভাষায় 'আল-মুকীস আলাইহি' (المقيس عليه) বলা হয়।
- অন্যান্য মাদকতা আনয়নকারী বস্তুগুলো হলো শাখা-যাকে উসূল শাস্ত্রের পরিভাষায় 'আল-মুকীস' বলা হয়।

মাদকতা হলো কারণ, যাকে উসূলের ভাষায় 'ইল্লাত বলা হয়। এর হুক্‌ম হলো হারাম, যাকে আল-হুরমাহ বলা হয়।

অনুরূপভাবে জুয়া'-কেও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে উপরোক্ত শারী'আতের দলীল দ্বারা। হারাম ঘোষিত হওয়ার কারণ হলো, জুয়ার মধ্যে রয়েছে ধোকা ও প্রতারণা আর ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ কেড়ে নেয়া হয়। ঠিক একই কারণ লটারীর মধ্যেও বিদ্যমান। কাজেই জুয়ার উপর কিয়াস করে একেও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

জুমু'আর দিন আযানের পর বেচা-কেনা করা কোরআনের আয়াত দ্বারা মাকরূহ প্রমাণিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ .

“হে মুমিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা উপলব্ধি করো।”[১৭৮]

---

১৭৭. আলকোরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫ : ৯০-৯১
১৭৮. আলকোরআন, সূরা আল-জুমু'আ ৬২ ঃ ৯

www.nagorikpathagar.org

আযানের পর বেচা-কেনা মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, সালাত ব্যতীত অপর কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়া। কাজেই ইজারা, ধার-কর্জসহ যত কাজ মানুষকে সালাত থেকে বিরত রাখবে সব কাজই আযানের পর মাকরূহ বলে একই কারণে মাকরূহ গণ্য হবে। অন্যান্য লেনদেন ও একই কারণে বেচা-কেনার সাথে কিয়াস করে মাকরূহ ঘোষণা করা হবে।

উপরোক্ত উদাহরণ দুটোতে যে মাসআলার হুক্মের ব্যাপারে নস নেই তাকে যে মাসআলার হুক্মের ব্যাপারে নস আছে তার সাথে কিয়াস করা হয়েছে। উভয় মাসআলায় 'ইল্লাত বা কারণ এক ও অভিন্ন। আর 'ইল্লাত অভিন্ন হওয়ার কারণে উভয় মাসআলার হুক্মকে একই ধরনের সাব্যস্ত করাকে উসূলুল ফিক্‌হ-এর পরিভাষায় আল-কিয়াস বলা হয়।[১৭৯]

শারী'আতের দলীল হিসাবে কিয়াস

আল-কিয়াস মান্যকারীগণ তাঁদের অভিমত প্রমাণ করার জন্য কোরআন, আল-হাদীস, আল-ইজমা' ও যুক্তি পেশ করেন। কোরআন মাজীদে উল্লেখ আছে-

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمۡ لِأَوَّلِ ٱلۡحَشۡرِۚ مَا ظَنَنتُمۡ أَن يَخۡرُجُواْۖ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمۡ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنۡ حَيۡثُ لَمۡ يَحۡتَسِبُواْۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَۚ يُخۡرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيۡدِيهِمۡ وَأَيۡدِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ.

"তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথমবার সমবেতভাবে তাদের আবাসভূমি হতে বিতাড়িত করে ছিলেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে অথচ তারা মনে করেছিল তাদের দুর্গগুলো তাদের রক্ষা করবে আল্লাহ্ থেকে কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক থেকে এলো যা ছিল তাদের ধারণাতীত এবং তাদের অন্ত-রে তা ত্রাসের সৃষ্টি করলো। তারা ধ্বংস করে ফেলল নিজেদের ঘর-বাড়ী নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতেও। অতএব হে চক্ষুস্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।"[১৮০]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবীদের (বনু নাযীর) উপর তাদের কল্পনার বাইরে যে শাস্তি চাপিয়ে দিয়েছিলেন তার বর্ণনা প্রদান করার পর বললেন, "হে চক্ষুস্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।" অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে তাদের সাথে কিয়াস করে দেখ। কারণ তোমরাও তাদের ন্যায় মানুষ, তারা যে অপরাধ করেছে অনুরূপ অপরাধ যদি তোমরাও কর, তবে তোমাদের উপরও অনুরূপ শাস্তি নেমে আসবে। এটাই হচ্ছে আল্লাহর সাধারণ বিধান। তাঁর নি'আমত ও শাস্তি এবং তাঁর সমস্ত বিধান কিন্তু

১৭৯. আবদুল ওয়াহহাব খাল্লাফ, ইলমুল উসূলিল ফিকহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১
১৮০. আলকোরআন, সূরা আল-হাশর ৫৯ ঃ ২

www.nagorikpathagar.org

কার্যকারণের উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে। যেখানে কার্যকরণ পাওয়া যাবে, সেখানেই ফলাফলও পাওয়া যাবে। কাজেই যেখানে কার্যকারণ পাওয়া যাবে সেখানে হুক্ম পেয়ে যাওয়াই তার উদ্দেশ্য।

আস-সুন্নাহ্'র দলীল

আল-কিয়াস ইসলামী শারী'আতের অন্যতম উৎস । এ ব্যাপারে হাদীসে উল্লেখ আছে:

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبى صلى الله عليه و سلم يصرف وجه الفضل الى الشق الآخر فقلت يا رسول الله اان فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه ؟ قال نعم وذالك فى حجة الوداع -

"'আবদুল্লাহ উবনু 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আল-ফাদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহনের পেছনে বসা ছিলেন। ইতোমধ্যে খাস'আম গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলে আল- ফাদল তার দিকে এবং মহিলাটিও আল-ফাদলের দিকে তাকাচ্ছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উারবার আল-ফাদলের চেহারা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে থাকলেন। মহিলাটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কর্তৃক বান্দার উপর আলোপিত হাজ্জ আমার পিতার উপর হাজ্জ ফারয হয়েছে কিন্তু তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ; তিনি বাহনের উপর বসে থাকতে পারেন না। এমতাবস্থায় আমি কি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যা, পারো। বর্ণনাকারী বলেন, এটি ছিলো বিদায় হাজ্জের সময়ের ঘটনা"।[১৮১]

এ হাদীস থেকে স্পষ্টতই জানা যায় যে, মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঋণ আদায় করা যেমন অত্যাবশ্যক মনে করেন তদ্রূপ মনে করেন তার সাথে কিয়াস করে অনাদায়ী হাজ্জ আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ প্রদান করেছেন। এ হাদীস দ্বারাও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কিয়াস শারী'আতের অন্যতম দলীল।

(২) উমর (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন:

هششت فقبلت وانا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما قبلت وانا صائم قال ارأيت لو مضمضت من الماء وانت صائم قلت لابأس به ثم قال فمه.

"হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমি বড় ধরনের একটি কাজ করে ফেলেছি, আমি সিয়ামরত

---

১৮১. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আল-মানাসিক, অনুচ্ছেদ: উজুবুল হাজ্জ ওয়া ফাদলিহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

www.nagorikpathagar.org

অবস্থায় আমার স্ত্রীকে চুম্বন করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি সিয়ামরত অবস্থায় কুলি করলে কী হতো? তিনি বললেন, কিছুই হতো না। অতপর তিনি বললেন, তা হলে অসুবিধা কোথায়?"[১৮২]
অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিয়ামরত অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বনকে সিয়ামরত অবস্থায় কুলি করার সাথে তুলনা করে উভয়ের একই বিধান নির্ধারণ করেছেন।

ইজমা' থেকে প্রমাণ

কিয়াসের ভিত্তিতে নির্গত বিধানের উপর সাহাবীগণের ইজমা রয়েছে। ইবন আকীল আলহাম্বালী (র) বলেন, কিয়াসের মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবনের বিষয়টি সাহাবীগণের মধ্যে এতটাই ব্যাপকতা লাভ করেছিল যে, তা অর্থগত ভাবে মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আর মুতাওয়াতির পর্যায়ভুক্ত বিষয় অকাট্য।[১৮৩]
আবু মূসা আলআশ'আরী (রা) বসরার গভর্নর থাকা অবস্থায় উমার (রা) প্রেরিত এক সরকারী নির্দেশনামায় লিখেন:

اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الامور عند ذلك.

"পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ সমস্যায় সাদৃশ্যপূর্ণ সমাধান গ্রহণ করো।"[১৮৪]

বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ

ইসলামী আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো মানবকল্যাণ। কোরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বিধান বর্ণনার সাথে সাথে উক্ত বিধানের উদ্দেশ্য ও তার কার্যকারণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন -

কিসাসের অপরিহার্যতা :

ولكم فى القصاص حية يا أولى الالباب لعلكم تتقون.

"হে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো"।[১৮৫]

তায়াম্মুমের বৈধতা:

وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم من النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه.

"তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ শৌচ স্থান থেকে আগমন করে অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তা তোমাদের মুখমন্ডলে ও হাতে মাসেহ করবে "।[১৮৬]

---

১৮২. ইমাম আবু দাউদ, আসসুনান, অধ্যায়: আসসাওম, অনুচ্ছেদ: আলকুবলাতু লিসসায়িম, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ১৪০০
১৮৩. আশ শাওকানী, ইরশাদুল ফুহুল ইলা ইলা তাহকীকিল হাক্কমিন ইলমিল উসূল, রিয়াদ: দারুল ফাদিলাহ, খ.২, পৃ. ৮৫৮
১৮৪. আদদারাকুতনী, আসসুনান, অধ্যায়: আলআকদিয়া, বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১৯৬৬, খ.৪, পৃ. ২০৫-২০৬
১৮৫. আলকুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৭৯
১৮৬. আলকুরআন, সূরা আল-মায়েদা, ৫:৬

www.nagorikpathagar.org

মদ জুয়ার নিষিদ্ধতা :

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن دكر الله وعن الصلواة فهل أنتم منتهون.

"শাইতান মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণেও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না"?[১৮৭]

মুজতাহিদগণ যখন প্রত্যক্ষ করেন যে, বিধানের পেছনের উদ্দেশ্য ও তার কার্যকারণ সমজাতীয় ঘটনা, তখন মূল বিধানকে পরবর্তী মাসআলার বিধান হিসাবে নির্ধারণ করেন, যা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত ।

আল-কিয়াসের রুকন

আল-কিয়াসের রুকন হচ্ছে সেই বস্তু, যাকে নাস -এর হুক্‌মের আলামত সাব্যস্ত করা হয়েছ। অর্থাৎ সেই অর্থ যা আসল ও শাখা উভয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। উসূলুল ফিকহের পরিভাষায় তা 'ইল্লাত নামে পরিচিত। একে রুকন সাব্যস্ত করার কারণ এই যে, এর উপরই আল-কিয়াসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। একে বাদ দিয়ে আল-কিয়াসের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না।

আল-কিয়াসের রুকন চারটি। যথা:

(১) আল-আস্‌ল (الأصل): মূল বলা হয় যার উপর ভিত্তি করে কোনো কিছু গড়ে উঠে। ফকীহগণের দৃষ্টিতে 'মূল' বলতে ঐ বিষয়কে বুঝায়, কোরআন-সুন্নাহর নাস্‌ অথবা ইজমার ভিত্তিতে যার বিধান সাব্যস্থ হয়েছে, মুজতাহিদগণের মতে বিধান প্রদানকারী নাস্‌কে 'মূল' বলা হয়।[১৮৮]

ফকীহগণের অভিমত অনুযায়ী পূর্বোক্ত উদাহরণে মদ-কে মুজতাহিদগণের মতে মদ হারামকারী নাস্‌ অর্থাৎ কোরআনের আয়াতকে 'মূল' বলা হবে ।

(২) আল-ফারা' (الفرع): ফকীহগণের দৃষ্টিতে 'শাখা' হলো ঐসব বিষয়, শারী'আতে যার বিধানের ব্যাপারে কোনো নাস্‌ বা ইজমা' বর্ণিত হয়নি। যেমন' নাবীয' শাখা' হিসাবে সাব্যস্ত।

(৩) হুকমুল আসল (حكم الاصل): মূল বিষয়ের যে বিধান শারী'আত নির্ধারণ করেছে এবং যা শাখার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে তাই হুকমুল আসল । যেমন মূলের বিধান হলো মদের নিষেধাজ্ঞা।

---

১৮৭. আলকুরআন, সূরা আল-মায়েদা, ৫:৯১
১৮৮. ড.ওয়াহবা আযযুহাইলী, উসূলিল ফিক্‌হির ইসলামী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৫৭৬

www.nagorikpathagar.org

(৪) আল-'ইল্লাত (العلة) : যার ভিত্তিতে বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে তাকে 'ইল্লাত বা কার্যকারণ বলা হয়। উদাহরণে 'ইল্লাত হলো, মাদকতা সৃষ্টি বা মাতাল বানানো।[১৮৯]

কিয়াসের শ্রেণি বিভাগ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কিয়াস বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। যেমন শাখার কার্যকারণের দিক থেকে কিয়াস তিন প্রকার। যথা:

(ক) অধিক শক্তিশালী কিয়াالقياس الاولى : যদি শাখার মধ্যকার কার্যকারণ মূলের কার্যকাণের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়, এমতাবস্থায় উক্ত বিধান প্রয়োগের জন্য শাখা অধিকতর অনুকূল বিবেচিত হয়। যেমন পিতামাতার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মহান আল্লাহ্ বলেন:[১৯০]

اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريما

"তাদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে উহ্ শব্দ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মান সূচক কথা বলবে।"

আয়াতটিতে পিতামাতার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।এ আয়াতের উপর কিয়াস করে তাদের প্রহার করাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।এখানে প্রহার নিষিদ্ধতারকার্যকারণ মূলের চেয়েও অধিক শক্তিশালী।

(খ) সমজাতীয় কিয়াস (القياس المساوى) : মূল ও শাখার কার্যকারণ সমজাতীয় হওয়া। যেমন

ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মহান আল্লাহ্ বলেন:

ان الذين ياكلو ن اموال اليتمى ظلما انما ياكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.

"যারা ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের উদরে আগুন ভক্ষণ করে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে"।[১৯১]

এ বিধানের কার্যকারণ ইয়াতীমের হক অর্থাৎ সম্পদ নষ্ট করা। এ আয়াতের বিধানের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে, ইয়াতীমের সম্পদ পুড়িয়ে ফেলারও একই বিধান। কারণ এর মাধ্যমে ইয়াতীমের সম্পদ নষ্ট করার একই কার্যকারণ পাওয়া যায়।

(গ) নিম্ন স্তরের কিয়াস (القياس الادنى): মূলের কার্যকারণের তুলনায় শাখার কার্যকারণ দুর্বল হলে তাকে নিম্ন স্তরের কিয়াস (আলকিয়াসুল আদনা) বলা হয়। যেমন গমের সাথে আংগুরের তুলনা করা। উভয়ের কার্যকারণ খাদ্য হওয়ায় আংগুর ধার গ্রহণ ও পরিশোধের সময় কমবেশি করলে তা সুদ হবে, যেমন গমের বেলায় হয়ে থাকে।[১৯২]

---

১৮৯. আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ, ইলমু উসূলিল ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯; জামাল্‌দ্দীন আবদুর রহীম আল ইসনাভী, নিহায়াতুল সুল শারহু মিনহাজিল উসূল, বৈরুত:দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯, খ.৩, পৃ.২৭

১৯০. আলকুরআন, সূরা বণী ইসরাঈল, ১৭:২৩

১৯১. আলকুরআন, সূরা আননিসা, ৪:১০

১৯২. ড.ওয়াহবা আযযুহাইলী, উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৬৬৮

www.nagorikpathagar.org

শক্তির দিক থেকে কিয়াস দুই প্রকার। যথা:

(ক) প্রকাশ্য কিয়াস (القياس الجلى): যে কিয়াসের কার্যকারণ স্পষ্ট এবং মানুষের পক্ষে অনুধাবন করা সহজ তাকে আল কিয়াসুল জালী বলা হয়। এ প্রকার কিয়াসের মধ্যে অধিক শক্তিশালী কিয়াস এবং সমজাতীয় কিয়াস অন্তর্ভুক্ত।[১৯৩]

(খ) অপ্রকাশ্য কিয়াস (القياس الخفى) : যে কিয়াসের মূল ও শাখার কার্যকারণের ব্যাপক পার্থক্য হওয়া অকাট্য ভাবে প্রমাণিত নয় তাকে অপ্রকাশ্য কিয়াস বলা হয়।

(৫) আল-ইসতিহ্সান

আল-ইসতিহ্সান (الاستحسان) এর অর্থ

ইসলামী আইনের যেসব উৎসের ব্যাপারে আলিমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে আল-ইস্তিহ্সান তন্মধ্যে অন্যতম। কোনো বিষয়ের বিধানের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য বিষয়ের বিধান গ্রহণ না করে বিশেষ বিবেচনায় ভিন্ন বিধান গ্রহণই আল-ইস্তিহ্সান-এর মূল প্রতিপাদ্য। আল-ইস্তিহ্সান -এর অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

আভিধানিক অর্থ

আল-ইস্তিহ্সান (الاستحسان) শব্দটি হুসনুন (حسن) ধাতু থেকে এসেছে । হুসনুন (حسن) শব্দের অর্থ ভালো, সুন্দর, উত্তম, এককথায় মন্দের বিপরীত। এ হিসেবে আল-ইস্তিহ্সান-এর অর্থ হলো কোনো বস্তুকে উত্তম ও ভালো বিবেচনা করা। যেমন বলা হয়েছে عد الشئ حسنا কোনো জিনিসকে উত্তম ও ভালো গণ্য করা।[১৯৪]

ফকীহ্গণের পরিভাষায় কোনো বিষয়ের দুটো দিকের মধ্য থেকে কোনো একটি দিককে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেয়ার নাম ইসতিহ্সান।[১৯৫]

নূরুল আনওয়ার প্রণেতা বলেন,

ان القياس الجلى يقتضى شيءيا والاثر والاجماع والضرورة والقياس الخفى يقتضى ما يضاه فيترك العمل با لقياس ويصار الى الاستحسان-

"যদি প্রকাশ্য কিয়াস একটি হুক্ম কামনা করে আর হাদীস বা ইজমা' অথবা গোপন কিয়াস এই কথার বিপরীত কামনা করে, এমতাবস্থায় কিয়াস ত্যাগ করে বিপরীত হুক্মের উপর 'আমল করাকে ইসতিহ্সান বলা হয়।"[১৯৬]

যেমন মহান আল্লাহর বাণী :

فَبَشِّرْ عِبَادِ- ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ -

---

১৯৩. আলাউদ্দীন আবদুল আযীয ইবন আহমাদ আল বুখারী, কাশফুল আসরার 'আন উসূলি ফাখরিল ইসলাম আলবাযদাবী, বৈরুত: দরুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৭৪, খ.৩, পৃ.২৬৭

১৯৪. ড.মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী. ২০০৯, পৃ.৮০

১৯৫. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

১৯৬. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২-৩৫৪

www.nagorikpathagar.org

"অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদের যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে। তাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করে এবং তারাই বোধশক্তি সম্পন্ন।"[১৯৭]

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন:

وامر قومك يأخذوا باحسنها

"তোমার সম্প্রদায়কে ঐগুলোর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করার নির্দেশ দাও" [১৯৮]

পারিভাষিক অর্থ

ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ 'আল-ইস্‌তিহ্সান (الاستحسان) এর একাধিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো :

(ক) 'আল-ইস্‌তিহ্সান' এর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ সংজ্ঞায় বলা হয়েছে –

دليل ينقدح في نفس المجتهد و تعسر عبارته عنه.

"আল-ইস্‌তিহ্সান শারী'আতের এমন দলীল, যা কেবল মুজতাহিদের অন্তরে প্রকাশ পায় তবে তা ভাষায় প্রকাশ করা জটিল"।[১৯৯]

(খ) আলমাওয়ার্দী 'আল-ইস্‌তিহ্সান' এর সংজ্ঞায় বলেছেন:

العدول عن قياس الى قياس أقوى.

"দুটি কিয়াসের মধ্যে তুলনামূলক অধিকতর শক্তিশালী কিয়াসের দিকে প্রত্যাবর্তন করার নাম আল-ইস্‌তিহ্সান"।[২০০]

(গ) ইমাম আশ শাতিবী 'আল-ইস্‌তিহ্সান' এর সংজ্ঞায় বলেছেন:

الاخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي.

"সামগ্রিক দলীলের বিপরীতে আংশিক স্বার্থ বা কল্যাণ গ্রহণ করার নাম আল-ইস্‌তিহ্সান"।[২০১]

'আল-ইস্‌তিহ্সান' সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মাযহাবের ইমামগণের অভিমত

(ক) হানাফী মাযহাব

অপরাপর মাযহাবের তুলনায় হানাফী মাযহাবের ইমামগণের 'আল-ইস্‌তিহ্সান' এর ভিত্তিতে সর্বাধিক মাসআলা উদ্ভাবনের খ্যাতি রয়েছে। হানাফী মাযহাবের ইমাম আবুল হাসান আলকারখী (র) 'আল-ইস্‌তিহ্সান' এর সংজ্ঞায় বলেছেন:

---

১৯৭. আলকোরআন, সূরা আয-যুমার ৩৯ ঃ ১৭-১৮
১৯৮. আল কুরআন, সূরা আলআরাফ,৭:১৪৫
১৯৯. সাইফুদ্দীন আলী ইবন মুহাম্মদ আল আমিদী, আল ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম, রিয়াদ:দারুস সামীয়ি লিন নাশর ওয়াত তাওযীঈ, ২০০৩, খ.৪, পৃ.১৯২
২০০. আবুল হাসান আলী আলমাওয়ার্দী, আদাবুল কাযী,বাগদাদ: মাতবা'আতুল ইরশাদ,১৯৭১,খ.১, পৃ. ৬৫০
২০১. আবু ইসহাক ইবরাহীম আশ শাতিবী, আল ইতিসাম, আলকাহেরা: আল মাকতাবাতুততিজারিয়াতিল কুবরা, ১৩৩২হি., খ.২,পৃ.১৩৮

www.nagorikpathagar.org

العدول فى مسئلة عن مثل ما حكم به فى نظائرهاالى خلافه لوجه هو أقوى يقتضى هذا العدول -

"কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে তার সাদৃশ্যপূর্ণ মাসআলায় প্রদত্ত বিধান বাদ দিয়ে এ কারণে তার বিপরীত বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করা যে, প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অধিকতর শক্তিশালী।"[২০২]

হানাফী আলিমগণ নাস্ এর ভিত্তিতে কিয়াসের বিপরীতে 'আল-ইস্তিহ্সান' প্রয়োগ করেন। যেমন সিয়ামরত অবস্থায় ভুলক্রমে পানাহার করলে কিয়াসের দাবি অনুযায়ী সিয়াম নষ্ট হয়ে যায়। কেননা সে ব্যক্তি (ثم اتموا الصيام الى الليل) 'অতপর সিয়াম পালন করো রাত পর্যন্ত' (সূরা আলবাকারা, ২:১৮৭) এ শর্ত পূরণ করেনি, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:[২০৩]

اذا نسى فأكل وشرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه -

"যদি কেউ ভুলে খায় অথবা পান করে, সে যেন সিয়াম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহই তাকে আহার করিয়েছেন এবং পান করিয়েছেন"।

এ নাস্ এর ভিত্তিতে কিয়াসের দাবি ত্যাগ করে 'আল-ইস্তিহ্সান' গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরনের আল-ইস্তিহ্সানকে ইস্তিহ্সানুশ শারে' (استحسان الشارع) বলা হয়।

(খ) মালিকী মাযহাব

জনকল্যাণ, শারী'আতের বিধান বাস্তবায়ন, বিধান সহজীকরণ ইত্যাদি কারণে ইমাম মালিক (র) ও তাঁর মাযহাবের ইমামগণ আল-ইস্তিহ্সানকে শারী'আতের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আসবাগ ইবন ফারাজ (র) আল-ইস্তিহ্সানকে ইলমের স্তম্ভ গণ্য করে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।[২০৪]

ইমাম ইবনুল আরাবী (র) দলীলের চাহিদা বাদ দিয়ে বিকল্প বিধান হিসাবে আল-ইস্তিহ্সানকে গ্রহণ করেন এবং তিনি চারটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন: 'উরফের সাথে কিয়াস সাংঘর্ষিক হলে; মাসলেহার সাথে কিয়াস সাংঘর্ষিক হলে; ইজমার সাথে কিয়াস সাংঘর্ষিক হলে এবং কষ্ট লাঘব ও সহজীকরণ উদ্দেশ্য হলে আল-ইস্তিহ্সান গ্রহণ করা যাবে।[২০৫]

(গ) শাফি'ঈ মাযহাব

ইমাম শাফিঈ (র) আল-ইস্তিহ্সানকে সামগ্রিকভাবে আল ফিক্হ এর উৎস হিসাবে গ্রহণ করেননি; বরং এর দ্বারা বিধান প্রণয়নের বিরোধিতা করেছেন। তিনি তাঁর আলউম্ম গ্রন্থে আল-ইস্তিহ্সানকে বাতিল উল্লেখ করে একটি অধ্যায় লিখেছেন।[২০৬]

---

২০২. আল বুখারী, কাশফুল আসরার, প্রাগুক্ত, খ.৪,পৃ.৩
২০৩. ইমাম আলবুখারী, সাহীহ আলবুখারী, অধ্যায়: আসসাওম, অনুচ্ছেদ: আসসায়িম ইযা আকালা আও শারাবা নাসিয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১
২০৪. আশ শাতিবী, আল মুওয়াফাকাত ফী উসূলিশ শারিআহ, আলকাহেরা: আল মাকতাবাতুত তিজারিয়াতিল কুবরা, ১৩৩২হি., খ.৪, পৃ.২০৯
২০৫. আশ শাতিবী, আল ইতিসাম, আলকাহেরা: আল মাকতাবাতুত তিজারিয়াতিল কুবরা, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১৪২
২০৬. ইমাম আশ শাফিঈ, আলউম্ম, আলকাহেরা: মাকতাবাতুল মুসতাফা আল বাবী আল হালাবী, ১৯৪০, খ.৭, পৃ.৩০৭

www.nagorikpathagar.org

(ঘ) হাম্বালী মাযহাব

হাম্বালী মাযহাবের শক্তিশালী অভিমত অনুযায়ী আল-ইস্‌তিহ্‌সান ফিক্‌হ এর অন্যতম উৎস। ইবন কুদামা, আবু ইয়ালা,আবু খাত্তাব ও ইবন তাইমিয়া (র) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২০৭]

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

স্থান-কাল-পরিস্থিতি ও ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। এর সমাধান যদি ইসলামী আইনের প্রধান চারটি উৎসে পাওয়া যায় তবে উত্তম, অন্যথায় এর সমাধান দেয়া নি:সন্দেহে কঠিন। এই জটিলতার সুরাহা গ্রহণ করে শারী'আতের এমন বিধান উপস্থাপন করা যা সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হয়েছে। এ প্রকারের ইসতিহ্‌সান দলীলের অন্তর্ভুক্ত। আইন-বিধানের ক্ষেত্রে নির্বিশেষে সব মানুষের যাতে জড়িত তাতে সহজতা গ্রহণ করাই হলো ইসতিহ্‌সান।"[২০৮]

মোটকথা, কঠোরতা পরিহার করে সহজ পন্থা গ্রহণ করাই হচ্ছে ইসলামী শারী'আতের প্রধান লক্ষ্য। কেননা কোরআন মাজীদে উল্লেখ আছে:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না।" কাজেই ইসলামী আইনে আল-ইস্‌তিহ্‌সানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।[২০৯]

শারী'আতের দলীল হিসাবে আল-ইসতিহ্‌সান

আল-ইস্‌তিহ্‌সান সম্পর্কিত বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করলে দুটি বিষয় ফুটে উঠে:

(ক) আল-ইস্‌তিহ্‌সান আলফিক্‌হ্ এর উৎস। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের অভিমত।

(খ) আল-ইস্‌তিহ্‌সান আলফিক্‌হ এর উৎস নয়। ইমাম শাফিঈ', যাহিরী মাযহাব ও শী'আ মাযহাবের ইমামগণ এ অভিমতের প্রবক্তা।

ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও আহমাদ (র.) বিধান প্রণয়নের জন্য ইসতিহ্‌সানকে শারী'আতের দলীল মনে করেন। ইমাম মালিক (র.) বলেন, "ইসতিহ্‌সান হচ্ছে জ্ঞানের ঊনিশভাগের একভাগ।"[২১০]

ইসতিহ্‌সানের সমর্থনে অথবা এর প্রতি ইঙ্গিতবাহী অনেক আয়াত কোরআন মাজীদে বিদ্যমান আছে।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

---

২০৭. নাজ্জার, শারহুল কাওকাবিল মুনীর,জিদ্দাহ: মাকতাবাতুল উবাইকান, ১৪১৬ হি., খ.৩,পৃ.৩১
২০৮. ইমাম আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, তা. বি. খ. ১, পৃ. ১৪৫
২০৯. আল-কুর' আন, সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ১৮৫
২১০. ইমাম শাতিবী, আল ই'তিসাম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১৮

www.nagorikpathagar.org

فَبَشِّرْ عِبَادِ- ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمْ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ.

"অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদের যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে। তাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করে এবং তারাই বোধশক্তি সম্পন্ন।"[২১১]

কোরআন মাজীদের উপরোক্ত আয়াত থেকে ইসতিহ্সান শারী'আতের দলীল হওয়ার বিষয় প্রমাণ পাওয়া যায়।

আস-সুন্নাহ থেকে দলীল

আস-সুন্নাহ থেকে ইসতিহ্সানের দলীল হওয়ার বিষয় সমর্থন পাওয়া যায়। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ আছে:[২১২]

ما راه المسلمون حسنا فهوعند الله حس وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح.

"মুসলিমগণ যা উত্তম বিবেচনা করে তা আল্লাহ্র নিকটও উত্তম আর মুসলিমগণ যা মন্দ বিবেচনা করে তা আল্লাহ্র নিকটও মন্দ"।

হানাফী ফকীহ্গণের মতে ইসতিহ্সান ইসলামের সাধারণ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত, এর বিপরীত কিছু নয়।

যেমন, ইসতিহ্সানের সাধারণ মূলনীতি হলো-

- ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং ক্ষতি করো না لا ضرار ولا ضرار
- অনিবার্য পরিস্থিতি নিষিদ্ধ বিষয়কে জায়েয করে الضرورة تبيح المحظورات
- কষ্ট-কাঠিন্য সহজতার প্রসূতি।[২১৩]

ইসতিহ্সান -এর শ্রেণি বিভাগ

যে দলীলের ভিত্তিতে ইসতিহ্সানকে শারী'আতের একটি উৎস হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে তা বিভিন্ন। এ কারণে মূল ইসতিহ্সানও নিম্নবর্ণিত রূপে বিভক্ত-

হানাফী মাযহাবের আলিমগণের মতে ইসতিহ্সান চার প্রকার।[২১৪]

(১) নাস্ এর ভিত্তিতে ইসতিহ্সান
(২) ইজমা্ এর ভিত্তিতে ইসতিহ্সান
(৩) জরুরাত্ এর ভিত্তিতে ইসতিহ্সান
(৪) কিয়াসে খাফী এর ভিত্তিতে ইসতিহ্সান

মালিকী মাযহাবের আলিমগণের মতে ইসতিহ্সান চার প্রকার।[২১৫]

---

২১১. আলকোরআন, সূরা আয-যুমার ৩৯ ঃ ১৭-১৮
২১২. ইমাম আহ্মাদ, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, ৩৭৯/১, পৃ. ৩০৯
২১৩. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩
২১৪. আশ শাতিবী, আল ইতিসাম, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১৩৯
২১৫. আশ শাতিবী, আল ইতিসাম, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১৩৯

www.nagorikpathagar.org

(১) মাসলেহা এর ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সান
(২) উরফ এর ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সান
(৩) রাফউল হারাজ এর ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সান
(৪) ইজমা্ এর ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সান

প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

নাস্ এর ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সান: নাস্ এর ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সান বলতে কোরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে সাধারণ যুক্তিযুক্ত বিধান পরিবর্তন করে উত্তম বিধান গ্রহণ করা বুঝায়।[২১৬]

কোরআনের দলীলের ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সান

যেমন অসিয়তের বৈধতা। সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে তার সম্পদের মালিকানা রহিত হয়ে ওয়রিসদের প্রতি স্থানান্তরিত হয়ে যায় কিন্তু অসিয়ত এর ব্যতিক্রম। কারণ এর বৈধতা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ বলেছেন:

ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين – ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.

"তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকলে সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ; ওসিয়াত পালন এবং দেনা পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক- চতুর্থাংশ; আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ; তোমরা যা ওসিয়াত করবে তা দেয়ার পর এবং দেনা পরিশোধের পর।[২১৭]

সুন্নাহ'র প্রমাণের ভিত্তিতে ইতিহ্‌সান

যেমন বাইয়ে সালাম চুক্তির বৈধতা। শারী'আতের নীতিমালা হলো, যে পণ্য বিদ্যমান নেই বা কল্পিত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। আর বাইয়ে সালামের চুক্তির সময় পণ্য বিদ্যমান থাকে না বিধায় সাধারণ বিবেচনায় এ চুক্তি অবৈধ মনে হলেও এর বৈধতা ব্যতিক্রমধর্মী বিধান। ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় গমন করেন তখন মদীনাবাসী এক বা দুই বছর মেয়াদী অগ্রিম খেজুর কেনাবেচা করতো। তখন রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:[২১৮]

---

২১৬. আল বুখারী, কাশফুল আসরার, প্রাগুক্ত, খ.৪,পৃ.১০
২১৭. আলকোরআন, সূরা আননিসা,৪:১২
২১৮. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল বুখারী, অধ্যায় : আসসালাম, অনুচ্ছেদ: আসসালাম ফী ওযনিল মা'লূম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

www.nagorikpathagar.org

من اسلف فى شئى ففى كيل معلوم ووزن معلوم والى أجل معلوم.

"যে ব্যক্তি অগ্রিম বেচাকেনা করে যেন নির্দিষ্ট পরিমাপ, নির্দিষ্ট ওজন ও নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে করে।"

ইজমা'র ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সান

ইজমা'র ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সান বলতে বুঝায়, কোনো বিষয়ে ইজমা' সম্পন্ন হওয়ায় এর বিপরীত বা সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য কিয়াস পরিত্যাগ করা।[২১৯]

যেমন 'ইসতিহ্‌সান' চুক্তির বৈধতা। ইসতিহ্‌সান বলা হয়, কেউ কোনো কারিগরকে বলল, আমাকে এই এই মানের অমুক জিনিস তৈরি করে দাও এবং এর বিনিময় নির্ধারণ করো।[২২০]

চুক্তির সময় যেহেতু পণ্য বা চুক্তিকৃত বস্তু অস্তিত্বহীন থাকে, সেহেতু সাধারণ বিবেচনা অনুযায়ী এ ধরনের চুক্তি অবৈধ হলেও ইসতিহ্‌সানের মানদন্ডে ইজমা'র ভিত্তিতে এটা বৈধ। কেননা এ বিষয়ে সকলের ঐকমত সম্পন্ন হয়েছে এবং কেউ তা অস্বীকার করেনি।[২২১]

'উরফের ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সান

যদি 'উরফের পরিবর্তে কিয়াসের বিধান বাস্তবায়ন করলে ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে কিয়াসের বিপরীতে 'উরফের বিধান অনুযায়ী কাজ করাকে ইসতিহ্‌সান বলা হয়।[২২২] যেমন গোসলখানা ভাড়া করা। পানি ব্যবহারের পরিমাণ, অবস্থানের সময়কাল নির্ধারণ ছাড়াই শুধু নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে গোসলখানা ভাড়া করা কিয়াসের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কেননা ভাড়া চুক্তিতে এসব বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা অপরিহার্য, যাতে উভয় পক্ষ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থেকে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ এড়াতে পারে। এ জাতীয় অস্পষ্ট চুক্তি সাহীহ নয় বরং তা বাতিল; কিন্তু সামাজিক প্রথার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত বিষয়গুলো নির্ধারণ ছাড়াই ইসতিহ্‌সানের ভিত্তিতে গোসলখানা ভাড়া বৈধ।[২২৩]

জরুরত-এর ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সান

মুসলিম উম্মাহর জরুরী কোনো প্রয়োজন এসে উপস্থিত হলে মুজতাহিদগণ উক্ত প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে কিয়াস পরিত্যাগ করে প্রয়োজনের আলোকে করণীয় বিষয় গ্রহণ করলে তাকে জরুরাতের ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সান বলে।[২২৪]

যেমন নারীর দুই হাতের তালু ও মুখমন্ডল ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সতরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। কাজেই নারীর দুই হাতের তালু ও মুখমন্ডল

---

২১৯. আল বুখারী, কাশফুল আসরার , প্রাগুক্ত, খ.৪,পৃ.১১
২২০. ইবন নুজাইম, মিশকাতুল আনওয়ার ফী উসূলিল মানার ,প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫১
২২১. আসসারাখসী, উসূলুস সারাখসী , বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩, খ.২, পৃ.২৩
২২২. ড. হাসনাইন মাহমুদ, মাসাদিরুত তাশরীইল ইসলামী, বৈরুত: দারুল কলম, ১৪০৭ হি., পৃ.১৯৬
২২৩. ড. ওয়াহবাহ আয-যুহায়লী, উসূলুল ফিকহিল ইসলামী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬
২২৪. আল-বুখারী, কাশফুল আসরার, খ. ৪, পৃ. ১১

www.nagorikpathagar.org

ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ ভিন পুরুষের সামনে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ কিন্তু একান্ত প্রয়োজনে, বিশেষত যাদের সাথে বিবাহ বন্ধন বৈধ, কেবল বিয়ের উদ্দেশ্যে তাদের শরীরের সেসব অঙ্গ প্রকাশ করা যায়। যেমন ডাক্তারকে রোগের স্থান দেখানো। ইমাম আস্-সারাখসী (র) বলেন, নারী সমাজের জন্য সাধারণ বিধান হলো, নারী পর্দায় আবৃত থাকবে, তবে প্রয়োজন ও বিশেষ কারণে গায়রে মাহরামকে শরীরের অংশবিশেষ দেখানো অনুমোদিত, যা ইসতিহসানের ভিত্তিতে নির্ণীত।[২২৫]

মাসলাহার ভিত্তিতে ইসতিহসান

জনস্বার্থের প্রেক্ষিতে কিয়াসের বিধান বা সাধারণ নীতি থেকে মানুষের জীবনযাত্রা সহজীকরণের জন্য ইসতিহসান প্রয়োগ করাকে জনস্বার্থে ইসতিহসান বলা হয়। যেমন দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার কারণে নৌকা, জাহাজ কিংবা পরিবহণের মালিককে, খাদ্য নষ্ট হওয়ার দায়ে খাদ্য বহনকারীকে জরিমানা জনস্বার্থে করা হয়, যদিও এটি কিয়াস-বিরোধী। কেননা চুক্তি অনুযায়ী পরিবহণ মালিক, খাদ্য বহনকারী আমানতদার হিসেবে গণ্য। সুতারং ইচ্ছাকৃত কোনো সম্পদ নষ্ট না করলে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়, কিন্তু ইসতিহসানের প্রেক্ষিতে এ জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।[২২৬]

কিয়াসের ভিত্তিতে ইসতিহসান

প্রকাশ্য কিয়াস, যার 'ইল্লাত স্পষ্ট থাকে এবং অপ্রকাশ্য কিয়াস, যার 'ইল্লাত গোপন থাকে, এ দু ধরনের কিয়াসের মধ্যে অপ্রকাশ্য কিয়াস গ্রহণ করার মাধ্যমে ইসতিহসান করা গ্রহণযোগ্য। হানাফী মাযহাবে এ জাতীয় ইসতিহসানের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এর উদাহরণ পাখির উচ্ছিষ্টের বিধান সংক্রান্ত আলোচনা ইত:পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষিজাত ভূমি ওয়াকফ করার বিষয়ে দু'টি কিয়াস বিদ্যমান। প্রকাশ্য কিয়াস অনুযায়ী ওয়াকফ, বিক্রয় সদৃশ। সুতারাং ওয়াকফকারীর স্পষ্ট নির্দেশনা ছাড়া ওয়াকফকৃত ভূমিতে চলাচলের অধিকার অন্তর্ভুক্ত হবে না, যেভাবে বিক্রিত জমিতে হয়, কিন্তু অপ্রকাশ্য কিয়াস অনুযায়ী ওয়াকফ ভাড়া সদৃশ। সুতরাং ওয়াকফকারীর স্পষ্ট নির্দেশনা না থাকলেও উক্ত ভূমিতে চলাচলের অধিকার সংরক্ষিত থাকে। কেননা ওয়াকফের মূল উদ্দেশ্যই হয় মানব কল্যাণসাধন ও ভূমি থেকে উপকার গ্রহণ। এ জন্যই মুজতাহিদগণ ইসতিহসান বিবেচনায় দ্বিতীয় প্রকার কিয়াসকে প্রথম প্রকার কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।[২২৭]

এ ছাড়াও কতিপয় ইসতিহসান রয়েছে । যেমন–

(ক) এমন ইসতিহসান যা শারী'আতের অকাট্য দলীলের উপর নির্ভরশীল। যেমন শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি। বলাবাহুল্য, আল-কিয়াস এটির যথাযর্থতা স্বীকার

---

২২৫. শামছুল আইম্মা মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আস্ সারাখসী, আল-মাবসূত, মিসর : দারুস্ সাআদাহ, ১৩২৬ হি. খ. ১০, পৃ. ১৪৫

২২৬. আশ-শাতেবী, আ-ইতিসাম, প্রাগুক্ত,খ. ২, পৃ. ১২১

২২৭. ড. ওয়াহবাহ আয-যুহায়লী, উসূলুল ফিকহিল ইসলামী, প্রাগুক্ত,খ. ২, পৃ. ২৭

www.nagorikpathagar.org

করে না। এর কারণ হচ্ছে, মুনাফা নিত্য-নতুন রূপ ধারণ করে থাকে। কিন্তু ইসতিহসানের ভিত্তিতে এ ধরনের কাজকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

(খ) এমন ইসতিহসান যা ইজমা'র ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে। যেমন, কোনো কাজ করার পূর্বে কারো সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া, যদিও মূল চুক্তিটা হচ্ছে যে কাজের উপর সেই কাজটি চুক্তির মুহূর্তে অনুপস্থিত -এতদসত্ত্বেও ফিকহবিদগণ এই চুক্তি জায়েয বলেছেন।

(গ) প্রয়োজনের তাগিদে গৃহীত ইসতিহসান। যেমন, যেসব জীব জন্তু পা-নখর দিয়ে ছিঁড়ে খায় তার উচ্ছিষ্ট খাদ্যকে পবিত্র মনে করা, যদিও সে পাখি অপবিত্র বস্তু আহার করে থাকে।

(ঘ) প্রচলনের ভিত্তিতে গৃহীত ইসতিহসান। যেমন, প্রকৃত বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সেই বিষয়ে পারস্পরিক চুক্তি করা এবং

(ঙ) কেবল কল্যাণ বিবেচনায় গৃহীত ইসতিহসান। যেমন কারিগরকে জিনিসপত্রের জন্য দায়ী করা। শারী'আতের মূলনীতি হচ্ছে- 'আমানতদারকে আমানতী জিনিসের ব্যাপারে দায়ী করা যায় না।' কারিগরও আমানতদার। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে সমর্পিত জিনিসপত্রের জন্য যদি তা তার কাছে থাকতেই খোয়া যায়-তাকে ইসতিহসানের ভিত্তিতে দায়ী করা যাবে। কেননা কারিগররা প্রায়শই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে থাকে। একারণেই এমত গ্রহণ করা হয়েছে।[২২৮]

(৬) আল-ইসতিদলাল (الاستدلال)

পরিচয়

আল-ইসতিদলাল (الاستدلال) শব্দটির মূল শব্দ হচ্ছে-দলীল। এর অর্থ-তালাশ করা, খোঁজ করা বা দলীলের সাহায্যে কোনো কিছু প্রমাণ করা। 'ইলমুল ফিক্‌হ-এর পরিভাষায় এটি হচ্ছে এমন একটি পরিভাষা যার সাহায্যে কোনো কিছু প্রমাণ করা হয়।[২২৯]

আল-ইসতিদলাল -এর কয়েকটি পর্যায়

ফিক্‌হবিদগণ ইসতিদলালের কতিপয় পর্যায় বর্ণনা করেছেন যা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. কল্যাণকর বস্তু মূলত মুবাহ্ আর ক্ষতিকর বস্তু মূলত হারাম : ইসলাম মানব কল্যাণের জীবন দর্শন। মানুষের ক্ষতি হোক, এটা ইসলাম কোন অবস্থায় চায় না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.

---

২২৮. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামী শরী'য়াতের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩-১৩৪

২২৯. মুফতী আমীমুল ইহসান, আল-কাওয়াইদুল ফিকহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

www.nagorikpathagar.org

"সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে।"[২৩০]
অপর এক আয়াতে আছে-

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ.

"বল, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে"? [২৩১]

যখন আল-কুর'আন, আল-হাদীস ও আল-ইজমা'য় কোনো বিষয়ের সামাধান না পাওয়া যাবে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নীরব থাকে তখন উপরোক্ত নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে।

২. দু'টি হুক্‌মের মধ্যে সম্পর্ক অটুট থাকা ঃ কোনো বিশেষ 'ইল্লাত ছাড়াই একটি হুক্‌মকে অন্য হুক্‌মের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা। যেমন-

যে ব্যক্তি তালাকদানের অধিকার রাখে সে ঈলা (শপথ করে স্ত্রী সঙ্গ ত্যাগ) করার ও অধিকার রাখে। তালাক এবং ঈলা উভয় কাজের পরিণাম হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। এ দিক থেকে এ দুটো ইতিবাচক হুক্‌মের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

ইসতিদলালের ৪টি রূপ রয়েছে। যথা-

(১) এটি এমন একটি দলীল, যা মূল টেক্সট থেকেই বুঝা যায়;
(২) এটি হচ্ছে এমন একটি বিষয়, যা দলীল-প্রমাণদানে ইঙ্গিতবাহী;
(৩) এটি হচ্ছে এমন, যা মর্ম দ্বারা সহজে বোঝা যায় এবং
(৪) এর রূপ হচ্ছে এমন, অবস্থার দাবি হিসাবে দলীলরূপে যা প্রতিভাত হয়।[২৩২]

৭. আল আরা : (الآراء) মুসলিম ফকীহগণের রায়

'ইলমুল ফিক্‌হ -এর অন্যতম উৎস হচ্ছে মুসলিম ফকীহগণের রায়। উক্তি, ফাতওয়া, সালিশী-মীমাংসা, আদালতের সিদ্ধান্ত, সরকারি ও বেসরকারি নির্দেশ ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত, তবে সাহাবা কিরামের রায় বা অভিমত সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। সাহাবা কিরামের রায় পরবর্তীকালে ইসলামী আইনের শাখা- প্রশাখা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। 'সাহাবী' (صحابي) শব্দটির আভিধানিক অর্থ বন্ধু, মালিক ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে 'সাহাবী' হলেন ঐ ব্যক্তি মুসলিমদের মধ্যে যিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন অথবা তাঁকে দেখেছেন ।[২৩৩]

من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين.

এক হাদীসে উল্লেখ আছে:

---

২৩০. আলকোরআন, সূরা আল-আরাফ ৭ ঃ ১৫৭
২৩১. আলকোরআন, সূরা আল-আরাফ, ৭ ঃ ৩২
২৩২. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, ২য় ভাগ, পৃ. ৩০
২৩৩. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল বুখারী, অধ্যায়ঃ ফাদাইলুস সাহাবাহ, অনুচ্ছেদঃ ফাদাইলু আসহাবিন নাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

www.nagorikpathagar.org

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي ، اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي ، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا من بَعْدِي ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ ، فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي ، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

"আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো । আমার পরে তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিও না। যে ব্যক্তি তাদের ভালোবাসল, সে প্রকৃত পক্ষে আমাকে ভালোবাসার কারণেই তাদের ভালোবাসলো। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখল, সে প্রকৃত পক্ষে আমার প্রতিই হিংসা-বিদ্বেষ রাখল। যে ব্যক্তি তাদের কষ্ট দিল, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই কষ্ট দিলো। যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিল, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহকেই কষ্ট দিলো। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দিবে, আল্লাহ অচিরেই তাকে পাকড়াও করবেন।"[২৩৪]

ইসলামী আইনবিদগণ উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, "তাঁদের (সাহাবা কিরাম) অধিকাংশ উক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে শোনা। যদি তাঁরা ইজতিহাদ করে থাকেন, তবে তাঁদের অভিমত হবে সবচেয়ে যথার্থ; কারণ তারা কোরআন মাজীদের নাযিলকাল প্রত্যক্ষ করেছেন, ইসলাম গ্রহণে তারা ছিলেন অগ্রণী। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যের বরকতপ্রাপ্ত। তাঁদের যুগ ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ।"[২৩৫]

ইসলামী আইনবিদগণের আরও একটি অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হলো -

"কারণ তাঁরা কোরআন মাজীদ নাযিলের অবস্থাদি ও শারী'আতের গূঢ় তাৎপর্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন।"[২৩৬]

উপরোক্ত হাদীস ও ইসলামী আইনবিদগণের অভিমতের আলোকে বলা যায়, অন্যান্যদের মুকাবিলায় সাহাবা কিরামের অভিমত বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। কাজেই যে মাসআলায় আল-কিয়াস ও রায়ের অবকাশ রয়েছে এমন সব বিষয়ে কোনো সাহাবীর উক্তি- সাহাবী নন এমন ব্যক্তির জন্য সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত হবে।[২৩৭]

৮. আত তা'আ মুল (التعامل)

ইসলামী আইনের অষ্টম উৎস হচ্ছে তা'আমুল। তা'আমুল-এর মর্ম হচ্ছে মহানাবী

২৩৪. ইমাম তিরমিযী, আস- সুনান, অধ্যায়: আল মানাকিব, অনুচ্ছেদ: ফী মান সাববা আসহাবান নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪৭

২৩৫. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

২৩৬. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

২৩৭. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের 'আমলের অনুসরণ করা। তাঁদের 'আমল শারী'আতের দলীল হিসাবে স্বীকৃত। ইসলামী আইনবিদগণ ইসলামী আইন ও বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবা কিরামের 'আমল থেকে উপাদান গ্রহণ করে থাকেন।

কেননা সাহাবা কিরাম হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা। তাঁরা তাঁর চিন্তা-চেতনা ও 'আমাল-আখলাক দ্বারা তাঁদের জীবনকে ষোলআনা সাজিয়েছিলেন। কোনো বিষয়ে সন্দেহ কিংবা সমস্যা দেখা দিলে তাঁরা তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করে সমস্যার সমাধান করতেন। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের পারদর্শিতার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে গেছেন। তাঁদের রায় ও অভিমত অপর কোনো সম্প্রদায় কিংবা গোষ্ঠীর সমতুল্য কিংবা কারো সাথে তুলনীয় হতে পারে না। সামগ্রিকভাবে তাঁদের কথা ও 'আমাল দীনী কাজের ব্যাপারে ও ইসলামী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পর এই জামা'আতই সেই আইন-বিধান তাঁদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করে নাবীর রেখে যাওয়া দায়িত্বই যথাযথভাবে পালন করে থাকেন। তাই এক পর্যায়ে তাদের সর্বসম্মত অভিমত (আল-ইজমা') উম্মাতের জন্য শারী'আতের দলীল হিসাবে মর্যাদা লাভ করে। এ কারণে ইসলামী আইনবিদগণ সাহাবা কিরামের তা'আমুলকে শারী'আতের দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন।[২৩৮]

কোরআন মাজীদে উল্লেখ আছে-

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ .

"মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।"[২৩৯]

رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ আয়াতাংশ সাহাবা কিরামের কর্মকান্ডকে শারী'আতের দলীল হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দেয়। বিশেষত رَضُوا عَنْهُ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে তাঁদের জীবনধারার একাত্মতা প্রমাণ করে।

অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে-

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ.

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে

---

২৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮২
২৩৯. আলকোরআন, সূরা আত-তাওবা, ৯ ঃ ১০০

www.nagorikpathagar.org

পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমন্ডলে সিজদার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকবে; তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইনজীলেও তাদের বর্ণনা এরূপই।[২৪০]

হাদীসে উল্লেখ আছে:

عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوا جذ.

"তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমার সুন্নাহ ও সত্যাশ্রয়ী হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। এ সুন্নাহকে তোমরা আঁকড়ে ধরো, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরো।"[২৪১]

তা'আমুলের ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদগণের অভিমত হচ্ছে- 'যেসব কথা সাহাবা কিরামের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে অতপর যা তাঁরা গ্রহণ করেন, তা আমাদের মেনে চলা ওয়াজিব। আর যে ব্যাপারে কিছু মতবিরোধ থাকে তা মেনে চলা ওয়াজিব নয়।' এ অভিমতের মর্ম হচ্ছে, কোনো বিরুদ্ধ মত ব্যতীত সাহাবা কিরামের যে বিষয়টি ব্যাপকভাবে দেখা দিবে তা হবে আল-ইজমা'র মর্যাদা তুল্য। তাই সব যুগের আল-ইজমা' যেহেতু দলীল হিসাবে গণ্য, কাজেই সাহাবা কিরামের ইজমা' অধিকতর যৌক্তিকভাবে শারী'আতের দলীল হিসাবে গণ্য হবে। আবূ বাকর ও 'উমার (রা.) এর ঐকমত্যকে ইসলামী আইনবিদগণ শারী'আতের মূলনীতির মর্যাদা দিয়েছেন এবং তা মেনে চলা বাধ্যতামূলক বলে অভিমত দিয়েছেন। তারা বলেন, 'যে ব্যাপারে দুই শায়খের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য।'[২৪২]

উপরোক্ত অভিমত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংখ্যার তুলনায় গুণগত মর্যাদার গুরুত্ব বেশি।

৯. আল'উরফ (العرف)

ইসলামী আইনের বিকাশে 'উরফ-এর বিশেষ অবদান রয়েছে। আরব ও অনারবের অনেক প্রচলিত রীতি-নীতি ও রেওয়াজ যেগুলো ইসলামের মৌলিক আদর্শের পরিপন্থী ছিল না এবং আলকোরআন ও আস-সুন্নাহ'র সুস্পষ্ট বর্ণনা যে সব ব্যাপারে নীরব ছিল, সেগুলোকে সাহাবা কিরাম, তাবেঈগণ এবং তাঁদের পরে ইসলামী আইনবিদগণ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, ইসলামী আইনের পুস্তকাদি রচনার যুগে সেগুলো ইসলামী আইনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দিয়াত (রক্তপণ) প্রচলিত ছিল ১০০টি উট। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতামহ আবদুল মুত্তালিব জনৈক মহিলার প্রস্তাব অনুযায়ী রক্তপণের এই সংখ্যা গ্রহণ করেছিলেন। সাহাবা কিরাম ও তাবেঈগণের যুগেও এই আইন প্রচলিত ছিলো।[২৪৩]

---

২৪০. আলকোরআন, সূরা আল-ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৯

২৪১. ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, অধ্যায়: আল 'ইলম, অনুচ্ছেদ: মা জাআ ফিল আযযি বিস সুন্নাহ ওয়া ইজতিনাবিল বিদ'আহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২১

২৪২. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকাহর পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

২৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

www.nagorikpathagar.org

শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) জাহিলী যুগে আরব জাহানে প্রচলিত ইসলামী আইন ও বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন রসম-রেওয়াজগুলোকে ইসলামী আইনের উপকরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৪৪]

'উরফ এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

'উরফ (العرف) শব্দটি আরবি। এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় । যেমন:

ক. উত্তম,খারাপের বিপরীত ইত্যাদি। মহান আল্লাহ্ বলেন:

خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين

"তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করো ,সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেও এড়িয়ে চলো"।[২৪৫]

খ. ধারাবাহিকতা । মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا

"শপথ কল্যাণ স্বরূপ ধারাবাহিকভাবে প্রেরিত বায়ুর। "[২৪৬]

গ. জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত রীতি। এটি রেওয়াজ (رواج) এর সমার্থবোধক শব্দ।

পারিভাষিক অর্থ

ইসলামী আইনবিদগণ 'উরফ ও রেওয়াজের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন-

عادة جمهور قوم فى قول أو عمل

"কথা অথবা কাজে বিপুল সংখ্যক মানুষের অভ্যাস-এর নাম 'উরফ।"[২৪৭]

هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألف اللغة ولايتبادر غيره عند سماعه.

"যে সব বিষয় মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে বা তাদের মধ্যে প্রচলিত কর্মকান্ড যাতে তারা অভ্যস্ত হয়েছে, অথবা যেসব শব্দ প্রকৃত অর্থের বিপরীতে বিশেষ অর্থ প্রদানের জন্য তারা ব্যবহার করে, যা অন্যরা শ্রবণ করলে সহজবোধ্য হয় না তা-ই 'উরফ।"

কোরআনের প্রামাণিকতা

কোরআন গোটা মানবতার জন্য প্রমাণ ও ইসলামী আইনের প্রথম উৎস হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর কারো দ্বিমত নেই। বিভিন্নভাবে কোরআনের এ প্রামণিকতা নির্ণয় করা যায়।[২৪৮]

---

২৪৪. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, তা. বি. খ. ১, পৃ. ১২৩

২৪৫. আল কোরআন,সূরা আলআরাফ,৭:১৯৯

২৪৬. আল কোরআন, সূরা আলমুরসালাত,৭৭:১

২৪৭. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকাহর পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

২৪৮. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী, পৃ. ১৫১-১৬২; ড. ওয়াহাবাহ আল-যুহায়লী, উসূলুল ফিকইহল ইসলামী, দামিশক : দারুল ফিকর, ১৪তম সংস্করণ, ২০০৬ ইং, খ. ১, পৃ. ৪১৪-৪২০

www.nagorikpathagar.org

১. কোরআন নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাধারায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাইল(আ) এর মাধ্যমে মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হওয়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ ধারায় কোরআন বর্ণিত হয়েছে। আর নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনা পরম্পরায় বর্ণিত বিষয় অকাট্যভাবে নিশ্চিত জ্ঞান পদান করে।

২. পবিত্র কোরআনে অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে যা থেকে প্রমাণিত হয়, এ গ্রন্থ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন:[২৪৯]

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ

"তিনি সত্য সহকারে তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন' যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী। আর তিনি তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছেন।"

মহান আল্লাহ্ বলেন:[২৫০]

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

"আমি সত্যসহ তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি। যাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মাঝে বিচার-মিমাংসা করো এবং বিশ্বাস ভংগকারীদের সমর্থনে তর্ক করো না।"

৩. কোরআনের অলৌকিকতা থেকেও প্রমাণিত হয়, এ কিতাব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। কোনো মানুষের পক্ষে এ রকম মহাগ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। কোরআনের অলৌকিকতার বিশেষ দিকগুলো নিম্নরূপ :

ক) কোরআনের ভাষাগত অলংকার আরবী ভাষায় পারদর্শীদের জন্য এক চিরন্তন বিস্ময়। কোরআনের ভাষাশৈলী, বর্ণনাভঙ্গি, শব্দের গ্রন্থনা, বাক্য বিন্যাসের ধরন আরবী সাহিত্যিকদের হতবাক করে আসমানী গ্রন্থ হওয়ার প্রমাণ পেশ করে।

খ) কোরআন অত্যন্ত নিখুঁত ও বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতিতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস বর্ণনা করে।

মহান আল্লাহ্ বলেন:[২৫১]

تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ

"এসব অদৃশ্যের খবর আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি, যা ইত:পূর্বে তুমি জানতে না, তোমার জাতিরও জানা ছিল না।"

গ)ভবিষ্যতের বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশ, যা পরবর্তীতে বাস্তবে রূপ নিয়েছে; অথচ সেগুলো

২৪৯. আল কোরআন,সূরা আলে ইমরান, ৩ :৩
২৫০. আল কোরআন, সূরা আন্-নিসা ৪ : ১০৫
২৫১. আল কোরআন, সূরা হুদ ১১ : ৪৯

www.nagorikpathagar.org

ছিল মানব-কল্পনার বাইরে। যেমন কোরআনের ঘোষণা :[২৫২]

الٓمٓ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ.

"আলিফ-লাম-মীম,রোমকরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী এলাকায়, কিন্তু তারা তাদের এ পরাজয়ের পর অতি সত্বর বিজয়ী হবে।"

ঘ) বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের অন্তর্ভুক্তি, যা আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। মহাবিশ্বের এসব রহস্যময় বিষয় কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মহান আল্লাহ বলেন:[২৫৩]

سَنُرِيهِمۡ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّۗ أَوَلَمۡ يَكۡفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ.

"অচিরেই আমি তাদের আমার নিদর্শনাবলি ব্যক্ত করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য।"

ঙ) পূর্ণাঙ্গ ও ফলপ্রসূ আইনী নির্দেশনা। পবিত্র কোরআন মানুষের প্রণয়ন করেছে, কোনো মানুষের পক্ষে তা রচনা করা সম্ভব নয়। কেননা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মানবরচিত বিধিবিধান মানবতাকে শান্তি দিতে পারেনি। অথচ কোরআনের এ নিখুঁত ব্যবস্থা মানুষের আত্মিক, মানসিক, দৈহিকসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি দিয়েছে।

বিধান বর্ণনায় আলকোরআন

মহান আল্লাহ বলেন:[২৫৪]

وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ

"আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি।"

মহান আল্লাহ বলেন:[২৫৫]

مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖ.

"আমি এ কিতাবে কোনো কিছুর বর্ণনা ছাড়িনি।"

অতএব কোরআনে সব ধরনের বিধিবিধানের বর্ণনা এসেছে। এ বিধিবিধান দু'ভাবে বর্ণিত হয়েছে।[২৫৬] প্রথমত : সংক্ষিপ্ত আকারে আইনের সাধারণ মূলনীতির বর্ণনা। যেমন-

ক. পরামর্শ : এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী :

وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ.

---

২৫২. আলকোরআন, সূরা আর-রূম ৩০ : ১-৩
২৫৩. আলকোরআন, সূরা হা মীম আস্-সাজদা, ৪১ : ৫৩
২৫৪. আলকোরআন, সূরা আন্-নাহল ১৬ :৮৯
২৫৫. আলকোরআন, সূরা আল-আন'আম,৬ :৩৮
২৫৬. ড. আবদুল করীম যায়দান, আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ, প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

"তাদের কাজ পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন করে।" [২৫৭]

খ. ন্যায় বিচার :

انّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

"আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ ও আত্মীয়স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদের উপদেশদেন যাতে তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করো।"[২৫৮]

গ. মানুষকে তার নিজের অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে ;একজনের অপরাধের শাস্তি অন্য জনের উপর চাপানো হবে না। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ.

"প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারও ভার গ্রহণ করবে না।"[২৫৯]

ঘ. অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا.

"আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দ "।[২৬০]

ঙ. অন্যের সম্পদ নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন:[২৬১]

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না এবং মানুষের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশে বিচারকদের নিকট পেশ করো না।"

চ. কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা করা। মহান আল্লাহ বলেন:[২৬২]

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"তোমরা তাকওয়া ও সৎকাজে পরস্পর সহযোগিতা করবে, অন্যায় ও সীমালংঘনের ব্যাপারে পরস্পরে সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।"

---

২৫৭. আলকোরআন, সূরা আশ-শূরা, ৪২ : ৩৮
২৫৮. আলকোরআন, সূরা আন্-নাহল,১৬ :৯০
২৫৯. আলকোরআন, সূরা আল- আন'আম ৬ : ১৬৪
২৬০. আলকোরআন, সূরা আশ-শূরা , ৪২ : ৪০
২৬১. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা, ২ : ১৮৮
২৬২. আলকোরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫ : ২

www.nagorikpathagar.org

ছ. দায়িত্ব পালন ও দায় পূর্ণ করা।মহান আল্লাহ্ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করো।"[২৬৩]

জ. কষ্ট লাঘব করা। মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

"তিনি দীনে তোমাদের উপর কোনো জটিলতা রাখেননি।" [২৬৪]

ঝ. নিরূপায় হলে অবৈধ বিষয় বৈধতার রূপ নেয়। মহান আল্লাহ্ বলেন:[২৬৫]

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

"কিন্তু যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্গনকারী না হয়, তবে তার কোনো পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

ঞ. এ ছাড়া কোরআন বিভিন্ন করণীয় কাজের নির্দেশ ও বর্জনীয় কাজের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে, যা সংক্ষিপ্ত ও সামগ্রিক নীতিমালায় বর্ণিত হয়েছে এবং সুন্নাহ তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত: বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত বিধান হদ্দের সংখ্যা অনেক কম। যেমন মীরাছ, হদ্দ, তালাক, লিআন, বিবাহ নিষিদ্ধ নারীর বর্ণনা ইত্যাদি।

বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে কোরআনের পদ্ধতি

(১) কোরআনে আইন-সংক্রান্ত কিছু আয়াত অকাট্য ও স্পষ্ট ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে চিন্তা গবেষণার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। যেমন : সালাত, যাকাত, সাওমের আবশ্যকতা সংক্রান্ত আয়াত, যিনা-ব্যভিচার, মিথ্যা অপবাদ, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ, অন্যায় হত্যা, সুদ ইত্যাদি হারাম হওয়া সংক্রান্ত আয়াত।

বিধিবিধান সংক্রান্ত আরও কিছু সংখ্যক আয়াত রয়েছে যেগুলোতে অন্তর্ভুক্ত বিধানের সবদিক স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। এসব আয়াত বিশ্লেষণ ও গবেষণার দাবি রাখে। যেমন : উজুতে মাথা মাসাহ্ করার পরিমাণ, বায়িন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর খোরপোষ আবশ্যক হওয়া সংক্রান্ত আয়াত।

উক্ত দু'ধরনের আয়াতের পার্থক্য হলো, প্রথম প্রকারটি আকিদা তথা বিশ্বাসের পর্যায়ভুক্ত। এটি প্রত্যেকের উপর অলংঘনীয়ভাবে আবশ্যক। কেউ যদি এর আবশ্যকতা অস্বীকার করে তবে সে দীন থেকে খারিজ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের আয়াত যেহেতু বিভিন্ন সম্ভাবনা রাখে, সেহেতু এর যে কোনো একটি অর্থ গ্রহণ করে অন্যগুলো

২৬৩. আলকোরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫: ১
২৬৪. আলকোরআন, সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ৭৮
২৬৫. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা, ২ : ১৭৩

www.nagorikpathagar.org

অস্বীকার করলে ঐ ব্যক্তি দীন থেকে খারিজ হবে না। এ জাতীয় আয়াতের ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপট সামনে রেখেই বিভিন্ন ইসলামী মাযহাবের জন্ম হয়েছে।

কোরআনের আইন বর্ণনার রীতি প্রচলিত আইনী পদ্ধতির মতো নয় যে, কোনো একটি আদেশ বা নিষেধ উল্লেখ করে তা লঙ্ঘন করার শাস্তি বর্ণিত হবে; বরং কোরআন কোনো বিধান বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্তকরণে উক্ত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে। অত:পর তা পালনের ইহকালীন ও পরকালিন উপকারিতা বর্ণনা করে এবং তাকে ঈমানের আবশ্যকীয় বিষয় নির্ধারণ করে।

ইসলামী আইনের পাঁচটি মৌলিক পরিভাষা : ওয়াজিব (অপরিহার্য),মানদুব (পছন্দনীয়), হারাম (নিষিদ্ধ), মাকরূহ (অপছন্দনীয়), ও মুবাহ (অনুমোদিত) বুঝানোর জন্য কোরআন তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছে :

(ক) করণীয়- যার মধ্যে অপরিহার্য ও পছন্দনীয় উভয়টি অন্তর্ভুক্ত।

(খ) বর্জনীয় - যার মধ্যে নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় উভয়টি অন্তর্ভুক্ত।

(গ) ঐচ্ছিক তথা অনুমোদিত।[২৬৬]

'উরফ ও 'আদাত-এর সাথে সামঞ্জস্যশীল আর একটি শব্দ হচ্ছে 'ইসতি'মাল'। শব্দটি তার আসল অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়ে শারী'আতের একটি পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইসলামী আইনবিদগণের নিম্নোক্ত উক্তিতে এর ইঙ্গিত রয়েছে।

অর্থাৎ লোকদের ব্যবহারিক রীতি (ইসতি'মাল) শারী'আতের দলীল। এর উপর আমল করা ওয়াজিব।[২৬৭]

দলীল

কোরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি এর বুনিয়াদ হতে পারে-

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

"তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের আদেশ দাও এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলো।"[২৬৮]

মুফাস্‌সিরগণের মতে সমস্ত যৌক্তিক ও প্রচলিত ভালো কথা ও কাজ 'উরফ-এর অন্তর্ভুক্ত।

রাফে' ইবনু খাদীজ (রা.) বলেন,

قد م النبى صلى الله عليه وسلم المدينة و هم يأ برون النخل يقولون يلقحون النخل فقال ما تصنعون ؟ قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنفضت أو قال فنقصت قال فذكروا دالك له فقال انما انا بشر ادا أمرتكم بشئىمن دينكم فخدوه به وادا أمرتكم بشئى من رأى فانما انا بشر.

---

২৬৬. মান্নাউল কাত্তান,তারীখুত তাশরীইল ইসলামী, প্রাগুক্ত পৃ. ৬১
২৬৭. প্রাগুক্ত
২৬৮. আলকোরআন, সূরা আল-আরাফ ৭ ঃ ১৯৯

www.nagorikpathagar.org

"নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আসলেন তখন মদীনার লোকেরা খেজুর গাছে তাবীর করছিলো। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন এরূপ করছো? তারা বললেন, এরূপ করে আসছি। তিনি বললেন, তোমরা এ রূপ না করলে সম্ভবত ভালো হতো। সেমতে তারা তাবীর করা ছেড়ে দেয়। ফলে (পরের বছর) ফলন কমে যায়। বিষয়টি তারা তাঁর নিকট আলোচনা করলো। তখন তিনি বললেন, আমি একজন মানুষ মাত্র। কাজেই আমি যখন দীনী কোনো ব্যাপারে তোমাদের নির্দেশ দেই তখন তোমরা তা গ্রহণ করো। আর আমার নিজের পক্ষ থেকে যখন কোন বিষয়ের নির্দেশ দেই, তবে আমি একজন মানুষ মাত্র।"[২৬৯]

ইসলামী আইনবিদগণের দৃষ্টিতে 'উরফ

ইসলামী আইনবিদগণ 'উরফকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরা বলেন, "যে বিষয়টি 'উরফের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তা নস্ (কোরআন ও হাদীসের স্পষ্ট উক্তি) -এর মাধ্যমে প্রমাণিত বিষয়ের ন্যায়।"[২৭০]

অনেক আইনবিদ এমন আছেন যারা মাসআলার ক্ষেত্রে 'উরফকে ভিত্তি করে হুক্‌ম জারী করেন। তাঁরা বলেন, "সমকালীন 'উরফ অনুযায়ী ফাতওয়া দেয়া হবে, তা পূর্ববর্তী লোকদের 'উরফের পরিপন্থী হলেও। 'উরফ নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য তার উপর বিপুল সংখ্যক লোকের 'আমল হওয়া জরুরি। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের 'আমালের ক্ষেত্রে মুফতী ও কাযীর 'উরফ পরিপন্থী ফাতওয়া দেয়া জায়েয নয়। বিশেষত যখন 'আদাত বহুল প্রচলিত হয় ও প্রাধান্য বিস্তার করে তখনই তার বিবেচনা হবে।[২৭১]

'উরফ -এর শ্রেণী বিভাগ

ইসলামী আইনবিদগণের মতে 'উরফ দুই প্রকার। যথা-

'উরফে খাস এবং 'উরফে 'আম।

'উরফুল খাস (عرف الخاص) : কোনো বিশেষ এলাকায় পেশায় বা বিশেষ ব্যবসায়ী শ্রেণির মধ্যে প্রচলিত 'উরফকে 'উরফে খাস বলা হয়।

'উরফুল 'আম (عرف العام) : ব্যাপকভাবে প্রচলিত 'উরফ যা কোনো ব্যক্তি কিংবা শ্রেণির সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তাকে 'উরফে 'আম বলা হয়।[২৭২]

মানব তৈরি আইনে 'উরফ এর অবস্থান

সাধারণভাবে প্রত্যেকটি 'উরফকে আইনগত মর্যাদা দেয়া হয় না। কতগুলো শর্তে আদালত তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্তাবলি নিম্নরূপ:

---

২৬৯. ইমাম মুসলিম, সাহীহ মুসলিম, অধ্যায় : আল-ফাযায়িল, অনুচ্ছেদ : উজুবু ইমতিসালি মা কলাহু শার'আন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯৩

২৭০. ইমাম মুহাম্মাদ, শারহু সিয়ারে কাবীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

২৭১. আল্লামা যায়নুল আবেদীন আল-মিসরী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, আমাম আল-বাব আখদার : আল-মাকতাবা আত-তাও ফিকিয়্যা, পৃ. ৬৫

২৭২. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ওবিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

www.nagorikpathagar.org

(ক) 'উরফ যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। এ প্রেক্ষিতে আইনের একটি স্বীকৃত নীতি হচ্ছে, 'কুপ্রথা বাতিলযোগ্য'। অর্থাৎ 'উরফ হবে এমন ,যা জনকল্যাণের সাথে জড়িত।

(খ) 'উরফ অপরিহার্য হতে হবে। অর্থাৎ জনগণ তাকে ওয়াজিব ও জরুরি বলে বিশ্বাস করতে হবে। কোনো ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে চাপিয়ে দেয়া রেওয়াজ 'উরফের মর্যাদা পাবে না।

(গ) 'উরফ দেশীয় আইনের পরিপন্থী হলে তা পরিত্যক্ত ঘোষিত হবে। আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান (সংসদ) কর্তৃক রচিত আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক, নিদেন পক্ষে বিরোধ থাকবে না।

(ঘ) সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত জারী থাকা জরুরি। 'উরফ হবে স্মরণাতীতকালের, এই শর্ত এখন শিথিল করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট রেওয়াজ অনুযায়ী জনগণের 'আমাল প্রমাণিত হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট। তবে গ্রহণযোগ্যতার জন্য এখনো রেওয়াজে সূচনাকাল প্রমাণ করা জররি মনে করা হয়ে থাকে। উল্লেখিত মেয়াদের শর্তটি খ্রিষ্টীয় গির্জার অধ্যক্ষগণ রোমান আইন থেকে গ্রহণ করেছিল।

(ঙ) 'উরফ কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা' পরিপন্থী হতে পারবে না ।[২৭৩]

১০. দেশজ আইন

ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস হচ্ছে দেশজ আইন। 'উরফ -এর আলোচনায় আলকোরআন ও আল-হাদীসের যেসব বরাত দেয়া হয়েছে দেশজ আইনের সমর্থনেও তা উপাস্থাপন করা যেতে পারে। দীনী দাওয়াতী কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে أمر بِالْمَعْرُوفِ (সৎকাজের আদেশদান)। 'মা'রূফ' ব্যাপক পরিধিতে এমন সব দেশজ আইনেরও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যা ইসলামী আইনের সাথে পূর্ণ সংগতিপূর্ণ এবং শারী'আত ও 'আকল বুদ্ধি বিবেচনা পরিপন্থী নয়। কোরআন মাজীদে উল্লেখ আছে-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ .

"তোমারই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবে।"[২৭৪]

উম্মাতে মুহাম্মাদী পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছে যেখানে ভালো রসম-রেওয়াজ ও আইনকে উৎসাহিত করেছে। উপরোক্ত আয়াতের আলোকে এবং প্রেরণায় এগুলো পূর্ববর্তী শারী'আতের অবশিষ্টাংশ, এমন ঢালাও দাবি ভিত্তিহীন ও অমূলক। পৃথিবীর সকল সভ্যতায় তদানীন্তন যুগের মানুষ নিজ নিজ কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে কতিপয় আইন রচনা করেছিল, তবে তাতে পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলগণের আনীত শারী'আতের যে সম্পর্ক ছিল তা

---

২৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০
২৭৪. আলকোরআন, সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১১০

www.nagorikpathagar.org

দৃঢ়তার সাথেই বলা যায়। চাই তা আংশিক হোক কি সামগ্রিক, যদিও যথাযথ রেকর্ডের অভাবে প্রামাণ্য ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।[২৭৫]

(১১) আলমাসালিহ্ আলমুরসালা (المصالح المرسلة)

আলমাসালিহ্ আলমুরসালা ইসলামী আইনের আনুসঙ্গিক উৎসগুলোর অন্যতম। ইসলামী আইন প্রণয়নে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে ।

আলমাসালিহ্ আলমুরসালা-এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

'আলমাসালিহ্ আলমুরসালাহ (المصالح المرسلة) পরিভাষাটি আলমাসালিহ্ এবং আলমুরসালা দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত।'মাসালিহ্' শব্দটি 'মাসলাহা ' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ: কল্যাণ, মঙ্গল ইত্যাদি।[২৭৬]

আর 'মুরসালাহ' শব্দটি মুক্ত,বন্ধনহীন (مطلقة) ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয় ।[২৭৭]

পারিভাষিক অর্থ

هى المصلحة التى لم ينص الشارع على حكم لتحقيقها و لم يدل دليل شرعى على اعتبارها او الغائها –

"কোনো বিধানের কল্যাণচিন্তা ,যা বাস্তবায়নের ব্যাপারে শারী'আত প্রণেতার পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা আসেনি এবং যা গ্রহণ বা বর্জনের ব্যাপারেও কোনো শারঈ' দলীল উপস্থাপিত হয়নি তাকে 'আলমাসালিহ্ আলমুরসালা' বলা হয় ।[২৭৮]

ইসলামী আইনবিদগণের পরিভাষায় :

المصالح المرسلة هى التى لايشهد لها أصل فى الشرع بالاعتبار ولا بالالغاء وان كانت على سنن المصالح وتلقتها العقول بالقبول.

আলমাসালিহ্ আলমুরসালা বলতে বোঝায় এমন সব বিষয়, যা বিবেচনার পক্ষে শারী'আতের কোনো মৌলনীতি সাক্ষ্য দেয় না এবং যাকে বাতিল করার বিষয়েও সাক্ষ্য দেয় না অথচ সুস্থ বিবেক বিষয়গুলোকে গ্রহণ করে।"[২৭৯]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র.) বলেন, "মুজতাহিদগণ যে কাজের মধ্যে প্রাধান্যযোগ্য কল্যাণ নিহিত আছেন বলে মনে করেন এবং শারী'আতে উক্ত কাজের বিরোধী কোন নির্দেশনা বিদ্যমান নেই তাকে মাসালিহে মুরসালা বলা হয়।"[২৮০]

---

২৭৫. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকাহর পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১
২৭৬. ড.মুহাম্মদ ফজলুর রহমান,আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান,ঢাকা:রিয়াদ প্রকাশনী,পৃ.৯৫৬
২৭৭. ড.মুহাম্মদ আয-যুহাইলী,আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৩

২৭৮. আবদুল ওয়াহব খাল্লাফ,ইলমু উসূলিল ফিক্হ,আলকাহেরা: মাতবাআতুন নাসর,১৯৫৬, পৃ.৯৪
২৭৯. ইমাম শাতিবী, আল-মুআফাকাত, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯
২৮০. ইমাম শাতিবী, মাজমুআতুর রাসাইল ওয়াল মাসাইল, আল-কাহেরা : তা. বি. খ. ৩, পৃ. ২২

www.nagorikpathagar.org

শর্তাবলি

ইসলামী আইনবিদগণ মাসালিহে মুরসালাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী নির্ধারণ করেছেন-

১. শারী'আতে যেসব মাসালিহের বিবেচনার ব্যবস্থা রয়েছে, ইস্তিসলাহের বিবেচ্য মাসালিহের সাথে তা সামাঞ্জস্যশীল হতে হবে।

২. এই মাসালিহ সামগ্রিক দিক থেকে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর বিবেচিত হতে হবে।

৩. কোনো নীতি যার পক্ষে সাক্ষ্যদানে কোনো নাস্ পাওয়া যায় না অথচ তা শারী'আত প্রবর্তিত বিধানগুলোর সাথে খাপ খেয়ে যায়, সে নীতির ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবন করা যাবে।"[২৮১]

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মনে করুন ইসলাম ও কুফরী শক্তির মাঝে যুদ্ধ চলছে। শত্রুপক্ষ মুসলিম বন্দীদের অগ্রদল হিসাবে তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখল। এতে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, এই মুসলিম বন্দীদের উপর আক্রমণ না চালালে শত্রুপক্ষকে হটানো অসম্ভব হবে, ফলে শত্রুপক্ষ বিজয়ী হবে এবং মুসলিম বাহিনীর নিশ্চিত বিপর্যয় ঘটবে। মুসলিমদের রক্তপাত নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই সংকটময় মুহূর্তে মুসলিম বন্দীদের হত্যা করা অপরিহার্য হবে। যেহেতু সাধারণ মাসলাহাত এবং দীনের হিফাযতের সাথে এর সম্পর্ক তাই এহেন অবস্থায় বন্দী মুসলিম বাহিনীর সদস্যদের হত্যা বৈধ গণ্য করা হয়েছে।[২৮২]

ইমাম মালিক (র.) ইসলামী আইনবিদগণের মধ্যে সর্বাধিক আলমাসালিহ আলমুরসালার ভিত্তিতে ইসতিসলাহ নীতি ব্যবহার করেছেন। অবস্থার দাবির প্রেক্ষিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি উপরে বর্ণিত শর্তাবলি মেনে চলারও প্রয়োজন মনে করেননি। এ কারণেই তাঁকে ইসতিসলাহ নীতির উদ্ভাবক বলা হয়।[২৮৩]

প্রকারভেদ

আলমাসালিহ আলমুরসালা তিন প্রকার।যথা:

১. মাসালিহ মু'তাবারাহ (المصالح المعتبرة)

কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূরীভূত করার মূল উদ্দেশ্য সামনে রেখে যে ইসলামী বিধিবিধান জারি করা হয়েছে তাকে মাসালিহ মু'তাবারাহ (المصالح المعتبرة) (বা বিবেচ্য কল্যাণ বলা হয়।[২৮৪]

যেমন জীবন রক্ষার্থে কিসাসের বিধান প্রণয়ন এবং ধন-সম্পদ সংরক্ষণের জন্য চুরির শাস্তির বিধান প্রবর্তন ইত্যাদি।

---

২৮১. ইমাম শাতিবী, আল-মুআফাকাত, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯
২৮২. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫
২৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬
২৮৪. আল-গাযালী, আল-মুসতাসফা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪০

www.nagorikpathagar.org

২. আলমাসালিহ্ আলমুলগাহ (المصالح الملغة)
এমন কল্যাণচিন্তা, যাকে শারী'আত কল্যাণ হিসাবে গ্রহণ না করে বরং পরিত্যাজ্য ঘোষণা করেছে। কেননা এর অন্তরালে মানুষের জন্য অকল্যাণ, ক্ষতি ও মারাত্মক পরিণতি লুকায়িত আছে। যেমন সুদ। সুদের মধ্যে সুদদাতা ও সুদগ্রহীতা উভয়ের জন্য কল্যাণ নিহিত আছে মনে হলেও ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর সুদূরপ্রসারী কুফলের জন্য একে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে । এ দুই প্রকার মাসলাহার বিধানের ব্যাপারে সকল 'আলিম ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

৩. আলমাসালিহ্ আলমুরসালা(المصالح المرسلة)
এমন এক কল্যাণচিন্তা, যাকে শারী'আত প্রণেতা কল্যাণ হিসেবে বিবেচনা করেননি। এ প্রকার কল্যাণ নিয়েই মূলত আলিমগণের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা এ প্রকার মাসলাহা বাস্তবায়ন ও তার মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবনের ব্যাপারে একমত হয়েছেন, কিন্তু একে ইসলামী আইনের স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়ে মতভেদ করেছেন।

বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিতে মাসালিহ্ মুরসালাহ্

মাসালিহে মুরসালাহর ব্যাপারে বিভিন্ন মাযহাব, এমনকি মাযহাবের অনুসারী ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন:

ক. হানাফী মাযহাব

ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে তাঁর মাযহাবের মূলনীতি বিষয়ে খুব কম উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি তাঁর আইন গবেষণার মূলনীতি সম্পর্কে বলেন, "কোনো মাসআলার ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবের বর্ণনা পেলে আমি তা প্রথমে গ্রহণ করেছি। তাতে না পেলে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ ও বিশ্বস্ত রাবীর মাধ্যমে তাঁর থেকে বর্ণিত আসার গ্রহণ করেছি। কোরআন ও রাসূলের সুন্নাহে না পেলে সেক্ষেত্রে সাহাবীগণের উক্তি গ্রহণ করেছি। যদি কোনো বিষয়ে তাঁদের বিভিন্ন উক্তি পাই, তখন আমি আমার বিবেচনামতে কারও উক্তি ছেড়ে দিয়েছি। তবে তাঁদের উক্তি পরিত্যাগ করে অন্যের উক্তি গ্রহণ করিনি। বিষয়টি যদি শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.), শা'বী (রহ), হাসান আল-বাসরী (রহ.), ইবনু সিরীন, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) প্রমুখ তাবি'ঈ যাঁরা ইজতিহাদ করেছেন ,তাদের বাণী গ্রহণের দিকে ধাবিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে আমার ইজতিহাদের অধিকার রয়েছে।[২৮৫]

যে সকল স্থানে আলমাসালিহ্ আলমুরসালা ব্যবহার করা হয়

সাধারণভাবে সমাজ সেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে সম্পর্কিত বিভাগেই বেশি করে আলমাসালিহ আলমুরসালার ব্যবহার প্রয়োজন হয়। যেমন যুগ চাহিদার দাবি অনুযায়ী আইন রচনা করা, স্থান-কালের প্রেক্ষিতে সেগুলো প্রবর্তন করার জন্য বিভিন্ন কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং শাস্তি নির্ধারণ করা ইত্যাদি। কখনো কখনো

---

২৮৫. ড. মুহাম্মদ উকলা, দিরাছাতুন ফিল ফিকহিল মুকারিন, আম্মান: মাকতাবাতুর রিসালাহ, ১৯৮৩ পৃ. ১১

www.nagorikpathagar.org

আলমাসালিহ্ আলমুরসালার প্রেক্ষিতে আলকোরআন ও আস-সুন্নাহ্'র সাধারণ বিধান পরিপন্থী হুক্‌ম দেয়ারও অবকাশ থেকে যায়। যেমন, পূর্বোল্লেখিত কুফরী শক্তি ও ইসলামী শক্তির মাঝে যুদ্ধে ইসলামী শক্তির হেফাযত ও স্থায়িত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে মুসলিম বন্দীদের রক্ত ঝরানো বৈধ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। কারণ এছাড়া দুশমনদের পরাভূত করার এবং তাদের উপর বিজয় লাভ করা সম্ভব ছিলো না।[২৮৬]

খ. মালিকী মাযহাব

ইমাম মালিক (র.) অন্য সকলের তুলনায় আলমাসালিহে আলমুরসালাহ্ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করেন। তিনি একে শারী'আতের উৎস হিসেবে গ্রহণ করে কোনো মাসআলায় নাস্ না পেলে এর মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবন করতেন।[২৮৭]

মালিকী ফিক্‌হ্ অন্যান্য মাযহাবের ফিক্‌হ্ থেকে মাসালিহ্ এর কারণে স্বতন্ত্র অবস্থান পেয়েছে। একারণে এ ফিক্‌হ্‌কে ফিকহুল মাসালিহ্‌ও বলা হয়।[২৮৮]

গ. শাফি'ঈ মাযহাব

ইমাম শাফি'ঈ (র.) আলমাসালিহ্ আলমুরসালাকে ইসলামের আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেনি। তাঁর মাযহাবের মূলনীতি হলো আলকোরআন, আস-সুন্নাহ্ ও আল-ইজমা। এ তিনের মধ্যে সমাধান না পেলে কিয়াস ভিত্তিক ইজতিহাদ করতেন। তিনি তাঁর আর-রিসালাহ গ্রন্থে বলেছেন, জ্ঞানের উৎস হলো আলকোরআন, আস-সুন্নাহ্, আল-ইজমা ও আল-কিয়াস।[২৮৯]

ঘ.হাম্বালী মাযহাব

আলমাসালিহ্ আলমুরসালা প্রয়েগের দিক থেকে মালিকী মাযহাবের পরেই হাম্বালী মাযহাবের স্থান। ইমাম আহমাদ (র.) এর ফাতওয়ার মাধ্যমে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (র) ও ইবনুল কায়্যিম আলজাওযিয়্যাহ (র)এর বিভিন্ন উক্তি থেকে জানা যায়, তাঁরা আলমাসালিহ্ আলমুরসালা কে গ্রহণ করলেও একে শারী'আতের স্বতন্ত্র উৎস হিসাবে বিবেচনা করেননি, বরং একে কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[২৯০]

১২. পূর্ববর্তী নাবীগণের শারী'আত (شرع من قبلنا)

ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস হচ্ছে পূর্ববর্তী নাবীগণের শারী'আত। আল্লাহর নাযিলকৃত যে সমস্ত পথ ও পদ্ধতি অন্যান্য উম্মাতের কাছে সংরক্ষিত ছিলো বা আল-

---

২৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

২৮৭. ড. আবু জাহরা, মালিক ইবনি আনাস হায়াতুহু অআসরুহু অরায়যুহু অফিক্‌হুহু, আল-কাহেরা দারুল ফিকহিল আরাবি, ১৯৯৭, প্র. ৩১৮

২৮৮. শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাছ আল-কারাফী, শারহু তানকিহিল ফুসুল ফি ইখতিয়ারিল মাহসুল ফিল উসুল, আল-কাহেরা: মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারিয়াহ্ ,১৯৭৩, পৃ. ৩৯২

২৮৯. ইমাম আশ-শাফিঈ', আর-রিসালাহ, আলকাহেরা :শারীকাতুত তিবাআতিলফান্নিয়াতিল মুত্তাহাদাহ,১৯৬২, পৃ.. ৩৯

২৯০. ইবনুল কায়্যিম আলজাওযিয়্যাহ, ইলামুল মুআক্কিয়ীন আন রাব্বিল আলামীন, খ.৩,পৃ.১১

www.nagorikpathagar.org

কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর 'আমল করেছিলেন। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা আল-ইসলাম মূলত এক ও অভিন্ন। আদর্শ ও মৌলনীতিতে কোনো পার্থক্য নেই। ব্যবহারিক জীবনে স্থান কাল-পাত্রের ভিন্নতার কারণে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী নাবীগণের শারী'আতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। পূর্ববর্তী উম্মাত অনেক ক্ষেত্রে তাদের নাবীর শিক্ষা অবিকৃত রাখতে পারেনি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটিয়েছে। পক্ষান্ত রে যা অবিকৃত রয়েছে, যার সুস্পষ্ট বিবরণ আলকোরআন, আল-হাদীস এবং পূর্ববর্তী উম্মাতের জীবনে পাওয়া যায় তা অনুসরণ করতে আমরা আদিষ্ট। এ কারণে পূর্ববর্তী নাবীগণের শারী'আত ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস।[২৯১]

আভিধানিক অর্থ

'শার'উ মান কবলানা' (شرع من قبلنا)পরিভাষাটি মূলত 'শার'উ' ও 'মান কাবলানা' দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'শার'উ' শব্দটি শারায়ে' শব্দের একবচন। এর অর্থ পানি পানের ঘাট, ঝর্ণা ইত্যাদি । এ শব্দ থেকেই শারী'আত শব্দটি এসেছে।

পারিভাষিক অর্থ

هو عبارة عن الاحكام والتشريعات التى شرعها الله تعالى فى حق الامم السابقة و انزلها عن طريق أنبيائه ورسله كابراهيم و موسى و عيسى و غيرهم - والتى من شأنها ان تنظم علاقة الانسان بربه والانسان بأخيه الانسان فى قضية الحلال والحرام.

"শারউ মান কাবলানা' বলা হয় ঐসব বিধি বিধান ও আইন-কানুনকে ,যা মহান আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের জন্য প্রণয়ন করেছিলেন,যা তাদের নাবী ও রাসূলগণ যেমন ইবরাহীম, মূসা, 'ঈসা (আ.) এর মাধ্যমে নাযিল করেন । এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো, হালাল ও হারামের ভিত্তিতে মানুষের সাথে তার প্রতিপালকের এবং এক মানুষের সাথে অপর মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করা ।[২৯২]

ইসলামী আইনে পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলগণের শারী'আতের আইনী মর্যাদা নিয়ে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন:

(ক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নুবুওয়াত লাভের পূর্বে এর আইনী মর্যাদা এবং

(খ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নুবুওয়াত লাভের পর এর আইনী মর্যাদা ।

---

২৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

২৯২. ড.আনওয়ার শু'আইব আবদুস সালাম, শারউ মান কবলানা মাহিয়্যাতুহু ওয়া হুজ্জিয়াতুহু ওয়া নাআতুহু ওয়া দাওয়াবিতুহু ওয়া তাতবিকাতুহু, কুয়েত:প্রকাশনা কমিটি,কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়,২০০৫,পৃ.১৫৭

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নুবুওয়াতপূর্ব যুগে এর আইনী মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নুবুওয়াতপূর্ব জীবনে পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলগণের শারী'আতের বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে। কেননা তিনি নুবুওয়াত লাভের পূর্বেও 'ইবাদাত করতেন, এ ব্যাপারে সকল 'আলিম একমত। হেরা গুহায় নিভৃতে 'ইবাদাত করার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময় তিনি নির্দিষ্ট কোনো শারী'আত অনুযায়ী 'ইবাদাত করতেন কিনা এ ব্যাপারে 'আলিমগণের তিনটি অভিমত পাওয়া যায় ।[২৯৩]

(ক) অধিকাংশ 'আলিমের মতে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নুবুওয়াতপূর্ব জীবনে পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলগণের শারী'আত অনুযায়ী 'ইবাদাত করতেন। তবে তিনি ঠিক কোন শারী'আত অনুযায়ী 'ইবাদাত করতেন সে বিষয়ে একাধিক অভিমত পাওয়া যায় ।[২৯৪] যেমন:

(১) তিনি আদম (আ) এর শারী'আত অনুযায়ী 'ইবাদাত করতেন ।

(২) নূহ (আ) এর শারী'আত অনুযায়ী 'ইবাদাত করতেন । কেননা মহান আল্লাহ বলেন:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ .[২৯৫]

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে মতভেদ করো না।"

৩) ইবরাহীম (আ) এর শারী'আত অনুযায়ী 'ইবাদাত করতেন। ইমাম আশশাফি'ঈ (র) এ অভিমতের প্রবক্তা ।

মহান আল্লাহ বলেন:[২৯৬]

إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولي المؤمنين –

"নিশ্চয় মানুষের মধ্যে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নাবী ও যারা ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক।"

(৪) মূসা (আ) এর শারী'আত অনুযায়ী 'ইবাদাত করতেন ।

(৫) 'ঈসা (আ) এর শারী'আত অনুযায়ী 'ইবাদাত করতেন ।

(৬) তিনি কোনো এক শারী'আত অনুযায়ী 'ইবাদাত করতেন ।

(৭) তিনি সাধারণভাবে সব শারী'আত অনুযায়ী 'ইবাদাত করতেন ।

(খ) মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পূর্বের কোনো শারী'আত অনুযায়ী

---

২৯৩. আল গাযালী, আল মুস্তাফা ,প্রাগুক্ত,খ.১,পৃ. ৩৪৬
২৯৪. প্রাগুক্ত
২৯৫. আলকোরআন, সূরা আশ-শুরা, ৪২ ঃ ১৩
২৯৬. আলকোরআন, সূরা আল ইমরান, ৩:৬৮

www.nagorikpathagar.org

'ইবাদাত করতেন না ।অধিকাংশ মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণ এ অভিমত দিয়েছেন।

(গ) মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পূর্ববর্তী কোনো শারী'আত অনুযায়ী 'ইবাদাত করেছেন কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না ।[২৯৭]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নুবুওয়াত লাভের পর এর আইনী মর্যাদা

'আলিমগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী পূর্ববর্তী শারী'আতের সব বিধি বিধান রহিত হয়নি। ইসলামী আইনবিদগণ পূর্ববর্তী শারী'আতের বিধি বিধানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন:

(১) পূর্ববর্তী শারী'আতের যে সব বিধি বিধান কোরআন ও সাহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত নয় ; বরং আহলে কিতাবদের বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে, ইসলামী শারী'আতে তা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।এ ব্যাপারে সকল 'আলিম একমত।[২৯৮]

(২) পূর্ববর্তী শারী'আতে যে সব বিধি বিধান বিদ্যমান ছিল এবং যা কোরআন ও সাহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত-এ ধরনের বিধি বিধান আবার কয়েক প্রকার। যথা:

(ক) পূর্ববর্তী উম্মাতের পালনীয় যে সব বিধি বিধান কোরআন ও সাহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত তা পালনীয় হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন:

أُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ .

"আল্লাহ তাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাঁদের অনুসরণ করো।"[২৯৯]

মহান আল্লাহ বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।"[৩০০]

অপর এক আয়াতে আছে ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ -

"আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের পরিবর্তে অনুরূপ যখম।"[৩০১]

(খ) এমন বিধান, যা পূর্ববর্তী উম্মাতের জন্য শারীআ'তসম্মত ছিল কিন্তু ইসলামী

---

২৯৭. আল গাযালী, আল মুস্তাফা ,প্রাগুক্ত,খ.১,পৃ. ৩৪৬
২৯৮. আস সারাখসী, উসূলুস সারাখসী, প্রাগুক্ত,খ.২,পৃ. ৯৯
২৯৯. আলকোরআন, সূরা আল-আন'আম ৬ ঃ ৯০
৩০০. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ১৮৩
৩০১. আলকোরআন, সূরা আল-মায়িদা ৫ ঃ ৪৫

www.nagorikpathagar.org

শারী'আতের ভিত্তিতে প্রমাণিত নয়, সেগুলো আমাদের জন্য বিধিবদ্ধ নয়। এ বিষয়ে 'আলিমগণ একমত। যেমন-

মহান আল্লাহ বলেন:

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

"নতশিরে দরজা দিয়ে প্রবেশ করো এবং বলো, 'ক্ষমা চাই'।আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবো এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বাড়িয়ে দিবো"[৩০২]

কিন্তু আমাদের শারী'আতে এ বিধান বিধিবদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে সব 'আলিম একমত পোষণ করেছেন।[৩০৩]

৩. এমন বিধান যা আলকোরআন ও আল-হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী পূর্ববর্তীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এবং শারী'আতের দলীলের ভিত্তিতে তা আমাদের জন্য বৈধ। এ প্রকার বিধানের ব্যাপারে 'আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য নেই। যেমন, মূসা 'আলাইহিস সালামের উম্মতের জন্য নখরবিশিষ্ট বিভিন্ন প্রাণি এবং গরু ছাগলের চর্বি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন:[৩০৪]

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.

"ইহুদীদের জন্য আমি প্রত্যেক নখরবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগল থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম, কিন্তু ঐ চর্বি ব্যতীত যা পিঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদের এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।"

৪. যেসব বিধান পূর্ববর্তী উম্মাতের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এবং একইভাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মাতের জন্যও নিষিদ্ধ। যেমন, চুরি, যিনা, হত্যা কুফরী ইত্যাদি। তাদের মতো আমাদের জন্যও এগুলো নিষিদ্ধ এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন।[৩০৫]

৫. যেসব বিধানের ব্যাপারে আলকোরআন ও আস-সুন্নাহ'র বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলো পূর্ববর্তী শারী'আতে বিধিবদ্ধ ছিল, কিন্তু ইসলামী শারী'আতে সেগুলো বিধিবদ্ধ হওয়া বা না হওয়ার কোনো প্রমাণ সাব্যস্ত হয়নি। এ প্রকারের

---

৩০২. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ৫৮
৩০৩. ইবন হাযাম, আল-ইহকাম, খ. পৃ. ৭৩২
৩০৪. আলকোরআন, সূরা আল-আন'আম, ৬ :১৪৬
৩০৫. 'আদুদুদ্দীন, শারহে আল-'আদুদ, খ. ২, পৃ. ২৮৭

www.nagorikpathagar.org

বিধান নিয়েই মূলত 'আলিমগণ মতভেদ করেছেন এবং এ ব্যাপারে তারা তিনটি মত ব্যক্ত করেছেন।[৩০৬]

১. অধিকাংশ হানাফী ও মালিকী এবং কিছুসংখ্যক শাফি'ঈ ও হাম্বালী ইমামের মতে, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পূর্ববর্তী উম্মাতের জন্য যেসব বিধান বর্ণনা করেছেন এবং ইসলামী শারী'আতে যেগুলো পরিত্যাজ্য হয়নি, সেগুলো আমাদের জন্য আইনের উৎস।
২. অধিকাংশ শাফি'ঈ এবং কিছু সংখ্যক হানাফী, মালিকী, ও হাম্বালী ইমাম এবং অধিকাংশ আশ'আরী ও মু'তাযিলার নিকট পূর্ববর্তী শারী'আত আমাদের জন্য দলীল বা ইসলামী আইনের উৎস নয়।
৩. যদি এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ দলীল পাওয়া যায়, তাহলে গ্রহণ করা যাবে, অন্যথায় নীরবতা পালন করতে হবে ।

প্রমাণিকতা

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, পূর্ববর্তীদের শারী'আতের যেসব বিধান কোরআন সুন্নাহে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু আমাদের শারী'আতে তার অবস্থান প্রমাণিত হয়নি অর্থাৎ তা গ্রহণ বা বর্জন বিষয়ে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি, সেগুলো ইসলামী আইনের উৎস হওয়ার ব্যাপারে প্রধানত দু'টি মত পাওয়া যায় । যেমন:

১. উক্ত বিধান ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে বিবেচ্য হবে ;
২. উক্ত বিধান ইসলামী আইনের উৎস না।

উভয় মতের সমর্থনে কোরআন সুন্নাহ ও বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ রয়েছে।

(ক) পূর্ববর্তী শারী'আতকে ইসলামী আইনের উৎস সাব্যস্তকারীদের প্রমাণ:

কোরআন থেকে

মহান আল্লাহ বলেন:[৩০৭]

أُولَٰـئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ قُل لَّآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ.

"তাদের আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছিলেন। সুতরাং তুমিও তাদের পথ অনুসরণ করো। বলো,এর জন্য তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাইনা, এতো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।"

---

৩০৬. কাযী আবূ ইয়ালা, আল-উদ্দাহ ফী উসূলিল ফিক্হ, খ. ৩, পৃ. ৭৫৩-৭৫৬; আশ্-শীরাযী, আল-লুমাউ ফী উসূলিল ফিক্হ, খ. ২, পৃ. ২৫০; আস্-সারাখসী, খ. ২, পৃ. ৯৯; 'আদুদ্দীন, শারহে আল-'আদুদ, খ. ২, পৃ. ২৮৬; আস-সুবকী, আল-ইবহাজ, খ. ২, পৃ. ১৮০; আল-গাযালী, আল-মুসতাসফা, খ. ১, পৃ. ২৫১; ইবন বাদরান, আল-মাদখাল ইলা মাযহাবি আহমাদ, পৃ. ১৩৪; আশ্-শাওকানীম ইরশাদুল ফুহুল, খ. ২, পৃ. ২৫৮; ইবন কুদামাহ, রওদাতুন নাযির, খ. ১, পৃ. ৪০০

৩০৭. আলকোরআন, সূরা আল-আন'আম ৬ : ৯০

www.nagorikpathagar.org

এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে পূর্ববর্তী নাবীগণের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব তাঁদের শারী'আতের যেসব বিধিবিধান রহিত হওয়ার স্পষ্ট কোনো দলীল-প্রমাণ নেই, সেসব বিধান পালন করা আমাদের জন্য কর্তব্য।

খ. মহান আল্লাহর বাণী :[৩০৮]

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ.

"মানুষের মধ্য থেকে তারাই ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম যারা তাকে অনুসরণ করেছে, এ নাবী এবং যারা ঈমান এনেছো, আর আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক।"

মহান আল্লাহ্ বলেন:[৩০৯]

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

"অত:পর আমি তোমাদের প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইবরাহীমের দীন অনুসরণ করো, যে ছিলো একনিষ্ঠ এবং যে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।"

প্রথমোক্ত আয়াতে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের অনুসরণ দ্বারা তাঁর শারী'আতের অনুসরণ উদ্দেশ্য। শেষোক্ত আয়াতে বর্ণিত মিল্লাত শব্দটি আইনের মূলনীতি ও গৌণ বিষয় সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে।[৩১০]

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً.

"আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেভাবে ওহী পাঠিয়েছিলাম নুহ ও তাঁর পরবর্তী নাবীগণের প্রতি। আর ওহী পাঠিয়েছি ইসমা'ঈল, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, ও তাঁর সন্তানবর্গের প্রতি এবং 'ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দিয়েছিলাম যাবুর গ্রন্থ।"[৩১১]

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً وَالَّذِيَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ.

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীনের ঐ অংশ, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, আর যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম

---

৩০৮. আলকোরআন, সূরা আলে-ইমরান৮ ৩ : ৬৮
৩০৯. আলকোরআন, সূরা আন্-নাহল ১৬: ১২৩
৩১০. আবু ইয়ালা, আল-উদ্দাহ ফী উসূলিল ফিক্‌হ খ. ৩, পৃ. ৭৫৯
৩১১. আলকোরআন, সূরা আন্-নিসা ৪ : ১৬৩

www.nagorikpathagar.org

ইবরাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে এ মর্মে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠিত করো এবং এ ব্যাপারে মতভেদ করো না।" [৩১২]

উপরিউক্ত আয়াত দুটিতে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ ওহী এবং তাঁর আনীত দীনের সাথে পূর্ববর্তী নাবীগণের ওহীর সংশ্লিষ্টতা ও যোগসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, তাঁদের সকলের ওহী শারী'আতের একই উৎস থেকে নির্গত এবং পূর্বেও শারী'আতের যেসব বিষয় রহিত হয়নি সেগুলো এ শারী'আতে পালনীয়।

ঘ. আল্লাহর বাণী :[৩১৩]

إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ.

"আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম যাতে ছিল হিদায়াত ও আলো। নাবীগণ এর মাধ্যমে ফায়সালা প্রদান করতেন।"

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, তাওরাতের শিক্ষার আলোকে নাবীগণ বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। মহানাবী (স)ও একজন নাবী। অতএব আয়াতের ঘোষণা অনুযায়ী তিনিও তাওরাতের শিক্ষা অনুযায়ী ফয়সালা প্রদান করেন। সুতরাং রহিত হয়নি তাওরাতের এমন বিধান তিনি গ্রহণ করতে আদিষ্ট।

ঙ. আল্লাহ্ বলেন :[৩১৪]

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ.

"আমি তাদের জন্য এতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ,চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখমসমূহের বিনিময়ে সমান যখম। অতপর কেউ ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম।"

এ আয়াতে তাওরাতে বর্ণিত বানী ইসরাঈলের কিসাস আইন বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের শারী'আতেও এ আইন গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত তাওরাতের এ বিধান ইসলামী শারী'আতে কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে 'আলিমগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। ইমাম শাফি'ঈ , ইবন কুদামা ও ইবন কাসীর (র) এ বিষয়ে ইজমা' সম্পন্ন হওয়ার দাবি করেছেন।[৩১৫]

অতএব পূর্ববর্তী শারী'আত ইসলামী আইনের উৎস।

---

৩১২. আলকোরআন, সূরা আশ্-শুরা ৪২ : ১৩
৩১৩. আলকোরআন, সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৪৪
৩১৪. আলকোরআন, সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৪৫
৩১৫. ড. আবদুল কারীম যায়দান, আল-ওয়াজীয ফী উসুলিল ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

www.nagorikpathagar.org

সুন্নাহ থেকে

সালাতের কাযা আদায় সম্পর্কে মহানাবী (স) বলেন,

من نسى صلاة فليصل ادا د كرها لا كفارة لها الا دلك.

"যদি কেউ সালাতের কথা ভুলে যায়, তবে যখন তার স্মরণ হবে তখনই সে যেন তা আদায় করে নেয়। এ ব্যতীত উক্ত সালাতের কোনো কাফ্ফারা নেই। কেননা মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ.

"আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম করো।"[৩১৬]

মহানাবী (স) যে আয়াতের ভিত্তিতে উক্ত বিধান উদ্ভাবন করেছেন, তা মূলত মূসা (আ.) কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল। অতএব পূর্ববর্তী শারী'আতের বিধিবিধান গ্রহণ বৈধ না হলে রাসূলুল্লাহ (স) এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করতেন না।

(খ) মুজাহিদ বলেন, আমি ইবন 'আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি সূরা সাদ তিলাওয়াত করার সময় সেজদা করবো (আয়াতটি হলো: فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ "অতপর সে তাঁর প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়লো ও তাঁর অভিমুখী হলো"।)[৩১৭] উত্তরে তিনি ومن دريته داود و سليمانথেকে اولئك الدين هدى الله فبهداهم اقتده(সূরা আন'আম এর ৮৪ নম্বর আয়াত থেকে ৯০ আয়াত পর্যন্ত) তিলাওয়াত করেন। অতপর বললেন, তোমাদের নাবীও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৩১৮]

অতএব এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো, নাবী (স) পূর্ববর্তী নাবীগণের অনুসরণে এ সূরার উক্ত আয়াত পাঠের সময় তিলাওয়াতে সাজদাহ করেছেন। আর তাঁদের অনুসরণের অর্থ হলো তাঁদের শারী'আতের অনুকরণ।

(গ) 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) বলেন, ইহুদিরা নাবী (স)-এর নিকট এসে জানালো, তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী যিনা করেছে। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তাওরাতে রজম সম্পর্কে কী বিধান পাও? তারা বললো, তাদের অপমানিত ও বেত্রাঘাত করা হয়। আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা.) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। তাওরতে অবশ্যই রজমের বিধান উল্লেখ রয়েছে। তারা তাওরাত নিয়ে এসে তা খুলে একজন রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে দিয়ে আগপিছ করে

---

৩১৬. ইমাম আল-বুখারী, আস্ সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: মাওয়াকিতুস সালাত, অনুচ্ছেদ: মান নাসিআ সালাতান, খ. ১, পৃ. ২১৫ (সূরা তা-হা : ১৪)

৩১৭. আলকোরআন, সূরা সাদ ৩৮: ২৪

৩১৮. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আল- আম্বিয়া, অনুচ্ছেদ: ওয়াজকুর আবদানা দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২৮

www.nagorikpathagar.org

পাঠ করলো। তখন 'আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা.) বললেন, তোমরা হাত উঠাও। সে হাত উঠালে দেখা গেল, সেখানে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তারা বললো, 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম সত্যই বলেছেন। হে মুহাম্মদ! তাতে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তখন রাসূল (স) নির্দেশ দিলে তাদের দু'জনকে রজম দেয়া হয়।[৩১৯]

অতএব এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, মহানাবী (স) তাওরাত অনুযায়ীও ফয়সালা করতেন।

(ঘ) ইবন 'আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানাবী (স) মদীনায় আগমনের পর দেখলেন, ইহুদিরা 'আশুরার রোযা পালন করে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কীসের রোযা? তারা বললো, এদিনে আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে শত্রু থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। ফলে মূসা (আ) এ দিনে রোযা পালন করতেন। তখন রাসূল (স) বললেন, 'আমি তোমাদের চেয়ে মূসার অধিক নিকটতম।' অতপর তিনি 'আশুরার রোযা পালন করেন এবং সাহাবীগণকেও রোযা রাখার নির্দেশ দেন"।[৩২০]

বুদ্ধিভিত্তিক

ক. **শার'উ মান কাবলানা** -কে ইসলামী আইনের উৎস সাব্যস্তকারীগণ বলেন, মহানাবী (স) যেহেতু নুবুওয়াতের পূর্বে আগেকার শারী'আত অনুযায়ী 'ইবাদাত করতেন ,তাই যে সব বিষয়ে ইসলামী শারী'আতের বিধান আসেনি সেসব বিষয়ে শারী'আতের বিধান গ্রহণ ইসতিসহাবের ভিত্তিতে বৈধ।[৩২১]

খ.মহানাবী (স) এর উপর নাযিল হওয়া শারী'আতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী শারী'আতসমূহের সকল বিধি বিধান বিলুপ্ত করা হয়নি। কাজেই কোরআন সুন্নাহর বিশুদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতে পূর্ববর্তী শারী'আতের যে সকল বিধান রহিত না হওয়া প্রমাণিত, তা ইসলামী আইনের উৎস হওয়ায় কোনো বাধা নেই ।[৩২২]

গ. মহান আল্লাহ আমাদের উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী শারী'আতের অনেক বিধি বিধান বর্ণনা করেছেন। উক্ত বিধান বর্ণনায় কোনো উপকারিতা না থাকলে তিনি তা অহেতুক বর্ণনা করতেন না। অতএব আমাদের শারী'আতে তাদের যে সব বিধান গ্রহণের ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, সেসব বিধান গ্রহণ করা যায়।[৩২৩]

৬. এ ধরনের বিধান সম্পর্কে হানাফী, মালিকী ও শাফিঈ' মাযহাবের 'আলিমগণ বলেন,

---

৩১৯. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় 'আল- মুহারিবীন মিন আহলিল-কুফর ওয়ার রিদ্দাহ, অনুচ্ছেদঃ আহকামু আহলিয যিম্মাহ , প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১০

৩২০. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়:আস- সাওম, অনুচ্ছেদঃ সিয়ামু ইয়াওমে আশুরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৪

৩২১. আদু দুদ্দীন, শারহুল আদুদ, ত.বি. খ.২,পৃ.২৮৬

৩২২. আবু ইয়ালা, আল উদ্দাহ ফী উসূলিল ফিক্হ, তা.বি. খ.৩,পৃ. ৭৬০

৩২৩. আশ শীরাযী, শারহু আল্ লুমাউ, তা.বি. খ.২, পৃ.২৫১

www.nagorikpathagar.org

এধরনের বিধান আমাদের ক্ষেত্রেও বর্তাবে এবং তা 'আমল করা আমাদের উপরও কর্তব্য যতক্ষণে তা আমাদের শারী'আতে রহিত হওয়ার কোনো বিধান পাওয়া না যায়। কারণ এ বিধানও আল্লাহ তাঁর কোনো না কোনো নাবী-রাসূলের উপর নাযিল করেছিলেন। কাজেই তা সকলের পালন করা আবশ্যক হবে।

কোরআন মাজীদের এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে -

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ -

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে মতভেদ করো না।"[৩২৪]

মোটকথা, কোরআন মাজীদে পূর্ববর্তী শারী'আতের বহু আহকামের কথা উল্লেখ আছে, যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনীত শারী'আতেও বিধিবদ্ধ রয়েছে এবং তা পালন করা আমাদের জন্য কর্তব্যও বটে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মপদ্ধতি

যদি কোনো বিষয়ে সরাসরি ওহী নাযিল না হতো তবে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহলে কিতাবের প্রতি নাযিলকৃত আইন-বিধান অনুসরণ করা পছন্দ করতেন।[৩২৫] এ তথ্যের ভিত্তিতে হাদীস বিশারদগণ বলেন, পূর্ববর্তী শারী'আতের উপর 'আমল করা আবশ্যক, যদি আল্লাহ্ সে বিষয় বাতিল না করে থাকেন। ইসলামী আইনবিদগণের মন্তব্যের সারসংক্ষেপ হচ্ছে, যাতে আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা এক রকম যেমন হতে পারে, ভিন্নতরও হতে পারে। সুতরাং তাদের শারী'আতের মাঝে ঐক্য এবং পার্থক্য উভয়ই থাকতে পারে। মূলকথা হচ্ছে মানব কল্যাণ, যা যুগ চাহিদা অনুসারে পরিবর্তন হতে পারে।[৩২৬]

১৩. আলইসতিসহাব

আলইসতিসহাব (الاستصحاب) এর অর্থ

আভিধানিক অর্থ

ইসতিসাব (الاستصحاب) শব্দটি সাহবুন (صحب) ধাতু থেকে নির্গত। আরবী অভিধান বিশেষজ্ঞগণ এর অর্থ করেছেন – কোনো কিছু অন্বেষণ করা।[৩২৭] তবে সাহবুন শব্দটি

---

৩২৪. আলকোরআন, সূরা আশ-শুরা ৪২ ঃ ১৩
৩২৫. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকাহর পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
৩২৬. প্রাগুক্ত
৩২৭. ইবন 'উসফুর আল-ইশবিলী, আল-মুয়াত্তা ফীত তাসরীফ, বিশেস্নষণ : ফখরুদ্দীন কাবাওয়াহ, বৈরূত : দারুল আফাকিল জাদীদ, তয় প্রকাশ ১৯৭৮ ইং, খ. ১, পৃ.১৯৫

www.nagorikpathagar.org

আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

(ক) নিকটবর্তিতা । এ কারণে নিকটতম ব্যক্তিকে সাহিব (صاحب) বা সাথী বলা হয়। **মহান আল্লাহ বলেন :**

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا

"যখন সে তার সাথীকে বলেছিলো, বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন।"[৩২৮]

(খ)সার্বক্ষণিক সঙ্গদান। এ অর্থেই স্ত্রীকে সাহিবা বলা হয় । যেমন-

মহান আল্লাহ বলেন :[৩২৯]

يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

"সেই দিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে ,তার মাতা ও পিতা থেকে,তার স্ত্রী ও তার সন্তান থেকে , সেই দিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা, যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।"

পারিভাষিক অর্থ

ইসলামী আইনবিদগণ ইসতিসহাব (الاستصحاب) এর একাধিক সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন–

(ক) ইবন হাযম (র) বলেন,

الاستصحاب هو بقاء حكم الاصل الثابت بالنصوص، حتى يقوم الدليل منها على التغيير-

"নাস –এর ভিত্তিতে সাব্যস্ত মূল বিধান ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী রাখা,যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত বিধান পরিবর্তন হওয়ার নাস ভিত্তিক কোনো দলীল পাওয়া না যায়, এরূপ বিষয়কে ইসতিসহাব বলা হয়। [৩৩০]

(খ) ইবনুল কায়্যিম আলজাওজিয়্যাহ (র) বলেন,

استدامة اثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا

"অতীতে যা প্রমাণিত ছিল তা বহাল রাখা এবং যা অনুমোদিত ছিল না তা প্রত্যাখ্যান অবস্থায় রাখাই ইসতিসহাব।"[৩৩১]

যেমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ হিসেবে নেয়া অর্থ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে, যতক্ষণ না তার ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার অকাট্য প্রমাণ বা সাক্ষ্য পেশ করা সম্ভব হবে।

এক ব্যক্তি কোনো যুবতীকে একথা জেনে বিয়ে করলো যে, সে কুমারী, পরে যৌন

---

৩২৮. আল কোরআন, সূরা আত-তাওবা ৯ : ৪০

৩২৯. আল কোরআন, সূরা আবাসা ৮০ :৩৫-৩৭

৩৩০. ইবনুল হাযম, আলইহকাম ফী উসূলিল আহকাম,আলকাহেরাঃ দারুল হাদীস, ১৪০৪হি. খ. ৫, পৃ. ৩

৩৩১. ইবনুল কায়্যিম আলজাওজিয়্যাহ, ইলামুল মু'আক্কিঈন, খ.১ ,পৃ. ৩৩৯

www.nagorikpathagar.org

মিলনকালে যদি সে দাবি করে মেয়েটি কুমারী নয়, তবে তার দাবি এক্ষেত্রে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না সে তার পক্ষে অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করবে। কেননা মেয়েটি মূলত কুমারীই ছিল বলে পূর্ব থেকে তার জানা ছিলো। এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ইসলামী আইনের ভাষায় ইসতিসহাব বলা হয়।[৩৩২]

ইসতিসহাব –এর প্রমাণিকতা

চার ইমাম এবং তাঁদের অনুসারী সকলেই ইসতিসহাবকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন দাবি করে ইমাম আবূ যাহরাহ বলেন, 'এটি এমন এক ফিকহী মূলনীতি, যা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে চার ইমাম ও তাঁদের অনুসারীগণ একমত হয়েছেন; কিন্তু দলীল হিসেবে এটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কম গ্রহণ করেছেন হানাফীগণ, সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছেন হাম্বালীগণ, অত:পর শাফি'ঈগণ। আর এ দু'দলের মাঝামাঝি রয়েছেন মালিকীগণ।[৩৩৩]

ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (র.) উল্লেখ করেন, যে বিধান সাব্যস্ত হওয়ার পেছনে বুদ্ধিভিত্তিক বা শার'ঈ দলীল বিদ্যমান রয়েছে, সে বিধান ইসতিসহাবের নীতি অনুযায়ী পালন করা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। একইভাবে যে গুণাগুণের প্রেক্ষিতে শার'ঈ বিধান জারি করা হয়েছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনুরূপ গুণাগুণ পাওয়া গেলে এবং পূর্বের বিধাম পরিবর্তনকারী বিপরীত কোনো বিধান সাব্যস্ত না হলে ইসতিসহাব অনুযায়ী বিধান প্রণয়ন করার ব্যাপারেও কোনো মতভেদ নেই।[৩৩৪]

কোরআন থেকে প্রমাণ

মহান আল্লাহ বলেন :

وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هدا هم حتى يبين لهم ما يتقون –

"আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি কোনো সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করার পর তাদের বিভ্রান্ত করবেন, যতক্ষণ না তদের জন্য পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে দেন সেসব বিষয় যা থেকে তাঁদের বেঁচে থাকা দরকার।"[৩৩৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর চাচা আবু তালিব ও অন্যান্য সাহাবী তাঁদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করলেন তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করেন :

ما كا ن للنبى والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين و لو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم –

৩৩২. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামী শারীয়াতের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
৩৩৩. আবু যাহরাহ, আহমাদ ইবন হাম্বাল, পৃ. ২৮৯
৩৩৪. ইবনুল কায়্যিম আলজাওযিয়্যাহ,ইলামুল মু'আক্কিঈন, খ.১ ,পৃ. ৩৪৩
৩৩৫. সূরা আত-তাওবাহ ৯ : ১১৫

www.nagorikpathagar.org

"আত্মীয়-স্বজন হলেও নাবী ও মু'মিনগণের জন্য সঙ্গত নয় মুশরিকদের মাগফিরাত কামনা করা, একথা স্পষ্ট হওয়ার পর যে নিশ্চিত তারা জাহান্নামী।"[৩৩৬]

অতপর রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবীগণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। তখন এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থণা হারাম হওয়ার পূর্বে কৃত দু'আ মৌলিকভাবে দোষমুক্ত ছিলো। কেননা তখন নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়নি। অতএব বিধান পরিবর্তনকারী দলীল না পাওয়া পর্যন্ত ইসতিসহাবের ভিত্তিতে মৌলিক বিধান পালন করা শুদ্ধ।

হাদীস থেকে প্রমাণ

আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা.) বলেন, নাবী (স) বলেছেন,

اذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى ؟ ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته وان كان صلى اتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان

"যদি তোমাদের কেউ সালাতের মধ্যে সন্দিহান হয়ে যায় যে, সে কত রাক'আত পড়েছে তিন নাকি চার, সে যেন তার সন্দেহ ছুঁড়ে ফেলে এবং দৃঢ় বিশ্বাসের আলোকে কাজ করে। অতপর সালাম ফিরানোর আগে দু'টি সিজদা করে নেয়। সে যদি পাঁচ রাক'আত আদায় করে, তবে তা তার জন্য সুপারিশ করবে। আর যদি চার রাক'আত আদায় করে থাকে তবে সে সিজদা দু'টি হবে লজ্জাকর।"[৩৩৭]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কেউ যদি তিন রাক'আত পড়েছে না চার রাক'আত পড়েছে মনে সন্দেহে পতিত হয়, তখন তার উচিত হবে নিশ্চিত বিশ্বাস প্রয়োগ করা। আর তা হলো সর্ব নিম্ন সংখ্যা এ ক্ষেত্রে তিন রাক'আত নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই বরং সন্দেহ রয়েছে চার রাক'আত নিয়ে। অতএব তার তিন রাক'আত পরিপূর্ণ হয়েছে এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সে চতুর্থ রাক'আত পূর্ণ করবে এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাহু সাজদা আদায় করবে। সুতারাং হাদীসটি দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করে। এটাই হচ্ছে ইসতিসহাব।

সাহাবী ও তাবে'ঈগণের কর্ম

جاء رجل إلى ابن عباس فقال: متى أدع السحور فقال رجل جالس عنده كل حتى إذا شككت فدعه فقال: كل ما شككت حتى لا تشك-

"এক ব্যক্তি ইবনু 'আব্বাস (রা) এর কাছে জিজ্ঞেস করলো, আমি সাহ্‌রী খাওয়া কখন

---

৩৩৬. সূরা আত্-তাওবাহ ৯: ১১৩

৩৩৭. ইমাম মুসলিম, সাহীহ মুসলিম, অধ্যায় : আল্মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস সালাত,, অনুচ্ছেদ : সাহু ফিস্-সালাত ওয়াস সুজুদ লাহু, প্রগুক্ত, পৃ.৭৬৫

www.nagorikpathagar.org

বন্ধ করবো? ইবনু 'আব্বাস (রা) কাছে বসা এক ব্যক্তি বললো, সুবহি সাদিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হওয়া পর্যন্ত আহার করবে, তারপর খাওয়া বন্ধ করবে। ইবনু 'আব্বাস (রা) বললেন, (সুবহি সাদিক হওয়ার ব্যাপারে) সন্দেহে পতিত হওয়া পূর্ব পর্যন্ত আহার করবে, এমনকি তুমি সন্দেহ মুক্ত থাকবে "।[৩৩৮]

এ ক্ষেত্রে ইবনু 'আব্বাস (রা) অবস্থার মৌলিকত্ব তথা রাত অবশিষ্ট থাকা ইসতিসহাবের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছেন।

'আলী (রা.) বলেন,

إذا طفت بالبيت فلم تدر (أأتمت) أم لم تتمم؟ فاتم ما شككت فان الله لا يعذب على الزياده

"বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে গিয়ে যদি তুমি চক্করের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহে পড়ো যে, তা পূর্ণ হয়েছে কি হয়নি, তবে চক্করের সংখ্যা পূর্ণ করে নেবে । কেননা মহান আল্লাহ অতিরিক্ত চক্করের জন্য তোমাকে শাস্তি দেবেন না "।[৩৩৯]

এ ক্ষেত্রেও আলী (রা.) মৌলিকত্ব অর্থাৎ যে সংখ্যার ব্যাপাওে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে কম সংখ্যা তা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ

(ক) কোনো কিছু পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার চেয়ে তা পূর্বাবস্থায় যথাযথ রয়েছে এ ধারণা প্রবল।

(খ) অধিকাংশ মুজতাহিদ ইসতিসহাবের ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবন করেছেন।

ইসতিসহাব – এর শ্রেণিবিভাগ

ইসতিসহাব নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা-

১. বস্তুসমূহের জন্য মূলত যে হুক্‌ম তাই অপরিবর্তিত থাকবে, যতক্ষণ না তার বিপরীত কোনো অকাট্য দলীল পাওয়া যাবে। ইসলামী আইনের পরিভাষায় একে 'ইস্তি সহাবুল হুক্‌ম আল-আসলী' (استصحاب الحكم الاصلى) বলা হয়।

২. মূলত প্রত্যেকটি মানুষই অঋণগ্রস্ত। কাজেই কেউ যদি কারো কাছে ঋণ আছে বলে দাবি করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি তা অস্বীকার করে, তবে সে ব্যক্তিকে ঋণমুক্তই ধরে নিতে হবে। কেননা ইস্তিসহাব নীতিতে প্রত্যেকটি মানুষ তার আসল অবস্থায়ই স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি রাখে। তবে দাবিকারীর যদি দাবি সঠিক প্রমাণিত হয় তবে ভিন্ন কথা। অন্যথায় সে দাবি প্রত্যাখ্যাত হবে।

৩. যে জিনিসের স্থিতি কোনো দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তা-ই অপরিবর্তিত থাকবে;

---

৩৩৮. ইব্‌ন আবু শায়বা, আলমুসান্নাফ ফিল হাদীস ওয়াল আসার, রিয়াদ ; মাকতাবাতু আর-রুশদ, ১৪০৯ হি., খ. ৪, পৃ.৪২

৩৩৯. ইব্‌ন আবু শায়বা, আলমুসান্নাফ ফিল হাদীস ওয়াল আসার, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১৮

www.nagorikpathagar.org

যতক্ষণ না তার বিপরীত কথা প্রমাণিত হবে। যেমন, কেউ যদি একটা ঘর ক্রয় করে কিংবা কোনো মহিলাকে বিয়ে করে তখন তার দখল ও স্ত্রীর সংগে একত্রে বসবাস তার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। এ সাক্ষ্য দৃঢ় প্রত্যয়ের সাক্ষ্য। কেননা এ বিষয় তো সামনেই উপস্থিত। এ প্রমাণ ইস্তিসহাব পদ্ধতির।

ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহ্‌মাদ (র.) একে শারী'আতের অকাট্য দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ফিকহবিদের অভিমত হলো, কোনো সিদ্ধান্তের স্থিতির জন্য এটি দলীলের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। এটাকে দলীল হিসাবে গণ্য করার জন্য কতিপয় নিয়ম-নীতি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার মধ্যে আসল নিয়মটি হলো- 'যা যে অবস্থায় আছে, তা সেই অবস্থায়ই অপরিবর্তিত থাকবে, যতক্ষণ না তাকে পরিবর্তন করে দেয় এমন কোনো জিনিস প্রমাণিত হবে।' আর সকল বস্তুর ব্যাপারে মূলকথা হলো, তা মুবাহ ও অনিষিদ্ধ । অনুরূপভাবে দায়িত্বের ব্যাপারে মূলকথা হলো, মানুষ মাত্রই ঋণমুক্ত এবং 'দৃঢ় প্রত্যয় সন্দেহ ও সংশয় দ্বারা অবসিত হতে পারে না।'

মোটকথা অতীতকালে শারী'আতের যে হুকুম যেরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই হুকুমকে সেভাবে অপরিবর্তিত রাখাকে মূলত আল-ইস্তিসহাব বলা হয়। [৩৪০]

১৪. অতীত মুসলিম বিচারকদের বিচারের রায়

পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে বিভিন্ন নাবী, রাসূল, সাহাবী ও পরবর্তী মুসলিম বিচারকদের বিচার ও রায় সম্পর্কে জানাা যায়। নিম্নে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তৎপরবর্তী কতিপয় মুসলিম বিচারকদের রায় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বিচারের কতিপয় রায়

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ কর্তৃক যা আদিষ্ট হন তা-ই কার্যকর করেন। সেই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় তিনি মানব সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

১. আনাস (রা.) বলেন,

أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها الى النبى صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال أقتلك فأشارت برأسها أن لا ثم قال فى الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سالها الثالثة فاشارت برأسها أى نعم فقتله النبى صلى الله عليه وسلم بحجرين.

"এক ইয়াহুদী পাথর দিয়ে একটি মেয়ের মাথা থেতলিয়ে দেয়। অপর এক বর্ণনায় আছে, একটি মেয়ে অলংকার সজ্জিত হয়ে শহরের বাইরে বের হলে পথিমধ্যে এক ইয়াহুদী

৩৪০. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামী শারীয়াতের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭ -১৩৮

www.nagorikpathagar.org

তাকে লক্ষ্য পাথর নিক্ষেপ করে। মুমূর্ষু অবস্থায় মেয়েটিকে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আনা হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কি তোমাকে আহত করেছে? সে মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালো। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কি তোমাকে আহত করেছে? এবারও সে অস্বীকৃতি জানালো। তৃতীয়বার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কি তোমাকে আহত করেছে? মেয়েটি ইশারায় বললো, হ্যাঁ। অতপর ইয়াহূদীকে জিজ্ঞেস করা হলে সে তার অপরাধ স্বীকার করে। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝে রেখে (অনুরূপ) শাস্তি দিলেন।[৩৪১]

২. ইবনু 'আববাস (রা.) বলেন,

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أ حق ما بلغني عنك ؟ قال ما بلغك عني ؟ قال بلغني أنك وقعت على جارية أل فلان قال نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم –

"নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মা'ইয ইবনু মালিক আল-আসলামী (রা.) -কে বললেন, আমি তোমার ব্যাপারে যা জানতে পেরেছি তা কি সত্য? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার সম্পর্কে কী সংবাদ পেয়েছেন? তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি তুমি অমুকের বাদীর সাথে ব্যভিচার করেছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি চারবার স্বীকারোক্তি করলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ব্যাপারে রায় ঘোষণা করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়"।[৩৪২]

(৩) আনাস (রা.) বলেন,

عن لأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضرب بجريدتين نحو الاربعين وفعله أبو بكر فلمل كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمان بن عوف كأخف الحدود ثمانين فأمر به عمر–

"নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক মদ্যপায়ীকে আনা হলো। তিনি তাকে দু'টি খেজুরের ডালা একত্র করে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করলেন। পরবর্তী সময়ে আবু বাকর (রা.)ও একই রূপ বিচার করেন। 'উমার (রা.) খলীফা হয়ে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করেন। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রা.) বললেন : সর্বনিম্ন হদ্দ হলো আশি বেত্রাঘাত। তখন 'উমার (র.) এই সংখ্যক হদ্দ কার্যকর করেন"।[৩৪৩]

---

৩৪১. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ: ইযা কাতাবা বি-হাজারিন আও বি-আসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩

৩৪২. ইমাম তিরমিযী, আল-জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায় : আশ-হুদূদ, অনুচ্ছেদ: মা জাআ ফী তালকীনিল হাদ্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯৬

৩৪৩. ইমাম তিরমিযী, সুনান, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী হাদ্দিস সুকরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯৮

www.nagorikpathagar.org

(৪) আনাস (রা.) বলেন,

أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئتم ان تخرجوا الى ابل الصدقة فشربوا من ألبانها و أبوالها ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الاسلام وسافوا دود رسول الله صلى الله عليه وسلم فـهبلغ دالك النبى صلى الله عليه وسلم فبعث فى أثرهم فأتى هم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم فى الحرة حتى ماتوا .

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় অবস্থান করছেন, এ সময় উরায়না গোত্রের কিছু লোক সেখানকার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা জানাতে তার কাছে এলো। তিনি তাদের বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে ঐসব সাদকার উটের নিকট গিয়ে দুধ ও প্রস্রাব পান করতে পারো। তারা তা-ই করলো। ফলে তারা সুস্থ হয়ে উঠলো। এরপর তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাখালদের হত্যা করে এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটের পাল নিয়ে পালিয়ে যায়। এ সংবাদ তাঁর নিকট পৌঁছলে তিনি তাদের পিছু ধাওয়া করতে লোক পাঠালেন। লোকেরা তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে এলো। অতপর তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হয়, চোখ উপড়িয়ে ফেলা হয় এবং তাদের রোদে ফেলে রাখা হয়। ফলে তারা মারা যায় "।[৩৪৪]

খুলাফায়ে রাশেদীন

খুলাফায়ে রাশেদীন নিজেদেরকে আইনের উর্ধ্বে মনে করতেন না। বরং আইনের দৃষ্টিতে তাঁরা নিজেদেরকে দেশের একজন সাধারণ নাগরিকের সমান মনে করতেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তাঁরা নিজেরা বিচারপতি নিয়োগ করলেও খলীফাদের ব্যাপারে রায়দানের ক্ষেত্রে বিচারপতিরা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। আবূ বাকর (রা.) ছিলেন স্বভাবগত ভাবে কোমলপ্রাণ, তবে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ছিলেন ইস্পাত কঠিন। কথিত আছে যে, খালীফা আবূ বাক্র (রা.) - কে খালিদ (রা.) মালিক ইবনু নুওয়াইরার নিকট যাকাত আদায়ের ব্যাপারে প্রেরণ করেন। মালিক সালাত আদায়ের কথা স্বীকার করলেও যাকাত দিতে অস্বীকার করে। সেমতে খালিদ (রা.) তাকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেন। বিষয়টি সাহাবা মহলে ক্ষোভের সঞ্চার করে, বিশেষত 'উমার ও আবু কাতাদা (রা.) বিষয়টিকে অত্যন্ত আপত্তিকর মনে করে আবু বাক্র (রা.)-এর গোচরে নিয়ে আসেন। সেমতে আলীফা আবূ বাক্র (রা.) খালিদ (রা.)-কে মাদীনায় তলব করলেন। খালিদ (রা.) তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন। এভাবে ইসলামের একজন মহান বীরের

---

৩৪৪. ইমাম মুসলিম, সাহীহ্ মুসলিম, অধ্যায় : আল-কাসামা ওয়াল মুহারিবীন, অনুচ্ছেদ : হুকমুল মুহারিবীনা ওয়াল মুরতাদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭২

www.nagorikpathagar.org

অপরাধকেও তিনি উপেক্ষা করেননি বরং আইনের আওতায় নিয়ে আসেন। এঘটনা থেকে খালীফা আবূ বাক্‌র (রা.) -এর ন্যায়বিচারের চিত্র ফুটে উঠে। [৩৪৫]

'উমার (রা.) খলীফা হিসাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। এ সবের মধ্যে সুচিবার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১. একবার কবি হুতিয়া, যাবারকান ইবনু বাদর নামক এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে। কবিতার ভাষায় যাবারকান ইবনু বাদর অপমানিত বোধ করেন। বিষয়টি খালীফা 'উমার (রা.)-এর গোচরে আনা হলে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার লক্ষে কবি হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) - কে তদন্ত করার নির্দেশ দেন। তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে মোকদ্দমার রায় প্রদান করেন। [৩৪৬]

২. একবার প্রকাশ্য জনসভায় এক ব্যক্তি খালীফা 'উমার (রা.)-এর নিকট মোকদ্দমা দায়ের করলো যে, এক কর্মচারী অহেতুক আমাকে একশত বেত্রাঘাত করেছে। তখন 'উমার (রা.) এ মর্মে নির্দেশ দিলেন, এই সভায় উক্ত কর্মচারীকে তুমি একশত বেত্রাঘাত করে প্রতিশোধ নাও। এরকম কঠোর নির্দেশ শুনে 'আমর ইবনুল আ'স (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন , এহেন অবস্থায় কর্মচারীদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিবে। জবাবে 'উমার (রা.) বললেন, তাই বলে তো আমি দোষী ব্যক্তিকে শাস্তিদান থেকে বিরত থাকতে পারি না। অতপর 'আমর ইবনুল আ'স (রা.) অনুরোধ করে প্রত্যেকটি বেত্রাঘাতের পরিবর্তে দু'টি করে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করে দেন। [৩৪৭]

'উসমান (রা.) -এর খিলাফতকালের শেষ বছরসমূহ প্রচন্ড অশান্তি ও অসন্তোষের মাঝে অতিবাহিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অমূলক অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে। এতদসত্ত্বেও তিনি সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ছিলেন অনড়-অবিচল।

২৫ হিজরীতে 'উসমান (রা.) ওয়ালীদ ইবনু 'উকবাকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। সেখানে জানাজানি হয়ে যায়, তিনি শরাব পানে অভ্যস্ত। এমনকি একদিন তিনি ফজরের নামায ৪ রাকআত আদায় করে মুসল্লীদের জিজ্ঞেস করেন, আরও আদায় করবো? এ সংবাদ মাদীনায় পৌঁছে যায় এবং মানুষের মাঝে ব্যাপক চর্চা হতে থাকে। অবশেষে মিসওয়ার ইবনু মাখরামা ও 'আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদ (রা.) 'উসমান (রা.) এর ভাগ্নে উবায়দুল্লাহকে বললেন , তুমি গিয়ে তোমার মামার সাথে কথা বলো যে, ওয়ালীদ ইবনু উকবার ব্যাপারে লোকেরা আপত্তি তুলেছে। তিনি এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরো বলেন, ওয়ালীদের উপর হদ্দ (শারী'আতের বিধান অনুযায়ী দন্ড দান) জারি করা

---

৩৪৫. মাওলানা আকবর শাহখান নজিবাবাদী, ইসলামের ইতিহাস, অনু: মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও অন্যান্য, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ. ১, পৃ. ২৮১-২৮৩

৩৪৬. আল্লামা শিবলী নুমানী, আল ফারুক, ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০২, পৃ. ১৪৯

৩৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

www.nagorikpathagar.org

আপনার উপর কর্তব্য। এ কথা শুনে 'উসমান (রা.) প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি এ ব্যাপারে ফয়সালা দিবেন। সেমতে তিনি হাদ্দ জারি করার জন্য 'আলী (রা.)-কে নির্দেশ দেন। 'আলী (রা.) 'আবদুল্লাহ ইবনু জাফরকে একাজের জন্য নিযুক্ত করেন এবং তিনি ওয়ালীদকে ৪০টি বেত্রাঘাত করেন।[৩৪৮] এ ঘটনা থেকে 'উসমান (রা.) -এর সুবিচার সম্পর্কে জানা যায়।

একদিনের ঘটনা। 'আলী (রা.) কুফার বাজারে দেখতে পেলেন, জনৈক খ্রিষ্টান তাঁর হারানো লৌহবর্মটি বিক্রি করছে। আমীরুল মুমিনীন হিসাবে তিনি তার নিকট থেকে বর্মটি ছিনিয়ে নেননি বরং কাযীর নিকট অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে না পারায় কাযী তাঁর বিরুদ্ধে রায় দেন।[৩৪৯]

একবার 'আলী (রা.)-এর নিকট একটি মামলা রুজু করা হয়। ঘটনাটি এরূপ: একদিন দুই ব্যক্তি একত্রে আহার করতে বসে। তাদের একজনের ছিলো পাঁচটি রুটি এবং অপরজনের ছিলো তিনটি। যখন তারা খেতে বসবেন এমন সময় এক ব্যক্তি তাদের সাথে আহার করতে বসে। সব কটি রুটি একত্র করে তারা খেতে বসে। তৃতীয় ব্যক্তি বিদায়ের সময় তাদেরকে আটটি মুদ্রা দিয়ে চলে যায়। যে ব্যক্তির পাঁচটি রুটি ছিলো তাকে পাঁচটি মুদ্রা এবং যার তিনটি রুটি ছিল তাকে তিনটি মুদ্রা প্রদান করা হয়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তি মুদ্রাগুলো সমভাবে বন্টনের জন্য চাপ দিতে থাকে। বিষয়টি 'আলী (রা.) -এর গোচরে আনা হয়। 'আলী (রা.) লোকটিকে সন্তুষ্ট থাকার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু লোকটি তার দাবিতে অনড় থাকে। তারপর 'আলী (রা.) রায় দিলেন, যে ব্যক্তির পাঁচটি রুটি ছিলো সে সাতটি এবং যার তিনটি রুটি সে একটি মুদ্রা পাবে। এ রায়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির ভুলের অবসান ঘটে। তিনি রায় দিয়ে বললেন, ধরে নিতে হবে প্রতিটি রুটি সমান তিন ভাগে ভাগ করে নেয়া হয়েছিল। কাজেই যার রুটি ছিলো তিনটি তার হয়েছিল চব্বিশ টুকরার মধ্যে নয় টুকরা। যেহেতু তিন ব্যক্তিই ঐ রুটিগুলো আহার করেছে কাজেই ধরে নিতে হবে, তারা প্রত্যেকে আটটি করে রুটির টুকরা আহার করেছে। অতএব দেখা যায় যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তার মোট নয় টুকরা রুটির মধ্যে একাই আট টুকরা খেয়েছে আর প্রথম ব্যক্তি তার রুটি থেকে আট টুকরা আগন্তুককে আহার করিয়েছে। এমতাবস্থায় প্রথম ব্যক্তি পাবে সাতটি মুদ্রা আর দ্বিতীয় ব্যক্তি পাবে একটি মুদ্রা।[৩৫০]

১৫. আল-ইবাহাত (الإباحة)

আল-ইবাহাত শব্দটি কোরআন মাজীদে নেই। সর্বপ্রথম ইমাম শাফিঈ' (র.) -এর সময় থেকে পরিভাষারূপে এ শব্দটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। অতপর এটি ইসলামী আইনের একটি পরিভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কোরআন মাজীদে উল্লেখ আছে -

---

৩৪৮. ইবনে কাসির, আল বিদায়া আন নিহায়া, তা. বি, খ. ৭, পৃ. ১৫৫
৩৪৯. ইমাম বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা, তা.বি. খ. ১০, পৃ. ১৩৬
৩৫০. সাইয়েদ আতহার হুসাইন, গৌরবময় খিলাফত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ.৮৫-৮৬

www.nagorikpathagar.org

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً -

"বলো, আমার নিকট যা নাযিল হয়েছে তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাইনি, মৃত ব্যতীত"।[৩৫১]

পরোক্ষ অর্থে, যে সব খাদ্য এবং পানীয় পরিস্কারভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়নি তা বৈধ বা হালাল রূপে গণ্য। এটাই আল-ইবাহাতের উদাহরণ।

ইসলামী আইনে আল-'ইবাহাত একটি পরিভাষায় পরিণত হয়েছে। এটি মাহযুর শব্দের বিপরীতও বটে। প্রকৃতপক্ষে আল-ইবাহাত এমন একটি বিষয় যা কারো জন্য যেমন বাধ্যতামূলক নয় আবার নিষিদ্ধ বা দূষণীয়ও নয়। আল-মুবাহ্ -এর সমার্থবোধক অথবা কাছাকাছি শব্দ হচ্ছে জায়েয অর্থাৎ আপত্তিমুক্ত, বৈধ, অনুমতিপ্রাপ্ত থেকে খানিকটা ভিন্নতর। 'যা নিষিদ্ধ নয়' এ অর্থে হালাল এর ধারণাটি ব্যাপকতর।[৩৫২]উসূলবিদগণের পরিভাষায় আল্লাহর পক্ষ থেকে শারী'আতের কোনো বিধান অর্পিত হয় যা এমন ব্যক্তিদের সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এখতিয়ার থাকে; এরূপ কাজকে বুঝায়।[৩৫৩]

আল-ইবাহাত -এর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি পরিভাষা আল-জাওয়াজ। ইসলামী আইনবিদগণ আল-ইবাহাত -এর সাথে আল-জাওয়াজ -এর সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে একাধিক অভিমত দিয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, 'জায়েয' পরিভাষাটি পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

(১) আল-মুবাহ্ (২) এমন একটি বিষয় যা সম্পাদনের ক্ষেত্রে শারী'আত নিষেধ করে না; (৩) বুদ্ধিমত্তা নিষেধ করে না; (৪) এমন দু'টি বিষয় যা মর্যাদার ক্ষেত্রে সমান এবং (৫) হুক্‌ম আরোপের ব্যাপারে বিষয়টি সন্দেহযুক্ত।

অনেকে আবার মুবাহ-এর চেয়ে জাওয়াজ-কে ব্যাপকার্থবোধক বলেছেন। অনেকে আবার সীমিত অর্থবোধক বলেছেন। কাজেই বলা যায়, জাওয়াজ শব্দটি আল-মুবাহ্ -এর সমার্থবোধক।

ইসলামী আইনবিদগণের নিকট আল-জাওয়াজ (জায়েয) শব্দটি মূলত আল-হারাম (হারাম)-এর মুকাবিলায় ব্যবহৃত হয়। অবশ্যই হারামের সাথে মাকরূহও শামিল হবে। এখানে ইসলামী আইনবিদগণের নিকট আল-জাওয়াজ শব্দটি বিশুদ্ধ ও অনুমোদিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

৩৫১. আলকোরআন, সূরা আল-আন'আম ৬ : ১৪৫

৩৫২. আফম আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮, খ. ৪, পৃ. ৪৬২-৪৬৩

৩৫৩. আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা, কুয়েত : ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪২৫/২০০৪, খ. ১, পৃ. ১২৬-১২৭

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়
'ইলমুল ফিক্‌হ -এর ক্রমবিকাশ

'ইলমুল ফিক্‌হ-এর মূল উৎস হলো, আলকোরআনও আল-হাদীস। এই দুই উৎসের ভিত্তিতে কালপরিক্রমায় উদ্ভূত সমস্যাবলির যে সমাধান আল-'ইজ্‌মা ও আল-কিয়াসের মাধ্যমে করা হয়েছে তাও 'ইলমুল ফিক্‌হ-এর অন্যতম উৎস হিসাবে স্বীকৃত। ইসলামের ইতিহাসে 'ইলমুল ফিক্‌হ-এর সূচনা এবং ফিক্‌হ-এর চর্চা ওহী নাযিলের সময়কাল থেকেই শুরু হয়েছে। তবে হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে এসে তা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। পরবর্তীকালেও এর ক্রমবিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে হিজরী দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত 'ইলমুল ফিক্‌হ চর্চার চারটি যুগ অতিবাহিত হয় । যেমন -

১. নবুওয়াত যুগ
২. সাহাবা কিরামের যুগ
৩. তাবিঈ'গণের যুগ
৪. ইজতিহাদ যুগ

নিম্নে প্রতিটি যুগ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো –

১. নবুওয়াত যুগ

মহানাবী আ. দীনী সমস্যার সমাধানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওহীর উপর নির্ভর করতেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি নিজে ইজতিহাদ করে ফাতওয়া দিতেন। ফলে সে যুগে আলকোরআনও আস-সুন্নাহ ব্যতীত ফিক্‌হ চর্চায় অন্য কোনো উৎসের দ্বারস্থ হতে হয়নি।[৩৫৪]

মাক্কী যুগে মহানাবী (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ আল-কোরআনের অধিকাংশ আয়াত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত বিষয়ে নাযিল হয়। মাদানী যুগে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন পড়ে। ফলে এ যুগে বিবাহ, তালাক, মীরাস, মু'আমালাত, ক্রয়-বিক্রয়, হুদূদ, দিয়াত প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন শুরু হয়।[৩৫৫]

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁকে কোনো মাস'আলা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ওহীর প্রতীক্ষায় থাকতেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো আয়াত নাযিল হলে

---

৩৫৪. আল-মওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, আল-কুয়েত: ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শুয়ুন আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮০, খ. ১, পৃ. ২৩

৩৫৫. আবদুল ওয়াহহাব খাল্লাফ : খুলাসাতু তারীখ আত-তাশরী' আল-ইসলামী, আল-কুয়েত: দারুল কালাম, ১৯৮৬, পৃ. ১০

www.nagorikpathagar.org

তিনি সে মুতাবিক জবাব দিতেন। কখনো কখনো তিনি ইলহামের ভিত্তিতেও জবাব দিতেন।[৩৫৬] এ যুগে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ আল-ফিক্হ চর্চার অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেক সময় মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবে প্রচলিত রীতি ও প্রথা অনুযায়ী মত প্রকাশ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে হিজাযে ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু নিয়ম ও পরিভাষা প্রচলিত হয়। এ ছাড়াও জমি-জমা, চুক্তিপত্র সম্পাদন, দণ্ডবিধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাক-ইসলামী যুগে যেসব প্রথা ও নিয়ম প্রচলিত ছিল, মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কিছু কিছু বহাল রাখেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন ও সংযোজন করেন।[৩৫৭] এভাবে নবুওয়াত যুগে আলকোরআনও আস-সুন্নাহ'র পাশাপাশি আরবে প্রচলিত রীতি ও প্রথা ফিক্হ চর্চার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

আল-কোরআনের বিধানসমূহের ন্যায় মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসেও অনুরূপ ধারা পরিলক্ষিত হয়। এতে আল-কোরআনের ব্যাখ্যা এবং মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইজতিহাদী চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ বিদ্যমান। যেমনা আল-কোরআনে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।[৩৫৮] পক্ষান্তরে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতিপয় নির্ধারিত পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক গ্রহণকে সুদ বলে অভিহিত করেছেন।

মহানাবী (আ.)-এর যুগে আল-কোরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশংকায় আলকোরআনব্যতীত অন্য কিছু লিখার অনুমতি ছিলো না।[৩৫৯] অবশ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি 'আলী (রা.), 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আমর ইব্নুল 'আস (রা.) প্রমুখ সাহাবীকে হাদীস লেখার অনুমতি দেন। এ যুগে সাহাবীগণ সরাসরি আলকোরআনও আস-সুন্নাহ থেকে জীবন চলার পথ খুঁজে পেতেন বলে 'আল-ফিক্হ' একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে বিকাশ লাভ করার কোনো প্রয়োজন হয়নি। মহনাবী (আ.)-এর ওফাতের পর ওহী নাযিল বন্ধ হয়ে যায় এবং উদ্ভূত সমস্যাবলিতে তাঁর কাছ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়ার পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে আলকোরআনও আস-সুন্নাহ'র উপর ভিত্তি করে 'ইলমুল ফিক্হ-এর উদ্ভব ঘটে।[৩৬০] এ যুগে অনুসৃত নীতিমালা পরবর্তীতে 'ইলমুল ফিক্হ-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে বিশেষ অবদান রাখে। অবশ্য এ যুগে কোনো ফিক্হী পরিভাষা সৃষ্টি হয়নি। ইসলামী বিধি-বিধানসমূহ এ যুগে সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল : (ক) আল-আকা'ইদ (العقائد) ,

---

৩৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৩৫৭. ঔ. ঝপযধপযঃ, : অহ ওহঃৎড়ফঁপঃরড়হ ঃড় ওংষধসরপ খধি, ঙীভড়ৎফ, ১৯৬৪, চ. ৬-৭

৩৫৮. আলকোরআন, সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ১৩০

৩৫৯. মহানবী (সা.) বলেন: لا تكتبوا عنى ومن كتب عنى غير القران فليمحه - ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, অধ্যায় : আয-যুহদ, অনুচ্ছেদ : আত তাসাববুতু ফিল হাদীসি ওয়া হুকমু কিতাবাতিল হুকম, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১১৯৭

৩৬০. বখতিয়ার হুসাইন সিদ্দিকী, 'আহদি নববী আওর উসকে বা'দ কে দাওর মে মুসলমানুকা নেযামে তা'লীম, ফিকর ওয়া নযর, ইসলামাবাদ ঃ ইদারায়ি তাহকীকাতি ইসলামী, ১৯৭৯, পৃ. ১৭

www.nagorikpathagar.org

(খ) আল-আখলাক (الأخلاق) ও (গ) আল-মু'আমালাত (المعاملات)। শেষোক্ত বিষয়টি পরবর্তীতে 'ইলমুল ফিক্‌হ (ফিক্‌হ শাস্ত্র) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

মহানাবী (আ.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে এ যুগের সূচনা হয় এবং তা শেষ হয় দশম হিজরী সনে। এ সময়ে যাবতীয় বিষয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। আইন প্রণয়ন, উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ফাতাওয়া, ফারাইয, দীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি সবই ওহীর মাধ্যমে তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন। ফলে সে সময় স্বতন্ত্র 'ইলমুল ফিক্‌হ প্রণয়নের কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নি। এ সময় 'ইলমুল ফিক্‌হ' উৎস -এর ছিলো মাত্র দু'টি : (১) আলকোরআনএবং (২) আল-হাদীস। উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং কোরআন মাজীদের ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ (আ.) এমন সহজ ও সরলভাবে বর্ণনা করতেন যে, সাহাবা কিরামের মধ্যে কোরআনিক বিধান এবং রাসূলুল্লাহ (আ.)-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে কোনো দ্বিমতের সৃষ্টি হতো না। কোরআন মাজীদে ফিক্‌হের যে সমাধান পেশ করা হয়েছে, এর কতকগুলো তো এমন যা সমাজে অনুপ্রবিষ্ট ফাসিদ 'আমল এবং বাতিল চিন্তাভাবনার মূল্যেৎপাটনের নিমিত্তে নাযিল করা হয়েছে, আবার কতক আয়াত এমন যা কারো প্রশ্নের জবাব হিসাবে নাযিল করা হয়েছে, আবার কতক আয়াত এমনও আছে যা কারো প্রশ্নের জবাবে নয় বরং এমনিই নাযিল করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এসবের কিছু উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো –

১. হাজ্জ এবং 'উমরা আদায় করার সময় সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুটির মধ্যবর্তী স্থানে সা'ঈ (দৌড়ানো) করা ওয়াজিব। এভাবে দৌড়ানোর নিয়ম ইবরাহীম (আ)-এর সময় কাল থেকে চলে এসেছে। মুশরিকরা হাজ্জ ও 'উমরার অনুষ্ঠানাদিতে শিরক ও বিদ্'আত প্রথা চালু করেছিল। তারা এই পাহাড়দ্বয়ে মূর্তি স্থাপন করে এবং সা'ঈর সময়ে এগুলো প্রদক্ষিণ করতো। এ কারণে কোনো কোনো সাহাবী বিশেষত আনসারদের অনেকে সেখানে সা'ঈ করা গুনাহের কাজ বলে মনে করতেন। এই ভুল 'আকীদার মূল্যেৎপাটনের লক্ষে মহান আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন:

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ –

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ কা'বা ঘরের হাজ্জ কিংবা 'উমরা সম্পন্ন করে এ দু'টির মধ্যে সা'ঈ করলে তার কোনো পাপ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ্ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ"।[৩৬১]

২.

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

৩৬১. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা ,২ ঃ ১৫৮

www.nagorikpathagar.org

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ-

"লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু তাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? বল, যা উদ্বৃত্ত। এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে। লোকে তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়"।[৩৬২]

৩. হাজ্জের সময় 'আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা ফারয। তা সত্ত্বেও কুরায়শগণ আভিজাত্যের অন্ধ অহমিকায় মাক্কার সীমার বাইরে অবস্থিত 'আরাফাতের ময়দানের পরিবর্তে মুযদালিফা উপত্যকায় ৯ তারিখের উকূফ (অবস্থান) করতো। নিম্নোক্ত আয়াতে এরূপে অহমিকা পরিহার করে সকলের সাথে 'আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করে তথা থেকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ -

"অতপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।[৩৬৩]

৪. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ-

"লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী সঙ্গম বর্জন করবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম করবে না। অতপর তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে

---

৩৬২. সূরা আল-বাকারা ,২ ঃ ২১৯-২২০
৩৬৩. সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ১৯৯

www.nagorikpathagar.org

যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবাকারীদের ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন"।[৩৬৪]

৫. ইয়াহূদীদের মধ্য হতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের কেউ কেউ ইয়াহূদী ধর্মের কোনো কোনো কাজ পূর্ববৎ 'আমল করতে চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি নাযিল করলেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু"।[৩৬৫]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে সমাজে অনুপ্রবিষ্ট ফাসিদ 'আমল এবং বাতিল 'আকীদার মূলোৎপাটন করে সাহীহ্ 'আকীদা এবং বিশুদ্ধ 'আমলের তা'লীম প্রদান করা হয়েছে। এভাবে বহু আয়াতে শারী'আতের বিভিন্ন বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

সাহাবা কিরামের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবেও আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল করেছেন।

৬. আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন-

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

"লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বলো, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন, কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। আর দুই বোন, থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয়ে থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে-এ আশংকায় আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিস্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত"।[৩৬৬]

৭. কোরআন মাজীদে আরো উল্লেখ আছে-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ

---

৩৬৪. সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ২২২
৩৬৫. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ২০৮
৩৬৬. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা, ৪ ঃ ১৭৬

www.nagorikpathagar.org

وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ.

"পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে। বলো, এ মাসে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, আলমাসজিদুল হারামে বাধা দেয়া এবং এর বাসিন্দাকে তা থেকে বহিস্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়"।[৩৬৭]

৮. অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

"লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। বলো, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মুমিন হও"।[৩৬৮]

যেমনিভাবে বিশেষ অবস্থা কিংবা বিশেষ কোনো ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদের প্রেক্ষিতে কোরআন মাজীদের আয়াত নাযিল হয়েছে, অনুরূপভাবে কোনো প্রেক্ষিত বা জিজ্ঞাসা ছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন বিধি–বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল করেছেন। কোরআন মাজীদের সর্বমোট পাঁচশ আয়াত দ্বারা আহ্কাম সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন সালাত, যাকাত, সাওম, মু'আমালা, মু'আশারা, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, দাওয়াত, জিহাদ, বিবাহ-শাদী, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন, বিচারব্যবস্থা, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে কোরআন মাজীদে একাধিক আয়াত নাযিল হয়েছে।

উল্লখ্য যে, কোরআন মাজীদে যে ইসলামী আইন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে এর মধ্যে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে।

(১) عدم الحرج –অর্থাৎ সাধ্যাতীত কোন কাজের বোঝা মানুষের প্রতি চাপিয়ে না দেয়া। যেমন কুর'আন মাজীদে উল্লেখ আছে-

لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا.

"আল্লাহ্ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার জন্য সাধ্যাতীত"।[৩৬৯]

অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে-

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

---

৩৬৭. সূরা আল-বাকারা ,২ ঃ ২১৭
৩৬৮. সূরা আল-আনফাল ,৮ ঃ ১
৩৬৯. সূরা আল-বাকারা , ২ ঃ ২৮৬

www.nagorikpathagar.org

"তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি"।[৩৭০]
আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন-

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না"।[৩৭১]

(২) قليل التكاليف অর্থাৎ-কষ্ট লাঘব করা। এটি মূলত عدم الحرج এরই ফলাফল। যেমন কুর'আন মাজীদে উল্লেখ আছে-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করবে না, যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হলে তা তোমাদের কষ্ট দিবে। কুর'আন অবতরণকালে তোমরা যদি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ্ সেসব ক্ষমা করেছেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল"।[৩৭২]

এ আয়াতের শানে-নুযূল সম্বন্ধে জামে আত-তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, হাজ্জ ফারয হওয়ার হুকম নাযিল হলে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, হাজ্জ কি প্রতি বছর আদায় করা ফারয? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি যদি হাঁ বলি তবে তা-ই হবে। যে বিষয়ে তোমাদেরকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করবে না।[৩৭৩]

(৩) التدريج -অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে শারী'আতের বিধানে পূর্ণতা দান করা। বহু বিষয়ের ক্ষেত্রে আমরা এ নীতির বাস্তবায়ন দেখতে পাই। মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মদের ব্যাপারে নিম্নের আয়াতটি প্রথমে নাযিল করা হয়-[৩৭৪]
"খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাকো ;এতে অবশ্যই বোধ শক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে"।
দ্বিতীয় আয়াতটি হলো:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

"লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। তুমি বল, উভয়ের মধ্যেই পাপ

---

৩৭০. সূরা আল-হাজ্জ ,২২ ঃ ৭৮
৩৭১. সূরা আল-বাকারা , ২ ঃ ১৮৫
৩৭২. সূরা আল-মায়িদা , ৫ ঃ ১০১
৩৭৩. ইমাম তিরমিযী, জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায় : আল-হাজ্জ, অনুচ্ছে : মা জাআ কাম ফারাযাল হাজ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২৭
৩৭৪. সূরা আন নাহল , ১৬ : ৬৭

www.nagorikpathagar.org

রয়েছে। তবে মানুষের জন্য এতে উপকারও আছে। কিন্তু এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক"।[৩৭৫]

অতপর মদের কুফল সম্পর্কে মানুষের কিঞ্চিত ধারণার সৃষ্টি হলে আরেকটু অগ্রসর হয়ে সালাত আদায়ের পূর্ব মুহূর্তে মদ্যপান নিষিদ্ধ করে ঘোষণা দেয়া হলো-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষন তোমরা যা বলো তা বুঝতে পার"।[৩৭৬]

তৃতীয় নির্দেশটি বাস্তবায়িত হলে আল্লাহ্ তা'আলা চতুর্থ পর্যায়ে নাযিল করলেন-

يَـاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে মু'মিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্যবস্তু। এগুলো শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো। তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে"।[৩৭৭]

এ আয়াত নাযিলের পর সাহাবা কিরামের অন্তর থেকে মদের আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে নিশেষ হয়ে যায়। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে কোন বিধানকে পূর্ণতা দান করার এ নীতিটি এতই ফলপ্রসূ হয়েছে যে, শেষোক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবীগণের মনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ফলে যারা মদ মুখে নিয়েছিল তারা তা বমি করে ফেলে দেয়। যারা মদের পাত্র হাতে নিয়েছিল তারা হাত থেকে পাত্রটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর যাদের ঘরে মদের মটকা ছিল তারা মটকাগুলো ভেঙ্গে ফেলে। এতে মদীনার অলিতে-গলিতে মদের সয়লাব বইতে থাকে।[৩৭৮]

সালাতের বর্তমান পদ্ধতিটিও বিশেষভাগে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে আমরা যে পদ্ধতিতে সালাত আদায় করছি, মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের প্রাথমিক যুগে সালাতের এ পদ্ধতি বিধিবদ্ধ ছিলো না। প্রাথমিক যুগে সালাম-কালাম, কথাবার্তা, এদিক ওদিক তাকানো, চলাফেরা করা ইত্যাদি সব কিছুই সালাতরত অবস্থায় মুসল্লীর জন্য বৈধ ছিলো। পরে যখন সাহাবা কিরাম সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন, তখন পর্যায়ক্রমে এদিক ওদিক তাকানো এবং সালাম-কালাম ইত্যাদি একাগ্রতা বিনষ্টকারী কাজ করতে নিষেধ করে দেয়া হয়। শারী'আতের বিধি-বিধানকে এভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে পেশ করার এ নীতি খুবই ফলপ্রসূ বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

---

৩৭৫. সূরা আল-বাকারা, ২ ঃ ২১৯
৩৭৬. সূরা আন-নিসা, ৪ ঃ৪৩
৩৭৭. সূরা আল-মায়িদা, ৫ ঃ ৯০
৩৭৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কোরআন, অনু. মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২, খ.৩, (সূরা আল-মায়িদার ১০৯ নং টীকা দ্র.) পৃ. ৮৫

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় ইসলামী শারী'আতের দ্বিতীয় উৎস ছিল তাঁর হাদীস বা আস-সুন্নাহ। কোরআন মাজীদের মাধ্যমে যেমনিভাবে শারী'আতের বহু বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনিভাবে হাদীসের মাধ্যমেও শারী'আতের বহু বিধি-বিধান প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আহ্কামের সাথে সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা তিন হাজার। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল-

(১) প্রত্যেক মুসলমানদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফারয -এ কথা উল্লেখ পূর্বক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

ان الله افتر ض عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلة.

"আল্লাহ্ তা'আলা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তাদের উপর ফারয করেছেন"।[৩৭৯]

(২) তিন সময় সালাত আদায় করা নিষেধ। এ সম্পর্কে সাহীহ মুসলিমে উল্লেখ আছে-

عن عقبة بن عامرالجهنى رضى الله عنه قال ثلث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه ينهانا ان نصلى فيهن او نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.

"উক্‌বা ইব্‌নু 'আমির আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনটি সময় এমন, যে সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং মৃত লোকদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন। (১) সূর্যোদয়ের সময় যতক্ষণ না তা উপরের দিকে উঠে আসে। (২) ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় যতক্ষণ না তা হেলে যায় এবং ৩. ঠিক সূর্যাস্তের সময় যতক্ষণ না তা পূর্ণাঙ্গভাবে অস্তমিত হয়।"[৩৮০]

(৩) জামা'আতের সাথে সালাত আদায়কারী মুক্তাদীর জন্য ইমামের পেছনে কিরা'আত পড়া নিষেধ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

انما جعل الامام ليوتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين.

"এ জন্যই তো ইমাম নিয়োগ করা হয়, যাতে তার অনুসরণ করা হয়। যখন সে তাক্‌বীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন সে কিরা'আত পড়বে তখন তোমরা চুপ করে শুনবে এবং যখন সে غير المغضوب عليهم ولاالضالين বলবে, তখন তোমরা আমীন বলবে"।[৩৮১]

---

৩৭৯. ইমাম তিরমিযী, জামে আত-তিরমীযী, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী কারাহিয়্যাতি আখযু খিয়ারিল মালি ফিস-সাদাকাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০৭

৩৮০. ইমাম তিরমিযী,আস-সুনান, অধ্যায় : আস-সালাত, অনুচ্ছেদ : মা জাহা আন্নাহু লা সালাতা ইল্লা বি-ফাতিহাতিল কিতাব, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৬২

৩৮১. ইমাম ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, অধ্যায় : ইকামাতুস সালাত, অনুচ্ছেদ : ইযা কারাআল ইমামু ফাআনসিতু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২৭

www.nagorikpathagar.org

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে-

عن عطاء بن يسار رضى الله عنه انه اخبره انه سال زيد بن ثابت عن القراءة مع الامام فقال لا قراءة مع الامام فى شيء.

'আতা ইবনু ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা তিনি যায়িদ ইব্নু সাবিত (রা.)-কে ইমামের সাথে মুক্তাদীর কিরা'আত পড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, ইমামের সাথে কিরাআত পড়া যাবে না।"[৩৮২]

তবে অপর একটি হাদীসে উল্লেখ আছে :[৩৮৩]

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

নাবী (স) বলেছেন: " যে ব্যক্তি সূরা আল - ফাতিহা পড়েনি তার সালাত হয়নি "।

মোটকথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে দীনের সামগ্রিক বিষয়ের বিধি-বিধানই বিবৃত হয়েছে। এ সব হাদীসের মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কিরামকে দীনের 'তালীম দিয়েছেন এবং তৎকালীন সমাজের উদ্ভূত সমস্যার সমাধান পেশ করেছেন। এভাবে তাঁর যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

(২) সাহাবা কিরামের যুগ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পর থেকে এ যুগের সূচনা হয়। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বিভিন্ন দেশ জয় এবং নানা প্রকার সামাজিকতার সংস্পর্শে আসার কারণে মুসলিম সমাজে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে থাকে। এ সব সমস্যার সমাধানের জন্য কোরআন ও হাদীস ছাড়া আরো দু'টি উপায় অবলম্বিত হতে থাকে।

(ক) সাহাবা কিরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যদি মুসলিম সমাজে কোনো সমস্যা দেখা দিত, তাহলে এর সমাধানের জন্য প্রথমে তাঁরা কোরআন অতপর হাদীসের সিদ্ধান্ত অনুসন্ধান করতেন। যদি উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সরাসরি কোরআন বা হাদীসে না পাওয়া যেত, তাহলে তাঁরা পরামর্শের ভিত্তিতে ঐকমত্য হয়ে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। একেই 'ইজ্‌মা' সাহাবা' বলা হয়। পরবর্তীকালে আলইজ্‌মা' 'ইলমুল ফিক্‌হ -এর তৃতীয় উৎস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

(খ) বিশিষ্ট সাহাবা কিরামের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ বা ব্যক্তিগত অভিমত। সে যুগে উদ্ভূত যে সকল সমস্যার সমাধান কোরআন বা হাদীসে সরাসরি পাওয়া যেত না এবং যার সমাধানে সাহাবা কিরাম সম্মিলিতভাবেও কোনো সিদ্ধান্ত নেন নি, বিশিষ্ট সাহাবা কিরাম এমন কিছু সমস্যার সমাধানে কোরআন বা হাদীসের আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে

৩৮২. ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ্, অধ্যায় : আল-মাসাজিদ, অনুচ্ছেদ : সুজুদুত তিলাওয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৭
৩৮৩. ইমাম তিরমিযী, জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায় : অস্‌সালাত, অনুচ্ছেদ : মা জাআ মা জাআ আন্নাহু লা সালাতা ইল্লা বি-ফাতিহাতিল কিতাব,প্রাগুক্ত,পৃ. ১৬৬২

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তিগত অভিমত দিয়েছেন। এ হচ্ছে আলকিয়াস। পরবর্তীতে এটি 'ইলমুল ফিক্হ-এর চতুর্থ উৎস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৩৮৪]

সাহাবী যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে ইজমা' শারী'আতের একটি অন্যতম উৎস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ যুগে খলীফাগণ অনেক ক্ষেত্রে ফকীহ সাহাবীদের নিকট উদ্ভূত সমস্যাবলি পেশ করতেন। সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ফায়সালা হলে তা ইজমা' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতো। এ যুগে 'ইলমুল ফিক্হ চর্চায় ইজতিহাদের পাশাপাশি কিয়াস ও ইসতিসলাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৩৮৫] 'উমার (রা.) কাযী শুরাইহ (র.)-কে লিখেন,আলকোরআনও আস-সুন্নাহ'র পর আহলি ইলমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে ইজতিহাদ কিংবা কিয়াস করবে।[৩৮৬]

সাহাবী যুগে আলকোরআনসম্পূর্ণরূপে এবং হাদীস আংশিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়। তা ছাড়া এ যুগে সাহাবীগণের ইজতিহাদী মতামত ও ফাতওয়াসমূহ লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সাহাবীগণ ইজতিহাদ ও ফাতওয়াদানে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী ছিলেন। এজন্য তাঁদের ফাতওয়াসমূহ বহু ধারায় বিভক্ত ছিলো। অবশ্য তাঁরা অযথা পারস্পরিক বিতর্কে জড়িত না হয়ে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে নিজেদের অভিমত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতেন।[৩৮৭] এ যুগে ইজতিহাদের আওতা ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মাজলিসে শূরায় অনুমোদিত হতো বিধায় আইন প্রণয়ন প্রশ্নে সাহাবীদের মাঝে মৌলিক কোনো বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়নি। সুতরাং বলা যায়, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলামী আইন ছিলো একক ও বিরোধমুক্ত। কিন্তু উমায়্যা যুগে সমাজের চাহিদা এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলামী আইনে কিছুটা বিভক্তির সূচনা ঘটে। উমায়্যা যুগের প্রথমার্ধে কাযীগণ বিচার-ফায়সালায় পরিপূর্ণরূপে ইসলামী আইন অনুসরণ করতে সক্ষম হননি। অপরদিকে এ সময়ে যেসব সাহাবী জীবিত ছিলেন, তাঁরাও রাজনৈতিক শক্তি এবং ইসলামী আইনের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হননি। ফলে তাঁরা শাসন ক্ষমতা হতে দূরে থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফিক্হ চর্চা অব্যাহত রাখেন।

সাহাবী যুগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাহাবীগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ তেমন একটা ছিলো না। 'উমার (রা.) ও 'উসমান (রা.)-এর শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যের পরিধি অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে জ্যেষ্ঠ সাহাবীগণকে মদীনা ত্যাগের অনুমতি দিতেন না ,তবে উসমান (রা) এ বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করেন । এ

---

৩৮৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ পৃ. ৪৩

৩৮৫. আবদুল ওয়াহহাব খাল্লাফ, খুলাসাতু তারীখ আত-তাশরী' আল-ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৩৮৬. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, ইমাম মালিক র. ও তাঁর ফিক্হ চর্চা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ১১৭

৩৮৭. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

সময় অনেক সাহাবী মদীনা ছেড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁদের সকলকে মদীনায় একত্র করে ধর্মীয় সমস্যাদির সমাধান চাওয়া খলীফার পক্ষে দুরূহ কাজ ছিলো। বস্তুত যে সাহাবী যেখানে গিয়ে বসবাস করেন, সেখানে তাঁর ফিক্‌হী চিন্তাধারার প্রসার ঘটে। সাহাবীগণ আলকোরআনও আস-সুন্নাহ'য় বর্ণিত বিধানসমূহের ব্যাখ্যায় আইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপটও সামনে রাখতেন। সাহাবীগণ দূর-দূরান্তে অবস্থানের ফলে এবং দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে তাঁদের ইজতিহাদ ও রায় বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর 'আলী (র.)-এর খিলাফত প্রশ্নে তদানীন্তন লোকজন খারিজী, শী'আ ও আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। লোকজনের এই রাজনৈতিক বিভক্তির প্রভাব 'ইলমুল ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। ফলে প্রত্যেক দল ও সম্প্রদায় স্ব-স্ব সম্প্রদায়ভুক্ত 'আলিম ও ফকীহদের ফাতওয়াসমূহকে অগ্রাধিকার দিতে থাকে। এর কারণ ছিলো বহুবিধ। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো -

(১) যে সকল সাহাবা কিরাম জীবিত ছিলেন তাঁদের অনেকেই ইসলামী খিলাফতের বিশাল সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েন। অপরদিকে এককভাবে কোনো সাহীবার পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল হাদীস জানা সম্ভব ছিলো না। তাই নব উদ্ভূত সমস্যার সমাধান তাঁরা নিজ নিজ রায় মুতাবিক দিতে বাধ্য হন। এভাবে সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন অঞ্চলে সাহাবা কিরামের রায়ও বিভিন্ন হতে থাকে।

(২) রাজনৈতিক কারণে এ সময়ে যে সব চরমপন্থী ও বিপথগামী ফিরকা যথা শী'আ, খারিজী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে, তারা নিজ নিজ 'আকীদা অনুযায়ী সমস্যার সমাধান দিতে থাকার কারণেও মাস'আলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দেয়।

(৩) ইসলাম বিদ্বেষী ও স্বার্থান্বেষী লোকদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে রচিত জাল হাদীসও এ সময় মুসলিম জাহানে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এ সব বানোয়াট ও জাল হাদীসের কারণেও মাস'আলা – মাসাইলের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ্য যে, হাদীস বিশারদদের মতে নিম্নোক্ত কারণে জাল হাদীস রচনা করা হয়।[৩৮৮]

(ক) রাজনৈতিক মতানৈক্য : রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের ভ্রান্ত মতের প্রতিষ্ঠা, প্রাধান্য এবং নিজেদের আচরিত মতাদর্শকে প্রমাণিত এবং জনগণের নিকট তা গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য জাল হাদীস রচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে রাফিযী সম্প্রদায়ের লোকেরা সর্বাধিক অগ্রগামী। ইমাম মালিক (র.)-কে রাফিযীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেছেন:

لاتكلمهم ولا ترو عنهم فانهم يكذبون.

"তোমরা তাদের সাথে কথা বলবে না এবং তাদের থেকে কোনো হাদীসও বর্ণনা করবে

---

৩৮৮. মাওনালা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ওদর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

www.nagorikpathagar.org

না। কেননা ওরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে"।[৩৮৯]

বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শী'আ ও রাফিযী সম্প্রদায়ের লোকেরা সর্বপ্রথম জাল হাদীস রচনা করে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, রাফিযী সম্প্রদায়ের লোকদের 'আকীদা এবং দাবি হল, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় সাহাবা কিয়ামকে 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে একত্র করে তাঁদের উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তাতে তিনি 'আলী (র.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন-

هذا وصيق وأخي والخليفة من بعدى فاسمعوا له وأطيعوه.

"আমার ওসীয়াত হলো 'আলী আমার ভাই এবং আমার পরবর্তী খলীফা। সুতরাং তোমরা তাঁর কথা শোনবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে।"[৩৯০]

'হাদীস' নামে প্রচারিত এ বাক্যটি আদৌ হাদীস নয়। বরং এটি নিছক রাজনীতি ও দলীয় স্বার্থ হাসিলের জন্যই মূলত রচিত। 'আলী (রা.)-ই নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরবর্তী বৈধ খলীফা, এ কথা প্রমাণ করার জন্য শী'আরা যে কত অসংখ্য হাদীস জাল করেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাদের রচিত ও প্রচারিত সব কথাই মিথ্যা এবং বানোয়াট।

খ. যিন্দীক : এরা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যও জাল হাদীস রচনা করে। তারা কখনো শী'আ, কখনো সূফীবাদের আবরণে, আবার কখনো দর্শনের আবরণে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের রচিত হাদীস যে সর্বৈব মিথ্যা এবং বানোয়াট, তা হাদীস নামে প্রচারিত বাক্য থেকেই প্রতীয়মান হয়।

গ. দেশীয়, গোত্রীয়, বংশীয়, ভাষাগত ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক মানসিকতার ভিত্তিতেও জাল হাদীস রচনা করা হয়, এমনকি মাযহাবের বাড়াবাড়ির কারণেও জাল হাদীস রচনা করা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে এ মর্মে জাল হাদীস রচনা করা হল-

سيكون رجل فى أمتي يقال له أبو حنيفة النعمان هو سراج أمتي.

"আমার উম্মাতের মধ্যে অচিরেই নু'মান ইবনু সাবিত নামে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যার উপনাম হবে আবূ হানীফা সে আমার উম্মতের জন্য প্রদিপ হবে।

এভাবে ইমাম শাফিঈ' (র.)-এর মর্যাদা হ্রাস করতে গিয়ে হাদীস তৈরি করা হয়। যেমন মাউযূ'আত গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

سيكون فى أمتي رجل يقال له محمد بن ادريس هو أضر على أمتي من ابليس.

---

৩৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৩৯০. ড. মুস্তাফা আস-সুবাঈ, আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত-তাশরী'ঈল ইসলামী, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৮২, পৃ. ৭৯-৮০

www.nagorikpathagar.org

"অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, সে আমার উম্মাতের জন্য ইবলীসের থেকেও অধিক ক্ষতিকর হবে।"[৩৯১]

ঘ. জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রচার ও ওয়ায-নসীহত দ্বারা জনগণকে ধর্মপ্রাণ বানানো, 'ইবাদত বন্দেগীতে অধিকতর উৎসাহী করা এবং পরকালের ভয়ে অধিক ভীত করে তোলার জন্যও জাল হাদীস রচনা করা হয়।

ঙ. ইসলামী দর্শন এবং ফিক্হী মতানৈক্যের কারণেও এক ফিকহের অনুসারী অন্য ফিকহের বিপক্ষে হাদীস রচনা করে। যেমন বলা হয়-

من قال القرأن مخلوق فقد كفر.

"কোন ব্যক্তি কোরআন কে সৃষ্ট বললে তবে সে মূলত কুফরী করলো"।[৩৯২]

চ. রাজা-বাদ্শাহদের নৈকট্য লাভের জন্যও স্বার্থলোভী লোকেরা মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস রচনা করে।

ছ. প্রসিদ্ধি লাভের জন্যও একদল লোক জাল হাদীস রচনায় আত্মনিয়োগ করে।

৫. আহলুল হাদীস এবং আহলুর রায় এই দুই দলের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়া। অর্থাৎ আহলুল হাদীস যদি কুর'আন ও হাদীসে কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেতেন তখন সাধারণত তাঁরা এ ব্যাপারে কিয়াস ও ইজতিহাদের আলোকে রায় প্রদান করা থেকে বিরত থাকতেন। অপর পক্ষে আহলুর রায় তথা 'উলামা মুজতাহিদীন যদি কোরআন বা হাদীসে কোনো বিষয়ের সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেতেন, তখন তাঁরা কিয়াস ও ইজতিহাদের আলোকে নিজস্ব রায় অনুযায়ী ফাতওয়া প্রদান করতেন। এতেও ঐ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মাস'আলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে থাকে।

উল্লেখিত কারণে ইসলামের সুরক্ষার লক্ষে 'ইলমুল ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ প্রণয়ন ও সংকলন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে ফিক্হ ও ফাত্ওয়া চর্চার যে আবহ সৃষ্টি হয়, তাবি'ঈগণ একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন। তাবি'ঈ যুগ ও তৎপরবর্তীকালে নিম্নোক্ত কেন্দ্রসমূহে ফকীহ ও মুফ্তী তাবি'ঈগণ ও অন্যান্য ফিক্হশাস্ত্রবিদগণ ফিক্হ ও ফাতওয়া চর্চা করেন।

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় অনেক সাহাবী ফাতওয়াদানের অনুমতি লাভ করেন। এসব সাহাবী মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে ফাতওয়াদান পদ্ধতিও শিক্ষা গ্রহণ করেন। খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে এসব সাহাবী ফাতওয়া

দিতেন। এঁদের সংখ্যা ছিল দেড় শতাধিক।[৩৯৩] ফাতওয়াদানের যোগ্যতা এবং ফাতয়ার

---

৩৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৩৯২. আবদুর রহমান ইবনু 'আলী, আল-মাওযূ'আত, করাচী : মুহাম্মাদ সাঈদ এণ্ড সন্স, ১৯৬৬, খ. ২, পৃ. ৮২
৩৯৩. ইবনলু কায়্যিম, 'ইলামুল মুয়াক্কিঈন 'আন রাব্বিল আলামীন, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৮

www.nagorikpathagar.org

বিবেচনায় এঁদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়।

১. অধিক ফাতওয়াদানকারী (المكثرون)

২. মাঝামাঝি সংখ্যক ফাতওয়াদানকারী (المتوسطون)

৩. অল্প সংখ্যক ফাতওয়াদানকারী (المقلون)[৩৯৪]

অধিক ফাতওয়াদানকারী (المكثرون)

যেসব সাহাবী অধিক সংখ্যক মাস'আলায় ফাতওয়াদান করেছেন তাঁরা হলেন-

১. 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) (মৃ. ২৩ হি./৬৪৪খ্রি.)

২. 'আলী ইব্নু আবী তালিব (রা.) (মৃ. ৪০ হি./৬৬১ খ্রি.)

৩. 'আবদুল্লাহ ইব্নু মাস'উদ (রা.) (মৃ. ৩২ হি./৬৫৩ খ্রি.)

৪. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা.) (মৃ. ৫৭ হি./৬৭৭ খ্রি.)

৫. যায়দ ইব্নু সাবিত (রা.) (মৃ. ৪৫ হি./৬৬৫ খ্রি.)

৬. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আব্বাস (রা.) (মৃ. ৬৮ হি./৬৮৭ খ্রি.)

৭. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রা.) (মৃ. ৭৪ হি./৬৯৩ খ্রি.)[৩৯৫]

মাঝামাঝি সংখ্যক ফাতওয়াদানকারী (المتوسطون)

যেসব সাহাবী মধ্যম সংখ্যক মাস'আলায় ফাতওয়াদান করেছেন তাঁরা হলেন-

১. আবূ বাকর আস-সিদ্দীক (রা.) (মৃ. ১৩ হি./৬৩৪ খ্রি.)

২. উম্মু সালামা (রা.) (মৃ. ৫৯ হি./৬৭৯ খ্রি.)

৩. আনাস ইব্নু মালিক (রা.) (মৃ. ৯৩ হি./৭১১ খ্রি.)

৪. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) (মৃ. ৭৪ হি./৬৯৩ খ্রি.)

৫. আবূ হুরায়রা (রা.) (মৃ. ৫৮ হি./৬৭৭ খ্রি.)

৬. 'উসমান ইব্নু 'আফফান (রা.) (মৃ. ৩৫ হি./৬৫২ খ্রি.)

৭. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আমর ইবনিল 'আস (রা.) (মৃ. ৬৫ হি./৬৮৪ খ্রি.)

৮. 'আবদুল্লাহ ইব্নু যুবায়র (রা.) (মৃ. ৭৩ হি./৬৯২ খ্রি.)

৯. আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) (মৃ. ৪৪ হি./৬৬৫ খ্রি.)

১০. সা'দ ইব্নু আবী ওয়াক্কাস (রা.) (মৃ. ৫৫ হি./৬৭৪ খ্রি.)

১১. সালমান আল-ফারসী (রা.) (মৃ. ৩৬ হি./৬৫৬ খ্রি.)

১২. জাবির ইব্নু 'আবদিল্লাহ (রা.) (মৃ. ৭৪ হি./৬৯৩ খ্রি.)

১৩. মু'আয ইব্নু জাবাল (রা.) (মৃ. ১৮ হি./৬৩৯ খ্রি.)

১৪. তালহা (রা.) (মৃ. ৩৬ হি./৬৫৬ খ্রি.)

১৫. যুবায়র ইব্নুল 'আওয়াম (রা.) (মৃ. ৩৬ হি./৬৫৬ খ্রি.)

১৬. 'আবদুর রহমান ইব্নু 'আউফ (রা.) (মৃ. ৩২ হি./৬৫২ খ্রি.)

---

৩৯৪. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১১
৩৯৫. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

১৭. 'ইমরান ইব্‌নু হুসায়ন (রা.) (মৃ. ৫২ হি./৬৭২ খ্রি.)
১৮. আবূ বাকরাহ (রা.) (মৃ. ৫১ হি./৬৭১ খ্রি.)
১৯. 'উবাদাহ ইব্‌নুস সামিত (রা.) (মৃ. ৩৫ হি./৬৫৫ খ্রি.)
২০. মু'আবিয়া ইব্‌নু আবী সুফয়ান (রা.) (মৃ. ৬০ হি./৬৮০ খ্রি.)[৩৯৬]

অল্প সংখ্যক ফাতওয়াদানকারী (المقلون)

যেসব সাহাবার নিকট থেকে দু'-একটি কিংবা কয়েকটি ফাতওয়া বর্ণিত হয়েছে তাঁরা হলেন-

১. ফাতিমা বিনতু রাসূলিল্লাহ (রা.) (মৃ. ১১ হি./৬৩২ খ্রি.)
২. উসায়দ ইব্‌নুল হুযায়র (রা.) (মৃ. ২০ হি./৬৪১ খ্রি.)
৩. উবাই ইব্‌নু কা'ব (রা.) (মৃ. ২২ হি./৬৪৩ খ্রি.)
৪. মিকদাদ ইব্‌নুল আসওয়াদ (রা.) (মৃ. ৩০ হি./৬৫১ খ্রি.)
৫. আবুদ দারদা (রা.) (মৃ. ৩২ হি./৬৫২ খ্রি.)
৬. আবূ যার আল-গিফারী (রা.) (মৃ. ৩২ হি./৬৫৩ খ্রি.)
৭. আবূ তালহা (রা.) (মৃ. ৩৪ হি./৬৫৪ খ্রি.)
৮. হুযায়ফাহ ইব্‌নুল ইয়ামান (রা.) (মৃ. ৩৬ হি./৬৫৭ খ্রি.)
৯. আবূ 'উবায়দাহ ইব্‌নুল জাররাহ (রা.)
১০. 'আম্মার ইব্‌নু ইয়াসির (রা.) (মৃ. ৩৭ হি./৬৫৮ খ্রি.)
১১. উম্মু আয়মান (রা.) (মৃ. ১১ হি./৬৬২ খ্রি.)
১২. উম্মুল মু'মিনীন হাফসাহ (রা.) (মৃ. ৪১ হি./৬৬১ খ্রি.)
১৩. 'আমর ইব্‌নুল আ'স (রা.) (মৃ. ৪৩ হি./৬৬৪ খ্রি.)
১৪. উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবাহ (রা.) (মৃ. ৪৪ হি./৬৬৪ খ্রি.)
১৫. হাসান ইব্‌নু 'আলী (রা.) (মৃ. ৪৯ হি./৬৬৯ খ্রি.)
১৬. সা'ঈদ ইব্‌নু যায়দ (রা.) (মৃ. ৫১ হি./৬৭১ খ্রি.)
১৭. আবূ আয়্যুব আল-আনসারী (রা.) (মৃ. ৫২ হি./৬৭২ খ্রি.)
১৮. উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যা (রা.) (মৃ. ৫০ হি./৬৭০ খ্রি.)
১৯. আবূ বাকরাহ নুফাই' (রা.) (মৃ. ৫১ হি./৬৭১ খ্রি.)
২০. উসামা ইব্‌নু যায়দ (রা.) (মৃ. ৫৪ হি./৬৭৩ খ্রি.)
২১. আবুল ইয়াসার কা'ব ইব্‌নু 'আমর (রা.) (মৃ. ৫৫ হি./৬৭৫ খ্রি.)
২২. আবূ মাহযূরাহ (রা.) (মৃ. ৫৯ হি./৬৭৯ খ্রি.)
২৩. হুসায়ন ইব্‌নু 'আলী (রা.) (মৃ. ৮১ হি./৬৮০ খ্রি.)
২৪. নু'মান ইব্‌নু বাশীর (রা.)

---

৩৯৬. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

২৫. আবূ মাস'উদ (রা.)
২৬. উম্মু আতিয়্যাহ্ (রা.)
২৭. জা'ফর ইব্‌নু আবী তালিব (রা.)
২৮. বারা ইব্‌নু 'আযিব (রা.) (মৃ. ৭২ হি./৬৯২ খ্রি.)
২৯. কুরযাহ ইব্‌নু কা'ব (রা.)
৩০. আবূ সালমাহ্ আল-মাখযূমী (রা.) (মৃ. ৯৪ হি./৭১৩ খ্রি.)
৩১. আবুস সানাবিল (রা.)
৩২. জারূদ (রা.)
৩৩. বিশর ইব্‌নু 'আমর আল-'আবদী (রা.)
৩৪. নায়লা বিনতু কায়িফ (রা.)
৩৫. আবূ শুরায়হ আল-কা'বী (রা.)
৩৬. আবূ বায়রযাহ্ আল-আসলামী (রা.)
৩৭. খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালিদ (রা.) (মৃ. ২১ হি./৬৪২ খ্রি.)
৩৮. উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা.) (মৃ. ৩৯ হি./৬৫৯ খ্রি.)
৩৯. 'আদী ইব্‌নু হাতিম (রা.) (মৃ. ৬৭ হি./৬৮৬ খ্রি.)
৪০. যায়দ ইব্‌নু আরকাম (রা.) (মৃ. ৬৮ হি./৬৮৭ খ্রি.)
৪১. জারীর ইব্‌নু 'আবদিল্লাহ্ আল-বাজালী (রা.) (মৃ. ৩৪ হি./৬৭৪ খ্রি.)
৪২. আসমা বিনতু আবী বাকর (রা.) (মৃ. ৭২ হি./৬৯২ খ্রি.)
৪৩. উম্মু শুরায়ক (রা.)
৪৪. খাওলা বিনতু খুতুয়াত (রা.)
৪৫. দাহ্‌হাক ইব্‌নু কায়স (রা.)
৪৬. হাবীব ইব্‌নু মাসলামাহ (রা.)
৪৭. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু উনায়স (রা.)
৪৮. সুমামাহ ইব্‌নু উসাল (রা.)
৪৯. আবুল গাদিয়াহ্ আস-সুলামী (রা.)
৫০. উম্মুদ দারদা আল-কুবরা (রা.)
৫১. দাহ্‌হাক ইব্‌নু খলীফা আল-মাযিনী (রা.)
৫২. হাকাম ইব্‌নু 'আমর আল-গিফারী (রা.)
৫৩. ওয়াবিসাহ ইব্‌নু মা'বাদ আল-আসাদী (রা.)
৫৪. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু জা'ফর আল-বারমাকী (রা.)
৫৫. 'আউফ ইব্‌নু মালিক (রা.) (মৃ. ৭৩ হি./৬৯২ খ্রি.)
৫৬. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু আবী 'আওফা (রা.) (মৃ. ৮৬ হি./৭০৫ খ্রি.)
৫৭. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু সালাম (রা.) (মৃ. ৪৩ হি./৬৬৩ খ্রি.)

www.nagorikpathagar.org

৫৮. ‘আমর ইব্নু ‘আবাসাহ (রা.)
৫৯. ‘আত্তাব ইব্নু উসায়দ (রা.) (মৃ. ১৩ হি./৬৩৪ খ্রি.)
৬০. ‘উসমান ইব্নু আবিল আ‘স (রা.)
৬১. ‘আবদুল্লাহ ইব্নু সারজাস (রা.)
৬২. ‘আবদুল্লাহ ইব্নু রাওয়াহা (রা.)
৬৩. ‘আকীল ইব্নু আবী তালিব (রা.)
৬৪. ‘আয়িয ইব্নু ‘আমর (রা.)
৬৫. আবূ কাতাদাহ ‘আবদুল্লাহ ইব্নু মু‘আম্মার আল-আদাবী (রা.)
৬৬. উমাই ইব্নু সা‘লাহ (রা.)
৬৭. ‘আবদুল্লাহ ইব্নু আবী বাকর আস-সিদ্দীক (রা.)
৬৮. ‘আবদুর রহমান ইব্নু আবী বাকর আস-সিদ্দীক (রা.) (মৃ. ৫৩ হি./৬৭২ খ্রি.)
৬৯. ‘আবদুল্লাহ ইব্নু ‘আউফ আয-যুহরী (রা.) (মৃ. ৩২ হি./৬৫৩ খ্রি.)
৭০. সা‘দ ইব্নু মু‘আয (রা.)
৭১. কায়স ইব্নু সা‘দ (রা.)
৭২. আবূ মুনীব (রা.)
৭৩. ‘আবদুর রহমান ইব্নু সাহল (রা.)
৭৪. হাকীম ইব্নু হিযাম (রা.) (মৃ. ৫৪ হি./৬৭৪ খ্রি.)
৭৫. সামুরাহ ইব্নু জুনদুব (রা.) (মৃ. ৬১ হি./৬৮০ খ্রি.)
৭৬. সাহল ইব্নু সা‘দ আস-সা‘য়িদী (রা.) (মৃ. ৯১ হি./৭১০ খ্রি.)
৭৭. ‘আমর ইব্নু মুকরিন (রা.)
৭৮. সুয়ায়দ ইব্নু মুকরিন (রা.)
৭৯. মু‘আবিয়া ইব্নুল হাকাম (রা.)
৮০. সাহলাহ বিনতু সুহায়ল (রা.)
৮১. আবূ হুযায়ফা ইব্নু ‘উতবাহ (রা.)
৮২. সালামাহ ইব্নুল আকওয়া‘ (রা.) (মৃ. ৭৩ হি./৬৯৩ খ্রি.)
৮৩. জাবির ইব্নু সালামাহ (রা.)
৮৪. হাবীব ইব্নু ‘আদী (রা.)
৮৫. উম্মুল মু‘মিনীন জুয়ায়রিয়্যা (রা.) (মৃ. ৫৬ হি./৬৭৫ খ্রি.)
৮৬. হাস্‌সান ইব্নু সাবিত (রা.) (মৃ. ৫৪ হি./৬৭৪ খ্রি.)
৮৭. কুদামাহ ইব্নু মায‘উন (রা.)
৮৮. ‘উসমান ইব্নু মায‘উন (রা.)
৮৯. মালিক ইব্নুল হুয়াইরিস (রা.)

www.nagorikpathagar.org

৯০. আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রা.) (মৃ. ৮৬ হি./৭০৫ খ্রি.)
৯১. মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামাহ (রা.) (মৃ. ৪৬ হি./৬৬৬ খ্রি.)
৯২. খাব্‌বাব ইব্‌নুল আরাত (রা.) (মৃ. ৩৭ হি./৬৫৮ খ্রি.)
৯৩. দামরাহ ইব্‌নুল ফায়দ (রা.)
৯৪. তারিক ইব্‌নু শিহাব (রা.)
৯৫. যাহির ইব্‌নু রাফি' (রা.)
৯৬. রাফি' ইব্‌নু খাদীজ (রা.) (মৃ. ৭৩ হি./৬৯২ খ্রি.)
৯৭. ফাতিমা বিনতু কায়স (রা.)
৯৮. হিশাম ইব্‌নু হাকীম ইব্‌নি হিযাম (রা.)
৯৯. শুরাহবীল ইব্‌নুস সামত (রা.)
১০০. দিহ্‌ইয়্যা ইব্‌নু খালীফা আল-কালবী (রা.)
১০১. সাবিত ইব্‌নু কায়স ইব্‌নিস শাম্মাস (রা.)
১০২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুক্তদাস সাওবান (রা.)
১০৩. মুগীরা ইব্‌নু শু'বা (রা.) (মৃ. ৫০ হি./৬৭০ খ্রি.)
১০৪. বুরায়দাহ ইব্‌নুল খুসাইব আল-আসলামী (রা.)
১০৫. রুয়ায়ফা' ইব্‌নু সাবিত (রা.)
১০৬. আবূ উসায়দ (রা.) (মৃ. ৬০ হি./৬৮০ খ্রি.)
১০৭. ফাদালা ইবনু 'উবাইদ (রা.)
১০৮. আবূ মুহাম্মাদ (রা.)
১০৯. মাস'উদ ইবনু আউস আল-আনসারী (রা.)
১১০. যয়নব বিনতু উম্মি সালামা (রা.)
১১১. 'উত্‌বাহ ইব্‌নু মাস'উদ (রা.)
১১২. আল-মুয়াজ্জিন বিলাল ইব্‌নু রাবাহ (রা.) (মৃ. ২০ হি./৬৪০ খ্রি.)
১১৩. উরওয়া ইব্‌নুল হারিস (রা.)
১১৪. সিয়াহ ইব্‌নু রূহ (রা.)
১১৫. আবূ সা'ঈদ ইব্‌নুল মু'আল্লা (রা.)
১১৬. 'আব্বাস ইব্‌নু 'আবদিল মুত্তালিব (রা.) (মৃ. ৩২ হি./৬৫৩ খ্রি.)
১১৭. বিশর ইব্‌নুল আরতাত (রা.)
১১৮. 'আতিকাহ ইব্‌নু যায়দ ইবনি 'আমর (রা.)
১১৯. উম্মু সালামা (রা.)
১২০. আবূ হুমাইদ (রা.)
১২১. সুহায়ব ইব্‌নু সিনান আর-রূমী (রা.) (মৃ. ৩৮ হি./৬৫৯ খ্রি.)

www.nagorikpathagar.org

১২২. উম্মু ইউসুফ (রা.)
১২৩. আল-গামিদিয়া (রা.)
১২৪. মায়িয (রা.)
১২৫. আবূ 'আবদুল্লাহ আল-বাসরী (রা.)[৩৯৭]

সাহাবী যুগে মুসলিম সাম্রাজ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফলে সাহাবীগণ মু'আল্লিম, মুবাল্লিগ, কারী, ওয়ালী, কাযী ও সেনাপতি হিসেবে এসব অঞ্চলে গিয়ে পরবর্তীতে তাঁরা সেখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তাঁদেরকে কেন্দ্র করে ফিক্হ চর্চা ও ফাত্ওয়াদানের কেন্দ্র গড়ে উঠায় এ যুগে আরব-অনারব সর্বত্র 'ইলমুল ফিক্হ চর্চা ব্যাপক রূপ ধারণ করে।

(৩) তাবি'ঈ যুগ

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে 'ইলমুল ফিক্হ ও ফাতওয়া চর্চার যে আবহ সৃষ্টি হয়, তাবি'ঈগণ একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন। তাবি'ঈ যুগ ও তৎপরবর্তীকালে নিম্নোক্ত কেন্দ্রসমূহে ফাকীহ ও মুফ্তী তাবি'ঈগণ এবং অন্যান্য ফিক্হশাস্ত্রবিদগণ ফিক্হ ও ফাত্ওয়া চর্চা করেন।

(ক) মাদীনা কেন্দ্র ঃ মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় হিজরতের পর থেকে 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাত পর্যন্ত সময়ে মাদীনা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী। এ সময় সকল রাষ্ট্রীয় ফরমান ও দীনি ফায়সালা এখান থেকেই জারী করা হতো। আবূ বাকর (রা.), 'উমার (রা.), 'উসমান (রা.), 'আলী (রা.), যায়দ ইব্নু সাবিত (রা.), 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রা.), 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আব্বাস (রা.), আবূ হুরায়রা (রা.), 'আয়েশা (রা.) প্রমুখ মদীনার বিশিষ্ট ফকীহ ও মুফতী সাহাবী ফিক্হ ও ফাতওয়া চর্চায় অনন্য অবদান রাখেন। পরবর্তীকালে এঁদের কেউ কেউ বিভিন্ন কারণে মাদীনার বাইরে চলে গেলেও যায়দ ইব্নু সাবিত (রা.) ও 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রা.) মদীনায় অবস্থান করে 'ইলমুল ফিক্হ ও ফাতওয়া চর্চা করেন।

মাদীনার ফাকীহ তাবি'ঈগণ ফিক্হ ও ফাতওয়া চর্চায় মহান সাহাীগণের শিক্ষা ও মূলনীতির অনুসারী ছিলেন। এই কেন্দ্রের প্রখ্যাত ফকীহ তাবিঈ'গণ হলেন-

১. সা'ঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব (র.) (মৃ. ৯৪ হি./৭১৩ খ্রি.)
২. 'উরওয়া ইব্নুয যুবায়র (র.) (মৃ. ৯৪ হি./৭১২ খ্রি.)
৩. কাসিম ইব্নু মুহাম্মাদ (র.) (মৃ. ১০৬ হি./৭২৪ খ্রি.)
৪. খারিজাহ ইব্নু যায়দ (র.)
৫. আবূ বাকর ইব্নু আবদির রহমান ইবনি হারিস (র.) (মৃ. ৯৪ হি./৭১৩ খ্রি.)
৬. সুলায়মান ইব্নু ইয়াসার (র.)

৩৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০

www.nagorikpathagar.org

৭. 'উবায়দুল্লাহ ইব্নু 'আবদিল্লাহ ইবনি 'উতবা ইবনি মাসঊদ (র.) (মৃ. ৯৮ হি./৭১৬ খ্রি.)
৮. আবান ইব্নু 'উসমান (র.)
৯. সালিম ইব্নু 'আবদিল্লাহ ইবনি 'উমার (র.) (মৃ. ১০৬ হি./৭২৪ খ্রি.)
১০. ইবনু 'উমার -এর মুক্তদাস নাফি' (র.) (মৃ. ১১৭ হি./৭৩৫ খ্রি.)
১১. আবূ সালামা ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনি 'আউফ (র.)
১২. 'আলী ইব্নুল হুসায়ন (র.) (মৃ. ৯৪ হি./৭১৩ খ্রি.)
১৩. আবূ বাকর ইবনু মুহাম্মদ ইবনি 'আমর ইবনি হাযম (র.)
১৪. মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (র.)
১৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী বাকর (র.)
১৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনি 'উসমান (র.)
১৭. মুহাম্মাদ ইবনু উসমান (র.)
১৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (র.)
১৯. মুহাম্মাদ ইবনুল হানফিয়া (র.)
২০. জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি 'আলী (র.)
২১. 'আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (র.)
২২. মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র.)
২৩. মুহাম্মাদ ইবনু শিহাব আয-যুহরী (র.)[৩৯৮]

(খ) মাক্কা কেন্দ্র ঃ মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় দীর্ঘ ৫৩ বছর অবস্থান করেন। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে তিনি ইসলাম বিরোধীদের নির্যাতন হতে আত্মরক্ষা এবং নির্বিঘ্নে ইসলাম প্রচারের মহান উদ্দেশ্যে মাক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। হিজরতের ৮ম বর্ষে ৬৩০ সালে মক্কা বিজয়ের পর তিনি বিশিষ্ট সাহাবী মু'আয ইব্নু জাবালকে এখানে মু'আল্লিম ও মুফ্তী নিয়োগ করেন। 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আব্বাস (রা.) (মৃ. ৬৮ হি./৬৮৭ খ্রি.) জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে মক্কায় অবস্থান করেন। সুতরাং তাঁকে কেন্দ্র করে মক্কায় ফিক্হ ও ফাতওয়া চর্চার বিকাশ ঘটে। এখানকার প্রখ্যাত ফকীহ তাবি'ঈগণ হলেন-

১. 'আতা ইব্নু আবী রাবাহ (র.) (মৃ. ১১৪ হি./৭৩২ খ্রি.)
২. তাউস ইব্নু কায়সান (র.) (মৃ. ১০৬ হি./৭২৪ খ্রি.)
৩. মুজাহিদ ইব্নু জাবর (র.) (মৃ. ১০৩ হি./৭২১ খ্রি.)
৪. 'উবায়দ ইব্নু 'উমায়র (র.)
৫. 'আমর ইব্নু দীনার (র.) (মৃ. ১২৬ হি./৭৪৫ খ্রি.)
৬. 'আবদুল্লাহ ইব্নু আবী মুলায়কাহ (র.)

---

৩৯৮. প্রাগুক্ত, ২৬-২৭

www.nagorikpathagar.org

৭. 'আবদুর রহমান ইব্‌নু সাবিত (র.)
৮. ইকরামা মাওলা ইবনু 'আব্বাস (র.) (মৃ. ১০৭ হি./৭২৫ খ্রি.)
৯. আবদুল মালিক ইবনু 'আবদিল আযীয (র.)
১০. সুফয়ান ইবনু 'উয়ায়না (র.)
১১. মুসলিম ইবনু খালিদ আয-যানজী (র.)
১২. সা'ঈদ ইবনু সালিম আল-কাদ্দাহ (র.)[৩৯৯]

(গ) বাসরা কেন্দ্র ঃ 'উমার (রা.)-এর খিলাফতকালে বসরায় মুসলিম জনবসতি গড়ে উঠে। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) ও আনাস ইব্‌নু মালিক (রা.) বাসরায় 'ইলমুল ফিক্‌হ ও ফাতওয়া চর্চা শুরু করেন। তাঁদেরকে কেন্দ্র করে এখানে ফিক্‌হ ও ফাতওয়া চর্চার শুরু হয়। এই কেন্দ্রের বিশিষ্ট ফকীহ ও মুফতী তাবি'ঈগণ হলেন-

১. 'আমর ইব্‌নু সালামাহ আল-জারামী (র.)
২. আবূ মারয়াম আল-হানাফী (র.)
৩. কা'ব ইবনু সূদ (র.)
৪. হাসান আল-বাসরী (র.) (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.)
৫. আবুশ শা'সা জাবির ইব্‌নু ইয়াযীদ (র.) (মৃ. ৯৩ হি./৭১২ খ্রি.)
৬. মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (র.)
৭. আবূ কিলাবা 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ আল-জারামী (র.)
৮. মুসলিম ইব্‌নু ইয়াসার (র.)
৯. আবুল 'আলিয়াহ (র.) (মৃ. ৯০ হি./৭০৯ খ্রি.)
১০. হুমায়দ ইব্‌নু 'আবদির রহমান (র.) (মৃ. ১৪৩ হি./৭৬১ খ্রি.)
১১. মুতরিফ ইব্‌নু 'আবদিল্লাহ আশ-শিখ্‌খির (র.)
১২. যারারাহ ইব্‌নু আবী আওফা (র.)
১৩. আবূ বুরদা ইবনু আবী মূসা (র.)
১৪. আবূ আয়্যুব আস-সাখতিয়ানী (র.) (মৃ. ১৩১ হি./৭৪৯ খ্রি.)
১৫. সুলায়মান আত-তা[illegible]মী (র.)
১৬. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'আউফ (র.)
১৭. ইউনুস ইব্‌নু 'উবায়দ (র.)
১৮. কাসিম ইবনু রাবী'আ (র.)
১৯. খালিদ ইবনু আবী 'ইমরান (র.)
২০. আশ'আস ইবনু 'আবদিল মালিক আল-হিমরানী (র.)
২১. কাতাদা (র.) (মৃ. ১১৮ হি./৭৩৬ খ্রি.)

---

৩৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

www.nagorikpathagar.org

২২. হাকাম ইবনু সুলায়মান (র.)
২৩. বিচারপতি ইয়াস ইবনু মু'আবিয়া (র.)
২৪. বিচারপতি সাওয়ার (র.)
২৫. আবূ বাক্র আল-'আতাকী (র.)
২৬. 'উসমান ইবনু সুলায়মান আল-বাত্তী (র.)
২৭. বিচারপতি তালহা ইবনু ইয়াস (র.)
২৮. 'উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান আল-আম্বারী (র.)
২৯. আশ'আস ইবনু জাবির ইবনি যায়দ (র.)
৩০. 'আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনু 'আবদিল মাজীদ আস-সাকাফী (র.)
৩১. সা'ঈদ ইবনু আবী 'আরাবাহ (র.)
৩২. হাম্মাদ ইবনু সালামা (র.)
৩৩. হাম্মাদ ইবনু যায়দ (র.)
৩৪. 'আবদুল্লাহ ইবনু দাউদ আল-হারাশী (র.)
৩৫. ইসমা'ঈল ইবনু উলায়্যা (র.)
৩৬. বিশ্র ইবনুল মুফাদ্দল (র.)
৩৭. মু'আয ইবনু মু'আয আল-আম্বারী (র.)
৩৮. মা'মার ইবনু রাশিদ (র.)
৩৯. আদ-দাহ্হাক ইবনু মাখলাদ (র.)
৪০. মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদিল্লাহ আল-আনসারী (র.)[৪০০]

(ঘ)কূফা কেন্দ্র ঃ 'উমার (রা.)-এর খিলাফতকালে তাঁর নির্দেশক্রমে কূফা নগরীর পত্তন হয়। এ সময় কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবা এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। 'উমার (রা.) 'আবদুল্লাহ ইব্নু মাস'উদ (রা.)-কে কূফায় মু'আল্লিম, মুফ্তী ও গভর্নর নিয়োগ করেন। 'আলী (রা.)-এর শাসনামলে ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদীনা থেকে কূফায় স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং এখানকার অধিবাসীগণ 'আলী (রা.) ও ইব্নু মাস'উদ (রা.)-এর নিকট শিক্ষা গ্রহণপূর্বক 'ইলমুল ফিক্হ ও ফাতওয়াদানে পারদর্শী হয়ে উঠেন। এখানকার বিশিষ্ট ফকীহ ও মুফ্তী তাবি'ঈগণ হলেন-

১. 'আলকামাহ ইব্নু কায়স আন- নাখঈ' (র.) (মৃ. ৬২ হি./৬৮৩ খ্রি.)
২. আসওয়াদ ইব্নু ইয়াযীদ আন-নাখঈ' (র.) (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪ খ্রি.)
৩. 'আমির ইব্নু শুরাহবীল আল-হামাদানী (র.) (মৃ. ১০৪ হি./৭২২ খ্রি.)
৪. মাসরূক ইবনুল আজদা' আল-হামাদানী (র.) (মৃ. ৫৩ হি./৬৮৪ খ্রি.)

---

৪০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮

www.nagorikpathagar.org

৫. উবায়দা আস-সালমানী (র.) (মৃ. ৯২ হি./৭১১ খ্রি.)
৬. বিচারপতি শুরায়হ্ ইব্নুল হারিস (র.) (মৃ. ৭৮ হি./৬৯৭ খ্রি.)
৭. সুলায়মান ইব্নু রাবী'আহ আল-বাহিলী (র.)
৮. যায়দ ইব্নু সুহান (র.)
৯. সুয়ায়দ ইব্নু গাফালাহ (র.) (মৃ. হি./৭০১ খ্রি.)
১০. হারিস ইব্নু কায়স আল-জু'ফী (র.)
১১. 'আবদুর রহমান ইব্নু ইয়াযীদ আন-নাখঈ' (র.) (মৃ. ৯৮ হি./৭১৭ খ্রি.)
১২. বিচারপতি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উতবা (র.)
১৩. খায়সামা ইব্নু 'আবদির রহমান (র.)
১৪. সালামা ইবনু সুহায়ব (র.)
১৫. মালিক ইব্নু 'আমির (র.)
১৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু সাখবারা (র.)
১৭. যির্ ইবনু হুবায়শ (র.)
১৮. খাল্লাস ইবনু 'আমর (র.)
১৯. 'আমর ইব্নু মায়মূন আল-আওদী (র.)
২০. হাম্মাম ইব্নুল হারিস (র.)
২১. হারিস ইব্নু সুয়ায়দ (র.)
২২. ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়া আন-নাখঈ (র.)
২৩. রবী'ঈ ইবনু খুশায়ম (র.)
২৪. 'উতবা ইব্নু ফারকাদ (র.)
২৫. ওয়াসিলা ইবনু যুফ্র (র.)
২৬. শুরাইক ইবনু হাম্বাল (র.)
২৭. আবূ ওয়াইল শাকীক ইবনু সালামা (র.)
২৮. 'উবায়দ ইব্নু নাযলাহ (র.)
২৯. আবূ 'উবায়দা ইব্নু 'আবদিল্লাহ ইবনি মাস'উদ (র.)
৩০. 'আবদুর রহমান ইব্নু 'আবিদল্লাহ ইবনি মাস'উদ (র.)
৩১. 'আবদুর রহমান ইব্নু আবী লায়লা (র.) (মৃ. ৮৩ হি./৭০২ খ্রি.)
৩২. ইবরাহীম আন-নাখঈ' (র.) (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪ খ্রি.)
৩৩. 'আমির আশ-শা'বী (র.)
৩৪. সা'ঈদ ইব্নু জুবায়র (র.) (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪ খ্রি.)
৩৫. কাসিম ইবনু 'আবদুর রহমান (র.)
৩৬. আবু বাক্র ইবনু আবী মূসা (র.)
৩৭. মুহারিব ইবনু দিসার (র.)

www.nagorikpathagar.org

৩৮. হাকাম ইবনু 'উতাইব (র.)
৩৯. জাবাল ইবনু সুহাইম (র.)
৪০. হাম্মাদ ইব্‌নু আবী সুলায়মান (র.) (মৃ. ১২০ হি./৭৩৮ খ্রি.)
৪১. সুলায়মান ইবনুল মু'তামির (র.)
৪২. সুলায়মান ইবনুল আ'মাস (র.)
৪৩. মিস'আর ইবনু কিদাম (র.)
৪৪. মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনি আবী লায়লা (র.)
৪৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু শুবরুমাহ (র.)
৪৬. সা'ঈদ ইবনু আসওয়া (র.)
৪৭. বিচারপতি শারীক (র.)
৪৮. কাসিম ইবনু মা'ন (র.)
৪৯. সুফয়ান আস-সাওরী (র.)
৫০. আবূ হানীফা (র.)
৫১. হাসান ইবনু সালিহ ইবনি হায়্যি (র.)
৫২. হাফস ইবনু গিয়াস (র.)
৫৩. ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ (র.)
৫৪. বিচারপতি আবূ ইউসুফ (র.)
৫৫. যুফার ইবনুল হুযাইল (র.)
৫৬. হাম্মাদ ইবনু আবী হানীফা (র.)
৫৭. হাসান ইবনু যিয়াদ (র.)
৫৮. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র.)
৫৯. বিচারপতি 'আফিয়া (র.)
৬০. আসাদ ইবনু 'আমর (র.)
৬১. বিচারপতি নূহ ইবনু দাররাজ (র.)
৬২. আশজা'ঈ (র.)
৬৩. মু'আফী ইবনু 'ইমরান (র.)
৬৪. হাসান ইবনু হায়্যি (র.)
৬৫. ইয়াহইয়া ইবনু আদাম (র.)[৪০১]

(ঙ)সিরিয়া কেন্দ্র ঃ 'উমার (রা.)-এর খিলাফতকালে মু'আয ইব্‌নু জাবাল (রা.), 'উবাদা ইব্‌নুস সামিত (রা.) ও আবুদ দারদা (রা.) কিছুদিনের জন্য সিরিয়ার মুফ্‌তী ও মু'আল্লিমের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদেরকে কেন্দ্র করে সিরিয়ায় 'ইলমুল ফিক্‌হ ও

---

৪০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯

www.nagorikpathagar.org

ফাতওয়া চর্চা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এখানকার প্রসিদ্ধ মুফ্তী ও ফকীহ্ তাবি'ঈগণ হলেন-

১. আবূ ইদরীস আল-খাওলানী (র.) (মৃ. ৮০ হি./৬৯৯ খ্রি.)
২. শুরাহ্বীল ইব্নুস সিমত (র.)
৩. 'আবদুল্লাহ ইব্নু আবী যাকারিয়্যা আল-খুযা'ঈ (র.)
৪. কাবীসা ইব্নু দুয়াইব আল-খুযা'ঈ (র.) (মৃ. ৮৬ হি./৭০৫ খ্রি.)
৫. হিব্বান ইব্নু উমায়্যা (র.)
৬. সুলায়মান ইব্নু হাবীব আল-মুহারিবী (র.) (মৃ. ১২০ হি./৭৩৮ খ্রি.)
৭. হারিস ইব্নু উমায়র আয-যুবায়দী (র.)
৮. খালিদ ইব্নু মা'দান (র.)
৯. 'আবদুর রহমান ইব্নু গানম আল-আশ'আরী (র.) (মৃ. ৭৮ হি./৬৯৭ খ্রি.)
১০. জুবাইর ইবনু নুফায়র (র.)
১১. 'আবদুর রহমান ইবনু জুবায়র ইবনি নুফায়র (র.)
১২. মাকহূল (র.) (মৃ. ১১৩ হি./৭৩১ খ্রি.)
১৩. 'উমার ইব্নু 'আবদিল 'আযীয (র.) (মৃ. ১০১ হি./৭২০ খ্রি.)
১৩. রাজা ইব্নু হাইওয়াহ (র.) (মৃ. ১১২ হি./৭৩০ খ্রি.)
১৪. 'আবদুল মালিক ইব্নু মারওয়ান (র.) (মৃ. ৮৫ হি./৭০৪ খ্রি.)
১৫. হুদায়র ইবনু কুরায়ব (র.)
১৬. ইয়াহইয়া ইবনু হামযা (র.)
১৭. আবূ 'আমর (র.)
১৮. 'আবদুর রহমান ইবনু 'আমর আল-আওযা'ঈ (র.)
১৯. ইসমা'ঈল ইবনু আবিল মুহাজির (র.)
২০. সুলায়মান ইবনু মূসা আল-উমাবী (র.)
২১. সা'ঈদ ইবনু 'আবদিল আযীয (র.)
২২. মাখলাদ ইবনু হুসায়ন (র.)
২৩. ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম (র.)
২৪. 'আববাস ইবনু ইয়াযীদ (র.)
২৫. শু'আয়ব ইবনু ইসহাক (র.)
২৬. আবূ ইসহাক আল-ফাযারী (র.)[৪০২]

(চ) মিসর কেন্দ্র ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আমর ইবনিল 'আস (রা.) ছিলেন মিসরের প্রখ্যাত মুফ্তী সাহাবী। তাঁকে কেন্দ্র করে এখানে 'ইলমুল ফিক্হ ও ফাত্ওয়া চর্চা শুরু হয়।

৪০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

www.nagorikpathagar.org

এখানে প্রখ্যাত ফকীহগণ হলেন-

১. ইয়াযীদ ইব্‌নু আবী হাবীব (র.) (মৃ. ১২৮ হি./৭৪৬ খ্রি.)

২. বুকায়র ইব্‌নু 'আবদিল্লাহ ইবনিল আশাজ্জ (র.) (মৃ. ১২২ হি./৭৪০ খ্রি.)

৩. 'আমর ইব্‌নুল হারিস (র.)

৫. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু আবী জা'ফর (র.)

৬. লায়স ইবনু সা'দ (র.)

৭. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু ওয়াহব (র.)

৮. 'উসমান ইবনু কিনানাহ (র.)

৯. আশহাব (র.)

১০. ইবনুল কাসিম (র.)

১১. আল-মুযানী (র.)

১২. আল-বুইতী (র.)

১৩. ইবনু 'আবদিল হাকাম (র.)

১৪. মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনি ইউসুফ (র.)

১৫. আবু জা'ফর আত-তাহাবী (র.)[৪০৩]

(ছ)ইয়ামান কেন্দ্র ঃ ইয়ামান আরবের দক্ষিণে অবস্থিত। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আলী (রা.), মু'আয (রা.) ও আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.)-কে পর্যায়ক্রমে এখানকার গভর্নর ও মু'আল্লিম নিযুক্ত করেন। তাঁদের মাধ্যমে ইয়ামানে 'ইলমুল ফিক্‌হ ও ফাতওয়া চর্চা শুরু হয়। এখানকার প্রখ্যাত ফকীহ্ তাবি'ঈগণ হলেন-

১. সান'আর বিচারপতি মুতরিফ ইবনু মাযিন (র.)

২. 'আবদুর রায্‌যাক ইবনু হুমাম (র.)

৩. হিশাম ইবনু ইউসুফ (র.)

৪. মুহাম্মাদ ইবনু সাওর (র.)

৫. সিমাক ইবনুল ফাদল (র.)[৪০৪]

তাবি'ঈ যুগে উল্লেখিত ৭টি কেন্দ্রে 'ইলমুল ফিক্‌হ ও ফাতওয়া চর্চা হলেও হিজাযী ও ইরাকী কেন্দ্র ফিক্‌হী চিন্তাধারায় প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। হিজাযী কেন্দ্র ছিল মূলত আল-কুর'আন, আস-সুন্নাহ ও এতদুভয়ের আলোকে ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল। এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুহাদ্দিস বিদ্যমান থাকায় এই কেন্দ্রে 'রায়' প্রয়োগের প্রয়োজন খুব একটা পড়েনি। হিজায মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের অবস্থানস্থল হওয়ার কারণে এখাকার তাবি'ঈগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্র একটি মাধ্যমে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

৪০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০
৪০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

www.nagorikpathagar.org

মাদীনার ফিক্‌হ কেন্দ্রের পরিচালক নিযুক্ত হন তাঁর শিষ্য সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যাব (র.)। অপরদিকে 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'আব্বাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মক্কা কেন্দ্রের পরিচালক নিযুক্ত হন তাঁর শিষ্য 'ইকরামা ও ইব্‌নু জুরায়জ। ইরাকী কেন্দ্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'রায়' নির্ভর ছিল বলে এখানে প্রমাণবিহীন মাসায়িলকে প্রমাণভিত্তিক মাসায়িলের সাথে তুলনা করে সিদ্ধান্ত দেয়া হতো। এই কেন্দ্রের অনুসারীগণ হাদীস গ্রহণে কড়াকড়ি আরোপ করতেন। এখানে মুলহিদ, রাফিযী, খারিজী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করতো। তাই এখানকার ফকীহগণ হাদীস গ্রহণে কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করতেন। যেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান পাওয়া যেত না, সেসব ক্ষেত্রে তাঁরা 'রায়' প্রয়োগ করতেন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু মাস'ঊদ (রা.) প্রমুখ এই কেন্দ্রের দায়িত্ব পালন করেন।[৪০৫] হিজাযে রাবী'আহ ইব্‌নু আবী 'আবদির রহমান প্রমুখ 'ইলমুল ফিক্‌হ চর্চায় 'রায়' প্রয়োগ করেন। অপরদিকে 'আমির ইব্‌নু শুরাহবীল প্রমুখ ইরাকী ফকীহগণ ফিক্‌হ চর্চা এবং মাসায়িল ইস্তিম্বাতে 'রায়' প্রয়োগের পক্ষপাতি ছিলেন না। এই যুগে সাধারণত মসজিদে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মাজলিসে ফকীহগণ ফিক্‌হ ও ফাতওয়া বিষয়ে আলোকপাত করতেন।

সাহাবা ও তাবি'ঈ যুগে যথাসম্ভব সাহাবী ও তাবি'ঈগণ ফাতওয়াদান থেকে বিরত থাকতেন। প্রয়োজন হলে তাঁরা আলকোরআন, আস-সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত পন্থা অনুসরণ পূর্বক ফাতওয়া দিতেন। ইব্‌নু আবী লায়লা বলেন, আমি মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ১২০ জন সাহাবীকে, দেখেছি যাঁরা সকলেই ছিলেন হাদীসবিশারদ। এঁদের সকলেই ছিলেন মুফ্‌তী, অথচ তাঁরা মনে করতেন অন্যরা ফাত্‌ওয়াদানে তাঁদের চাইতে অধিক পারদর্শী।

তাবি'ঈ যুগে ফাকীহগণ 'ইলমুল ফিক্‌হ চর্চার পাশাপাশি হাদীস এবং তাফসীরশাস্ত্রেও অনবদ্য অবদান রাখেন। তাই আলকোরআন ও আল-হাদীস হতে সরাসরি তাফসীরশাস্ত্রেও অনবদ্য অবদান রাখেন। তাই আলকোরআনঅথবা আল-হাদীস থেকে সরাসরি মাসায়িল ইস্তিম্বাত তাঁদের পক্ষে সহজতর হয়। [৪০৬]

(৪) ইজতিহাদ যুগ

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমভাগ থেকে চতুর্থ হিজরী শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়টি ইজতিহাদ যুগ হিসেবে পরিচিত। এ যুগে হাদীস সংকলন ও ফিক্‌হ সম্পাদনের কাজ যুগপৎভাব চলতে থাকে। এ যুগে মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহগণ 'ইলমুল ফিক্‌হ সংকলন ও মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। এযুগে সাহাবী ও তাবি'ঈগণের ফাতওয়াসমূহ, তাফসীর, 'ইলমুল ফিক্‌হ সম্পর্কিত গ্রন্থ এবং উসূলুল ফিক্‌হ শাস্ত্র প্রণীত হয়।

ইজতিহাদ যুগে হাদীস চর্চা ও বিষয়ভিত্তিক হাদীস সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়। মাদীনায় ইমাম মালিক ইবনু আনাস (র.) (মৃ. ১৭৯ হি/৭৯৫ খ্রি.), মক্কায় 'আবদুল আযীয ইবনু

---

৪০৫. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭-২৮

৪০৬. ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

www.nagorikpathagar.org

জুরায়জ (র.) (মৃ. ১৫০ হি./৭৬৭ খ্রি.), কূফায় সুফয়ান আস-সাওরী (র.) (মৃ. ১৬১ হি./৭৭৮ খ্রি.), বসরায় হাম্মাদ ইবনু সালামাহ (র.) (মৃ. ১৭৬ হি./৭৯ খ্রি.) ও সা'ঈদ ইবনু আসবাহ (র.), ওয়াসিতে হুসায়ন ইবনু বাশীর (র.) (মৃ. ১৮৮হি./৮০৪ খ্রি.), সিরিয়ায় 'আবদুর রহমান আল-আওযা'ঈ' (র.) (মৃ. ১৫৭ হি./৭৭৩ খ্রি.), ইয়ামানে মু'আম্মার ইবনু রাশিদ (র.), (মৃ. ১৫৩ হি./৭৭০ খ্রি.), খুরাসানে 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র.) (মৃ. ৮১ হি./৭৯৭ খ্রি.) এবং রায়-এ জারীর ইবনু 'আবদিল হামীদ (র.) (মৃ. ১৮৮ হি./৮০৪ খ্রি.) প্রমুখ হাদীস সংকলন ও সম্পাদনায় অনন্য অবদান রাখেন। এঁদের মাঝে ইমাম মালিক (র) 'আল-মুয়াত্তা' সংকলনের মাধ্যমে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস, সাহাবা ও তাবিঈ'গণের আসার ও ফিক্হী চিন্তাধারা এবং সমসাময়িককালে মদীনায় প্রচলিত কর্মনীতি ও প্রথসমূহ গ্রন্থাবদ্ধ করেন। এ যুগে হাদীস একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে বিকাশ লাভ করে এবং অনেক পণ্ডিতবর্গ এই শাস্ত্রে নিজেদের পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রাখেন, যদিও ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁদের কোন মতামত পাওয়া যায় না। কিন্তু ইমাম মালিক (র.) তাঁর আল-মুয়াত্তায় হাদীস ও ফিক্হশাস্ত্রের মাঝে সমন্বয় সাধনপূর্বক এ উভয় শাস্ত্রে স্বীয় যোগ্যতার প্রমাণ দেন।

নবুওয়াত যুগ এবং তাবি'ঈ যুগে ফিক্হ চর্চার যে ধারা সৃষ্টি হয়, ইজতিহাদ যুগে তা আরো অধিক বিকাশ লাভ করে। কারণ-

(১) ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিশাল অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং কাযী ও 'আলিমগণ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ইসলামী বিধি-বিধান ও নীতিমালার আলোকে শাসন ও বিচারকার্য আঞ্জাম দেন এবং এসব অঞ্চলের জনগণ ইসলামী আইন-কানুন ও নীতিমালার অনুসরণ করেন।

(২) এ যুগে ফাকীহ ও মুজতাহিদদের নিকট ফিক্হ চর্চার উপাদান তথা আল-কুর'আন, আস-সুন্নাহ এবং সাহাবী ও তাবি'ঈগণের ফাত্ওয়া ও ফায়সালাসমূহ সংকলিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিলো।

(৩) বিশাল মুসলিম অঞ্চলে উদ্ভূত দীনি সমস্যাবলী সমাধানকল্পে একদল ফাকীহ ও মুজতাহিদ সদা ফিক্হ ও ফাত্ওয়া চর্চায় নিমগ্ন থাকতেন।

এযুগে প্রখ্যাত মুজতাহিদ ফাকীহগণ হলেন-

১. ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইবনু সাবিত (র.) (মৃ. ১৫০ হি./৭৬৭ খ্রি.)

২. ইমাম মালিক ইবনু আনাস (র.) (মৃ. ১৭৯ হি./৭৯৫ খ্রি.)

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদরীস আশ-শাফি'ঈ (র.) (মৃ. ২০৪ হি./৮১৯ খ্রি.)

৪. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র.) (মৃ. ২৪১ হি./৮৫৫ খ্রি.)।

ইজতিহাদ যুগে ফিক্হ চর্চা এবং মাসায়িল ইস্তিম্বাতের মূলনীতি প্রয়োগ বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে মুজতাহিদ ও ফকীহদের ইজতিহাদ ও মাসায়িল ইস্তিম্বাতেও বিভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে 'ইলমু উসূলিল ফিক্হ (ফিক্হশাস্ত্রের মূলনীতি) প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রখ্যাত শিষ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)

www.nagorikpathagar.org

(মৃ. ১৮২হি/৭৯৮ খ্রি.) সর্বপ্রথম 'উসূল আল-ফিক্হ' শাস্ত্র প্রবর্তন করেন[৪০৭] যা আবূ ইয়া'লা মু'আল্লা ইবনু মানসূর রিওয়ায়াত করেন।[৪০৮] তাঁকে রচনাটি বর্তমানে দুস্প্রাপ্য। পরবর্তীতে তাঁর পদাংক অনুসরণ পূর্বক ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদরীস আশ-শাফি'ঈ এই শাস্ত্রে আর-রিসালাহ্ ফী উসূলিদ্দীন শীর্ষক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর গ্রন্থে আলকোরআন, আস-সুন্নাহ্, আল-নাসিখ ওয়াল-মানসূখ, 'ইল্লাতুল-হাদীস, খাবরু ওয়াহিদ, আল-ইজমা', আল-কিয়াস, আল-ইজতিহাদ, আল-ইস্তিহসান, আল-ইখতিলাফ প্রভৃতি বিষয়কে ফিক্হ চর্চার উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

ইজতিহাদ যুগে মুজতাহিদ ফাকীহ্গণের ফিক্হ, ফাত্ওয়া ও ইস্তিম্বাতকৃত মাসায়িল সংকলিত হওয়ার কারণে এবং তাঁদের শিষ্যগণ বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ তথা কাযী, 'আলিম প্রভৃতি পদে নিযুক্ত থেকে স্ব-স্ব ইমামের মাযহাব অনুযায়ী প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কার্যাবলি আঞ্জাম দেয়ার কারণে তাঁদের মাযহাব স্থায়িত্ব ও বিকাশ লাভ করে। এসব শিষ্য স্বীয় ইমামের সমর্থনে এবং তাঁদের উপর আরোপিত প্রশ্নাবলীর জবাব সম্বলিত গ্রন্থ প্রণয়ন করে এসব মাযহাবকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শিষ্য ইমাম যুফার (জ.১১০হি., মৃ. , ১৫৮হি.) ; ইমাম আবূ ইউসুফ (জ.১১৩ হি., মৃ.১৮৩ হি.); ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী (জ.১৩২ হি., মৃ.১৮৯ হি.); এবং ইমাম হাসান ইবনু যিয়াদ (মৃ.২০৪হি.) প্রমুখ ছিলেন হানাফী মাযহাবের চার স্তম্ভ । তাঁরা প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা মাযহাবের সমর্থনে গ্রন্থ প্রণয়ন করে পূর্বাঞ্চলে এই মাযহাবের ব্যাপক বিকাশ সাধন করেন।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিকের প্রখ্যাত শিষ্য মু'আবিয়া ইবনু সালিহ (র.) (মৃ. ১৫৮ হি./৭৭৫ খ্রি.), যিয়াদ ইবনু 'আবদির রহমান (র.) (মৃ. ১৯৩ হি./৮০৯ খ্রি.), হিশাম ইবনু আবদির রহমান (র.) (মৃ. ১৮০ হি./৭৯৬ খ্রি.), শা'সা ইবনু সালাম (র.) (মৃ. ১৯২ হি./৮০৮ খ্রি.), গাযী ইবনু কায়স (র.) (মৃ. ১৯৯ হি./৮১৬ খ্রি.), আবুল হাসান আলী ইবনু যিয়াদ (র.) (মৃ. ১৮৩ হি./৮৯৯ খ্রি.), আসাদ ইবনু ফুরাত (র.) (মৃ. ২১৩ হি./৮২৮ খ্রি.), ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া (র.) (মৃ. ২৩৪ হি./৮৪৯ খ্রি.), 'আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহব (র.) (মৃ. ১৯৭ হি./৮১ খ্রি.), 'আবদুর রহমান ইবনু কাসিম (র.) (মৃ. ১৯১ হি./৮০৬ খ্রি.), আশহাব ইবনু আবদিল 'আযীয (র.) (মৃ. ২০৪ হি./৮১৯ খ্রি.), 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদিল হাকাম (র.), (মৃ. ২১৪ হি. /৮২৫ খ্রি.) প্রমুখ স্পেন, মাগরিব ও মিসরে আল-মুয়াত্তা ও মালিকী ফিক্হের ব্যাপক বিকাশ সাধন করেন।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরুতে ফিক্হ চর্চায় 'আহ্ল আল-হাদীস' ও 'আহ্ল আল-রায়' -এর মাঝে যে মতপার্থক্যের সূচনা হয়, ইজতিহাদ যুগে তা অব্যাহত থাকে। এ যুগের ফকীহ্গণ একই মাস'আলায় পরস্পর বিরোধী হাদীসের মধ্য হতে একটিকে অপরটির

---

৪০৭. আল-যিরাকলী, আল-আ'লাম, বৈরূত ঃ দারুল ইলম লিল-মালায়িন, ১৯৮০, খ. ৮, পৃ. ১৯৩
৪০৮. ইবনু নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, বৈরূত ঃ মাকতাবাত খায়্যাত, ১৮৭২, পৃ. ২০৩

www.nagorikpathagar.org

উপর প্রাধান্যদান পদ্ধতি এবং কিয়াস, রায়, ইজমা', ইস্তিহ্সান প্রভৃতিতে হাদীসের ভূমিকা নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। এই বিতর্কের অবসানকল্পে খলীফা আল-মান্সূর ইমাম মালিককে গ্রন্থ প্রণয়নের অনুরোধ জানান [৪০৯] এবং তিনি সে অনুরোধ রক্ষাকল্পে 'আল-মুয়াত্তা' প্রণয়ন করেন। কিন্তু এই গ্রন্থখানিও সমকালীন ফকীহ্ ও মুজতাহিদদের পারস্পরিক মতপার্থক্য নিরসনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। মূলত ফকীহ্ ও মুজতাহিদগণের ফিক্হী মতবিরোধের কারণ হল, তাঁরা শরঈ' আহকাম ও মাসায়িল ইস্তিম্বাত এবং এর 'ইল্লাত অনুসন্ধানে সমান যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। তাছাড়া পরিবেশগত পার্থক্য, চিন্তা ও মননশক্তির তারতম্য এবং অঞ্চলভিত্তিক সমস্যাবলীর তারতম্যের কারণে আইন প্রণয়নের অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধানে ফকীহ্ ও মুজতাহিদদের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দেয়।

দ্বিতীয় হিজরী শতক পর্যন্ত যে সব শরঈ' মাস'আলা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত, তাতে ফকীহ্ ও মুজতাহিদ ইমামদের মাঝে তেমন মতবিরোধ দেখা দেয়নি। কিন্তু যেসব মাস'আলা আল-আদিল্লাতুয যান্নিয়াহ (الأدلة الظنية) অনুমাননির্ভর দলীল-এর উপর নির্ভরশীল, কেবল সেসব ক্ষেত্রে তাঁদের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দেয়। এযুগে ফকীহ্ ও মুজতাহিদ ইমামদের মাঝে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মতবিরোধের কারণ হল আল-কুর'আনের শব্দগত অর্থ নির্ধারণে মতভেদ, হাদীসের বর্ণনাগত পার্থক্যের কারণে মতবিরোধ, হাদীসের প্রকারভেদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং ফিক্হ চর্চার উৎস নির্ধারণে দৃষ্টিকোণগত পার্থক্য।

সর্বোপরি তৎকালে এমন বহু মাস'আলা এবং সমস্যাও দেখা দিল যার স্পষ্ট কোন সমাধান আল- কুর'আন, আল-হাদীস এবং সাহাবা কিরামের বাণীতে পাওয়া যেত না। এহেন পরিস্থিতিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) 'ইলমুল ফিক্হ বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। সেই প্রেক্ষিতে 'ইলমুল ফিক্হ-এর একদল বিশেষজ্ঞ লোক এ মহতী কাজে ব্রতী হন। এখান থেকেই শুরু হয় 'ইলমুল ফিক্হ সংকলন ও সম্পাদনার প্রক্রিয়া।

ফিক্হী মাস'আলা সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুসৃত নীতি ছিলো এরূপ: প্রথমে তিনি মাস'আলার সমাধান কোরআন মাজীদে অনুসন্ধান করতেন। কুর'আন মাজীদে কোনভাবেই সমাধান না পাওয়া গেলে হাদীসে সমাধান অনুসন্ধান করতেন। হাদীসে এর সমাধান না পাওয়া গেলে ইজমা' সাহাবা এবং ফাতাওয়া সাহাবা অনুসন্ধান করতেন। তাতেও না পাওয়া গেলে অর্থাৎ বিষয়টি ইব্রাহীম আন-নাখ্ঈ', হাসান আল-বাসরী, ইব্নু সীরীন এবং সা'ঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র.) পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তখন তাঁদের ন্যায় তিনিও ইজতিহাদ করতেন।[৪১০]

---

৪০৯. মুহাম্মদ ইবনু আবদিল বাকী, আল-যুরকানী, শারহু আল যুরকানী আলা-মুয়াত্তা আল-ইমাম মালিক, বৈরূত ঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৯, খ. ১, পৃ. ৭-৮

৪১০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

www.nagorikpathagar.org

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যামানায় কূফাতে আরো তিনজন বড় মাপের ফাকীহ্ ছিলেন। তাঁরা হলেন-

১. সুফিয়ান আস-সাওরী (র.), মৃ. ১৬১ হি.
২. শারীক ইব্নু 'আবদিল্লাহ্ আন-নাখ্ঈ' (র.), মৃ. ১৭৭ হি.
৩. মুহাম্মাদ ইব্নু 'আবদির রহমান (র.), মৃ. ১৪৮ হি.

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা তাঁর নিকট থেকে 'ইলমুল ফিক্হ সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করেন এবং ইজতিহাদ ও মাসাইল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন -

১. ইমাম আবূ ইউসুফ ইয়া'কুব ইব্নু ইবরাহীম (র.), মৃ. ১৮৩ হি.
২. ইমাম যুফার (র.), মৃ. ১৫৮ হি.
৩. ইমাম মুহাম্মাদ ইব্নুল হাসান আশ-শাইবানী (র.), মৃ. ১৮৯ হি.
৪. ইমাম হাসান ইব্নু যিয়াদ (র.), মৃ. ২০৪ হি.

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শিষ্যদের ঐ সমস্ত শাগরিদ যাঁরা স্বীয় উস্তাদগণের নীতি ও নির্দেশনা মুতাবিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং ফিক্হে হানাফীর প্রচার ও প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের অন্যতম হলেন-

১. আবূ সুলায়মান মূসা ইব্নু সুলায়মান (র.), মৃ. ২০০হি.
২. ইবরাহীম ইব্নু রুস্তম মিরওয়াযী (র.), মৃ. ২১১ হি.
৩. 'ঈসা ইব্নু আবান ইব্নি সাদাকা (র.), মৃ. ২২১ হি.
৪. বাশীর ইব্নু গিয়াস মুরীসী (র.), মৃ. ২২৮ হি.
৫. মুহাম্মাদ ইব্নু সিমা'আ আত-তামীমী (র.), মৃ. ২৩৩ হি.
৬. বিশ্র ইব্নু ওয়ালীদ আল-কিন্দী (র.), মৃ. ২৩৮ হি.
৭. হিলাল ইব্নু ইয়াহইয়া (র.), মৃ. ২৪৫ হি.
৮. আহমাদ ইব্নু 'উমার আল-খাস্সাফ (র.), মৃ. ২৬১ হি.
৯. মুহাম্মাদ ইব্নু শু'জা সালজী (র.), মৃ. ২৬৭ হি.
১০. আবূ জা'ফর আহমাদ ইব্নু 'ইমরান (র.), মৃ. ২৮০ হি.
১১. বাক্কার ইব্নু কুতায়বা ইব্নি আসাদ (র.), মৃ. ২৯০ হি.
১২. ইমাম 'আবদুল হামীদ ইব্নু 'আবদিল 'আযীয (র.), মৃ. ২৯২ হি.
১৩. আবূ সাঈ'দ আহমাদ ইব্নু হুমায়ূন বারদাঈ (র.), মৃ. ৩১৭ হি.
১৪. শায়খ আবূ আলী দাক্কাক (র.), মৃ. ৩১৭ হি.
১৫. ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ ইব্নু মুহাম্মাদ (র.), মৃ. ৩২১ হি.[৪১১]

---

৪১১. মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান আলমুজাদ্দেদী ; তারীখে ইলমে ফিকহ, দিল্লীঃ মাকতাবা বুরহান ,১৯৬২,পৃ.৮২-৮৪

www.nagorikpathagar.org

উপরে যে সব ইমাম ও মুজতাহিদের বিবরণ দেয়া হয়েছে তাঁদের ছাড়াও ঐ যুগে আরো বহু ফাকীহ্ এবং মুজতাহিদ এ পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ ইমাম শাফি'ঈ ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ এবং ইমাম আহমাদ ইব্নু হাম্বাল ও তাঁর শিষ্যবৃন্দের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

ইমাম মালিক (র.) হাদীসের সর্বজনস্বীকৃত ইমাম ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্নু মুবারক, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ এবং আরো অনেকে ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালিক (র.)-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের সংকলনের নাম হল 'আল-মুআত্তা'। বহু মুজতাহিদ, ফাকীহ্, মুহাদ্দিস, আমীর এবং সূফী এ কিতাব থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর আবেদন থাকবে বলে ইসলামী পণ্ডিতগণ মনে করেন। ফিক্হ সংকলন এবং ফাতওয়াদানের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক (র.)-এর মূলনীতি ছিলো, প্রথমে তিনি কোরআন মাজীদের উপর, অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত হাদীস-যেগুলোকে তিনি বিশুদ্ধ মনে করতেন, সেগুলোর উপর নির্ভর করতেন। তাঁর মতে হিজাযের প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ ছিলেন শুদ্ধাশুদ্ধির মাপকাঠি। মাদীনাবাসী 'আমল করেননি বলে তিনি অনেক বিশুদ্ধ হাদীসও গ্রহণ করেননি। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে تعا مل اهل المدنية অর্থাৎ মাদীনাবাসীদের 'আমলও 'ইলমুল ফিক্হ -এর অন্যতম উৎস। মাদীনাবাসীদের 'আমল এবং ইজ্মা'র পরই কিয়াসের স্থান। কিন্তু হানাফী মাযহাবের মতো তাঁর মাযহাবে কিয়াসের ততো গুরুত্ব নেই। অবশ্য হানাফী মাযহাবের ইসতিহ্সানের (استحسان) মত মালিকী মাযহাবেও مصالح مرسلة তথা ইসতিসলাহ (إستصلاح) এর উপর 'আমল করা হয়। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে এই ইসতিসলাহ-এর উপর 'আমল করা জায়েয। অবশ্য যদি কোনো জায়গায় এর বিপক্ষে শারী'আতের কোনো নস (কোরআন বা হাদীস) বা কিয়াস আছে বলে প্রমাণিত হয় তবেই এর উপর 'আমাল করার বিষয়টি বিতর্কিত হয়ে যাবে।

ইমাম মালিক (র.)-এর শিক্ষা মাজলিস ছিল খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। বহু দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসে তাঁর নিকট থেকে হাদীস ও 'ইলমুল ফিক্হ শিক্ষা করতেন। বিশেষভাবে মিসর ও আফ্রিকাবাসী তাঁর নিকট থেকে 'ইলমুল ফিক্হ শিক্ষা করার জন্য আসতেন এবং শিক্ষা সমাপনান্তে নিজ নিজ দেশে গিয়ে তা প্রচার করতেন।[৪১২]

উল্লেখ্য যে, মিসরবাসী ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্র দ্বারাই মূলত মালিকী মাযহাবের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। নিম্নে ইমাম মালিক (র.)-এর মিসরীয় ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্রগণের তালিকা তুলে ধারা হলো:

১. আবূ 'আবদুল্লাহ্ 'আবদুর রহমান আল-'আতাকী (র.), মৃ. ১৯১ হি.

২. আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু ওয়াহব আল-কুরাশী (র.), মৃ. ১৯৭ হি.

---

৪১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

www.nagorikpathagar.org

৩. আশহাব ইব্‌নু 'আবদুল 'আযীয আল-জা'দী (র.), মৃ. ২০৪ হি.
৪. আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুল হাকাম (র.), মৃ. ২২৪ হি.
৫. মুহাম্মাদ ইব্‌নু 'আবদিল্লাহ্ (র.), মৃ. ২৬৮ হি.
৬. মুহাম্মাদ ইব্‌নু ইবরাহীম ইসকান্দারী (র.), মৃ. ২৬৯ হি.

ইমাম মালিক (র.)-এর নিম্নে উল্লেখিত ছাত্রগণ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন :

১. আবুল হাসান 'আলী যিয়াদ (র.), মৃ. ১৮৩ হি.
২. 'ঈসা ইব্‌নু দীনার উন্দোলুসী (র.), মৃ. ২১২ হি.
৩. আসাদ ইব্‌নু ফুরাত (র.), মৃ. ২১৩ হি.
৪. ইয়াহইয়া ইব্‌নু ইয়াহইয়া ইব্‌নি কাসীর (র.), মৃ. ২৩৪ হি.
৫. 'আবদুল মালিক ইব্‌নু হাবীব (র.), মৃ. ২৩৮ হি.
৬. 'আবদুস সালাম ইব্‌নু সা'ঈদ (র.), মৃ. ২৪০ হি.।[৪১৩]

ইমাম আশ শাফি'ঈ (র.) ইরাক গিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর নিকট ফিকহে হানাফী শিক্ষা করেন এবং বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী হয়ে মাক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতপর ১৯৫ হিজরীতে পুনরায় তিনি ইরাক সফর করেন এবং দু'বছর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে জ্ঞান পিপাসু লোকদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করেন। এ সময় তিনি যেসব ফাতওয়া প্রদান করেছেন এগুলোকে তার 'পুরাতন অভিমত' (قول قديم) বলা হয়। ইরাকে অবস্থানকালে ইমাম আশ শাফি'ঈ (র.) – এর মাযহাবের বেশ প্রসার ঘটে। অতপর তিনি মাক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৮ হিজরীতে তৃতীয়বার তিনি ইরাক গমন করেন এবং সেখানে কয়েক মাস অবস্থানের পর মিসর চলে যান। মিসরে মালিকী মাযহাবের যথেষ্ট প্রভাব ছিলো। ইমাম আশ শাফিঈ' (র.) মিসরী 'আলিমগণের সামনে তাঁর মাযহাব পেশ করেন। এ সময় তাঁর চিন্তাধারায় কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন তিনি পূর্বের মতামতে কিছুটা পরিবর্তন করে নতুন আঙ্গিকে ফাতওয়া প্রদান করেন এবং এ আলোকে কিছু সংখ্যক কিতাবও রচনা করেন। একেই ইমাম আশশাফি'ঈ (র.)-এর 'নতুন অভিমত' (قول جديد) বলা হয়। তিনি ১৯৮ হিজরী থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছয় বছর মিসরেই অবস্থান করেন এবং এখানেই ২০৪ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন।[৪১৪]

ইমাম আশশাফি'ঈ (র.)-এর প্রথম যুগের ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্র যারা তাঁর ফিকহের প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে ইরাকী ও মিসরী কতিপয় ব্যক্তিবর্গ অন্যতম। তাঁর কয়েকজন বিখ্যাত ইরাকী ছাত্রের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. আবূ সাওর ইবরাহীম ইব্‌নু খালিদ আল-বাগদাদী (র.), মৃ. ২৪০ হি.
২. ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌নু হাম্বাল (র.), মৃ. ২৪১ হি.

---

৪১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮
৪১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

www.nagorikpathagar.org

৩. হারমালা ইব্‌নু ইয়াহইয়া আত-তুজায়বী (র.), মৃ. ২৪৩ হি.
৪. আবূ 'আলী হুসায়ন ইব্‌নু 'আলী আল-কারাবীসী (র.), মৃ. ২৪৫ হি.
৫. হাসান ইব্‌নু মুহাম্মাদ ইব্‌নু সাববাহ আল-বাগদাদী (র.), মৃ. ২৬০ হি.
৬. আবূ ইবরাহীম ইসমা'ঈল ইব্‌নু ইয়াহইয়া আল-মুযানী (র.), মৃ. ২৬৪ হি.
৭. ইউনুস ইব্‌নু 'আবদিল আ'লা আল-মিসরী (র.), মৃ. ২৬৪ হি.
৮. রাবী ইব্‌নু সুলায়মান মুরাদী (র.), মৃ. ২৭০ হি.
৯. আবূ 'উসমান ইব্‌নু সাঈ'দ আনমাতী (র.), মৃ. ২৮৮ হি.
১০. আবুল 'আব্বাস আহ্‌মাদ ইব্‌নু 'উমার (র.), মৃ. ৩০৬ হি.
১১. ইউসুফ ইব্‌নু ইয়াহইয়া আল-মিসরী (র.), মৃ. ৩৩১ হি.
১২. আহমাদ ইব্‌নু আবূ আহমাদ তাবারানী (র.), মৃ. ৩৩৫ হি.
১৩. আবূ বাক্‌র মুহাম্মদ ইব্‌নু আহমাদ (র.), মৃ. ৩৪৫ হি.

ইমাম আশ-শাফিঈ' (র.)-এর বাগদাদের ছাত্রদের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইব্‌নু হাম্বাল (র.) বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ই তিনি ফিক্‌হ গবেষণায় নিজস্ব ধারা প্রবর্তন করেন, যদিও ফাকীহ্ অপেক্ষা মুহাদ্দিসগণের মধ্যেই তাঁকে গণ্য করা হতো বেশী। তথাপিও তিনি নিজস্ব ফিক্‌হ মুতাবিক ফাত্‌ওয়া দিতে শুরু করেন। মুসনাদে আহমাদ তাঁর অমর কীর্তি। ফিক্‌হ রচনায় ইমাম আহমাদ ইব্‌নু হাম্বাল (র.) ছিলেন অত্যন্ত সহজ ও সরল। কোরআন ও সাহীহ সনদের হাদীসের উপর 'আমল করাই ছিল তাঁর নীতি। তিনি খাবরে ওয়াহিদ এর উপরও 'আমল করতেন, যদি তা সাহীহ্ সনদে প্রমাণিত হতো। তিনি সাহাবা কিরামের বক্তব্যকে কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। হানাফী ও শাফিঈ' মতাবলম্বীদের ন্যায় তিনি ভাবার্থ গ্রহণ এবং কিয়াস থেকে বিরত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। মালিকীদের মতো মদীনাবাসীদের 'আমলকে তিনি প্রামাণ্য দলীল মনে করতেন না। মারফূ' অথবা মাওকূফ উভয় অবস্থায়ই সাহীহ্ হাদীসকে তিনি 'আমলযোগ্য মনে করতেন। এ কারণেই তাঁর মাযহাবে একই মাস'আলায় একাধিক হুক্‌ম পাওয়া যায়। একান্ত বাধ্য হলে তিনি কিয়াস দ্বারা মাস'আলার সমাধান করতেন। মোটকথা, ইমাম চতুষ্টয়ের সকলের নিকটই ইজ্‌মা' ও কিয়াস শারী'আতের প্রমাণ দলীল হিসাবে গণ্য। ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌নু হাম্বাল (র.)-এর ছাত্র যারা তাঁর থেকে ফিক্‌হে হাম্বলী রিওয়ায়েত করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন :

১. ইসহাক ইব্‌নু রাহওয়াই (র.), মৃ. ২৩৮ হি.
২. আবূ বাকর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ (র.), মৃ. ২৭৩ হি.
৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু আহমাদ ইনি হাম্বাল (র.), মৃ. ২৯০ হি.

উল্লেখ্য যে, উপরে যে সব কুফাহা কিরামের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে তাঁদের প্রত্যেকেই বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করে 'ইলমুল ফিক্‌হের ক্রমবিকাশের ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন।

www.nagorikpathagar.org

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ফিক্‌হ্ সংকলন, সম্পাদনা ও তাকলীদ যুগ শুরু হয় এবং হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে এসে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। এ যুগ হচ্ছে ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতার যুগ। এ সময়ে ব্যাপকভাবে ইজতিহাদ করা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। 'উলামা কিরাম এবং সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সকলেই বিশিষ্ট ইমামগণের তাকলীদ করতে থাকেন এবং তাঁদের ফিক্‌হী মাতদর্শের ভিত্তিতে গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কুর'আন ও হাদীস গবেষণা করে যে সব মাস'আলা-মাসাইল উদ্ভাবন করেছিলেন- এ সময়ে এসে সে সব মাসাইলের বিশ্লেষণ পর্যালোচনা ও সমর্থনে পক্ষে-বিপক্ষে মুনাযারা এবং বাহাস-বিতর্কের সূচনা হয়। অবশেষে প্রধান চার ইমাম-ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম শাফিঈ' (র.), ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আহমাদ ইব্‌নু হাম্বাল (র.)-এর মাসলাকের অনুসরণ করতে থাকে। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র.) বলেন, "মাযহাব অবলম্বনের ক্ষেত্রে এ চারটির মধ্যে সীমিত থাকার উপযোগিতা ও বাস্তবতা অনস্বীকার্য। এর ব্যতিক্রম হলে সমূহ বিশৃংখলা ও ক্ষতির আশংকা রয়েছে।" এর কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

(১) মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে যে, শারী'আতের পরিচিতি লাভের জন্য পূর্বসূরী সালফে-সালিহীনের অনুসরণ করতে হবে। আর প্রতিষ্ঠিত এই চার মাযহাবের মধ্যে যেহেতু পূর্বসূরী আইম্মা মুজ্‌তাহিদীনে কিরামের গবেষণালব্ধ ব্যাখ্যা ও অভিমত বিশুদ্ধভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে তাই এর অনুসরণ অপরিহার্য।

(২) যেহেতু পূর্বেকার অন্যান্য মাযহাবের ধারাবাহিকতা বিলুপ্ত হয়ে মাযহাব কেবল চারটিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং বিশ্ব মুসলিম এরই অনুসরণ করছে তাই, এখন আর এর ব্যতিক্রম করার কোনো অবকাশ নেই।

(৩) অনেক দিন পূর্বে خير القرون তথা 'উত্তম যুগ' বিদায় হয়ে গেছে। মানুষের মাঝে আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার চরম অভাব দেখা দিয়েছে এবং কার মধ্যে ইজ্‌তিহাদের শর্তাবলি বিদ্যমান আছে তা যাচাই করে দেখাও অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে, কাজেই স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ এই চার মাযহাবের অনুসরণ করাই অপরিহার্য।[৪১৫]

আরো উল্লেখ্য যে, এই যুগে ইজতিহাদ বা স্বাধীন মত প্রকাশ করা যদিও প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং উলামা কিরাম ও সাধারণ ব্যক্তিবর্গ সকলেই কোনো না কোনো নির্দিষ্ট ইমামের মুকাল্লিদ হয়ে যায়, তথাপিও এই যুগের ফকীহগণের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যা পরবর্তীকালের উলামা কিরামের মধ্যে বিদ্যমান নেই। যেমন-

১. ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনার যুগে ইমামগণ শারী'আতের এমন অনেক হুক্‌ম-আহ্‌কাম উদ্ভাবন করেছেন, যেগুলোর কারণ ও উদ্দেশ্য তারা বর্ণনা করেননি। এ

---

৪১৫. মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফাতাওয়া ও মাসাইল, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১-৩২

www.nagorikpathagar.org

যুগে এমন কিছু ফাকীহ্-এর আবির্ভাব হয় যারা তাঁদের ইমামগণের সেই সমুদয় আহ্কামের কারণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। এ ধরণের ফুকাহা কিরামকে 'আসহাবুত তাখরীজ' বলা হয়।

২. মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম ও তাঁদের ছাত্রদের বিভিন্নমুখী রায়সমূহের মধ্যে প্রাধান্য দেয়ার মত যোগ্যতা সম্পন্ন কিছু 'আলিম ও এ যুগের আবির্ভূত হয়েছে-যাদেরকে 'আসহাবে তারজীহ্' বলা হয়।

৩. আসহাবে তাখরীজ এবং তারজীহ ফাকীহ্গণ ব্যতীত সে যুগে এমন 'আলিম এবং ফাকীহ্ বিদ্যমান ছিলেন যাঁরা আংশিক এবং সামগ্রিকভাবে নিজ নিজ মাযহাবের সহায়তা করেছেন। সহায়তা করার মানে হচ্ছে, তাঁরা নিজ মাযহাবের ইমামের উচ্চশিক্ষা, গভীর জ্ঞান, পরহেযগারী, আল্লাহ্ভীরুতা, সত্যবাদিতা, ইজতিহাদের দক্ষতা, মাস'আলা উদ্ভাবন করার নিপুণতা, কোরআন-সুন্নাহ'র আনুগত্য ইত্যাদি খুব জোরে-শোরে প্রচার করেছেন। এ যুগে যেসব হানাফী কুফাহায়ে কিরাম এই মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রেখেছেন আঁদের অন্যতম হলেন-

১. ইমাম আবুল হাসান 'উবায়দুল্লাহ ইব্নু হাসান আল-কারখী (র.), মৃ. ২৪০ হি.
২. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্নু 'আবদিল্লাহ আল-বাল্খী (র.), মৃ. ৩৬২ হি.
৩. আবু বাকর আহমাদ ইব্নু 'আলী আল-রাযী আল-জাস্সাস (র.), মৃ. ৩৭০ হি.
৪. আবুল লায়স নাসর ইব্নু মুহাম্মাদ সামারকান্দী (র.), মৃ. ৩৭৩ হি.
৫. আবূ 'আবদুল্লাহ ইউসুফ ইব্নু মুহাম্মাদ জুরজানী (র.), মৃ. ৩৯৮ হি.
৬. আবুল হাসান আহমাদ ইব্নু মুহাম্মাদ আল-কুদূরী (র.), মৃ. ৪২৮ হি.
৭. আবূ যায়িদ আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার সামারকান্দী (র.), মৃ. ৪৩০ হি.
৮. আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্নু হুসায়ন আল-বুখারী (র.), মৃ. ৪৩২ হি.
৯. আবূ আবদুল্লাহ্ হুসায়ন ইব্নু 'আলী আয্-যামীরী (র.), মৃ. ৪৩৬ হি.
১০. শামসুল আইম্মা আবদুল আযীয ইব্নু আহ্মাদ আল-বুখারী (র.) মৃ. ৪৪৮ হি.
১১. শামসুল আইম্মা বাক্র ইব্নু মুহাম্মাদ যুরনজী (র.), মৃ. ৫১৩ হি.
১২. তাহির ইব্নু আহ্মাদ ইব্নি আবদুর রাশীদ আল-বুখারী (র.), মৃ. ৫৪৩ হি.
১৩. আবূ বাক্র ইব্নু মাসঊদ আল-কাসানী (র.), মৃ. ৫৮৭ হি.
১৪. শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইব্নু আহমাদ আস-সারাখ্সী (র.), মৃ. ৫৯০ হি.
১৫. ফাখরুদ্দীন হাসান ইব্নু মানসূর কাযী খান (র.), মৃ. ৫৯২ হি.
১৬. 'আলী ইব্নু আবূ বাকর আল-মারগিনানী (র.), মৃ. ৫৯৩ হি.।[৪১৬]

এ যুগে মালিকী মাযহাবের ফুকাহা কিরাম যারা তাঁদের মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে বিরাট অবদান রেখেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন-

---

৪১৬. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

www.nagorikpathagar.org

১. মুহাম্মাদ ইব্‌নু ইয়াহ্‌ইয়া উন্দোলুসী (র.), মৃ. ৩৩৬ হি.
২. আবূ বাক্‌র ইব্‌নু 'আলা আল-কুশায়রী (র.), মৃ. ৩৪৪ হি.
৩. আবূ ইসহাক মুহাম্মাদ ইব্‌নু কাসিম আল-আনাসী (র.), মৃ. ৩৫৫ হি.
৪. ইউসুফ ইব্‌নু 'উমার ইব্‌নি 'আব্দিল বার (র.), মৃ. ৩৮০ হি.
৫. আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইব্‌নু আহ্‌মদ আল-কুরতুবী (র.), মৃ. ৪২০ হি.
৬. কাযী 'আবদুল ওয়াহব ইব্‌নু নাস্‌র আল-বাগদাদী আল-মালিকী (র.), মৃ. ৪২২ হি.
৭. আবুল কাসিম আবদুর রহমান ইব্‌নু মুহাম্মাদ হাযরামী (র.), মৃ. ৪৪০ হি.
৮. আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌নু 'আবদিল্লাহ্ সায়কালী (র.), মৃ. ৪৬১ হি.
৯. আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌নু 'আলী ইব্‌নি 'উমার আত-তামীমী (র.), মৃ. ৫৩৬ হি.
১০. কাযী আবুল ফাযল আয়ায ইব্‌নু মূসা আস-সাবতী (র.), মৃ. ৫৪১ হি.
১১. ইসমা'ঈল ইব্‌নু মাক্কী আল্-আওফী (র.), মৃ. ৫৪১ হি.
১২. আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌নু 'আবদিল্লাহ্ (র.), মৃ. ৫৪৩ হি.
১৩. মুহাম্মাদ ইব্‌নু আহ্‌মদ আল-মালিকী (র.), মৃ. ৫৯৫ হি.
১৪. আবূ মুহাম্মাদ 'আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নু নাজ্‌ম আস্-সা'দী (র.), মৃ. ৬১০ হি.

এ যুগের শাফিঈ' মাযহাবের ফুকাহা কিরাম যাঁরা এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে বিরাট অবদান রেখেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন-

১. আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌নু আহমাদ মিরওয়াযী (র.), মৃ. ৩৪০ হি.।
২. আবূ আহমাদ মুহাম্মাদ ইব্‌নু সা'ঈদ খাওয়ারযিমী (র.), মৃ. ৩৪০ হি.।
৩. আবূ বাক্‌র আহ্‌মাদ ইব্‌নু ইসহাক নিশাপূরী (র.), মৃ. ৩৪৩ হি.।
৪. আবূ 'আলী হুসায়ন ইব্‌নু হুসায়ন (র.), মৃ. ৩৪৫ হি.।
৫. 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌নু মূসা (র.), মৃ. ৩৫০ হি.।
৬. কাযী আবূ হামিদ আহ্‌মাদ (র.), মৃ. ৩৬২ হি.।
৭. মুহাম্মাদ ইব্‌নু ইসমা'ঈল (র.), মৃ. ৩৬৫ হি.।
৮. আবূ সাহ্‌ল মুহাম্মাদ ইব্‌নু সুলায়মান সা'লূকী (র.), মৃ. ৩৬৯ হি.।
৯. আবুল কাসিম আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌নু হুসায়ন আয-যামীরী (র.), মৃ. ৩৮৬ হি.।
১০. আবূ আলী হুসায়ন ইব্‌নু শু'আয়র সান্‌জী (র.), মৃ. ৪০৩ হি.।
১১. আবূ হামিদ ইব্‌নু মুহাম্মাদ ইস্‌ফাহানী (র.), মৃ. ৪০৮ হি.।
১২. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু আহ্‌মাদ (র.), মৃ. ৪১৭ হি.।
১৩. আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌নু মুহাম্মাদ (র.), মৃ. ৪১৮ হি.।
১৪. আবুত্ তায়্যিব তাহির ইব্‌নু আবদিল্লাহ্ আত-তাবারী (র.), মৃ. ৪৫০ হি.।
১৫. আবুল হাসান 'আলী ইব্‌নু মুহাম্মাদ আল-মাযরাবী (র.), মৃ. ৪৫০ হি.।
১৬. আবূ 'আবদুল্লাহ কাযী হুসায়ন আল-মিরওয়াযী (র.), মৃ. ৪৬২ হি.।
১৭. আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌নু 'আলী ফিরুযাবাদী (র.), মৃ. ৪৭৬ হি.।

www.nagorikpathagar.org

১৮. আবুল মা'আলী 'আবদুল মালিক ইব্‌নু 'আবদিল্লাহ্ জুওয়ায়নী 'ইমামুল হারামাইন (র.), মৃ. ৪৭৮ হি.।
১৯. আবূ সা'দ 'আবদুর রহমান ইব্‌নু মামূন মুতাওয়াল্লী (র.), মৃ. ৪৮৮ হি.।
২০. আবুল মাহাসিন আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌নু ইসমা'ঈল রুয়ানী (র.), মৃ. ৫০২ হি.।
২১. হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামিদ মুহাম্মাদ ইব্‌নু মুহাম্মাদ আল-গাযালী (র.), মৃ. ৫০৫ হি.।
২২. আবূ ইসহাক ইবরাহীম মানসূর আল-ইরাকী (র.), মৃ. ৫৯৬ হি.।
২৩. আবুল কাসিম 'আবদুল করীম ইব্‌নু মুহাম্মাদ আল-কাযবীনী (র.), মৃ. ৬২৩ হি.।
২৪. মুহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহ্ইয়া আন-নাবাবী (র.), মৃ. ৬৭৬ হি.।

এ যুগে হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী ফুকাহা কিরাম যাঁরা এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন-

১. শায়খুল ইসলাম আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মুহাম্মাদ আল-আনসারী (র.), মৃ. ৪৮১ হি.।
২. হাফিয শামসুদ্দীন আবুল ফারাহ 'আবদুর রহমান আল-বাগদাদী (র.), মৃ. ৫৯৭ হি.।

হিজরী সপ্তম শতক থেকে তাকলীদ যুগের সূচনা হয়। এ যুগে উলামা কিরাম এবং সাধারণ মানুষ ইমামগণের তাকলীদ করতে আরম্ভ করে। তারা মনে করেন, চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে ফাকীহ্গণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ 'ইলমুল ফিক্‌হ্ বা ইসলামী আইন শাস্ত্র তৈরি করে গিয়েছেন যাতে মানব জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে। তারা আরও মনে করেন, আমাদের চোখে সমস্যা যত নতুন বলেই মনে হোক না কেন বেশির ভাগ সমস্যারই সমাধান ফুকাহা কিরামের রচিত গ্রন্থসমূহে রয়েছে এবং ঐ সমস্যার সমাধানের মূলনীতি সেখানে উল্লেখ রয়েছে। সে যুগের কিতাবসমূহে এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা উদ্ভব হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এখনো তা সংঘটিত হয়নি। সেসব কিতাবে এতো খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধানও রয়েছে যা এখানো অলীক এবং কল্পনা বলে মনে হয়। কিন্তু কালের বিবর্তনে হয়তো কোনো সময় সে সব সমস্যারও উদ্ভব হবে। তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাবসমূহেই পাওয়া যাবে এবং নুতন ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে না। বস্তুত এটি হচ্ছে ইসলামের মু'জিযা। অতএব এখন ইজতিহাদ করার অর্থ হল, জ্ঞাত জিনিসকে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির ব্যয় করা। হাঁ, যদি এমন কোন সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ সে যুগের কিতাবসমূহে নেই এবং সেখানে এর মূলনীতিও উল্লেখ নেই, তবে অবশ্যই ইজ্‌তিহাদ করতে হবে, এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দ্বার চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। ইসলামে যেমনিভাবে ইজতিহাদের দ্বার অবরুদ্ধ নয়, এমনিভাবে বল্গাহীন গবেষণারও কোনো সুযোগ নেই। এ যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট 'আলিম মুজতাহিদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তবে তা ছিলো এ যুগের প্রথমার্ধের দিকে। যেমন হানাফী মাযহাবের ইমাম 'আল্লামা কামালুদ্দীন ইব্‌নুল হুমাম (র.), আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লাঈ (র.) এবং 'আল্লামা কামাল ইব্‌নু পাশা (র.) প্রমুখ; মালিকী মাযহাবের 'আল্লামা ইব্‌নু দাকীকুল 'ঈদ (র.), শাফিঈ' মাযহাবের আল্লামা

www.nagorikpathagar.org

'ইযযুদ্দীন আবদুস সালাম (র.), শায়খ তাকী উদ্দীন সুযুকী (র.); 'আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র.), শায়খ জালালুদ্দীন মাহাল্লী (র.) এবং হাম্বালী মাযহাবের 'আল্লামা ইব্‌নু তাইমিয়া (র.) ও আল্লামা ইব্‌নুল কায়্যিম (র.) প্রমুখ। তাঁরা নিজ নিজ ইমামের মূলনীতি অনুসারে কিতাবাদি রচনা করে 'ইলমুল ফিক্‌হের ক্রমবিকাশের এ ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন।

পাক-ভারত উপমহাদেশে 'ইলমুল ফিক্‌হ্-এর ক্রম-বিকাশে ফুকাহা কিরাম বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁরা 'ইলমুল ফিক্‌হ ও মাসাইলের মাজলিস বসিয়ে এবং এর উপর গ্রন্থ রচনা করে যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন তা থেকে মুসলিম সমাজ উপকৃত হতে থাকবে। নিম্নে তাঁদের কয়েকজন বিশিষ্ট মুফ্‌তী এবং ফাকীহ্ -এর তালিকা প্রদান করা হলো:

১. শায়খ নিযামুদ্দীন (র.), মৃ. ৭২৫ হি.
২. আবুল ফাযায়েল সা'আদুদ্দীন মাহমূদ দিহলাবী (র.), মৃ. ৭৭১ হি:
৩. শায়খ ইয়াহইয়া মুনীরী (র.), মৃ. ৭৭২ হি.
৪. সিরাজুদ্দীন উমার ইব্‌নু ইসহাক হিন্দী (র.), মৃ. ৭৭৩ হি:
৫. সিরাজ উদ্দীন 'উমার ইব্‌নু ইসহাক হিন্দী (র.), মৃ. ৭৭৩ হি.
৬. শায়খ ইমামুদ্দীন দেহলবী (র.), মৃ. ৭৮০ হি.
৭. শায়খ আলম ইব্‌নু আলায়ী আন্দরপতি (র.), মৃ. ৭৮৬ হি.
৮. শায়খ ইসমা'ঈল ইব্‌নু মুহাম্মাদ মুলতানী (র.), মৃ. ৭৯৫ হি.
৯. মালিকুল 'উলামা কাযী শিহাবুদ্দীন দৌলাতবাদী (র.), মৃ. ৮৫৫ হি:
১০. শায়খ হাসান বাল্‌খী (র.), মৃ. ৮৮৬ হি:
১১. মোল্লা ইসামুদ্দীন (র.), মৃ. ৯০০ হি.
১২. ইউসুফ ইব্‌নু জুনায়েদ তুকানী (র.), মৃ. ৯০৫ হি:
১৩. মাওলানা হাদ্দাদ জৌনপুরী (র.), মৃ. ৯২৩ হি.
১৪. বারকলী মুহীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌নু পীর 'আলী (র.), মৃ. ৯৮২ হি:
১৫. মাওলানা হামিদ ইব্‌নু মুহাম্মাদ কুনূবী (র.), মৃ. ৯৮৫ হি.
১৬. শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌নু হুসাইন নওশাবাদী (র.), মৃ. ৯৮৭ হি:
১৭. শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন ইব্‌নু নাসরুল্লাহ্ ইবনু ইমামুদ্দিন গুজরাটী (র.), মৃ. ৯৯৮ হি:
১৮. কাযী আবুল ফাতাহ্ বিলগিরামী (র.), মৃ. ১০০১ হি.
১৯. শায়খ ই'য়াকুব ইব্‌নু হাসান কাশ্মিরী (র.), মৃ. ১০০৩ হি:
২০. খাজায়ে খাজেগান বাকী বিল্লাহ (র.), মৃ. ১০১২ হি:
২১. শাহ বাকী বিল্লাহ (র.), মৃ. ১০১২ হি.
২২. শায়খ আহমাদ মুজাদ্দিসে আলফ্-সানী (র.), মৃ. ১০৩৪ হি:
২৩. মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (র.), মৃ. ১০৫৮ হি.

www.nagorikpathagar.org

২৪. মুহাম্মাদ সাঈদ ইব্‌নু মুজাদ্দিদে আলফ-সানী (র.), মৃ. ১০৭০ হিঃ
২৫. মুহাম্মাদ সাঈদ ইব্‌নু মুজাদ্দিদে আলফ-সানী (র.), মৃ. ১০৭০ হি.
২৬. মোল্লা নিযামুদ্দীন বুরহানপুরী (র.), মৃ. ১১০৩ হি.
২৭. বাদশাহ্‌ আলমগীর (র.), মৃ. ১১১৮ হি.
২৮. মোল্লা মুহিব্‌বুল্লাহ বিহারী (র.), মৃ. ১১১৯ হি.
২৯. আল্লামা মুল্লা জিউন (র.), মৃ. ১১৩০ হি.
৩০. হাফিয আমানুল্লাহ্‌ ইব্‌নু নুরুল্লাহ্‌ বানারশী (র.), মৃ. ১১৩০ হিঃ
৩১. শায়খ নুরুদ্দীন ইব্‌নু শায়খ মুহাম্মাদ আহমাদী (র.), মৃ. ১১৫৫ হিঃ
৩২. মোল্লা নিযামুদ্দীন সিহাবলী (র.), মৃ. ১১৬১ হি.
৩৩. শাহ্‌ওয়ালী উল্লাহ্‌ মুহাদ্দিস দেহ্‌লভী (র.), মৃ. ১১৭৬ হি.
৩৪. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.), মৃ. ১২২৫ হি.
৩৫. শায়খ সালামুল্লাহ্‌ হামাদী (র.), মৃ. ১২২৯ হিঃ
৩৬. শাহ্‌ 'আবদুল 'আযীয মুহাদ্দিস দেহ্‌লভী (র.), মৃ. ১২৩৯ হি.
৩৭. মাওলানা মুহাম্মদ সুলতান খান (র.), মৃ. ১২৫২ হিঃ
৩৮. আবুল খায়ের মুহাম্মাদ মু'ঈনুদ্দীন ইব্‌নু শাহ্‌ খয়রাত আল-বিহারী(র.), মৃ. ১২৮৭ হিঃ
৩৯. মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.), মৃ. ১২৯০ হি.
৪০. মুফ্‌তী সা'আদুল্লাহ্‌ (র.), মৃ. ১২৯৪ হিঃ
৪১. মুফ্‌তী আসাদুল্লাহ্‌ (র.), মৃ. ১৩০০ হিঃ
৪২. মাওলানা আবদুল হাই লাখনৌভী (র.), মৃ. ১৩০৪ হি.
৪৩. মাওলানা ওয়াহীদুয্‌যামান ইব্‌নু মাসীহুয্‌ যামান লাখনৌবী ফারুকী (র.); ১৩০৭ হিঃ
৪৪. নওয়াব সিদ্দীক হাসান ভূপালী (র.), মৃ. ১৩০৭ হিঃ
৪৫. মাওলানা ইরশাদ হোসাইন রামপুরী (র.), মৃ. ১৩১১ হিঃ
৪৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আহসান ইব্‌নু লুতফে 'আলী (র.), মৃ. ১৩১২ হি.
৪৭. মাওলানা যাহীর আহমাদ শাহ্‌ওয়ানী (র.), মৃ. ১৩১৬ হিঃ
৪৮. মুফ্‌তী লুৎফুল্লাহ্‌ আলীগড়ী (র.), মৃ. ১৩৩৪ হিঃ
৪৯. মাওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী ফুরফুরাবী (র.), মৃ. ১৩৩৯ বং
৫০. মাওলানা মুফ্‌তী আহ্‌মাদ রেযা খান বেরলবী (র.), মৃ. ১৩৪০ হিঃ
৫১. মুফ্‌তী 'আযীযুর রহমান (র.), মৃ. ১৩৪৮ হিঃ
৫২. মাওলানা মুশ্‌তাক আহমাদ কানপুরী (র.), মৃ. ১৩৫৯ হিঃ
৫৩. মাওলানা আশরাফ আলী থানাবী (র.), মৃ. ১৩৬২ হি.
৫৪. মাওলানা 'ইযায 'আলী ইব্‌নু মুহাম্মাদ মেযাজ 'আলী মুরাদাবাদী (র.), মৃ. ১৩৭৪ হিঃ
৫৫. মাওলানা ই'যায 'আলী (র.), মৃ. ১৩৭৪ হি.
৫৬. মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (র.), মৃ. ১৯০৫ হি.
৫৭. মাওলানা রুহুল আমীন বশীরহাটী (র.), মৃ. ১৯৪৫ খ্রি.
৫৮. মুফ্‌তী কিফায়েত উল্লাহ্‌ (র.), মৃ. ১৯৫২ খ্রি.

www.nagorikpathagar.org

৫৯. শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (র.)
৬০. মুফ্তী মুহাম্মাদ শফী (র.), মৃ.
৬১. মাওলানা ইউসুফ বিননৌরী (র.), মৃ.
৬২. মাওলানা শাববীর আহ্মদ 'উসমানী (র.),

বাংলাদেশের ফাকীহ্ ও মুফ্তীগণের পরিচিতি

এছাড়াও আরো বহু মনীষী এই উপমহাদেশে ফিক্হ ও ফাতাওয়ার ময়দানে বিরাট অবদান রেখেছেন। তাঁরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে দারসদানের মাধ্যমে এবং কিতাব রচনা করে এ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন ও দিচ্ছেন।

বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ফাকীহ ও মুফতীর পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. শায়খ শারফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.), মৃ. ৭০০ হি:
২. মাওলানা হাজী শরীয়াতুল্লাহ্ (র.), মৃ. ১২৫৬ হি:
৩. মাওলানা জমির উদ্দিন চাটগামী (র.), মৃ. ১৯৩৯ খ্রি.
৪. মুফ্তী ওসমান গণী (র.), মৃ. ১৪০৬ হি:
৫. মুফ্তী মুহাম্মাদ 'আযীযুল হক (র.), মৃ. ১৯৬১ খ্রি.
৬. মুফতী আবদুল মাজীদ (র.), মৃ. ১৯৬৭ খ্রি.
৭. মুফতী মুবারক উল্লাহ্ (র.), মৃ. ১৯৭০ খ্রি.
৮. মাওলানা তাজুদ্দীন (র.), মৃ. ১৯৭০ খ্রি.
৯. মুফ্তী আবদুল কারীম (র.), মৃ. ১৯৭০খ্রি.
১০. মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইন খান (র.), মৃ. ১৯৭১ খ্রি.
১১. মুফ্তী নূরুল হক (র.), মৃ. ১৯৮৭ খ্রি.
১২. মুফ্তী আলী আকবার (র.), মৃ. ১৯৮৯ খ্রি.
১৩. মাওলানা নিছার উদ্দীন আহমদ (র.), মৃ. ১৯৫২ খ্রি.
১৪. মাওলানা হাফিয আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (র.), মৃ. ১৯৩৯ খ্রি.
১৫. মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মাদ ফয়যুল্লাহ (র.), মৃ. ১১৭০হি.
১৬. মুফ্তী দীন মুহাম্মাদ খান (র.), মৃ. ১৯৭৪ খ্রি.
১৭. মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.), মৃ. ১৯৬৮ খ্রি.
১৮. সাইয়েদ মুফ্তী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দিদী আলবারকাতী (র.), মৃ. ১৩৯৪ হি.
১৯. মুফ্তী 'আবদুল মু'ঈয (র.), মৃ. ১৯৮৪ খ্রি.
২০. মাওলানা 'আবদুর রহমান (র.), মৃ. ১৯৬৮ খ্রি.
২১. মুফতী নুরুল হক (র.), মৃ. ১৯৮৭ খ্রি.
২২. মাওলানা মুহাম্মাদ 'আবদুর রহীম(র.), মৃ. ১৯৮৭ খ্রি.
২৩. মাওলানা উবায়দুল হক (র.), মৃ. ২০০৯ খ্রি.

www.nagorikpathagar.org

'ইলমুল ফিক্‌হ্-এর ক্রমবিকাশ এবং ফিক্‌হ্ চর্চার ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অবদান অনস্বীকার্য। এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দীনি বিষয়ে হাজারো মৌলিক এবং অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এসব গ্রন্থ পাঠ করে অসংখ্য পথহারা মানুষ পথের সন্ধান পাচ্ছে। 'ইলমুল ফিক্‌হ্ চর্চা এবং ফিক্‌হের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে পৃথিবী বিখ্যাত ফাতাওয়া গ্রন্থ 'ফাতাওয়া আলামগীরী' এবং আলহিদায়া গ্রন্থের অনুবাদ এ প্রতিষ্ঠানের অমর অবদান। বিশেষভাবে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত ফাতাওয়া ও মাসাইল এবং একখণ্ডে প্রকাশিত 'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম' গ্রন্থ দু'টো সারা দেশে বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। গ্রন্থ দু'টো গ্রন্থ দেশের বাইরেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এসব ফাতাওয়া গ্রন্থ থেকে বাংলা ভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাদের জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় মাস'আলা-মাসাইল সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আসছেন।[৪১৭]

---

৪১৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪-৫৬

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়
'ইলমুল ফিক্হ -এর কতিপয় পরিভাষা ও সূত্র

মূলনীতি শব্দের 'আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে উসূল (أصول)। এটি আসল (أصل) শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ মূল বা ভিত্তি।

ما يبنى عليه غيره-

"যে বস্তুর উপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করা হয় তাকে আস (أصل) বলে।"[৪১৮]

অতএব উসূলুল ফিক্হ-এর অর্থ দাঁড়াল-আইন শাস্ত্রের ভিত্তি ও আইনের মূলনীতি।

ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় উসূলুল ফিক্হ হচ্ছে-

القواعد والبحوث التي يتوصل بها الى استفادة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية -

"এমন সব মূলনীতি, যার দ্বারা শারী'আতের কার্যাবলি সংক্রান্ত বিধি-বিধান তার বিস্তারিত দলীল থেকে উদ্ভাবন করা যায়।"[৪১৯]

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, এটি এমন কিছু প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা জানার নাম যে গুলোর সাহায্যে কোরআন, হাদীস, ইজমা' ও কিয়াসের আলোকে শারী'আতের প্রায়োগিক বিধানাবলি উদঘাটন করা যায়। ইসলামী আইনের আলোচ্য বিষয় হলো শারী'আতের উৎস চতুষ্টয়। অর্থাৎ (১) মহান আল্লাহর নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব আলকোরআনুল কারীম, (২) হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রাপ্ত আস-সুন্নাহ, (৩) মুসলিম উম্মাহ তথা ফাকীহ 'আলিমগণের ইজমা' এবং (৪) পূর্ববর্তী উৎসত্রয়ের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত কিয়াস।

উপরোক্ত উৎস চতুষ্টয় যেভাবে ইসলামী আইন-এর আলোচ্য বিষয় তদ্রূপ উসূলুল ফিক্হ -এর ও আলোচ্য বিষয়। তবে ফিক্হ শাস্ত্রের লক্ষ হচ্ছে, দলীল চতুষ্টয় গবেষণা করে বিধান উদ্ভাবন করা আর উসূলুল ফিক্হ -এর লক্ষ হচ্ছে ঐ দলীল চতুষ্টয়কে গবেষণা করে আহকাম উদ্ভাবনের নীতিমালা ও নিয়ম পদ্ধতি আবিস্কার করা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে 'ইলমুল ফিক্হ ও 'ইলমু উসূলিল ফিক্হ উভয়ের বিচরণক্ষেত্র এক ও অভিন্ন, তবে লক্ষ ভিন্ন ভিন্ন।

উসূলুল ফিক্হ-এর আলোচ্য বিষয়

'উসূলুল ফিক্হ-এর আলোচ্য বিষয় হলো, শারী'আতের সামষ্টিক দলীল, যা থেকে সামষ্টিক হুক্ম পাওয়া যায়। কাজেই উসূল শাস্ত্রে আলকোরআন, আল-হাদীস, আল-

---

৪১৮. মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহ্সান, কাওয়া'ইদুল ফিক্হ, দেওবন্দ: আশারাফী বুক ডিপো, ১৯৯১, পৃ. ১৮১
৪১৯. আবদুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ, 'ইলমু উসূলিল ফিক্হ, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৩, পৃ. ১২

www.nagorikpathagar.org

ইজমা, আল-কিয়াস কেন শারী'আতের দলীল হবে, কোরআন এবং হাদীসের কোন ধরনের বক্তব্য হতে কোনো ধরনের হুক্‌ম পাওয়া যাবে ইত্যাদি বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আলকোরআনহলো ইসলামী শারী'আতের বিধি-বিধানের প্রধান উৎস ও ভিত্তি। বস্তুত কোরআন মাজীদের সব বক্তব্য একই ধরনের নয়। বরং তার কোনো কোনো বক্তব্য আদেশ হিসেবে আর কোনো কোনো বক্তব্য নিষেধ হিসেবে, আবার কোন বক্তব্য শর্ত সাপেক্ষ, কোন বক্তব্য শর্তহীনভাবেও এসেছে। উসূল শাস্ত্রবিদগণ এসব সাধারণ ও সামষ্টিক দলীল নিয়েই আলোচনা করেন যাতে এসবের উপর ভিত্তি করে একক হুক্‌ম উদ্ভাবন করা যায়।[৪২০]

উসূলুল ফিক্‌হ-এর মূলনীতির উদ্দেশ্য

উসূলুল ফিক্‌হ-এর লক্ষ্য হলো, শারী'আতের বিধি-বিধান জানার জন্য তার বিস্তারিত দলীলের উপর উসূলুল ফিক্‌হ-এর মূলনীতিসমূহ বাস্তবায়ন করা। এসব মূলনীতির আলোকে শারী'আতের বিধানসমূহ বুঝার চেষ্টা করা এবং তা থেকে যেসব বিধান লাভ করা যায় তা জানা। নাস (نص)-এর মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা থাকলে তা দূর করার উপায় জানা এবং কোন নাস অপর কোনো নাস-এর সাথে সাংঘর্ষিক হলে তার নিরসন বা অগ্রাধিকারদানের উপায় বের করা। অথবা কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন নস না থাকলে সে ব্যাপারে কিয়াস, ইস্তিহসান, ইস্তিসহাব, মাসালিহে মুরসালা ইত্যাদির আলোকে হুক্‌ম বের করা। এমনকি পূর্বেকার মুজতাহিদগণ শারী'আতের যে সব আহকাম বের করেছেন তা এসব মূলনীতির আলোকে বুঝার চেষ্টা করা। এতদ্ব্যতীত একই বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মাযহাবের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলে তা হওয়ার কারণ উদঘাটন করাও উসূলুল ফিক্‌হ-এর মাধ্যমেই সম্ভব। এ কারণেই উসূলুল ফিক্‌হ হল তুলনামূলক ফিক্‌হ শাস্ত্রের ভিত্তি। আর উসূলুল ফিক্‌হ-এর উদ্দেশ্য হলো, শরঈ বিধি-বিধানের মূলনীতি সম্বন্ধে অবগত হয়ে তদনুসারে আমল করার মাধ্যমে ইহ ও পারলৌকিক সফলতা অর্জন করা।[৪২১]

উসূলুল ফিক্‌হ-এর মূলনীতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলামের জয়যাত্রার সাথে সাথে ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিধি-বিধানেরও শুভযাত্রা ঘটে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এসব বিধান আলকোরআনএবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফাতওয়া ও বক্তব্য হতে সরাসরি পাওয়া যেত। কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে সে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর অপেক্ষা করতেন। কখনো আবার নিজেই সে ব্যাপারে ফায়সালা দিতেন। কাজেই প্রথম যুগে 'ইলমুল ফিক্‌হ-এর উৎস ছিলো আলকোরআনও আস-সুন্নাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পর সাহাবা যুগে এমন সব সমস্যা দেখা দেয় যার সরাসরি সমাধান আলকোরআনকিংবা আল-হাদীসে পাওয়া

---

৪২০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-২০৪
৪২১. আবদুল ওয়াহ্‌হাব খাল্লাফ, ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

www.nagorikpathagar.org

যায়নি। তখন সে সব সমস্যার সমাধানের লক্ষে শারী'আতের বিধান পাওয়ার জন্য মুজতাহিদ সাহাবাগণকে ইজতিহাদের শরণাপন্ন হতে হয়। তাঁরা পূর্বের বিধি-বিধানের সাথে ইজতিহাদের মাধ্যমে আরো অনেক বিধান সংযোজন করেন। ফলে দ্বিতীয় স্তরে এসে আল-কোরআনের বিধান, আস-সুন্নাহ'র বিধান ও সাহাবাগণের ফাতাওয়া ও বিচার বিষয়ক ফায়সালার সমন্বয়ে গঠিত হয় 'ইলমুল ফিক্হ। সে সময় ফিক্হের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি পায় আলকোরআনও আস-সুন্নাহ'র সাথে সাহাবাগণের ফাতওয়া এবং ফায়সালা। এতদুভয় যুগে 'ইলমুল ফিক্হ -এর কোন বিধান ও আহকাম সংকলিত হয়নি।

হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বিস্তৃতি লাভ করে এবং অনেক অনারব ইসলাম গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় মুসলিমগণ বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ফলে বহু ধরনের সমস্যা ও জরুরী অবস্থার মুখোমুখি হয়। ফলে তাদেরকে নব সৃষ্ট সমস্যার সমাধান দেয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। এভাবে ফিক্হ বিষয়ক গবেষণার দ্বার খুলে যার এবং ফিক্হ-এর বিধি-বিধান প্রণয়নের বিস্তৃতি ঘটে। এর সাথে আরও অনেক সমস্যা কল্পনা করে তারও সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়। যাতে কখনো বাস্তবে সে ধরনের সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় এবং পরবর্তীকালের মানুষের কষ্টের শিকার হতে না হয়। আর কেউ যেন ইসলামী শারী'আতকে স্থবির বা যুগ সমস্যার সমাধানে অক্ষম মনে করতে না পারে।

আল্লামা মুওয়াফফিক (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ই সর্বপ্রথম 'ইলমুল ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থ সংকলন করেন। পরবর্তী কালে ইমাম মালিক (র.)-এ বিষয়ে গ্রন্থ সংকলন করেন। এ সময় ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দুই ছাত্র যথাক্রমে ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শাইবানী ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ফিক্হ-এর কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শাইবানীর রচিত ছয়টি যাহিরী রিওয়াতের গ্রন্থ যা হাকেম শহীদ তাঁর 'কাফী' গ্রন্থে একত্র করেছেন, পরবর্তীকালে 'আল্লামা সারাখ্সী (র.) তাঁর "মাবসূত" নামক গ্রন্থে তার ব্যাখ্যা করেছেন। এ গ্রন্থই হানাফী ফিকহের ভিত্তি। এ সময় ইমাম শাফিঈ' (র.) মিসরে তাঁর 'আল-উম্ম' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থটিকে শাফিঈ' (র.) মাযহাবের ভিত্তি বলা হয়।[৪২২]

উসূলুল ফিক্হ-এর প্রথম সংকলক

উসূলূল ফিক্হ-এর কে প্রথম সংকলক এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। কারো কারো মতে উসূলুল ফিক্হ-এর শব্দ সম্পর্কিত নিয়মনীতিগুলো সর্বপ্রথম ইমাম 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (মৃ. ১৭৯)-এর ছাত্র হিশাম ইবনু হাযাম গ্রন্থাকারে সংকলন করেন।[৪২৩]

ইব্নুন নাদীম (র.) তাঁর 'আল-ফিহরিস্ত' নামক গ্রন্থে বলেন, সর্বপ্রথম উসূলের নিয়ম-

---

৪২২. আবদুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ, ইলমু উসূলিল ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৪২৩. ড. হাসান আলী আশ-শায়িলী, আল-মাদখাল লিল ফিক্হ আল-ইসলামী, তা.বি. পৃ. ৪১৮

www.nagorikpathagar.org

নীতিগুলো এক পৃথক গ্রন্থে সংকলন করেন ইমাম আবূ ইউসুফ (মৃ. ২০২ হি.)। তবে তাঁর সে গ্রন্থ আমরা পাই নি।[৪২৪]

আবার অনেকের মতে ইমাম শাফিঈ' (মৃ. ২০৪ হি.) প্রথম উসূলুল ফিক্‌হ-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার আবদুল গানী আদ্দাকার[৪২৫] ইমাম আর-রাযী, বদরুদ্দীন যারকাশী, ইবনু খাল্লিকান প্রমুখের বরাত দিয়ে লিখেন, লোকেরা ইমাম শাফিঈ'র আগেও উসূলুল ফিক্‌হ বিষয়ে আলোচনা করতো। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁদের কাছে শারী'আতের দলীলের দিকে প্রত্যাগমনের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো মৌলিক গ্রন্থ ছিলো না। এমতাবস্থায় ইমাম শাফিঈ' (র.)-ই সর্বপ্রথম উসূলুল ফিক্‌হ-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনিই প্রথম এ বিষয় সার্বিক আলোচনা সম্বলিত শারী'আতের দলীল জানার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর সে গ্রন্থে পরস্পর বিরোধী দলীলসমূহের মধ্যে বিরোধ নিরসনের উপায়, আন-নাসিখ, আল-মানসূখ, আল-কুর'আন, আল-হাদীস, আল-ইজমা', আল-কিয়াস ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

ইমাম শাফিঈ' (র.) প্রণীত গ্রন্থ লেখার কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়, 'ইরাকের আহলে হাদীসদের ইমাম 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদী তাঁর কাছে আলকোরআনকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করার নিয়মনীতি, আস-সুন্নাহ্ বা হাদীস দ্বারা দলীলপ্রদানের নিয়ম-নীতি, হাদীস ও কোরআনের নাসিখ-মানসূখ চিহ্নিত করার উপায় ইত্যাদি প্রসঙ্গে একটি রিসালা লেখার জন্য আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখেন। ইমাম শাফিঈ' (র.) তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁর "আর-রিসালাহ" নামক গ্রন্থটি লিখেন। এটিই উসূল শাস্ত্রে লিখিত প্রথম গ্রন্থ।[৪২৬]

লিখিত আকারে সর্বপ্রথম উসূল গ্রন্থ হিসাবে ইমাম শাফিঈ' (র.) রচিত 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থটিই পাওয়া যায়। তাই অধিকাংশ ঐতিহাসিক ইমাম শাফিঈ' (র.)-কে উসূলুল ফিক্‌হ শাস্ত্রের জনক গণ্য করেছেন। ইমাম শাফিঈ' (র.) কর্তৃক "আর-রিসালাহ" নামক গ্রন্থটি লিখিত হবার পর বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীগণ তাঁদের নিজেদের মাযহাবী দৃষ্টিকোণ থেকে বহু উসূল গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৪২৭]

উসূলুল ফিক্‌হ গ্রন্থের রচনা পদ্ধতি

উসূলুল ফিক্‌হ গ্রন্থ প্রণয়নে আলিমগণ একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। কালাম শাস্ত্রের 'আলিমগণ একটি পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অনুসরণ করেছেন হানাফী মাযহাবের 'আলিমগণ। তাঁদের রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা সেসব নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেছেন যার উপর ভিত্তি করে তাঁদের মাযহাবের ইমামগণ মাসআলাসমূহ

---

৪২৪. আবদুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ, ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৪২৫. আল-ইমাম আবদুল গণী আদ্দাকার, আল-আকবার, বৈরূত : দারুল কালাম, ১৯৭৬, পৃ. ২০৬-২০৮
৪২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮-২০৯
৪২৭. আবদুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ, ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

www.nagorikpathagar.org

ইস্তিম্বাত (উদ্ভাবন) করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা প্রথমে তাঁদের মাযহাবের ইমামগণ কর্তৃক ইস্তিম্বাতকৃত মাসআলাগুলো দেখেছেন। অতঃপর তার উপর ভিত্তি করে উসূলুল ফিক্হ-এর নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেছেন। অপর এক দল 'আলিম উপরোক্ত উভয় পদ্ধতিকে একত্র করে উসূল গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁরা প্রথমত দার্শনিক দলীল-প্রমাণের আলোকে উসূল বা নিয়ম-নীতিগুলো প্রণয়ন করেছেন, অতঃপর তা ফিক্হের বিভিন্ন মাসআলার উপর প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন।

প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর পরিচয়

এখানে পাঠকদের সামনে প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে লিখিত কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের পরিচয় তুলে ধরা হলো-

(১) (কিতাবুল বুরহান) (كتاب البرهان)ঃ এ গ্রন্থটি প্রাচ্যের বিখ্যাত শাফিঈ' মাযহাবের ইমাম আবুল মা'আলী 'আবদুল মালিক ইবনু 'আবদিল্লাহ আল-জু'আইনী (মৃ. ৪৭৮ হি.) রচনা করেছেন। তিনি ইমামুল হারামাইন নামে সমধিক পরিচিত।

(২) (আল-মুস্তাস্ফা) (المستصفى) ঃ এ গ্রন্থটি ইমামুল হারামাইনের সুযোগ্য ছাত্র হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনু মুহাম্মদ আল-গাযালী (মৃ. ৫০৫ হি.) প্রণীত। গ্রন্থটি প্রথমে মিসরের কায়রো হতে ১৩৬৫ হি. সনে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

(৩) (কিতাবুল-আহ্কাম)(كتاب الاحكام)ঃ এ গ্রন্থটি আবুল হাসান আল-আমেদী (মৃ. ৬৩১ হি.) প্রণয়ন করেন। ১৯১৪ সালে এ গ্রন্থটি ৪ খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়।[৪২৮]

(৪) (আল-মিনহাজ) (المنهاج)ঃ এ গ্রন্থটি 'আল্লামা বায়দাবী শাফি'ঈ (মৃ. ৬৮৫হি.) রচনা করেছেন। এর বহু ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়োক্ত পদ্ধতিতে লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর পরিচয়

হানাফী 'আলিমগণের রচনাশৈলী অনুসরণ করে লিখিত কতিপয় বিখ্যাত উসূল গ্রন্থের পরিচয় পেশ করা হলো-

১. (আল-উসূল) (الأصول)ঃ এ গ্রন্থটি উসূল আবী যায়িদ আদ-দাবূসী (মৃ. ৪৩০ হি.) নামে পরিচিত।

২. (উসূল ফাখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী)(أصول فخر الاسلام البزدوى)ঃ এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন ইমাম ফাখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (মৃ. ৪৩০ হি.)। এ গ্রন্থটির উপর টীকা লিখেন 'আবদুল 'আযীয আল-বুখারী। তিনি তাঁর টীকা গ্রন্থের নাম রাখেন "কাশফুল আসরার 'আলা উসূলিল বাযদাবী" এবং তা ১৩০৭ হি. সনে ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

৪২৮. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

৩. (উসূলুস সারাখসী) (أصول السرخسي) ঃ এ গ্রন্থটি রচনা করেন শামসুল আইম্মা আবুল বাশার মুহাম্মাদ ইব্‌নু আহমাদ ইব্‌নি সাহাল আস-সারাখসী (মৃ. ৪৮৩ হি.)। গ্রন্থটি আবুল ওয়াফা আফগানীর সম্পাদনায় ২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

৪. (আল-মানার)(المنار) ঃ এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন হাফিয আন-নাসাফী (মৃ. ৭১০ হি.)। এ গ্রন্থের কয়েকটি বিখ্যাত শারাহ্ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) হচ্ছে "মিশকাতুল আনওয়ার" ও "নূরুল আনওয়ার"। শেষোক্ত শারাহটি লিখেন মুল্লা জীউন। এটি প্রকাশিত হয়েছে এক খণ্ডে।[৪২৯]

শেষোক্ত পদ্ধতিতে লিখিত কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের পরিচয়

তৃতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ উপরোক্ত পদ্ধতি একত্র করে যেসব গ্রন্থ লেখা হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো-

১. (বাদিউন নিযাম আল-জামি' বায়নাল বায়দাবী ওয়াল আহকাম)(بديع النظام الجامع بين البزدوى والأحكام)ঃ এটি লিখেছেন মুজাফফরুদ্দীন আল-বাগাদীদী আল-হানাফী (মৃ. ৬৯৪ হি.)।

২. (আত্ তাওদীহ)(التوضيح) ঃ এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন সাদরুশ শারী'আহ্ (র.)। এ গ্রন্থের লেখক 'উসূলুল বাযদাবী', 'মাহসূল' এবং মুখতাসারে ইবনু হাফিয থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন এবং তদনুসারেই লিখেছেন। 'আল্লামা তাফতাযানী (র.) তাওযীহ্ গ্রন্থের একটি শারাহ লিখেছেন। তার নাম রাখা হয়েছে 'আত-তালবীহ্'। তাওযীহ ও তালবীহ্ কিতাবদ্বয় খুব বিখ্যাত এবং বহুল প্রচলিত।

৩. (আত-তাহরীর) (التحرير) ঃ এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (মৃ. ৮৬১ হি.)

৪. (জাম'উল জাওয়ামে') (جمع الجوامع) ঃ এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন ইবনুস সুবকী।[৪৩০]

অপরাপর কয়েকটি বিখ্যাত উসূল গ্রন্থের পরিচয়

এখানে পাঠকদের সামনে আরো কয়েকটি বিখ্যাত উসূল গ্রন্থের পরিচয় পেশ করা হলো-

(১) (উসূলিল ফিক্‌হ) (أصول الفقه)ঃ এটি প্রণয়ন করেছেন শায়খুল ইসলাম তাকী উদ্দিন আহমাদ ইবনুল তাইমিয়্যাহ (খৃ. ৮২৮ হি.)। এটা তার মাহমুদি ফাতাওয়ার সাথে বড় ২খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে ১৩৮২ হি. সনে।

(২) (ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন 'আন রাব্বিল 'আলামীন)(اعلام الموقعين عن رب العالمين) ঃ এ গ্রন্থটি ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়া (র.) প্রণয়ন করেছেন এবং তা ১৩৭৪ হি. সনে মিসর হতে ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

(৩) (আল-মুওয়াফাফাতু ফী উসূলুশ শারী'আহ)(الموافقات في أصول الشريعة) ঃ এটা

৪২৯. 'আবদুল ওয়াহহাব খাল্লাফ, 'ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত পৃ. ১৮-১৯
৪৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

www.nagorikpathagar.org

রচনা করেছেন ইমাম আবূ ইসহাক ইবরাহীম আশ-শাতিবী (মৃ. ৭৯০ হি.)। গ্রন্থটি ৪ খণ্ডে মিসর হতে প্রকাশিত হয়।[৪৩১]

আধুনিক যুগে লিখিত ও প্রকাশিত কয়েকটি বিখ্যাত উসূল গ্রন্থের পরিচয়

(১) (উসূলুল ফিক্হ) (اصول الفقه) ঃ এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন আশ-শাইখ মুহাম্মাদ আল-খিযরী বেক (মৃ. ১৯২৭)

(২) (উসূলুল ফিক্হ)(أصول الفقه) ঃ এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন শাইখ মুহাম্মাদ আবু যুহরা (র.) এবং তা মিসর হতে ১৯৫৭ সনে প্রকাশিত হয়।

(৩) (তাসহীলুল ওয়াসুল ইলা 'ইলমিল উসূল) (تسهيل الوصول إلى علم الاصول) ঃ এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন আশ-শাইখ মুহাম্মাদ 'আবদুর রহমান 'ঈদ আল-মাহলাবী (মৃ. ১৯২০)।

(৪) ('ইলমু উসূলিল ফিক্হ)(علم أصول الفقه) ঃ এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন শেখ 'আবদুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ। এটার সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয় মিসর হতে ১৯৫৬ সনে। এ গ্রন্থটি সহজ ও সাজানো গুছানো, পাঠ্য পুস্তক হিসেবে লিখিত।

(৫) (আশ-শারী'আতুল ইসলামিয়্যাহ সালিহাতুন লিকুল্লি যামানিন ওয়া মাকান)(الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان) ঃ এটা লিখেছেন মিসরের জামে' আল-আযহারের সাবেক শাইখুল আযহার (মৃ. ১৮৭৪-১৯৫৮)। তিনি এ গ্রন্থে ইসলামী শারী'আত সব যুগে ও সব স্থানে বাস্তবায়নযোগ্য প্রমাণ করার জন্য বেশ কিছু উসূলী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটি তিউনিসিয়ার অধিবাসী আলী রেযার তত্ত্বাবধানে ১৯৭১ সনে দামেশকের আল-মাতবা'আ আত্-তা'আউনিয়াহ হতে প্রকাশিত হয়েছে।

(৬) (আল-মাদ্খাল লি-দিরাসাতিস শারী'আহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ) (المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية) ঃ এটি লিখেছেন ড. 'আবদুল করীম যাইদান। ১৯৯৬ সনে বৈরুতের 'মুয়াস্সাতুর রিসালাহ' নামক প্রতিষ্ঠান হতে গ্রন্থটির চৌদ্দতম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।[৪৩২]

উপমহাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কতিপয় বিখ্যাত উসূল গ্রন্থ

এখানে পাঠকদের সামনে এ উপমহাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিখ্যাত উসূল গ্রন্থের পরিচয় পেশ করা হলো-

(১) (মুসাল্লামুস সাবূত)(مسلم الثبوت) ঃ এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন মুহিব্বুলাহ ইবনু 'আব্দুশ শাকুর (র.)। এটা একটা উচ্চস্তরের গ্রন্থ। এর একটি উত্তম শারাহ গ্রন্থ লিখেছেন 'আবদুল 'আলী আহমাদ ইবনু নিযাম উদ্দীন। শারাহটির নাম

---

৪৩১. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১
৪৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১-২১২

www.nagorikpathagar.org

'ফাওয়াতিহুর রাহমাত'। ১৯১৯ সনে বড় ২ খণ্ডে মিসর হতে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

(২) (হুসসামী)(حسامى) ঃ এটি প্রণয়ন করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ওরফে হুসামুদ্দীন (র.)। এ গ্রন্থের প্রকৃত নাম হলো(আল-মুনতাখাব ফী উসূলিল মাযহাব)(المنتخب فى أصول المذهب)। কারো কারো মতে এর নাম (আল-মুখতাসার ফিল-উসূল)(المختصر فىالاصول)।

(৩) (নূরুল আনওয়ার শারহিল মানার) (نور الأنوار شرح المنار) ঃ এটি প্রণয়ন করেছেন মুল্লা জীউন।

(৪) (উসূলুশ শাশী) (أصول الشاشى) ঃ 'আল্লামা নিজামুদ্দীন আশ-শাশী আল-হানাফী (র.)-এর প্রণেতা। এটাও একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ গ্রন্থটি প্রারম্ভিক শ্রেণীর পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।[৪৩৩]

প্রখ্যাত ইসলামী আইনজ্ঞ শায়খ আবুল বারাকাত 'আবদুল্লাহ ইবনু আহ্মাদ আন-নাসাফী (মৃ. ৭১০ হি.) 'আল-মানার' গ্রন্থে বলেন, আল-কোরআনের নাযম (نظم) ও মা'না (معنى) -এর শ্রেণি বিভাগ পরিচিতির দ্বারা শারী'আতের হুকুমসমূহের পরিচয় জানা যায়। আর তা হলো চার প্রকার। যেমন-

(১) (খাস) (الخاص), ('আম)(العام), (মুশতারাক) (المشترك) ও (মুআওয়াল) (المؤول)

(২) অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে শব্দের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা বিষয়ে নাযমের প্রকারভেদ। এগুলো হলো চারটি। যথা- (যাহির) (الظاهر), (নাস্) (النص), (মুফাস্সার) (المفسر) ও (মুহ্কাম) (المحكم)।

(৩) আবার এ চারটির সাথে সংশ্লিষ্ট বিপরীতার্থক চারটি জিনিসও রয়েছে। যথা- (খাফী) (الخفى), (মুশকাল) (المشكل), (মুজমাল) (المجمل) ও (মুতাশাবিহ্) (المتشابه) ।

(৪) শব্দের ব্যবহারিক প্রক্রিয়া বিষয়ে নাযমের প্রকারভেদ। চার প্রকার। যথাঃ (হাকীকাত) (الحقيقة), (মাজায) (المجاز), (সারীহ) (الصريح) ও (কিনায়া) (الكناية) ।

(৫) নাযমে ব্যবহৃত শব্দমালা থেকে উদ্দিষ্ট অর্থ আহরণের বিভিন্ন উপায়। এখানেও উপায় হলো চারটি। যথাঃ ('ই'য়তাবারুন নাস) (إعتبارالنص, (ইশারাতুন নাস) (اشارةالنص), (দালালাতুন নাস্) (دلالةالنص) ও (ইকতিযাউন নাস্) (اقتضاءالنص)।

উপরোক্ত ভিত্তিতে শাখা-প্রশাখা হিসাবে সর্বমোট ২০টি পরিভাষা উল্লেখ করা হয়েছে। এ

৪৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

www.nagorikpathagar.org

২০টি পরিভাষাই হল কিতাবুল্লাহ্ সম্পর্কীয় উসূলুল ফিক্হ-এর প্রধান আলোচ্য বিষয়। ফাখরুল ইসলাম আল-বাযদূবী (র.) বলেন, উপরোক্ত ২০টি পরিভাষার প্রত্যেকটিকে চারটি উপায়ে জানতে হয়। যথা-

(এক) পরিভাষাটির শব্দগত উৎপত্তিস্থল জানা; (দুই) পরিভাষাটির অর্থ জানা; (তিন) পরিভাষাটির ক্রমবিন্যাসগত পরিচিতি জানা। অর্থাৎ এক পরিভাষার 'নীতিমালা'-এর সাথে অপর 'নীতিমালার' কখনো বিরোধ ঘটে গেলে কোনটিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং কেন অগ্রাধিকার দেয়া হবে না ইত্যাদি জানা এবং (চার) প্রত্যেক পরিভাষার হুক্‌ম কী তা জানা।[৪৩৪]

'ইলমুল ফিক্হ-এর প্রত্যকটি বিধানের জন্য সুনির্দিষ্ট দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান আছে। যেমন সালাত ফারয হওয়া। এ টি একটা বিধান, এ বিধানের সুনির্ধারিত দলীল হলো, আল-কোরআনের আয়াত: [৪৩৫] وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ "সালাত কায়েম করো।"

উপরোক্ত আয়াতে 'সালাত ফারয' বিধানটি 'ইলমুল ফিক্হ -এর আলোচ্য বিষয় আর আল-কোরআনের নির্দেশ সাধারণত ফারয প্রমাণ করে, এটা একটা মূলনীতি।

অতএব উসূলশাস্ত্রবিদগণ যখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আদেশ দ্বারা ওয়াজিব আর নিষেধ দ্বারা হারাম বুঝায় তখন উপরোক্ত মূলনীতি তার আওতার মধ্যে অনেক একক বিষয়কে শামিল করে নেয়। কাজেই যে সব বিষয়ে আল-কোরআনে আদেশ এসেছে। যেমন : [৪৩৬] وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ "আর সালাত কায়েম করো এবং যাকাত দাও"। তেমনি [৪৩৭] وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ "চুক্তি পালন করো", এগুলো ওয়াজিব বুঝাবে। আর যেসব বিষয় সম্বন্ধে নিষেধ এসেছে যেমন ঃ [৪৩৮] وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى "যিনার কাছেও যেও না"।[৪৩৯] وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ "তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না", তা হারাম বুঝাবার জন্য হবে। এসব মূলনীতি আত্মস্থ করতে পারলেই ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যক্ষ মাস'আলার হুক্‌ম জানা সম্ভব হয় এসব মূলনীতির ভিত্তিতে।[৪৪০]

(১) আল-খাস্ (الخاص)

আল-খাস্-এর আভিধানিক অর্থ-নির্দিষ্ট। পরিভাষায় খাস-এর সংজ্ঞা হল-

هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد-

"আল-খাস্ এমন প্রতিটি শব্দকে বলা হয়' যা এককভাবে একটি মাত্র নির্দিষ্ট অর্থ বুঝানোর জন্য গঠিত হয়।"[৪৪১] যেমন ঃ 'উমার' একটি শব্দ, এক ব্যক্তির নাম। এটি

৪৩৪. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, তা. বি. পৃ. ১৩
৪৩৫. আলকোরআন, সূরা বাকারা ২ঃ ৪৩
৪৩৬. আলকোরআন, সূরা বাকারা ২ ঃ ৪৩
৪৩৭. আলকোরআন, সূরা মায়িদা ৫ ঃ ১
৪৩৮. আলকোরআন, সূরা বনী আসরাঈল ১৭ ঃ ৩২
৪৩৯. আলকোরআন, সূরা বনী আসরাঈল ১৭ ঃ ৩১
৪৪০. আবদুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ, ইলমু উসূলিল ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৪৪১. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

www.nagorikpathagar.org

নির্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য গঠিত বিধায় শব্দটি খাস।

খাস তিন প্রকারের হয়। যথা: (১) 'খুসূসুল জিন্স' (خصوص الجنس) যা দ্বারা জাতিগতভাবে নির্দিষ্ট একটি অর্থ বুঝায়। যেমন : ইনসান (انسان) শব্দটি। এটি মানব জাতি-এর নির্দিষ্ট অর্থকে নির্দেশ করে। (২) 'আল-খুসূসুন নাও' (الخصوص النوع) যা শ্রেণিগতভাবে নির্দিষ্ট একটি অর্থ বুঝায়। যেমন : রাজুল (رجل) শব্দটি। এটি মানুষের একটি বিশেষ শ্রেণি তথা পুরুষ এর নির্দিষ্ট অর্থ নির্দেশ করছে। (৩) 'খুসূসুল 'আইন' (خصوص العين) যা ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট একটি অর্থ বুঝায়। যেমন : যায়েদ (زيد) শব্দটি। এটি 'যায়িদ' নামক ব্যক্তি-এর নির্দিষ্ট অর্থ নির্দেশ করছে।[৪৪২]

আল-খাস-এর হুকুম ঃ খাস (الخاص) নির্দিষ্ট উদ্দিষ্ট বস্তুকে এমন অকাট্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করে যে, তাতে উদ্দিষ্ট জিনিস ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর সম্ভাবনা থাকে না। যেমন : زيد عالم বাক্যে زيد শব্দটি খাস। এটি একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে এমনভাবে বুঝাচ্ছে যে, তাতে সে ব্যতীত অন্য কারো অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা নেই।[৪৪৩]

(২) আল-'আম্ (العام)

'আম্' শব্দের অর্থ-ব্যাপক, সাধারণ, বহু সংখ্যক জিনিসের অন্তর্ভুক্তকারী ইত্যাদি। উসূলুল ফিক্হ-এর পরিভাষায় 'আল-আ'ম' এর সংজ্ঞা হলো:

العام ما يتناول افرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول

"'আম এমন শব্দকে বলে, যা এমন বহু একককে শামিল করে যেগুলো হাকীকাতের দিক থেকে অভিন্ন।"[৪৪৪]

আল্লামা নিযামুদ্দীন আশ-শাশী (র.) আরো সহজভাবে সংজ্ঞা দিয়ে বলেন-

العام كل لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا كقولنا مسلمون ومشركون واما معنى كقولنا من وما-

"আল-আ'ম এমন শব্দকে বলা হয়, যা অর্থ বা শব্দের দিক থেকে বহু সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়। শব্দের দিক থেকে বহু সংখ্যক বুঝায়। যেমন: مسلمون মুসলমানগণ, مشركون মুশরিকরা ইত্যাদি। আর অর্থের দিক থেকে বহুসংখ্যক বুঝায়। যেমন من যারা, ما যেগুলো ইত্যাদি"।[৪৪৫]

আল-'আম -এর প্রকারভেদ

'আম' দুই প্রকার ঃ (১) বিশেষ কোনো অংশ খাস করা হয়েছে এমন 'আম(عام خص عنه البعض) এবং (২) বিশেষ কোনো অংশ খাস করা হয়নি এমন 'আম(عام لم يخص عنه شئ)।[৪৪৬]

---

৪৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫
৪৪৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬-২৯৭
৪৪৪. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৪৪৫. নিযামুদ্দীন আশ-শাশী, উসূলুশ শাশী, ডা. বি. পৃ. ১৯
৪৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

www.nagorikpathagar.org

আল-আ'ম-এর হুক্‌ম ঃ যেই আ'ম থেকে বিশেষ কোনো অংশ খাস করা হয়নি সেটি হুক্‌মের দিক থেকে খাস-এর অনুরূপ। কাজেই যেভাবে খাসের উপর 'আমল ওয়াজিব তদ্রূপ এ 'আম -এর উপরও 'আমল করা ওয়াজিব। শাফিঈ' মাযহাবের ইমামগণ বলেন, যে 'আম থেকে কোনো অংশ খাস করা হয়নি সেটি খবরে ওয়াহিদ বা কিয়াসের পর্যায়ভুক্ত। তাঁদের মতে এ 'আম -এর উপর 'আমল করা অকাট্যভাবে ওয়াজিব নয়। বরং ظنى হিসাবে- সন্দেহমূলকভাবে ওয়াজিব।[৪৪৭]

কিতাবুল্লাহে বর্ণিত এ পর্যায়ের 'আম-এর বিপরীতে যদি খবরে ওয়াহিদ কিংবা কিয়াস এসে দাঁড়ায় তাহলে আ'মের ব্যাপকতা অক্ষুণ্ন রেখে সেই খবরে ওয়াহিদ বা কিয়াসের সাথে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হবে, অন্যথায় খবরে ওয়াহিদ ও কিয়াসকে ত্যাগ করা হবে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী :

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

"কোরআনের যতটুকু পড়া তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পড়বে।"[৪৪৮]

এ আয়াতে সালাতের মধ্যে কিরা'আত পড়ার বিধান আলোচিত হয়েছে। এখানে ما শব্দটি আ'ম । অর্থ হলো-যতটুকু। আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াচ্ছে, কোরআনের যে কোনো স্থান থেকে যতটুকু সম্ভব পড়ো। সূরা আলফাতিহা বা অন্য কোনো সূরার অংশের কোনো নির্দিষ্টতা এখানে নেই। বুঝা যায় যে, আয়াতে উল্লেখিত ما আ'ম শব্দটির কারণে আমরা কোরআন মাজীদ থেকে অনির্দিষ্টভাবে যে কোনো স্থান থেকে যতটুকু সম্ভব তিলাওয়াত করতে আদিষ্ট মাত্র। অথচ খবরে ওয়াহিদে বর্ণিত হয়েছে যে, لا صلوة الا بفاتحة الكتاب "সূরা আল-ফাতিহা তিলাওয়াত করা ব্যতিরেকে সালাত শুদ্ধ হয় না।" খবরে ওয়াহিদের এই বক্তব্য আয়াতে বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাপকতার বিপরীত। আয়াতের বক্তব্য হলো আ'ম আর খবরে ওয়াহিদের বক্তব্য হলো 'খাস'। হানাফী উসূলবিদগণ এ দু'য়ের মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ করে উভয়ের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। আয়াতে বর্ণিত আ'ম হুক্‌ম তথা যে কোনো স্থান থেকে তিলাওয়াত করা ফারয। কাজেই সালাতের মধ্যে যদি সাধারণ কিরা'আত (مطلق قراة) না পাওয়া যায় তাহলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।[৪৪৯]

আ'ম-এর বিপরীতে দাঁড়ানো খবরে ওয়াহিদ বা কিয়াসকে সমন্বিত করা না গেলে পরিত্যাগ করার উদাহরণও রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -

"আর পুরুষ চোর এবং নারী চোর তাদের হাত কেটে দাও। এটি তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৪৫০]

---

৪৪৭. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৪৪৮. আলকোরআন, সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল ৭৩ ঃ ২০
৪৪৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১-৩০২
৪৫০. আলকোরআন, সূরা আল-মায়িদা ৫ ঃ ৩৮

www.nagorikpathagar.org

এ আয়াতে ما كسبا বাক্যাংশে বিদ্যমান ما শব্দটি আ'ম। এই আ'মের বিপরীতে দাঁড়াচ্ছে চুরি অধ্যায়ের একটি মাসআলার কিয়াস, যাকে সমন্বয় করা যায় না বিধায় আ'মের হুক্ম বজায় রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে ঐ কিয়াসটি পরিত্যাগ করা হয়েছে। কেননা চুরির বিধান হলো, কেউ যদি চুরি করল হাত কাটা হবে এবং চুরিকৃত মাল মালিককে ফেরৎ দেয়া হবে। কিন্তু যদি চুরি করার পর চোরের হাতে চোরাইকৃত মাল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে চোরের উপর সেই মালের জন্য ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে কিনা? এ ক্ষেত্রে হানাফী ফকীহ্গণের মত হলো, চোর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মাল নষ্ট করে থাকে তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর যদি তার অনিচ্ছায় উক্ত মাল নিজ থেকেই নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। অন্যান্য ফকীহ্গণ বলেন, ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক চোরের হাতে মাল নষ্ট হলে চোরকে হাত কাটার দন্ড ভোগের পাশাপাশি সেই মালের ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। তাদের দলীল হলো, কিয়াস। তাঁরা বিষয়টি ছিনতাইকৃত মাল (مال مغصوب)-এর উপর কিয়াস করে থাকেন।[৪৫১]

উল্লেখ্য যে, তাঁদের এই কিয়াস যথোপযুক্ত মনে করা হলেও এই কিয়াস কিতাবুল্লাহে বর্ণিত ما আ'ম-এর মর্মার্থের বিপরীত। অধিকন্তু কিতাবুল্লাহর বক্তব্য অক্ষুণ্ন রেখে কিয়াসটির কোনো সমন্বয় সাধনও সম্ভব নয় বিধায় উসূলের মূলনীতি অনুসারে কিতাবুল্লাহে বর্ণিত বক্তব্যের হুক্ম অব্যাহত রাখা হবে, আর তার বিপরীত কিয়াসকে পরিত্যাগ করা হবে।

৩-৪. আল-মুশতারাক ও আল-মু'আওয়াল (المشترك والمؤول)

আল-মুশতারাক ও আল-মু'আওয়াল এর একাধিক সংজ্ঞা পাওয়া যায় ।যেমন:

আল-মুশতারাক

শায়খ আন-নাসাফী (র.) বলেন :

المشترك فيما يتناول أفراد مختلفة الحدود على سبيل البدل

"যে শব্দ একাধিক ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব সম্পন্ন এককেকে পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে তাকে আল-মুশতারাক বলা হয়" ।[৪৫২] যেমন আল জারিয়া (الجارية) শব্দটি দাসী ও নৌকা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। দাসী ও নৌকা শব্দদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন হাকীকাত সম্পন্ন। কাজেই এটি একটি মুশতারাক শব্দ।

আল-মুশতারাক-এর হুক্ম ঃ কিতাবুল্লাহে বর্ণিত মুশ্তারাক দ্বারা যদিও অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় কিন্তু চিহ্নিত করে 'আমল করার সুযোগ থাকে না বিধায় আফরাদ তথা এককসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি নির্দিষ্ট করার লক্ষে চিন্তাভাবনা সহকারে অপেক্ষা করা হয়, যেন একাধিক অর্থের কোনো একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হয় । যেমন মহান আল্লাহ বলেন:

---

৪৫১. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩
৪৫২. আন্-নাসাফী, আল-মানার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

www.nagorikpathagar.org

المطلقات يتربصن بأ نفسهن ثلثة قروء-এর মধ্যে قروء শব্দটি মুশতারাক। কারণ এটি 'হায়িয' ও 'তুহুর' উভয় অর্থের জন্যই গঠিত, অথচ হায়িয ও তুহুর-এর হাকীকাত এক নয়। কাজেই মুশতারাকের উপরোক্ত হুক্‌ম মোতাবেক এখানে অর্থদ্বয়ের কোনো একটিকে নির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করা হবে না বরং প্রথমত চিন্তাভাবনা করতে হবে যেন কোনো উপায়ে একটি অর্থ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিবেচিত হয়। হানাফী ও শাফিঈ' ইমামগণ তাই করেছেন। ফলে হানাফীগণ শব্দটিকে 'হায়িয' অর্থে আর শাফিঈ'গণ 'তুহুর' অর্থে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিবেচনা করেছেন।

আল-মুআ'ওয়াল

আল-মুশতারাক-এর বিপরীত হল আল-মু'আওয়াল। এর সংজ্ঞা হলো :

ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرای

" একাধিক অর্থ বিশিষ্ট শব্দটি একটি অর্থের জন্য স্থির না হওয়া পর্যন্ত এটি আল-মুশতারাক আর যখন প্রবল যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা অগ্রাধিকার লাভের ভিত্তিতে কোনো একটি অর্থ স্থির হয়ে যায় তখন এটি আল-মু'আওয়াল নামে অভিহিত হবে"।[৪৫৩]

'আল্লামা মুল্লা জীউন (র.) বলেন, একাধিক অর্থের মধ্যে কোনো একটির অগ্রাধিকার প্রাপ্তির বিষয়টি কখনো কখনো সীগা (শব্দের রূপান্তর) এর মধ্যে চিন্তাভাবনার দ্বারা স্থির হয়, আবার কখনো কখনো বক্তব্যের পূর্বাপর বিবেচনার দ্বারা স্থির হয়। যেমন, ثلثة قروء -এর মধ্যে ثلثة ও قروء শব্দদ্বয়ের মধ্যে চিন্তাভাবনার দ্বারা হায়িয অর্থ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ -

"সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে।"[৪৫৪]

আয়াতে দেখা যায় احل। শব্দটি حل থেকে আর احلنا دار المقامة। আয়াতে[৪৫৫] احل। শব্দটি حلول থেকে উৎপত্তি হয়েছে। উভয় শব্দের মূলধাতু অভিন্ন কিন্তু অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। এতদসত্ত্বেও শব্দদ্বয়কে উপযুক্ত একটি অর্থে স্থির করা হয়েছে বক্তব্যের পূর্বাপর বিবেচনার ভিত্তিতে।

আল-মু'আওয়াল-এর হুক্‌ম

মুজতাহিদগণের তাবীল দ্বারা যে অর্থ স্থিরকৃত হবে সেটির উপর 'আমল করা ওয়াজিব। তবে এটি অকাট্য জ্ঞান প্রদান করে না। তা ছাড়া মু'আওয়াল যান্নী (ظنی) বিষয় বলে এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলে অভিহিত করা যায় না।[৪৫৬]

---

৪৫৩. আন-নাসাফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
৪৫৪. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা ২ : ১৮৭
৪৫৫. আলকোরআন, সূরা ফাতির ৩৫ : ৩৫
৪৫৬. মুল্লা জীউন, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৫

www.nagorikpathagar.org

৫-৬. আয-যাহির ও আন-নাস্ (الظاهر والنص)

আভিধানিকভাবে আয-যাহির' শব্দটি الظهور থেকে গৃহীত। অর্থ হলো – দৃষ্ট ও স্পষ্ট। পরিভাষায় আয-যাহির হল এমন বাক্য যা শ্রবণের সাথে সাথেই শ্রোতা শব্দ থেকেই বাক্যের মর্ম অনুধাবন করতে পারে । আল্লামা নিযামুদ্দীন আশ-শাশী (র.) 'আয-যাহির'-এর সংজ্ঞায় লিখেছেন:

الظاهرفاسم لكلام ظهر المراد ب للسامع بصيغته-

"আয-যাহির এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা শোনা মাত্রই শ্রোতার নিকট মর্মার্থ উক্ত শব্দ দ্বারাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে" ।[৪৫৭]

আর 'আন-নাস' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বক্তব্য। কাজেই "নাস ঐ বক্তব্যকে বলা হয় যা 'যাহির' -এর তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট, তবে ঐ স্পষ্টতা বক্তার পক্ষ থেকে অর্থ স্পষ্ট করার কারণে হয়ে থাকে, মূল ছীগার (শব্দের রূপান্তর) এর কারণে নয়।[৪৫৮]

আয-যাহির ও আন-নাস্ -এর উদাহরণ

আল্লাহর বাণী :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا

"আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল আর সূদকে হারাম করেছেন।"[৪৫৯] এ আয়াতে ব্যবহৃত শব্দগুলোর অর্থ সম্পূর্ণ স্পষ্ট। যে কোনো শ্রোতা শোনা মাত্রই এ কথা বুঝে নেয় যে, বেচাকেনা হালাল আর সূদ হারাম। এই নিরিখে আয়াতটি যাহির।

আবার আয়াতটি পূর্বাপর মিলানো হলে দেখা যায় , মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য এখানে ক্রয়-বিক্রয় হালাল আর সূদ হারাম হওয়ার ঘোষণা দেয়া নয়। উদ্দেশ্য হলো, উভয়ের হুক্‌ম বর্ণনা করে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা। কেননা আল্লাহ্ এ বাক্যটির দ্বারা কাফিরদের একটি অসত্য উক্তির জবাব দিয়েছেন। কাফিররা বলতো :

- إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَا

"ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই"[৪৬০]। এরই জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, তোমাদের এ উক্তি সম্পূর্ণ ভুল। কেননা সুদ হারাম আর ক্রয়-বিক্রয় হালাল। হারাম জিনিস হালাল জিনিসের মতো হতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতটি হল নাস্। মোটকথা, কাফিরদের উক্তি খণ্ডনের ক্ষেত্রে আয়াতটি নাস্ আর ক্রয়-বিক্রয় হালাল ও সুদ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে আয়াতটি যাহির।[৪৬১]

---

৪৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
৪৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
৪৫৯. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ২৭৫
৪৬০. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ২৭৫
৪৬১. নিযামুদ্দীন আশ-শাশী, উসূলুশ শাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

www.nagorikpathagar.org

অনুরূপভাবে আল-কোরআনের অপর একটি আয়াত লক্ষ্যণীয়:

فَانكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ.

"তোমরা নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে দুই, তিন অথবা চারজনকে বিয়ে করো।"[৪৬২]

এ আয়াতটি একই সাথে আয-যাহির ও আন-নাস্-এর উদাহরণ। কেননা এখানে আয়াতটি শোনামাত্র কোনো প্রকার চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকেই বুঝা যায় যে, এতে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। বিয়ে বৈধ -এ মর্মে এটি যাহির। আবার আয়াতটির মূল উদ্দেশ্য যেহেতু একজন পুরুষ একত্রে কতজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে তা বর্ণনা করা। সুতরাং সংখ্যা বর্ণনার ব্যাপারে এটি নাস্।

আয-যাহির-এর হুকুম : কোরআন মাজীদের যাহির বক্তব্যের উপর 'আমল করা ওয়াজিব। এর দ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জিত হবে, এমনকি নির্ধারিত দণ্ড ও কাফ্ফারা সাব্যস্ত করা যাবে।[৪৬৩]

আন-নাস্-এর হুকুম : আন-নাস্-এর বক্তব্য মতে 'আমল করা ওয়াজিব, তবে তাতে তা'বীল কিংবা নাসখের সম্ভাবনা বিদ্যমান।[৪৬৪]

উল্লেখ্য যে, আন-নাস - আয-যাহির অপেক্ষা অধিকতর সুস্পস্ট। বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণের মতে উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক হলো عام وخاص مطلق এর ন্যায়। অর্থাৎ সকল নাস্-ই যাহির কিন্তু সকল যাহির নাস্ নয়। বরং কোনো যাহির নাস্ও বটে। এ কারণেই যদি কখনো যাহির ও নাস্-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাহলে নাস্কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।[৪৬৫]

উদাহরণ

যেমন: উটের প্রস্রাব পান করা বিষয়ক হাদীস ও প্রস্রাব থেকে বেঁচে থাকা বিষয়ক হাদীস। জামে' আত-তিরমিযী গ্রন্থে আছে, উরায়না গোত্রের কতিপয় লোক বাহ্যত ইসলাম গ্রহণপূর্বক মাদীনায় আগমন করে। কিন্তু মাদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হয়নি। তাই তারা ভয়ানক পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। বিষয়টি মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবহিত হন এবং ওহীর ভিত্তিতে উপলব্ধি করেন যে, একমাত্র উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করার মধ্যেই তাদের উপশম নিহিত আছে। ফলে তিনি নির্দেশ দিয়ে বলেন, أشربوا من أبوالها وألبانها-[৪৬৬] "তোমরা (সাদাকার) উটের প্রস্রাব ও দুধ পান করো।"

---

৪৬২. আলকোরআন, সূরা নিসা ৪ ঃ ৩

৪৬৩. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৪৬৪. প্রাগুক্ত

৪৬৫. প্রাগুক্ত

৪৬৬. ইমাম তিরমিযী, জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায় : আত-তাহারাত, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী বাউলি মা ইউকালু লাহমুহু প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩৮

www.nagorikpathagar.org

অনুরূপভাবে সাহীহ্ মুসলিম গ্রন্থে উল্লেখ আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে বলেন, কবর দুটিতে শাস্তি হচ্ছে। তাদের একজনকে আযাব দেয়া হচ্ছে প্রস্রাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন না করার কারণে।[৪৬৭]
উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা প্রথমোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে, প্রস্রাব হালাল ও পবিত্র । আর শেষোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে, প্রস্রাব হারাম ও অপবিত্র। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো , প্রথমোক্ত হাদীস প্রস্রাব পান করার অনুমতি প্রদান মর্মে 'যাহির'। পক্ষান্তরে শেষোক্ত হাদীস প্রস্রাব -এর ছিটা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব মর্মে 'নাস্'। আর আয-যাহির ও আন-আস্ এর মধ্যে কখনো দ্বন্দ্ব দেখা দিলে নিয়ম হলো, নাস্ প্রাধান্য পাবে এবং যাহির প্রাধান্য হারাবে বিধায় এখানে শেষোক্ত হাদীসের বিধান কার্যকর হবে। অতএব প্রথমোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে প্রস্রাবকে হালাল কিংবা পান করার সুযোগ নেই। নাস্ এর সাথে দ্বন্দ্বের কারণে আয-যাহির-এর উপর 'আমল করা যাবে না।[৪৬৮]

৭-৮. আল-মুফাস্সার ও আল-মুহকাম (والمحكم المفسر)

আল-মুফাস্সার (المفسر)

'আল-মুফাসসার' শব্দটি تفسير থেকে গৃহীত। এর অর্থ হলো, ব্যাখ্যাকৃত। উসূলুল ফিক্হ-এর পরিভাষায়-

اما المفسر فمازداد وضوحاعلى النص على وجه -

"আল-মুফাসসার সেই বক্তব্যকে বলা হয়, যাতে নাস্ এর চেয়েও এত অধিক স্পষ্টতা বিদ্যমান যে, তাতে কোনো তা'বীল কিংবা তাখ্সীসের প্রয়োজন নেই।"[৪৬৯]
যেমন মহান আল্লাহ্র বাণী-

قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً-

"তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে যাও যেভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।"[৪৭০]
এ আয়াতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশটি যাহির। এতদসত্ত্বেও كافة (সর্বাত্মকভাবে, সকলের বিরুদ্ধে) শব্দটির সংযোজনের দ্বারা কোনো প্রকার তাখ্সীস-এর সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে বিধায় আয়াতটি মুফাস্সার।
অনুরূপভাবে اقيموا الصلوة واتوا الزكوة "তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো।" এ আয়াতের নির্দেশ সম্পূর্ণ যাহির।

---

৪৬৭. ইমাম মুসলিম, সাহীহ্ মুসলিম, অধ্যায় : আত-তাহারাত, অনুচ্ছেদ : আদ-দলীল আলা নাজাসাতিল বাউল ওয়া উজুবিল ইসতিবরা মিনহু, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২৭
৪৬৮. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯
৪৬৯. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
৪৭০. আলকোরআন, সূরা আত-তাওবা ৯ : ৩৬

www.nagorikpathagar.org

এতদসত্ত্বেও নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাওলী ও ফে'লী হাদীস দ্বারা সালাত ও যাকাতের স্বরূপ চিহ্নিত করে দিয়েছেন বলে এটিও সর্বপ্রকার তা'বীল থেকে মুক্ত। কাজেই আয়াতটি মুফাস্‌সার।[৪৭১]

কখনো কখনো এই মুফাস্‌সার 'মুজমাল' (অস্পষ্ট) হয়ে থাকে, যা তাফসীর দ্বারা স্পষ্ট করা হয়। ফলে ভিন্ন কোনো তা'বীলের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়ে যায়। যেমন فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ -এর মধ্যে اجمعون শব্দের সংযোজন। কেননা ফেরেশতারা সকলেই সিজ্‌দা করেছেন কথাটির মধ্যে দু'রকমের সম্ভাবনা আছে। হয়ত তাঁরা সকলে একত্রে সিজ্‌দা করেছেন। কাজেই اجمعون (একত্রিতভাবে) শব্দটির সংযোজন দ্বারা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আলাদাভাবে নয় বরং সকলেই সম্মিলিতভাবে সিজ্‌দা করেছিলেন।[৪৭২]

আল-মুফাস্‌সার-এর হুকুম : আল-মুফাস্‌সার-এর আদেশ মোতাবেক 'আমল করা আবশ্যক। তবে তাতে 'নাসখ্‌-এর সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে।[৪৭৩]

আল-মুহকাম(والمحكم)

'আল-মুহকাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ-পাকা, এমন জিনিস যাকে দৃঢ় ও মজবুত করা হয়েছে। এটিاحكام (দৃঢ় করা) শব্দমূল থেকে গৃহীত। উসূলুল ফিক্‌হ-এর পরিভাষায় 'আল-মুহকাম' এমন শব্দকে বলা হয়, যা মুফাস্‌সার থেকেও অধিকতর শক্তিশালী, যার বিপরীত করা বৈধ নয়। মাওলনা আসাদী (র.) বলেন, মুহ্‌কাম হলো এমন যাহির কালাম, যা বক্তার উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার সাথে সাথে কোনো প্রকার তা'বীল, তাখ্‌সীস কিংবা নাস্‌খ থেকে মুক্ত।[৪৭৪]

আল-মুহ্‌কাম-এর হুকুম: মুহ্‌কামের আদেশ মোতাবেক 'আমল করা দ্বিধাহীনভাবে জরুরী।[৪৭৫] তবে কখনো মুহকাম ও মুফাস্‌সারের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে মুহকাম অধিকতর শক্তিশালী বিধায় মুফাস্‌সারের উপর তা প্রাধান্য পাবে। যেমন সাক্ষীর যোগ্যতা নির্দেশ করে মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ -

"তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে এবং তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে"।[৪৭৬]

এ আয়াত প্রমাণিত হচ্ছে যে, সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা হলো ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণ হওয়া। আয়াতটি আ'ম।

---

৪৭১. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০
৪৭২. মাওলানা উবায়দুল্লাহ আসাদী, উসূলুল ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫
৪৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
৪৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
৪৭৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২
৪৭৬. আলকোরআন, সূরা-তালাক ৬৫ : ২

www.nagorikpathagar.org

৯-১০. আল-খাফী ও আল-মুশকাল (الخفى والمشكل)

শব্দের অর্থ স্পষ্ট হওয়ার দিক থেকে যেমন শব্দগুলো চার প্রকারের (যা ইত:পূর্বে আলোচিত হয়েছে) তদ্রূপ শব্দের অর্থ অস্পষ্ট হওয়ার দিক থেকেও শব্দগুলো চার প্রকারের। যথা- আল-খাফী, আল-মুশকাল, আল-মুজমাল ও আল-মুতাশাবিহ্। এগুলো পূর্বে আলোচিত আয-যাহির, আন-নাস্, আল-মুফাস্সার ও মুহ্কাম-এর বিপরীত। আর এ কারণে এগুলোকে পরিভাষায় 'আল-মুতাকাবিলাত' (المتقابلات) বলে অভিহিত করা হয়। তন্মধ্যে যাহির-এর বিপরীত হলো খাফী; নাস্-এর বিপরীত হলো মুশকাল; মুফাস্সার-এর বিপরীত হলো মুজমাল আর মুহ্কাম-এর বিপরীত হলো মুতাশাবিহ্।[৪৭৭]

আল-খাফী (الخفى)

আল-খাফী শব্দের আভিধানিক অর্থ-অস্পষ্ট, লুকায়িত[৪৭৮] ইত্যাদি। আল্লামা আশ-শাশী (র.) আল-খাফী-এর সংজ্ঞায় লিখেছেন:

ماخفى المراد به بعارض لا من حيث الصيغة

"আল-খাফী হলো এমন শব্দ, যার অর্থ বাইরের কোনো অমৌলিক বিষয়ের কারণে অস্পষ্ট থাকে, বাক্যের শব্দগত কারণে নয়।" [৪৭৯]

আল-খাফী-এর হুকুম

শব্দটি অস্পষ্ট হলো কেন তার কারণ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা হবে। চিন্ত াভাবনা ও গবেষণার পর যদি দেখা যায় যে, এ অস্পষ্টতা অর্থের মৌল বৈশিষ্ট্য, তাহলে এ খাফীকে যাহির-এর হুক্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। আর যদি দেখা যায় যে, এ অস্পষ্টতা অর্থের মৌল বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে হ্রাসজনিত কারণে ঘটেছে, তাহলে এ খাফীকে যাহির-এর হুক্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে না।[৪৮০] যেমন-

মহান আল্লাহর বাণী:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

"পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হাত কেটে দাও । এটি তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আদর্শ দন্ড। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [৪৮১]

এ আয়াতে চুরির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, বিধান হলো চোরের হাত কেটে দেয়া। আয়াতে উল্লেখিত السارق শব্দটির অর্থ হলো -চোর। এ অর্থের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। যে কোনো জিনিসের চুরিকারীকেই চোর (سارق) বলা যাবে। কিন্তু طراز অর্থাৎ-পকেটমার ও نباس অর্থাৎ-কাফন চোরকে سارق শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করবে কিনা-এ ব্যাপারে

৪৭৭. মাওলানা উবায়দুল্লাহ আসাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯
৪৭৮. প্রাগুক্ত
৪৭৯. আল্লামা নিযামুদ্দীন আশ-শাশী, উসূলুশ শাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
৪৮০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪
৪৮১. আলকোরআন, সূরা-মায়িদা ৫ ঃ ৩৮

www.nagorikpathagar.org

سارق শব্দের মধ্যে অস্পষ্টতা (خفاء) দেখা দিয়েছে। কারণ হলো, 'আরবী ভাষায় পকেটমার ও কাফনচোরকে চোর (سارق) বলা হয় না বরং طراز ও نباش বলা হয়। অথচ এরাও অর্থের দিক থেকে سارق এর আওতাভুক্ত। মোটকথা ব্যবহারগত ভিন্নতার কারণে سارق শব্দটি পকেটমার ও কাফনচোরকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে খাফী।[৪৮২]

আল-মুশকাল

'আল-মুশকাল' শব্দটি اشكال ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। অর্থ হলো, বহু সদৃশের মধ্যে প্রবেশকারী। 'আরবী ভাষায় 'মুশকাল' দ্বারা এমন বক্তব্যকে বোঝায় যা তৎসদৃশ অজস্র বক্তব্যের সাথে মিলে গেছে যেন কোনো ভিন্‌দেশী নিজের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গেছে।[৪৮৩]

উসূলুল ফিক্‌হ-এর পরিভাষায় 'আল-মুশকাল' এমন বক্তব্যকে বলে যেখানে খাফী অপেক্ষাও বেশি অস্পষ্টতা বিদ্যমান। কেউ কেউ বলেছেন, মুশাকলের পারিভাষিক অর্থ হলো:

واما المشكل فهى الداخل فى اشكاله -

"আল-মুশকাল হলো এমন বক্তব্য, যা তৎসদৃশ বহু বক্তব্যের মাঝে মিশে আছে।"[৪৮৪]

মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ আলআসাদী (র.) বলেন, যে বাক্যের অর্থ বাক্যটির নিজ শব্দমালার মধ্যে এমনভাবে অস্পষ্ট হয়ে আছে যে, গভীর চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকে সেই অস্পষ্টতা দূর করা যায় না তাকে পরিভাষায় 'আল-মুশকাল' বলে।"[৪৮৫]

আল-মুশকাল-এর হুকুম: কোরআনের মুশকাল বিধান শ্রবণ করার সাথে সাথে প্রথমত এ 'আকীদা পোষণ করা যে, উক্ত কালাম দ্বারা মহান আল্লাহ্ যা উদ্দেশ্য করেছেন যথার্থ। তারপর গভীর অন্বেষণের দিকে মনযোগী হওয়া এবং উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করতে থাকা যতক্ষণ না সুস্পষ্ট হয়ে যায়।[৪৮৬]

মহান আল্লাহ্ বলেছেন:

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا -

"আর যদি তোমরা অপবিত্র হয়ে থাক তাহলে বিশেষভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে।"[৪৮৭]

এ আয়াতে নাপাকীর (ফারয) গোসলের সময় শরীরকে বিশেষভাবে ধৌত করার হুকুম দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ মর্মে কারো কোন দ্বিমত নেই যে, আয়াতের নির্দেশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাহ্য শরীরের ধৌত করা। কাজেই শরীরের অভ্যন্তরীণ অংশের হুকুম

---

৪৮২. নিযামুদ্দীন আশ-শাশী, উসূলুশ শাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
৪৮৩. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৪৮৪. প্রাগুক্ত
৪৮৫. মাওলানা উবায়দুল্লাহ আসাদী, উসূলুল ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১
৪৮৬. প্রাগুক্ত
৪৮৭. আলকোরআন, সূরা আল-মায়িদা ৫ ঃ ৬

www.nagorikpathagar.org

আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, নাক ও মুখের ব্যাপারে। কেননা এ দু'টি অঙ্গ দ্বিমুখিতাসম্পন্ন। এগুলোকে শরীরের বাহ্য অংশ যেমন বলা যায় তেমনি অভ্যন্তরীণ অংশও বলা যায়। শারী'আতের কোনো কোনো বিধানে এগুলো বাইরের অংশ হিসাবে গৃহীত আবার কোনো কোনো বিধানে এগুলো ভিতরের অংশ হিসাবে গৃহীত। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে فاطهروا শব্দটি مبالغة হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে আর মুবালাগার দাবি হলো, অতিশয়তা বিদ্যমান থাকা। এ অতিশয়তা তখনই পাওয়া যাবে যদি নাক ও মুখকে বাহ্য শরীরের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়। এ নিরিখেই কতিপয় ফাকীহ্ ফারয গোসলের ক্ষেত্রে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়াকে ফারয সাব্যস্ত করেছেন। অথচ এগুলো উযূর ক্ষেত্রে সুন্নাত।[৪৮৮]

১১-১২. আল-মুজমাল ও আল- মুতাশাবিহ্ (المجمل والمتشابه)

আল-মুজমাল

'আল-মুজমাল' শব্দের আভিধানিক অর্থ-অস্পষ্ট, জটিল ইত্যাদি। মুজমাল শব্দটি اجمال থেকে গৃহীত। উসূলুল ফিক্হ -এর পরিভাষায় মুজমাল হলো, এমন জটিল বক্তব্য যার অর্থ-অস্পষ্ট, এটি স্বয়ং বক্তা কর্তৃক স্পষ্ট না করা পর্যন্ত শুধু চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা বা অন্য কোনো উপায়ে নিরসন সম্ভব হয় না।[৪৮৯]

শায়খ আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (র.) মুজমালের সংজ্ঞা দিয়ে লিখেছেন:

اما المجمل فما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباها لايدرك بنفس العبارة بل بالرجوع الى الاستفسار ثم الطلب ثم التامل-

"মুজমাল সেই বক্তব্যকে বলা হয়, যার মধ্যে সমসদৃশ বহু অর্থের সমাবেশ ঘটে যাওয়ার কারণে উদ্দিষ্ট অর্থ এমন সন্দেহপূর্ণ ও জটিল হয়ে গেছে যে, তা শুধু মূলপাঠ দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। বরং প্রথমে বক্তার নিকট থেকে ব্যাখ্যা চাওয়া, অতপর অন্বেষণ করা এবং সবশেষে চিন্তাভাবনা ও গবেষণার আশ্রয় নেয়ার পর উদ্দিষ্ট অর্থটি জানা যায়"।[৪৯০]

মুজমাল-এর হুক্ম: কোরআন মাজীদে বর্ণিত মুজমাল-এর উদ্দিষ্ট বিষয় সত্য, এ কথা বিশ্বাস করা এবং উদ্দিষ্ট বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

'আল্লামা আন-নাসাফী (র.) বলেন, মুজমালের বিধান হলো: মুজমাল এর অর্থ হক হওয়া সম্পর্কে 'আকীদা পোষণ করতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে যেন বক্তার ব্যাখ্যা দ্বারা বক্তব্যের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। চাই সেই ব্যাখ্যা পরিপূর্ণ হোক কিংবা অপরিপূর্ণ।[৪৯১]

উদাহরণ:

---

৪৮৮. মাওলানা উবায়দুল্লাহ আলআসাদী, উসূলুল ফিক্হ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২
৪৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪
৪৯০. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
৪৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"তোমরা সালাত আদায় করো এবং যাকাত আদায় করো"।[৪৯২]

এখানে 'সালাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ দু'আ। কিন্তু এটা সর্বজনবিদিত যে, এখানে মহান আল্লাহ্ কোন্ প্রকার দু'আ উদ্দেশ্য করে আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু যখন আমরা শব্দটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলাম তখন মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কর্মের মাধ্যমে শব্দটির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তারপর আমরা অনুসন্ধান করতে থাকলাম যে, 'সালাত' শব্দটি কোন কোন অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। তখন আমরা দেখলাম: এটি দাঁড়ানো, বসা, রুকু করা, সিজ্দা করা, তাকবীরে তাহ্রীমা, কিরা'আত, তাসবীহ্ ও যিক্র ইত্যাদির সমষ্টিকে বুঝায়। তারপর আমরা আরো গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে দেখলাম, উল্লেখিত অর্থসমূহের কতিপয় ফারয, কতিপয় ওয়াজিব, কতিপয় সুন্নাত ও কতিপয় হল মুস্তাহাব বিষয়। মোটকথা এভাবে কাজ করার দ্বারা সালাত শব্দটি যা পূর্বে ছিলো মুজমাল বর্তমানে এটি মুফাসসারে পরিণত হয়ে গেল।[৪৯৩]

অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াতে 'যাকাত' শব্দটিও মুজমাল। এর আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া (نماء)। কিন্তু এখানে আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। তারপর মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত মুজমালের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

هاتو اربع العشور من كل اربعين درهما

"তোমরা প্রতি ৪০ দিরহামে এক দিরহাম (যাকাত) দাও"।[৪৯৪]

অতপর আমরা যখন বিষয়গুলোর শর্ত, 'ইল্লাত ইত্যাদি অনুসন্ধান শুরু করলাম তখন দেখলাম, যাকাতের 'ইল্লাত হলো, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া আর শর্ত হলো বছর পরিপূর্ণ হওয়া। এভাবে পূর্বে 'যাকাত' শব্দটি ছিল মুজমাল; বর্তমানে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা এবং গবেষণার ফলে এটি মুফাস্সারে পরিণত হয়ে গেল।[৪৯৫]

অনুরূপভাবে মুজমালের ব্যাখ্যা কখনো অসম্পূর্ণও হতে পারে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী-[৪৯৬] وحرم الربوا "এবং তিনি সুদকে হারাম করেছেন।" এখানে রিবা শব্দটি মুজমাল। এটিকে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। হাদীসটি হলো:

---

৪৯২. আলকোরআন, সূরা বাকারা ২ ঃ ১১০
৪৯৩. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
৪৯৪. ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফী যাকাতিস সায়িমাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩৯
৪৯৫. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৪৯৬. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ২৭৫

www.nagorikpathagar.org

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد الاربى الاخذ والمعطى فيه سواء-

"গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য সমান সমান ও হাত হাতে হওয়া আবশ্যক। অতিরিক্ত হলে তা সুদে পরিণত হবে"।[৪৯৭]

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে এ ব্যাখ্যা পাওয়ার পর আমরা সুদ হারাম হওয়ার কারণসমূহ অনুসন্ধান শুরু করলাম। যেন উপরোক্ত ৬টি বস্তু ছাড়া অন্যান্য জিনিসের অবস্থাও জ্ঞাত হওয়া যায়। এ গবেষণা কর্মে কোনো কোনো ফাকীহ্ (হানাফীগণ) جنس ও قدر কে 'ইল্লাত সাব্যস্ত করেছেন। আবার কেউ (শাফিঈ'গণ) খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে طعم কে আর ثمن-এর মধ্যে ثمنت কে 'ইল্লাত সাব্যস্ত করেছেন। আর এ নিরিখে প্রত্যেক ফাকীহ্ শাখা-প্রশাখায় অবস্থিত মাসাইলও উদ্ভাবন করেছেন। এতদসত্ত্বেও উল্লেখিত ব্যাখ্যা পরিপূর্ণ নয়। ফলে ربوا শব্দটি ইজমাল-এর বেষ্টনী থেকে বের হলেও মুফাসসারে পরিণত হতে পারেনি বরং মুশকালের স্তরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র। আর এ কারণেই 'উমার (রা.) আক্ষেপ করে বলেছেন, মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন অথচ তাঁর কাছ থেকে আমরা সুদ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা হাসিল করতে পারিনি।[৪৯৮]

আল-মুতাশাবিহ্ (المتشابه) এর অর্থ দুর্বোদ্ধ্য। এটি আভিধানিক অর্থে شبه ধাতু থেকে গৃহীত। উসূলুল ফিক্হ -এর পরিভাষায় -যে মুজমালের বিবরণ বক্তা থেকে জানা যায়নি তাকে আল-মুতাশাবিহ্ বলে। অর্থাৎ আল-মুতাশাবিহ্ হলো এমন বক্তব্য যা অস্পষ্ট ও জটিল; এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা স্বয়ং বক্তা থেকে পাওয়া ব্যতিরেকে বুঝা সম্ভব নয়, অথচ বক্তা কোথাও বা কোন প্রসঙ্গে এ অস্পষ্টতার নিরসন করেনি, তাছাড়া এমন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না যার দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য জানা যায়।[৪৯৯] আল্লামা মুল্লা জীউন (র.) আল-মুতাশাবিহ্-এর সংজ্ঞা বলেন:

واما المتشابه فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه

"আল-মুতাশাবিহ্ এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যার মর্ম অবগত হওয়ার আশা সম্পূর্ণ নি:শেষ হয়ে গেছে।"[৫০০] মোটকথা মুতাশাবিহ্-এর উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যে নিজ শহর থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে, তার পরিচয় চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, এমনকি তার সমবয়সী ও প্রতিবেশীরাও মারা গিয়েছে।

---

৪৯৭. ইমাম মুসলিম, সাহীহ মুসলিম, অধ্যায় : আল- মুসাকাত, অনুচ্ছেদ : আস্সারফ ওয়া বাইউয যাহাব বিল ওয়ারিকি নাকদান, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৫৩
৪৯৮. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৪৯৯. আসাদী, প্রাযুক্ত, পৃ. ১৩৬
৫০০. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

www.nagorikpathagar.org

আল-মুতাশাবিহ্-এর হুকুমঃ কোরআনে বর্ণিত কালামের অর্থ অবগত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি যথার্থ হওয়ার 'আকীদা মনে-প্রাণে পোষণ করতে হবে। মুল্লা জীউন (র.) বলেন, আল-মুতাশাবিহ্ -এর হুক্‌ম হলো, এমন 'আকীদা পোষণ করা যে, মুতাশাবিহ দ্বারা যে অর্থটি উদ্দেশ্য করা হয়েছে সেটি নিঃসন্দেহে সত্য। যদিও আমরা কিয়ামতরে পূর্ব পর্যন্ত এটির অর্থ অবগত হতে সক্ষম না হই। উল্লেখ্য যে, মুতাশাবিহ্-এর অর্থ অকাট্যভাবে না জানার বিষয়টি শুধু উম্মাতের বেলায়ই প্রযোজ্য। বিশুদ্ধ মতে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মুতাশাবিহাতের অর্থ অজ্ঞাত ছিলো না। কারণ অন্যথায় কথোপকথনের উপকারিতা অবশিষ্ট থাকে না এবং আল্লাহ্ তা'আলার জন্য অর্থহীন বাক্য দ্বারা কথোপকথনের কাজ প্রমাণিত হবে।[৫০১] অথচ এমনটি হতে পারে না। হানাফী ফাকীহ্গণের অভিমত অনুযায়ী আল-মুতাশাবিহ্-এর অর্থ মহান আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কেউ অবগত নয়। দলীল কোরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত:

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَاب –

"তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন, যার কতক আয়াত মুহকাম-এগুলোই কিতাবের মূল বক্তব্য আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ্। যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা আছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এই মুতাশাবিহাতের ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা এটি হক বলে 'আকীদা পোষণ করি, সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত। বোধশক্তিসম্পন্নরা ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।"[৫০২]

এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচেছ যে, মুতাশাবিহাতের অর্থ একমাত্র আল্লাহ্ জানেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তবে ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, পবিত্র কালামুল্লাহ ও দীন সম্পর্কে গভীর পান্ডিত্বের অধিকারী 'আলিমগণও মুতাশাবিহাতের অর্থ জানেন। মুতাশাবিহগণের অভিমতও এ ধরনের। তারাও উপরোক্ত আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। তাঁরা বলেন, আয়াতে বর্ণিত والراسخون فى العلم কথাটি পূর্ববর্তী الله-এর সাথে 'আতফ (সংযুক্ত)। والراسخون থেকে নতুন বাক্যের সূচনা নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় 'আল্লাহ্ এবং গভীর পান্ডিত্বের অধিকারী 'আলিমগণ ব্যতিরেকে অন্য কেউ এই মুতাশাবিহাতের অর্থ জানে না।' হানাফী ফাকীহ্গণ

---

৫০১. প্রাগুক্ত
৫০২. আলকোরআন, সুরা আলে ইমরান ৩ ঃ ৭

www.nagorikpathagar.org

বলেন, والراسخون শব্দকে الله শব্দের উপর সংযুক্ত (عطف) করা ঠিক নয়। বরং الله শব্দের পর ওয়াকফ (وقف) ওয়াজিব। হানাফীগণ বলেন, আয়াতে উল্লেখিত الله الا-এর উপর ওয়াক্ফ ওয়াজিব হওয়ার দলীল হলো, আল্লাহ্ তা'আলা মুতাশাবিহাতের পেছনে পড়াকে সত্য-লংঘনকারীদের আচরণ হিসাবে আর মুতাশাবিহাতের উপর আনুগত্য প্রকাশকে রাসিখীনদের আচরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ দু'য়ের আচরণ একটি অপরটির বিপরীত হিসাবে দেখানোয় বোঝায়, الا الله শব্দের পর ওয়াক্ফ বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো কিরা'আতে الراسخون في العلم কথাটির পূর্বে الواو العاطف উল্লেখই নেই। কাজেই আতফ এর প্রশ্নই থাকে না। তৃতীয়ত, কোনো কোনো কিরা'আতে আছে ويقول الراسخون মোটকথা এ কিরা'আতসমূহের দাবিও হলো, والراسخون শব্দটি الله শব্দের উপর 'আতফ নয়। কাজেই শাফি'ঈ মাযহাবের ইমামগণ যে ব্যাখ্যা দেন তা উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় না।

মুল্লা জীউন (র.) বলেন, বস্তুত হানাফী ও শাফি'ঈ 'আলিমগণের মধ্যে উপরে যে মতপার্থক্য আলোচিত হয়েছে সেটি একান্ত আক্ষরিক মতপার্থক্য; প্রকৃত মতপার্থক্য নয়। কেননা যাঁরা বলেন, মুতাশাবিহাতের অর্থ 'আলিমগণও জানেন, তাঁদের কথার উদ্দেশ্য এমন নয় যে, 'আলিমগণ 'মুতাশাবিহাতের অকাট্য অর্থ জানেন। বরং তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, 'আলিমগণ এগুলোর তা'বীল জানেন-যা অকাট্য নয়। অনুরূপে যাঁরা বলেছেন, 'আলিমগণ জানেন না' তাঁদের উদ্দেশ্যও হলো, 'আলিমগণ অকাট্য অর্থ জানেন না। তবে কোনো তা'বীল যা অকাট্য নয় সেটি জানা থাকতে কোনো আপত্তি নেই। অতএব বুঝা গেল উভয় অভিমতের সারবস্তু অভিন্ন। মতপার্থক্য শুধু আক্ষরিক ও উপস্থাপনমূলক মাত্র।[৫০৩]

১৩-১৪. আল-হাকীকাত ও আল-মাজায (الحقيقة والمجاز)

আল-হাকীকাত

কোনো শব্দকে শব্দটির প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করা হলে তাকে বলা হয় 'আল-হাকীকাত'।[৫০৪] - المستعمل فيما وضع له ثابت في موضعه থেকে গৃহীত। এ বাক্যটি তখন বলা হয়, যখন কোনো জিনিস তার যথাস্থানে বিদ্যমান থাকে।

আল-মাজায

আর আল-মাজায শব্দটি جوز ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। এর অর্থ হলো, অতিক্রম করা। তাই কোনো শব্দ প্রকৃত অর্থ অতিক্রম করে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হলে সেটিকে বলা হয় আল-মাজায বা রূপক অর্থ।[৫০৫]

---

৫০৩. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪
৫০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৫০৫. নিযামুদ্দীন আশ-শাশী, উসূলুশ শাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

www.nagorikpathagar.org

উসূলুল ফিক্‌হ্ -এর পরিভাষায় উভয়ের সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

الحقيقة فاسم لكل لفظ اريد به ما وضع له -

"আল-'হাকীকাত প্রত্যেক এমন শব্দের নাম যা ব্যবহৃত হয় এমন অর্থে যে অর্থের জন্য শব্দটি গঠিত হয়েছে"।[৫০৬]

যেমন- اسد শব্দটি। এর প্রকৃত অর্থ বা معنى موضوع له হলো সিংহ। আবার এটি অনেক সময় 'সাহসী ব্যক্তি'কে বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়। কাজেই শব্দটি যখন সিংহ অর্থে ব্যবহৃত হবে তখন এটি হবে আল-হাকীকাত। আর যখন 'সাহসী ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হবে তখন এটি হবে 'আল-মাজায'।

আল-হাকীকাত-এর হুক্‌ম

শব্দটি যে অর্থের জন্য গঠিত তা খাস হোক বা 'আম হোক সর্বাবস্থায় তা অস্তিত্বশীল হবে। কেননা হাকীকাত খাস্ ও 'আম সবার সাথেই একত্র হতে পারে। যেমন আল্লাহর বাণী- ولا تقربوا الزنا এবং يايها الذين امنوا اركعوا ইত্যাদি বাক্যে রুকু ও যিনা কাজগুলো খাস্ আবার আদিষ্ট ব্যক্তিরা 'আম। এতদসত্ত্বেও উভয়ের একত্র হওয়ার মধ্যে কোনো আপত্তি নেই।[৫০৭]

মাজায -এর হুক্‌ম

শব্দটি যে অর্থের জন্য রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা খাস্ হোক বা 'আম সর্ববস্থায় তা হুক্‌মের

অস্তিত্বশীল হবে। তবে ইমাম শাফিঈ'(র.)-এর মতে মাজাযের ক্ষেত্রে সাধারণ (عموم) অর্থ গ্রহণের অবকাশ নেই।[৫০৮]

১৫-১৬. আস-সারীহ্ ও আল-কিনায়া (الصريح والكناية)

আস-'সারীহ' (الصريح) শব্দটি صراحة থেকে গৃহীত। এর অর্থ স্পষ্ট। আর আল-'কিনায়া' كنى يكنى ক্রিয়ার শব্দমূল। অর্থ-ইশারা করা, ইঙ্গিত করা ইত্যাদি। সাধারণত যে শব্দ বা বাক্যের অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝা যায় তাকে আস-'সারীহ্' বলা হয়। আর যে শব্দ বা বাক্যের অর্থ অস্পষ্ট ও ইঙ্গিতবহ হয় তাকে আল-'কিনায়া' বলে।

আস-সারীহ্-এর পরিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা আননাসাফী (র.) লিখেছেন:

الصريح فما ظهر المراد به ظهورا بينا حقيقة كان او مجازا -

"আস-সারীহ্ সেই শব্দকে বলে যার উদ্দিষ্ট অর্থ সুস্পষ্টরূপে প্রাকশ্য, চাই তা হাকীকী

---

৫০৬. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৫০৭. প্রাগুক্ত
৫০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

www.nagorikpathagar.org

হোক কিংবা মাজাযী।"[৫০৯] যেমন কেউ বললো, بعت বা اشتريت। আমি বিক্রয় করলাম, আমি খরিদ করলাম ইত্যাদি।

আস-সারীহ্-এর হুক্ম : আস-সারীহ্ শব্দ থেকে যে অর্থটি স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে তার উপর 'আমল করা ওয়াজিব। এ বাক্য চাই সংবাদমূলক হোক কিংবা গুণবাচক হোক কিংবা আহবান সূচক হোক, তাতে কোনো পার্থক্য নেই।[৫১০] যেমন কেউ বললো : طلقتك"আমি তোমাকে তালাক দিলাম" কিংবা انت طالق। "তুমি তালাক প্রাপ্তা" কিংবা ياطالق "হে তালাক্রাপ্তা" ইত্যাদি। এ বাক্যগুলো সারীহ্ হিসাবে বক্তার কথা মতে তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে।

আল-কিনায়া-এর পরিভাষিক অর্থ :

الكناية فما استتر المراد به ولا يفهم الابقرينة حقيقة كان او مجازا-

"আল-কিনায়া এমন শব্দকে বলে, যার উদ্দিষ্ট অর্থ অস্পষ্ট থাকে এবং তা কোনো'আলামত ব্যতীত উপলব্ধি করা যায় না, চাই তা হাকীকী হোক কিংবা মাজাযী।"[৫১১] যেমন انا ও انت - ইত্যাদি সর্বনামসমূহ। মুল্লা জীউন (র.) বলেন, আরবী ব্যাকরণবিদগণের মতে সর্বনামগুলো اعرف المعارف। হলে উসূলবিদগণের মতে এগুলো كنا يه -এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এ কারণেই মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামএক ব্যক্তিকে দরজায় দাঁড়িয়ে 'আমি' 'আমি ' বলে উত্তর দেয়ায় তিরস্কার করে বলেছিলেন, 'আমি, আমি বলছ কেনো'।[৫১২]

আল-কিনায়া-এর হুক্ম- কিনায়া শব্দের উপর 'আমল করা বক্তার নিয়্যাত ব্যতিরেকে ওয়াজিব হবে না। কারণ কিনায়া শব্দের মধ্যে যেহেতু একাধিক অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান, সেহেতু এটির ভিত্তিতে কোনো কিছু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় দু'টি জিনিসের কোনো একটি পাওয়া জরুরী। হয়ত ঐ বিষয়ে বক্তার নিয়্যাত থাকতে হবে, নতুবা উপার্জিত বিষয়টির প্রতি উপস্থিত কোনো ইঙ্গিত বা নিদর্শন থাকতে হবে। এ নিয়্যাত বা ইঙ্গিত বক্তব্যের একাধিক সম্ভাবনার কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করে দেবে। কাজেই যদি নিয়্যাত বা ইঙ্গিত পাওয়া না যায় তাহলে সেই কিনায়ার দ্বারা কোনো হুক্ম প্রতিষ্ঠিত হবে না। যেমন কোনো ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বললো ঃ انت بائن (তুমি বাইন তালাক) কিংবা انت حرام (তুমি আমার জন্য হারাম)এখানে প্রথম বাক্যের অর্থ এটাও হতে পারে, তুমি বিবাহ্ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন, আবার এটাও হতে পারে, তুমি উত্তম চরিত্র বা আল্লাহর 'ইবাদত বন্দেগী থেকে বিচ্ছিন্ন। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ এটাও হতে পারে, তুমি বিবাহ্ থেকে হারাম আবার এটাও হতে পারে, তুমি মন্দ কাজ থেকে হারাম। এমতাবস্থায় বক্তার নিয়্যাত

---

৫০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২
৫১০. প্রাযুক্ত, পৃ. ১৪৩
৫১১. প্রাগুক্ত
৫১২. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

কিংবা ইঙ্গিতই বাক্যটিকে একটি অর্থের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। কাজেই তালাকের নিয়্যাত না করলে তালাক হবে না।[৫১৩]

১৭. ইবারাতুন নাস্ (عبارة النص)-এর অর্থ- মূল বক্তব্য। 'আল্লামা নিযামুদ্দীন আশ-শাশী (র.) বলেন-

- هو ماسيق الكلام له[৫১৪]

'ইবারাতুন নাস্ হলো, বাক্যের সেই অর্থ ও বক্তব্য যার জন্য বাক্যটি তৈরি করা হয়েছে এবং বাক্যের দ্বারা সেই অর্থই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মাওলনা আলআসাদী (র.) বলেন, 'ইবারাতুন নাস্ হলো কালামের সেই অর্থ ও বক্তব্য যার জন্য কালামটি পেশ করা হয়েছে।

যেমন মহান আল্লাহর বাণী:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -

"তাহলে বিবাহ করবে নারীদের মধ্য থেকে তোমাদের যাদের ভাল লাগে, দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার। আর যদি আশংকা করো যে, সুবিচার করতে সক্ষম হবে না তাহলে কেবল একজনকে কিংবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে বিবাহের উপর সীমাবদ্ধ থাকো।" [৫১৫]

এ আয়াতে একই সঙ্গে তিনটি হুক্ম বোঝা যায়: (১) বিয়ের বৈধতা, (২) একের অধিক চার জন স্ত্রী একসঙ্গে রাখার বৈধতা এবং (৩) যদি সুবিচার রক্ষায় আশংকা থাকে তাহলে একটির উপর সীমাবদ্ধ থাকা ওয়াজিব হওয়া। এ ত্রিবিধ হুক্মের মধ্যে শেষোক্ত দু'টি বক্তার আসল উদ্দেশ্য। আর প্রথমোক্ত হুক্মটি উল্লেখ করা হয়েছে প্রসঙ্গক্রমে। এই তিনটি হুক্মই 'ইবারাতুন নস্-এর উদাহরণ।[৫১৬]

১৮. ইশারাতুন নাস্ (اشارة النص বা নাস্-এর ইঙ্গিত)-এর সংজ্ঞায় 'আল্লামা আশ-শাশী (র.) লিখেছেন:

فهي ما ثبت بنظم النص من غير زيادة وهو غير ظاهر من كل وجه ولاسيق الكلام لا جله-

"ইশারাতুন নাস্ হলো, বাক্যের সেই অর্থ যা কোনো বহিসংযোজন ব্যতিরেকেই নাস্ এর শব্দ দ্বারা প্রমাণিত, তবে তা সকল দিক থেকে স্পষ্ট নয় এবং এটি বাক্য প্রয়োগের

---

৫১৩. প্রাগুক্ত

৫১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৫১৫. আলকোরআন, সূরা নিসা, ৪ ঃ ৩

৫১৬. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

www.nagorikpathagar.org

উদ্দেশ্যও নয়।"[৫১৭] অর্থাৎ ইশারাতুন নাস্ হলো বাক্যের সেই অর্থ যা ব্যবহৃত শব্দের আভিধানিক অর্থের প্রতি গভীর চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকেই বোঝা যায়। তবে এভাবে যে, এই অর্থ নির্দেশের লক্ষ্যেই বাক্যকে উপস্থাপন করা হয়েছে তা নয়।

ইশারাতুন নাস্-এর উদাহরণ:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ.

"যে স্তন্যপানকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর স্তন্য পান করাবে। সন্তান যার (পিতা) তার দায়িত্ব হলো যথাবিধি তাদের (স্তন্য প্রদানকারীনীদের) ভরণ-পোষণ ও লেবাস-পোশাকের ব্যবস্থা করা।"[৫১৮]

এ আয়াত একই সঙ্গে 'ইবারাতুন নাস্ ও ইশারাতুন নাস্ উভয়ের উদাহরণ। কেননা আয়াতের 'ইবারত থেকে যা কোনো চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকেই বুঝে আসে এবং যা আয়াতের উদ্দেশ্যও বটে তা হলো, স্তন্যদায়িনী মহিলাদেরকে ভরণ-পোষণ প্রদান করা ওয়াজিব-এ কথা বর্ণনা করা। এদিক থেকে এটি 'ইবারাতুন নাস্-এর উদাহরণ। অপর দিকে আয়াতের বক্তব্য সাধারণ ভাবে চিন্তাভাবনা করলেই বোঝা যায়, শিশুদের নসব (বংশ) তাদের পিতৃসূত্রে স্থাপিত হয় (মাতৃসূত্রে নয়)। কেননা আয়াতের المولود له শব্দ প্রয়োগ করে শিশুর সম্পর্ক কেবল তার পিতার দিকে স্থাপন করা হয়েছে। অথচ এ বিষয়টি যেমন- 'ইবারত দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো না, তদ্রূপ বক্তব্যও এ উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়নি। আর এটি খুব স্পষ্টও নয় যে, বক্তব্য শোনামাত্রই যে কোনো লোক তা উপলব্ধি করতে পারে। কাজেই এটি হলো, ইশরাতুন নাস্ এর উদাহরণ।[৫১৯]

'ইবারাতুন নস্ ও ইশারাতুন নাস্ এর হুকুম

উভয়ের বক্তব্য মোতাবেক 'আমল করা ওয়াজিব। তবে উভয়ের মধ্য যদি কখনো বৈপরীত্য দেখা দেয় তখন প্রথমোক্তটি অগ্রাধিকার পাবে।

উদাহরণ: হাদীসে উল্লেখ আছে :

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف

---

৫১৭. আল্লামা নিযামুদ্দীন আশ-শাশী, উসূলুশ শাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
৫১৮. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা ২ঃ ২৩৩
৫১৯. মাওলানা উবায়দুল্লাহ আলআসাদী, উসূলুল ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

www.nagorikpathagar.org

شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل و لم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينه.

"একবার রাসূলুল্লাহ সা. ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের দিন ঘর থেকে বের হয়ে ঈদগাহের দিকে আসলেন । তিনি মহিলাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা বেশি করে দান-খয়রাত করো। কেননা আমাকে তোমাদের অধিকাংশকে জাহান্নামে দেখানো হয়েছে। তারা বললো, কেন, হে আল্লাহর রাসূল ? তিনি জবাবে বললেন, তোমরা অধিক অভিশঅপ দিয়ে থাকো এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কওে থাকো । আমি তোমাদেও চেয়ে আর কাউকেও জ্ঞান-বুদ্ধি ও দীনদারীর ক্ষেত্রে অপরিপক্ষ দেখি না । কিন্তু এতদস্বত্ত্বেও তোমরা বিচক্ষণ ব্যক্তিদের বুদ্ধি হরণ করে থাকো । মহিলারা আরয করলো, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও দীনদারীতে কী ধরনের অপরিপক্কতা রয়েছে ? নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মহিলাদের সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেকের সমান নয়? তারা বললো, জ্বী হ্যাঁ। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন , এটিই তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অপরিপক্কতার পরিচায়ক। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন , তোমরা রিতুমতী হলে তোমাদেও কেউ সালাত আদায় করতে পাওে না এবং সিয়ামও পালন করতে পারে না । তারা বললো, জ্বী হ্যাঁ। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন , এটি তোমাদের দীন-এর অপরিপক্কতার পরিচায়ক " ।[৫২০]

উপরোক্ত হাদীস যদিও মহিলাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দীন-এর অপূর্ণঙ্গতা সাব্যস্ত করার জন্য আনীত হয়েছে তথাপিও তাতে এ কথার ইঙ্গিতও বিদ্যমান যে, হায়িযের উর্ধ্বতম মেয়াদ ১৫ দিন। কেননা شطر শব্দটি আভিধানিকভাবে 'অর্ধেক' অর্থের জন্য গঠিত। মোটকথা ইশারাতুন নাস্ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হায়িযের উর্ধ্বতম মেয়াদ হলো ১৫ দিন। অথচ অন্য হাদীসে আছে মহানাবী বলেছেন:

أقل الحيض للجارية البكر والثيب الثلاث وأكثره عشرة أيام فاذا زاد مستحاضة .

"কুমারী ও বিবাহিতা নারীদের জন্য হায়িযের নিম্নতম মেয়াদ তিন দিন তিন রাত আর উর্ধ্বতম মেয়াদ হলো দশ দিন।"[৫২১]

এ হাদীসে 'ইবরাতুন নস্ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, হায়িযের উর্ধ্বতম মেয়াদ ১০ দিন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, হাদীসদ্বয় থেকে উদ্ভাবিত একই বিষয়ের হুক্ম ভিন্ন ভিন্ন। এমতাবস্থায় ইশারাতুন নাস্ থেকে প্রমাণিত বিষয়ের উপর 'ইবারাতুন নাস্ থেকে প্রমাণিত বিষয়কে অর্থাৎ হায়িযের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১০ দিন হওয়াকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।[৫২২]

---

৫২০. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আল-হায়েয, অনুচ্ছেদ : তারকুল হায়েযিস সাওম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৫২১. ইমাম আদ-দারিমী, আস-সুনান, অধ্যায়: আল-উযু অনুচ্ছেদ: আল-হাইদ, তা. বি. খ.১, পৃ.১২৬

৫২২. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত পৃ. ২১৮

www.nagorikpathagar.org

১৯. দালালাতুন নাস্ (دلالة النص)

দালালাতুন নাস্

আল্লামা আশ-শাশী (র.) বলেন,

اما دلالة النص فهو ما علم منه علة للحكم المنصوص عليه لغة لا اجتهادا ولا استنباطا–

"যে হুক্মের জন্য নাস্‌টি বর্ণনা করা হয়েছে, সে হুক্মটির কারণ ('ইল্লাত) যদি নাস্ -এ ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দসমূহ দ্বারাই সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তাতে ইজতিহাদের প্রয়োজন না থাকে তবে সেটিকেই বলা হয় দালালাতুন নাস্।"[৫২৩]

দালালাতুন নাস্ -এর উদাহরণ:

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.

"তাদের একজন কিংবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তাদেরকে তুমি 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, তাদেরকে বলো সম্মানসূচক নম্রকথা।" [৫২৪]

এ আয়াতে সন্তানদের আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন পিতামাতার কোনো কথার উপর 'উফ' শব্দটিও না বলে। কোরআনের আক্ষরিক নির্দেশ শুধু এতটুকুই। অথচ এ নির্দেশটি আরবী ভাষা জানে, এমন যে কোনো মানুষই যখন পড়বে বা শুনবে তখন বুঝবে, এখানে উদ্দেশ্য শুধু 'উফ' বলা নিষিদ্ধ করা নয় বরং পিতামাতার কষ্ট হতে পারে এমন যে কোনো কথা, কাজ বা আচরণ নিষেধ করা উদ্দেশ্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আয়াতের মূল পাঠে 'উফ' বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই পিতামাতাকে কোনো কাজে 'উফ' বলা নিষিদ্ধ এতটুকু হলো 'ইবারতুন নাস্। আবার 'উফ' বলা নিষেধ মানে পিতামাতাকে যে কোনো ধরনের কষ্ট দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই তাদেরকে কথা, কাজ, আচরণ বা অন্য যে কোনো উপায়ে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া নিষেধ, এটি হল দালালাতুন নাস্।[৫২৫]

দালালাতুন নাস্ - এর হুক্ম

'ইল্লাত 'আম (عام) হওয়ার কারণে হুক্মও 'আম হবে। যেমন উপরে বর্ণিত উদাহরণে 'ইল্লাতটি 'আম হওয়ার কারণে পিতামাতাকে মার-পিট করা, গালাগালি করা, দিনমজুর হিসাবে খাটানো ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ। তা ছাড়া দালালাতুন-নাস্ নাস্ এর মতই অকাট্য। এমনকি এই দালালাতুন নাস্ এর সাহায্যে দন্ড কার্যকর করা শুদ্ধ হবে। দালালাতুন নাস্ বস্তুত 'ইল্লাত বিধায় এই ইল্লাত পাওয়া যাওয়া বা না পাওয়ার উপর হুক্মও আবর্তিত হয়। অর্থাৎ 'ইল্লাত পাওয়া গেলেই হুক্ম বলবৎ হবে, অন্যথায় নয়।

---

৫২৩. আল্লামা আশ-শাশী, উসূলুল শাশী, পৃ. ১১৪

৫২৪. আলকোরআন সূরা বনী ইসলাঈল ১৭ ঃ ২৩

৫২৫. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

www.nagorikpathagar.org

২০. ইক্তিযাউন-নাস্ (اقتضاء النص)

هو زيادة على النص لايتحقق معنى النص الا به كأن النص اقتضاه ليصح فى نفسه معناه.

ইকতিয়াউন-নাস্ হলো, বাক্যের সেই বাড়তি অংশ (যা বাক্যের মধ্যে উল্লেখ নেই) অথচ বাক্যের অর্থ সেই বাড়তি অংশ ব্যতিরেকে সঠিকভাবে আদায় হয় না, যেন বাক্য নিজেই নিজ অর্থের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রয়োজনে এই বাড়তি অংশ দাবি করছে। মোটকথা মূল পাঠে ব্যবহৃত শব্দমালার বাইরে অবস্থিত এমন জিনিস যা ব্যতিরেকে বাক্যের শুদ্ধতা অর্জিত হয় না তাকে 'ইকতিযাউন-নাস্' বলা হয়।[৫২৬]

ইকতিযাউন-নাস্-এর উদাহরণ:

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.

"যে জনপদে আমরা ছিলাম তার অধিবাসীদের জিজ্ঞেস করো এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও। আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।"[৫২৭]

এ আয়াতে 'আলকারিয়া' (الْقَرْيَةَ) শব্দের পূর্বে অন্য একটি শব্দ বাড়তিভাবে সংযোজন করা আবশ্যক। কেননা কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য যাকে জিজ্ঞেস করা হবে অবশ্যই তার মানুষ হওয়া আবশ্যক। কেননা তাকে জীব-জন্তু বা গ্রাম-গঞ্জ ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদের পাত্র হওয়ার উপযুক্তই নয়। কাজেই বাক্যটির বিশুদ্ধতার জন্য জরুরীভাবে এখানে 'আলকারিয়া' (الْقَرْيَةَ) শব্দের পূর্বে أصحاب কিংবা أهل জাতীয় কোনো শব্দ বাড়তি সংযোজন করা হবে। তাহলে অর্থ দাঁড়াবে 'জনপদবাসীকে জিজ্ঞেস করো'। বাড়তি শব্দটিই হলো ইকতিযাউন-নাস্। পরিভাষায় এই বাড়তি অংশকে মুকতাযাও বলা হয়।[৫২৮]

ইকতিযাউন-নাস্-এর হুকুম

বাক্যের জন্য বাড়তি যতটুকু জিনিস মেনে নেয়া আবশ্যক ঠিক ততটুকু পরিমাণ মেনে নেয়া এবং তার উপর 'আমল করা কর্তব্য। বাক্যের বিশুদ্ধতা যতটুকুর উপর নির্ভরশীল ঠিক ততটুকুই মেনে নেয়ার অনুমতি আছে, বেশি মেনে নেয়ার অনুমতি নেই। মাওলানা উবায়দুল্লাহ আলআসাদী (র.) বলেন, ইকতিযাউন নাস্ প্রথমত দুই প্রকার। (১) বাক্যের যথার্থতা বজায় রাখার প্রয়োজনে বাড়তি কোনো শব্দ মেনে নিতে হয় এবং (২) বাক্যের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার প্রয়োজনে বাড়তি কোনো শব্দ মেনে নিতে হয়।

বাক্যের সত্যতা বজায় রাখার প্রয়োজনে বাড়তি অংশ মেনে নেয়ার উদাহরণ:

মহানাবী (সা) বলেছেন:

---

৫২৬. আল্লামা নিযামুদ্দীন আশ-শাশী, উসূলুশ শাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
৫২৭. আলকোরআন, সূরা ইউসুফ ১২ : ৮২
৫২৮. মাওলানা উবায়দুল্লাহ আসাদী, উসূলুল ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

www.nagorikpathagar.org

ان الله وضع عن امتى الخطاء والنسيان.

"মহান আল্লাহ্ আমার উম্মাত থেকে ভুল হওয়া ও ভুলে যাওয়াকে তুলে দিয়েছেন"[৫২৯]

উল্লেখ্য যে, উম্মাত থেকে 'ভুল হওয়া ও ভুলে যাওয়া' জিনিসদ্বয়কে তুলে দেয়ার অর্থ কী? ভুল জিনিসটিকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন, না জিনিসটির অস্তিত্ব থাকলেও উম্মাতের জীবনযাত্রার মধ্যে তা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা নিঃশেষ করে দিয়েছেন। বিকল্পদ্বয়ের কোনোটিই সত্য নয়। তাহলে হাদীসের মর্ম কি? এখানে الخطاء والنسيان শব্দের পূর্বে ইকতিযাউন-নাস্ হিসাবে اثم (পাপ) জাতীয় কোনো শব্দ বাড়তি সংযুক্ত করা হবে। তখন হাদীসের অর্থ দাঁড়াবে- মহান আল্লাহ্ আমার উম্মাত থেকে ভুল হওয়া ও ভুলে যাওয়ার পাপ তুলে নিয়েছেন।[৫৩০]

আস-সুন্নাহ সম্পর্কিত উসূলুল ফিক্‌হ

আভিধানিকভাবে সুন্নাহ্ শব্দের অর্থ হলো, নিয়ম, পথ, পদ্ধতি, অভ্যাস, শারী'আত ইত্যাদি। যেমন মহান আল্লাহর বাণী:

سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا.

"আমার রাসূলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিলো এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না।"[৫৩১]

ইসলামের পরিভাষায় মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শের সাথে সম্পর্কিত সব কিছুকেই আস-সুন্নাহ্ বলা হয়। মহানাবী (সা) এর কথা, কাজ, সম্মতি, ইত্যাদি সবই আস-সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সুন্নাহ'র পারিভাষিক সংজ্ঞা নির্ণয়ে উসূলবিদ 'উলামা ও হাদীস বিশারদ 'উলামা কিরামের বক্তব্যে কিঞ্চিত পার্থক্য দেখা যায়। উসূলবিদ 'আলিমগণের মতে আস-সুন্নাহ হলোঃ

السنة تطلق على قول الرسول عليه السلام وفعله وسكوته وعلى اقوال الصحابة وا فعالهم

"আস-সুন্নাহ শব্দটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির উপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সাহাবা কিরামের কথা ও কাজের উপরও প্রযোজ্য নয়।"[৫৩২]

পক্ষান্তরে হাদীস বিশারদ 'আলিমগণ হাদীসের সজ্ঞা দিয়ে বলেন:

هواقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله.

---

৫২৯. ইমাম ইবনু মাজাহ, আস সুনান, অধ্যায় : আত-তালাক, অনুচ্ছেদ : তালাকুল মুকরাহ ওয়ান নাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯৯

৫৩০. প্রাগুক্ত

৫৩১. আলকোরআন, সূরা বনী ইসলাঈল ১৭ : ৭৭

৫৩২. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

www.nagorikpathagar.org

"হাদীস বলতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাবার্তা, কাজকর্ম ও অবস্থা বর্ণনা করাকে বোঝায়।"[৫৩৩]

'আস-সুন্নাহ্' শব্দের সমার্থক হিসাবে হাদীস (حديث), রিওয়ায়াত (روايت), খবর ও আসর (اثر-خبر), ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জামহূর 'উলামা কিরামের মতে এগুলোর একটি অপরটির সমার্থক বিধায় একটির স্থলে অপরটি ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী-আলিমগণ এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। যেমন- হাদীস -এর আভিধানিক অর্থ হলো কথা, বাণী, সংবাদ ইত্যাদি। যেমন কোরআনে মাজীদে বলা হয়েছে-

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.

"তারা এ বাণী বিশ্বাস না করলে সম্ভবত তাদের পেছনে ঘুরে তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।" [৫৩৪]

বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণের মতে হাদীস ও সুন্নাহ্'র মধ্যে সম্পর্ক হলো عموم وخصوص مطلق-এর সম্পর্ক। অর্থাৎ 'হাদীস আ'ম আর সুন্নাহ্ খাস'। সকল সুন্নাহ্কে হাদীস বলা যায় কিন্তু সকল হাদীসকে সুন্নাহ বলা যায় না। কেননা মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসগুলো দুই ধরনের। এক ধরনের হাদীস এমন যা উম্মাতের জন্য জানা ও অনুসরণ করার উপযোগী। এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা অধিক। এগুলোই উম্মাতের জীবনে ফারয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুস্তাহসান ইত্যাদি শিরোনামে বিধানরূপে কার্যকর আছে। পক্ষান্তরে আরেক ধরনের হাদীস এমন যা উম্মাতের জন্য জানার বিষয়, তবে অনুসরণের বিষয় নয়। যেমন ইফ্তার বিহীন দিনের পর দিন রোযা চালিয়ে যাওয়া - সাওমে বিসাল এবং চারের অধিক স্ত্রী একসঙ্গে বিবাহ্ বন্ধনে রাখা ইত্যাদি। এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা অতি নগণ্য এবং এগুলো উম্মাতের জন্য অনুসরণীয় নয়। পরিভাষায় হাদীস বলতে উপরোক্ত উভয় ধরনের হাদীসকেই বোঝায়। পক্ষান্তরে সুন্নাহ্ বলতে প্রথমোক্ত হাদীসগুলোকেই বোঝায়।[৫৩৫]

খাবর ঃ আভিধানিকভাবে খবর (خبر) অর্থ সংবাদ। পরিভাষায় জামহূর 'উলামা কিরামের মতে এটি হাদীসেরই সমার্থক। তবে কেউ কেউ উভয়ে মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁদের মতে খবর বলতে প্রাচীন রাজা-বাদশাহ্র ঘটনাবলি ও ইতিহাসের বর্ণনাকে বোঝায়। পক্ষান্তরে হাদীস শুধু মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ ও সম্মতির বর্ণনাকে বোঝায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে খবর ও হাদীস একটি অপরটির বিপরীত। 'আল্লামা আসসুয়ূতী (র.) বলেন, উপরোক্ত পার্থক্যের কারণে খবর সংশ্লিষ্ট মনীষীদের বলা হয়

---

৫৩৩. মাওলানা মহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪
৫৩৪. আলকোরআ'ন, সূরা আল-কাহ্ফ ১৮ ঃ ৬
৫৩৫. মাওলানা মহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

www.nagorikpathagar.org

'আখবারী' (ঐতিহাসিক) আর হাদীস সংশ্লিষ্ট মনীষীগণকে বলা হয় 'মুহাদ্দিস'(হাদীস বিশেষজ্ঞ)। 'আল্লামা ইবনু হাজার আল-'আসকালানী (র) বলেছেন, খবর ও হাদীস শব্দের মধ্যে সম্পর্ক হলো عموم وخصوص مطلق-এর সম্পর্ক। খবর 'আম কিন্তু হাদীস 'খাস'। খবর বলতে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা অন্যদের সম্পর্কীয় বর্ণনাকে বোঝায়। পক্ষান্তরে হাদীস বলতে শুধু মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্কিত বর্ণনাকে বোঝায়।[৫৩৬]

আভিধানিকভাবে আসার(أثار) এর অর্থ মানে البقية من الشئ অর্থাৎ কোনো জিনিসের অবশিষ্টাংশ। 'আলিমগণের পরিভাষায় আসার হাদীস শব্দেরই সমার্থক। কিন্তু খোরাসানী ফকীহ্গণ এতদুভয়ের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে যে বর্ণনা সনদের সূত্র পরম্পরায় স্বয়ং মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌছে থাকে সেটি হাদীস। পক্ষান্তরে যে বর্ণনার সূত্র কোনো সাহাবী কিংবা কোনো তাবিঈ' পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে সেটি আসার। হাদীস ও আসারের এ পার্থক্যের স্বীকৃতি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কথা থেকেও অনুমিত হয়। কেননা তিনি তাঁর আসারে মাওকূফা -এর উপর সংকলিত গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'কিতাবুল আসার'।[৫৩৭]

সুন্নাহ্'র মর্যাদা ও গুরুত্ব

সুন্নাহ্ মূলত ওহী গায়র মাতলু। এর শব্দমালা আল্লাহ্র রাসূল কর্তৃক গৃহীত হলেও মর্ম ও ভাবার্থ মহান আল্লাহ্র নাযিলকৃত ওহী। এটি উম্মাতের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। সুন্নাহ্'র পরিপন্থী কিতাবুল্লাহ'র কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

আসমানী কিতাবের সাথে মনোনীত রাসূল প্রেরণের অনুসরণ অপরিহার্য ঘোষণা করে কুর'আন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ.

"আমি রাসূল প্রেরণ করার পেছনে উদ্দেশ্য হল যেন আমার নির্দেশ মোতাবেক তাঁর আনুগত্য করা হয়।"[৫৩৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্ কিতাবুল্লাহ্'র বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা বলে মহান আল্লাহ্ মানুষকে একদিকে রাসূলের আনুগত্য করতে এবং অপরদিকে তাঁর কোনরূপ অবাধ্যতা অবলম্বন থেকে বিরত থাকতে আদেশ দিয়ে বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ • وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

---

৫৩৬. আল্লামা আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৫
৫৩৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭
৫৩৮. আলকোরআন, সূরা নিসা ৪ ঃ ৬৪

www.nagorikpathagar.org

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তাঁর আদেশ শ্রবণের পর সেটি অমান্য করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। তোমরা ওদের মত হয়ো না যারা বলেছিল, 'আমরা শুনলাম, অথচ কার্যত তারা শুনেনি।"[৫৩৯]

সুন্নাহ্ হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন বা করেছেন-এর কোনোটিই তাঁর মনগড়া ছিলো না। বরং তাঁর কাছে আল-কোরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ আয়াতের ব্যাখ্যা ও মর্ম হিসাবে যে 'বায়ান' আল্লাহ তাঁর হৃদয়ে ঢেলে দিতেন সেই নিরিখেই তিনি নিজ কথা ও কাজ সম্পাদন করে গেছেন।

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ.

"এবং সে মনগড়া কোনো কথা বলে না। এ তো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" [৫৪০]
এ ওহীর মধ্যে নাবীর পক্ষ থেকে সংযুক্ত কিছুই নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ.

"যদি সে আমার নামে নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতো তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম।" [৫৪১]

আস-সুন্নাহ্ শারী'আতের দলীল

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ ইসলামী শারী'আতের দলীল এবং এটি আহকাম ও মাসাইল উদ্ভাবনের অন্যতম মৌলিক উৎস। এ কথাটি কোরআনের বহু স্থানে এবং বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো আর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় করে চলো, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।"– [৫৪২]

ইমাম ফাখরুদ্দীন আর-রাযী (র.) বলেন, আয়াতে উল্লেখিত ما কথাটি ব্যাপকার্থবোধক। তাতে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে কুর'আনের অংশ হিসাবে যা শুনিয়েছেন এবং এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণরূপে সুন্নাহ্ নামে যা ব্যক্ত করেছেন উভয়ই অন্তর্ভুক্ত আছে। আয়াতে উল্লেখিত فخذوه (তা গ্রহণ করে নাও) কথাটিও লক্ষণীয়। এটি আদেশসূচক ক্রিয়াপদ যা উসূলে ফিকহের নিয়মানুসারে ওয়াজিব হওয়াকে নির্দেশ করে

৫৩৯. আলকোরআন, সূরা আনফাল ৮ : ২০-২১
৫৪০. আলকোরআন, সূরা নাজম ৫৩ : ৩-৪
৫৪১. আলকোরআন, সূরা আল-হাক্কাহ ৬৯ : ৪৪-৪৬
৫৪২. আলকোরআন, সূরা আল-হাশর ৫৯ : ৭

www.nagorikpathagar.org

থাকে। অর্থাৎ রাসূলের সুন্নাহ্‌কে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা ওয়াজিব। তাছাড়া আয়াতের শেষ দিকে তাক্‌ওয়ার নির্দেশ দিয়ে ইশারা করা হয়েছে যে, সুন্নাহ্‌কে অস্বীকার করা তাক্‌ওয়া-বিরুদ্ধ কাজ যার পরিণাম আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তি।

অপর এক আয়াতে সুন্নাহ্‌ অমান্য করা কিংবা বিরুদ্ধাচরণ করাকে বড় ধরণের অপরাধ এমনকি সর্বগ্রাসী বিপর্যয়ের কারণ বলেও অভিহিত করা হয়েছে।

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

"যারা রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের ভয় করা উচিৎ। কেননা তাদের উপর বড় ধরনের বিপর্যয় আপতিত হতে পারে। কিংবা তারা কোন কঠিন পীড়াদায়ক আযাবের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।"[৫৪৩]

তা ছাড়া আস-সুন্নাহ'র বিরোধিতা করা স্পষ্ট ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا.

"আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবেনা। কেউ আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সেতো স্পষ্টই পথ ভ্রষ্ট হবে।" [৫৪৪]

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপপালকের শপথ ! তারা মুমিন হিসাবে বিবেচিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করবে তাও এমনভাবে যে, তোমার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার ব্যাপারে তাদের মনে কোন দ্বিধা থাকবে না এবং তারা এটি গ্রহণ করে নেবে সর্বান্তকরণে।"[৫৪৫] ইমাম আওযায়ী (র.) লিখেছেন,

الكتاب احوج الى السنة من السنة الى الكتاب

"সুন্নাহ্‌ উপলব্ধির জন্য কিতাবুল্লাহ'র প্রয়োজন যতখানি তার চেয়ে কিতাবুল্লাহ্‌ উপলব্ধির জন্য সুন্নাহ'র প্রয়োজন অনেক বেশি।"[৫৪৬]

আস-সুন্নাহ'র মাধ্যমে আল-কুর'আন ব্যাখ্যা করার মৌলিক পদ্ধতি

আস-সুন্নাহ্‌ আল-কোরআনেরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। সুন্নাহ'র মাধ্যমে এ ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। যেমন -

১. আল-কোরআনে হয়ত কোনো হুক্‌মকে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ

---

৫৪৩. আলকোরআন, সূরা আন-নূর ২৪ ঃ ৬৩
৫৪৪. আলকোরআন, সূরা আল-আহযাব ৩৩ ঃ ৩৬
৫৪৫. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ৬৫
৫৪৬. মাওলানা মহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০

www.nagorikpathagar.org

হুক্‌মটির বিস্তারিত রূপ কি তা আল- কোরআনে নেই। এসব স্থানে আস-সুন্নাহ্ সেই হুক্‌মটির বিস্তারিত বিবরণ এবং স্বরূপ। যেমন মহান আল্লাহ কোরআনে বলেছেন :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ .

"তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত দাও।" [৫৪৭]

অথচ সালাত কীভাবে আদায় করতে হবে, তার স্বরূপ কি-এ সবের কিছুই আল-কোরআনে উল্লেখ নেই। আস-সুন্নাহ্ এগুলোর পদ্ধতি, স্বরূপ, শর্তাবলি, গুণাবলি ইত্যাদি সবিস্তারে উপস্থাপন করে দিয়েছে।

২. আল-কোরআনে হয়ত কোনো বিষয়ের মূলনীতি বলে দেওয়া আছে। এ মূলনীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা, স্বরূপ, শর্তাবলি ইত্যাদির কিছুই আল-কোরআনে নেই। আস-সুন্নাহ সেসব বিষয়কে পরিস্কার করে দেয়। যেমন কোরআনে উল্লেখ আছে-

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ.

"তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, কিন্তু তোমাদের পরস্পর সম্মত হয়ে ব্যবসা করতে পারো।"[৫৪৮]

এ আয়াতে ব্যবসার শুধু মূলনীতি বলা হয়েছে, অথচ এ মূলনীতির উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের পূর্ণ অধ্যায়কে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে সুন্নাহ্'র মধ্যে। সুন্নাহ্ নির্দেশ করে দিয়েছে যে, ব্যবসার কোন পদ্ধতি বৈধ আর কোন পদ্ধতি বৈধ নয়; বৈধ-ব্যবসার জন্য কি , গুণাবলি বা কি শর্তাবলি প্রয়োজন ইত্যাদি।

৩. আল-কোরআনের বিভিন্ন স্থানে আদেশ-নিষেধের পাশাপাশি বিভিন্ন ঘটনাবলি, উপমা, উদাহরণ ইত্যাদি বলা আছে। এগুলো বস্তুত মানব জীবনকে সংশোধন করার জন্য পথনির্দেশ হিসাবে নাযিলকৃত। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সব খণ্ডিত বিষয়াদির আলোকে বিভিন্ন মূলনীতি নিরূপণ করে মানুষের জন্য জিনিসটি সহজ করে দিয়েছেন। আস-সুন্নাহ্'র মধ্যে সেই মূলনীতিই ব্যক্ত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আল-কোরআনে বর্ণিত বহু ঘটনায় একে অপরের ক্ষতিসাধনকে নিন্দা করা হয়েছে। এসব ঘটনা থেকে সুন্নাহ্'র উদ্ভাবিত মূলনীতি হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। তা হলো, لا ضرر ولاضرار في الا سلام অর্থাৎ "ইসলামে নিজের পক্ষ থেকে অগ্রণী হয়ে কারও ক্ষতি করা কিংবা ক্ষতি সাধনের প্রতি-উত্তরে অধিকতর ক্ষতি সাধন বৈধ নয়।"

আস-সুন্নাহ্ সাব্যস্ত হওয়ার পদ্ধতি

কোনো কিছু মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্ হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু শব্দ এবং বিশেষ কিছু পদ্ধতি রয়েছে। সাহাবীগণ সে সব শব্দমালা ও

৫৪৭. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ১১০
৫৪৮. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ২৯

www.nagorikpathagar.org

পদ্ধতির মাধ্যমে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্'কে উম্মাতের পরবর্তীদের কাছে পৌঁছিয়ে গিয়েছেন। যেমন-

১. কোনো সাহাবী সূত্রে এ কথা বর্ণিত হওয়া যে, মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে অমুক কাজটি করতে আদেশ করেছেন কিংবা অমুক কাজটি করতে নিষেধ করেছেন।

২. কোনো সাহাবীর একথা বর্ণনা করা যে, 'আমাদেরকে আদেশ করেছেন কিংবা আমাদেরকে নিষেধ করেছেন' অথচ তিনি 'কে আদেশ করেছেন' তা কিছুই স্পষ্ট বলেন নি। এমন বর্ণনার দ্বারাও সুন্নাহ্ প্রমাণিত হয়। কেননা কোনো সন্দেহ নেই যে, সাহাবীগণকে এ পর্যায়ের আদেশ-নিষেধ মাহনাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -ই করতেন।

৩. কোনো সাহাবী কর্তৃক এমন কথা বলা যে, من السنة كذا অর্থাৎ অমুক কাজটি সুন্নাত।

৪. কোনো সাহাবী কর্তৃক একথা বলা যে, 'আমরা' কিংবা 'লোকেরা' মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে এ কাজ করতাম।

৫. কোনো সাহাবীর সুস্পষ্ট শব্দে এ কথা বর্ণনা করা যে, তিনি মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অমুক কথাটি বলতে শুনেছেন কিংবা তিনি মাহনাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অমুক কাজটি করতে দেখেছেন অথবা মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে অমুক বিষয়টি বর্ণন করেছেন।[৫৪৯]

সনদ ও মতন (السند والمتن)

সাধারণভাবে হাদীসের গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত সুন্নাহ্'র দু'টি অংশ রয়েছে। একটি 'সনদ' (মূল পাঠ)এবং অপরটিকে বলা হয় 'মতন'(বর্ণনার ধারাবাহিকতা)। কোনো সুন্নাহ্কে এভাবে সূত্র উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করাকে বলা হয় 'ইসনাদ'। যিনি সুন্নাহ্কে এভাবে বর্ণনা করেন তাকে বলা হয় 'মুসনিদ'। বর্ণনাকারীদের নাম ও সূত্র সম্পন্ন সুন্নাহকে বলা হয় 'মুসনাদ'। মুহাদ্দিসগণ সাধারণত সকল মারফূ' (مرفوع) ও মুত্তাসিল (متصل) হাদীসকে মুসনাদ বলে অভিহিত করে থাকেন।[৫৫০]

সনদের দিক থেকে সুন্নাহ্ দু'প্রকার। মুত্তাসিল (متصل) ও মুনকাতি (منقطع)। যে সুন্নাহ্'র সনদে বর্ণনাকারীদের সকলের নাম ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ থাকে, কোনো পর্যায়ে তাঁদের কেউ অনুল্লেখিত থাকে না তাকে মুত্তাসিল সুন্নাহ বলা হয়। আর যে সুন্নাহ্'র সনদে বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত থাকে নি বরং কোনো পর্যায়ে অনুল্লেখিত থাকে তাকে মুনকাতি' সুন্নাহ্ বলে। মুত্তাসিল সুন্নাহ্ আবার তিন প্রকার। (১) খবরুন মুতাওয়াতির, (২) খবরুন মাশহূর এবং (৩) খবরুন ওয়াহিদ। কেননা বর্ণনাকারী থেকে

---

৫৪৯. মাওলানা উবায়দুল্লাহ আসাদী, উসূলুল ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
৫৫০. আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সনদের ধারাবাহিকতা হয় পূর্ণাঙ্গ মানের হবে কিংবা হবে না। যদি পূর্ণাঙ্গ মানের হয় সেটিকে বলা হয় খবরুন মুতাওয়াতির। আর যদি পূর্ণাঙ্গ মানের না হয় অর্থাৎ তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে তাহলে সেটিও হয়ত কেবল বাহ্যিকভাবে (صورة) হবে কিংবা বাহ্যিক ও বাস্তব (معنى) উভয়ভাবে হবে। শুধু বাহ্যিকভাবে হলে সেটিকে বলে খবরুন মাশহূর। আর বাহ্যিক ও বাস্তব উভয়ভাবে হলে সেটিকে বলে খবরুন ওয়াহিদ।[৫৫১]

আল-খাবরুল মুতাওয়াতির (الخبر المتواتر)

আল-মুতাওয়াতির শব্দটি التواتر ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। অর্থ হলো একের পর এক, ধারাবাহিকভাবে কোনো জিনিস ঘটা কিংবা একজনের পর অপরজন আগমন করা। পরিভাষায় খবরে মুতাওয়াতির-এর সংজ্ঞা হলো

هو الخبر الذى رواه قوم لايحصى عددهم ولا يتوهم توا طؤهم على الكذب ويدوم هذا الحد فيكون اخره كاوله واوله كاخره واوسطه كطرفيه.

"মুতাওয়াতির সেই খবারকে বলা হয়, যা এত বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত যে, তাদের সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যায় না। বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত অধিক যে, মিথ্যার উপর তাঁদের ব্যাপারে একমত হওয়ার কথা চিন্তাও করা যায় না। আর এ সংখ্যা সকল পর্যায়ে অক্ষুণ্ন আছে। ফলে সনদের শেষাংশ প্রথমাংশের ন্যায়, প্রথমাংশ শেষাংশের ন্যায় এবং মধ্যমাংশ উভয় প্রান্তের ন্যায় হয়ে আছে।" [৫৫২]

কোনো হাদীসকে মুতাওয়াতির বলে মেনে নিতে হলে সেখানে মোট চারটি শর্ত বিদ্যমান থাকা জরুরী। যেমন-

১. বর্ণনাকারীদের সংখ্যাধিক্য। অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে হতে হবে। এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ সংখ্যা চিহ্নিত করে সাত জন, কেউ চল্লিশ জন, কেউ সত্তরজনের কথা বলেছেন। বস্তুত এখানে নির্ধারিত কোনো সংখ্যা নেই। বিশুদ্ধ মত হলো, হাদীসটি বর্ণনা করার সাথে তিন-এর অধিক এত বেশি সংখ্যক মানুষ জড়িত যে, তাঁরা একমত হয়ে বর্ণনা করাটা যে কোনো মানুষের মনে প্রশান্তি প্রদান করে সেটিই হলো হাদীসে মুতাওয়াতির।

২. বর্ণনাকারীদের সংখ্যা ও অবস্থার বিচারে সাধারণ বিবেক ও নিয়ম তাদেরকে কোনো মিথ্যার উপর একমত হয়েছে বলে ধারণা করা অসম্ভব হতে হবে।

৩. বর্ণনাকারীদের এ সংখ্যাধিক্য শুরু থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যমান থাকতে হবে।

৪. বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তুটি কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিস (যা দেখা গিয়েছে বা শোনা গিয়েছে এমন) হতে হবে। কোনো 'আক্লী বা কিয়াসী বিষয় হলে হবে না।

---

৫৫১. মাওলানা উবায়দুল্লাহ আসাদী, উসূলুল ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
৫৫২. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

www.nagorikpathagar.org

মুতাওয়াতির-এর উদাহরণ

যেমন-কোরআনুল করীম-এর নাযিল হওয়া বা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ইত্যাদি। মুতাওয়াতির হাদীস আছে কিনা-সে বিষয়ে 'আলিমদের মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ বলেছেন, শাব্দিক তাওয়াতুরসহ কোনো হাদীস নেই। তবে বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, বেশ কিছু সুন্নাহ্ (হাদীস) মুতাওয়াতিররূপে বর্ণিত আছে। তবে এ ধরনের সুন্নাহ্'র সংখ্যা খুব বেশি নয়। যেমন হাদীস:

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النا.

"যে ব্যক্তি আমার উপর কোনো মিথ্যা আরোপ করে সে যেন নিজ ঠিকানা জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।" [৫৫৩]

'আলিমগণ এ হাদীসটিকে হাদীসে মুতাওয়াতির বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা এ হাদীসটি ৭০ এরও অধিক সাহাবী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপে মোজার উপর মাসেহ সংক্রান্ত হাদীসটি প্রায় ৭০ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। অনুরূপে হাউযে কাওসার সংক্রান্ত হাদীসটি ৫০-এর বেশি সংখ্যক সাহাবা বর্ণনা করেছেন। তাই এগুলোকেও মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয়েছে।[৫৫৪]

আল-খাবরুল মুতাওয়াতির-এর হুক্ম

এটি সুনিশ্চিত জ্ঞান দান করে। কোরআন মাজীদ যেমন কাতয়ী (অকাট্য) হাদীসে মুতাওয়াতির ও তেমনি অকাট্য। হাদীসে মুতাওয়তির দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে মান্য করা ওয়াজিব। মুতাওয়াতির হাদীস অস্বীকার করা কুফরী।[৫৫৫]

আল-খাবরুল মাশহূর (الخبر المشهور)

খবরে মাশহূর এর সংজ্ঞা

وهو ما كان من الاحاد فى الاصل ثم انتشر حتى ينقله قوم لا يتوهم توا طئهم على الكذب وهو القرن الثانى ومن بعد هم.

"মাশহূর সেই খাবরকে বলা হয়, যা মূলত ছিলো আহাদ (খবরে ওয়াহিদ) -এর শ্রেণিভুক্ত। অতপর তা এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, এটি বর্ণনা করেছে এত বেশি সংখ্যক লোক যাদেরকে মিথ্যার উপর একমত হওয়ার ধারণা করা যায় না। আর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার সময়টি হলো তাবিয়ী ও তাবে-তাবিয়ীদের যুগ।"[৫৫৬]

আল-খাবরুল মাশহূরের হুক্ম

এটি শান্তনাদায়ক জ্ঞান দান করে। অর্থাৎ এমন তুষ্টিবিধায়ক জ্ঞানের কারণ হয়, যা

---

৫৫৩. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আল-'ইল্ম, অনুচ্ছেদ : ইসমু মানু কাযাবা আ'লান্ নাবিয়্যি সা., প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৫৫৪. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

৫৫৫. প্রাগুক্ত,

৫৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

www.nagorikpathagar.org

সত্যের দিককে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। মর্যাদার দিক থেকে খবরে মাশহূরের স্থান খবরে মুতায়াতির-এর নিচে এবং খবরে ওয়াহিদ-এর উপরে। খবরে মাশহূরের অস্বীকার করাকে খবরে মুতাওয়াতিরের অস্বীকার-এর ন্যায় কাফির বলা যাবে না।[৫৫৭]

আল-খাবরুল মাশহূরের উদাহরণ

কোন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী তার পূর্বস্বামীর নিকট ফেরত আসতে হলে আল-কোরআনে শর্ত হিসাবে বর্ণনা করেছেন এ আয়াতে[৫৫৮]- فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "পূর্ব স্বামীর জন্য তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হালাল হবে না যতক্ষণ না স্ত্রী অপর কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।"

উল্লেখ্য যে, আয়াতের মধ্যে প্রথমে تنكح শব্দটি নিকাহ্ অর্থাৎ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এরপর স্বামীর সাথে যৌন মিলনের কথা বলা নেই। অতপর আয়াতের সাথে যুক্ত হয়েছে একখানা হাদীসে মাশহূর।

তা হলো[৫৫৯]

جاءت امرأة رفاعة القرضى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقنى فأبت طلاقى فتزوجت عبد الرحمان بن الزبير انما معه مثل هدبة الثوب فقال اتريدين أن ترجعى الى رفاعة ؟ لا حتى تدوقى عسيلته ويدوق عسيلتك.

"একদা রিফা'আ (রা.)-এর স্ত্রী মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললো, আমার স্বামী রিফা'আ আমাকে তিন তালাক প্রদান করেছে। তারপর আমি 'ইদ্দাত শেষ করে আবদুর রহমান ইবনু জারীর-এর সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। কিন্তু আমি আবদুর রহমানকে পেয়েছি আমার এ কাপড়ের ঝালর কিংবা বলেছেন, আঁচলের ন্যায় অর্থাৎ পুরুষত্বহীন। তখন মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি পুনরায় রিফা'আর কাছে ফিরে যেতে চাও? সে বললো, হ্যাঁ। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- "না, তা হয় না; যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পরস্পরে একে অপরের থেকে মধু উপভোগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি রিফা'আর নিকট যেতে পারবে না।"

এটি মাশহূর হাদীস। এ হাদীসে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, তাহ্লীলের জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সাথে শুধু বিবাহের 'আক্দ' হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং যৌন সঙ্গম পাওয়া শর্ত। অথচ আল-কোরআনের আয়াতে বাহ্যত যৌন সঙ্গমের শর্ত নেই। হাদীসে মাশহূর আল-কোরআনে বর্ণিত বিষয়বস্তুর 'সম্পূরক' বিধায় ফাকীহ্গণ আয়াতের হুক্মের সাথে হাদীসের মাশহূরের নির্দেশকেও যুক্ত করে নিয়েছেন। আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন,

---

৫৫৭. প্রাগুক্ত

৫৫৮. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ২৩০

৫৫৯. ইমাম বুখারী সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আশ-শাহাদাত, অনুচ্ছেদ: শাহাদাতুল মুখতাবী, প্রগুক্ত, পৃ.২০৮

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক যৌন সঙ্গমের শর্ত অনস্বীকার্য। এটি শুধু বর্ণিত হাদীসে মাশহূর সূত্রেই নয়, বরং বহু ফাকীহ্ আয়াতে উল্লেখিত تنكح শব্দ থেকেই এ শর্তের অবশ্যকতা প্রমাণ করে গিয়েছেন।[৫৬০]

আল-খাবরুল ওয়াহিদ (الخبر الواحد)

খাবরে ওয়াহিদের সংজ্ঞা -

هو كل خبر يرويه الواحد اوالاثنان فصاعدا.

"খবরে ওয়াহিদ সেই খবরকে বলা হয়, যা একজন বা দু'জন কিংবা ততোধিক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত।"[৫৬১]

আল-খাবরুল ওয়াহিদ-এর হুকুম

কয়েকটি শর্ত পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতে খবরে ওয়াহিদ দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য। এটি প্রবল ধারণা জাতীয় জ্ঞান (علم الظن الغالب) দান করে এবং এর উপর আমল করা ওয়াজিব।

আল্লামা নাসাফী (র.) বলেন, খবরে ওয়াহিদ 'ইলমে ইয়াকীন'কে অপরিহার্য না করলেও 'আমলকে ওয়াজিব করে, তা কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন মহান আল্লাহর বাণী:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

"তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যেন তারা দীন সম্বন্ধে প্রজ্ঞা অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং নিজেদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসার পর তাদেরকে সতর্ক করতে পারে যাতে তারা সতর্ক হয়।"[৫৬২]

উল্লেখ্য যে, কোনো বস্তুর খন্ডিত অংশকে বলা হয় طائفة। প্রয়োগের দিক থেকে শব্দটি এক, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে। আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ্ পূর্ণ 'ফিরকাহ্' তথা সম্প্রদায়কে সেই এক-দুই জন ব্যক্তির কথা গ্রহণ করা এবং তদনুসারে 'আমল করাকে আবশ্যিক করে দিয়েছেন। সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে, খাবরে ওয়াহিদ 'আমলকে ওয়াজিব করে।[৫৬৩]

তাছাড়া এ হুকমটি মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্ দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদাকার ব্যাপারে বারীরা (র.)-এর খবরকে গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার

---

৫৬০. মাওলানা উবায়দুল্লাহ আলআসাদী, উসূলুল ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১
৫৬১. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭
৫৬২. আলকোরআন, সূরা আত-তাওবা ৯ ঃ ১২২
৫৬৩. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

www.nagorikpathagar.org

উত্তরে বলেছেন, لك صدقة ولنا هدية "এটি তোমার জন্য সাদাকা বটে কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া।" তদ্রূপ মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিয়ার ব্যাপারে সালমান ফারসী (রা.) -এর কথা কবুল করেছিলেন। এমনকি তা গ্রহণ করেন এবং নিজে আহার করেন। এ সকল সুন্নাহ্ স্পষ্ট নির্দেশ করেছে যে, খবরে ওয়াহিদ 'আমলকে ওয়াজিব করে।[৫৬৪]

আল-খাবরুল মুনকাতি' (الخبر المنقطع)

যে খাবরের সনদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমাদের পর্যন্ত ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত হয়নি বরং মাঝখানে কোনো স্তরে বাদ পড়ে গিয়েছে তাকে 'আল-খাবরুল মুনকাতি' বলে। এটি আবার দুই প্রকারের। যাহির তথা স্পষ্ট মুনকাতি' ও বাতিন তথা অস্পষ্ট মুনকাতি'। স্পষ্ট মুনকাতিকে পরিভাষায় 'হাদীসে মুরসাল'ও বলা হয়।[৫৬৫]

আভিধানিকভাবে 'মুরসাল' শব্দটি الارسال থেকে গৃহীত। অর্থ হলো ছেড়ে দেয়া। মুরসাল অর্থ যার সনদে রাবীদের কাউকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। হাদীসে মুরসাল হলো, সেই হাদীস যার সনদের মধ্যে বর্ণনাকারীদের কাউকে অনুল্লেখিত রাখা হয়েছে। চাই অনুল্লেখিত সেই রাবীদের সংখ্যা যাই হোক। চাই এই ইরসাল সনদের শুরুতে ঘটুক কিংবা মাঝে কিংবা শেষে। মুরসালের সংজ্ঞায় মুল্লা জীউন (র.) লিখেছেন-

وهو الذى لا يذكر الراوى الوسائط التى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقول قال الر سول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا .

"মুরসাল হলো সেই হাদীস যেখানে বর্ণনাকারী সনদের মাধ্যমগুলোকে অনুল্লেখিত রেখে দেয় এবং বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এমন বলেছেন।"[৫৬৬]

খাবরে মুরসাল চার প্রকার (১) মুরসালে সাহাবা, (২) মুরসালে তাবিঈ' (৩) মুরসালে তাবি-তাবিঈ' (৪) মুরসালে গায়র। মুরসালে সাহাবা হলো, সেই খাবর যা কোনো সাহাবী অপর সাহাবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি নিজ উস্তাদের নাম উল্লেখ করেননি। এ রূপ মুরসালের হুক্ম হলো, এটি সরাসরি শ্রবণকারী কিংবা দর্শনকারী সাহাবীর বর্ণনার পর্যায়ভুক্ত হিসাবে গ্রহণযোগ্য ও 'আমলের উপযোগী।[৫৬৭]

মুরসালে তাবিঈ' সেই খাবর যার বর্ণনাকারী হলেন তাবিঈ'। কিন্তু তিনি সনদের মধ্যে নিজ উস্তাদ তথা সাহাবীর নাম উল্লেখ করেননি। অনুরূপ মুরসালে তাবি-তাবিঈ' হলো সেই খাবর যার বর্ণনাকারী হলেন, কোনো তাবি-তাবিঈ', কিন্তু তিনি সনদের মধ্যে নিজ

---

৫৬৪. প্রাগুক্ত
৫৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
৫৬৬. প্রাগুক্ত
৫৬৭. মাওলানা উবায়দুল্লা আসাদী, উসূলুল ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

www.nagorikpathagar.org

উস্তাদ তাবিঈ' কিংবা উস্তাদের উস্তাদ সাহাবীর নাম উল্লেখ করেননি। এ দুই প্রকার মুরসাল হানাফী ফকীহ্গণের নিকট গ্রহণযোগ্য। কিন্তু শাফিঈ' ফাকীহ্গণ বলেন, এগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের দলীল হলো, কোনো রাবীর গুণাবলি অজ্ঞাত থাকলে তাঁর বর্ণিত হাদীস দলীলরূপে গৃহীত হয় না। সুতরাং যদি কোনো রাবীর গুণাবলি ও সত্তা উভয়ই অজ্ঞাত থাকে সে অবস্থায় ঐ হাদীস আরো সঙ্গত কারণে অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। তবে হ্যাঁ, যদি পাশাপাশি কোনো অকাট্য দলীল অথবা বিশুদ্ধ কিয়াস উপরোক্ত মুরসাল খবরকে সমর্থন করে কিংবা মুসলিম উম্মাহ্ তা নিশংকোচে কবুল করে কিংবা অন্য কোনো সনদের সাহায্যে বর্ণিত খবরের অনুল্লেখিত নামটি জানা যায়, তাহলে সেটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে হানাফী ফাকীহ্গণ বলেন, বস্তুত মুরসাল খবর গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারটি নির্ভর করে যিনি ইরসাল করেছেন তার উপর আস্থা থাকা কিংবা না থাকার উপর। যেমন যার উপর আস্থা রাখা যায় তিনি সূত্র ব্যতিরেকে কথা বললেও সেই কথা গ্রহণে ঝুঁকি নেই।

মুরসাল গায়র হলো সেই মুরসাল যার বর্ণনাকারী তাবি-তাবিঈ' যুগের পরবর্তীকালীন কোনো রাবী। কিন্তু তিনি সনদের মধ্যে নিজ উস্তাদগণের নাম উল্লেখ করেননি। এ মুরসালের হুক্‌ম সম্পর্কে 'আল্লামা আননাসাফী (র.) বলেন, এটি হানাফী ফাকীহ্গণের মধ্যে আল-ইমাম কারখী (র.) -এর নিকট গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইমাম ইবনু আবান (র.)-এর মতে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ হিসাবে তিনি বলেন, তাবি-তাবিঈ'নের পরের যামানা হলো পাপাচারিতার যামানা। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই যামানার লোকজনের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা অটুট থাকবে বলে সাক্ষ্য দেন নি। সুতরাং তাদের মুরসাল খাবর দলীলরূপে বিবেচিত হবে না। বিষয়টি আরো বিস্তারিত বলেছেন মাওলানা আলআসাদী (র.)। তাঁর বক্তব্য হলো, এ পর্যায়ের মুরসাল খাবরের ইরসালকারী রাবী যদি মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে উচ্চপদস্থ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব হন তাহলে হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। আর সেরূপ উচ্চ পদস্থ কেউ না হলে দেখতে হবে যে, অন্য কোনো সনদ বা সূত্রের সাহায্যে তার বিশ্বস্ততার প্রমাণ মিলে কি না? যদি পাওয়া যায় তাহলে হাদীস গ্রহণযোগ হবে। আর যদি পাওয়া না যায় তা হলে হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।[৫৬৮]

উল্লেখ্য যে, কোনো কোন খাবর এমন রয়েছে যা একটি সনদের বিবেচনায় মুরসাল কিন্তু অন্য সনদের বিবেচনায় মুসনাদ। এটিকে পরিভাষায় 'আল-মুরসাল মিন ওয়াজহিন' (المرسل من وجه) বলা হয়। যেমন মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস "لا نكاح الا بولى" অভিভাবক ব্যতিরেকে বিবাহ শুদ্ধ নয়।" এটি রাবী ইসরাঈল ইবনু ইউনুস (র.) মুসনাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অথচ রাবী শু'বা (র.) এটিকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এ প্রকার মুরসাল গ্রহণযোগ্য নয়।[৫৬৯]

---

৫৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫
৫৬৯. মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০

www.nagorikpathagar.org

সুন্নাহ্'র প্রধান জিনিস তিনটি। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ ও সম্মতি। সম্মতি সবাক হোক কিংবা মৌন উভয় অবস্থাকে উসূলবিগণ কাজ (افعال) -এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেন। সুন্নাতের বিপুল অংশই হলো মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, বক্তব্য, নির্দেশ, উক্তি ইত্যাদি। এগুলো হাদীসে কাওলী (الحديث القولى) নামে পরিচিত। অপর পক্ষে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পাদিত কাজকে বলা হয় হাদীসে ফে'লী (الحديث الفعلى)। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে কোনো বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে থাকলে সেটিও হাদীসে ফে'লীর অন্তর্ভুক্ত হবে।[৫৭০]

উসূলবিগগণ বলেন, মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা এবং তাঁর জীবনের সবকিছু উম্মাতের জন্য আদর্শ হলেও কয়েকটি বিষয় এমন রয়েছে যেগুলো একান্তই তাঁর নিজের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। যেগুলো উম্মাতের জন্য প্রযোজ্য নয়। এদিকের বিচারে সুন্নাতে ফে'লিয়্যা দুই প্রকারের। (১) এমন সুন্নাত যা মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজ ব্যক্তিসত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট। পরিভাষায় এগুলোকে 'সুন্নাতে খাস' বলে। যেমন একসঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী নিজ বিবাহে বিদ্যমান রাখা ইত্যাদি। এ ধরনের সুন্নাহ্ হতে উম্মাতের জন্য নাবীর অনুসরণ জায়িয নেই। (২) এমন সুন্নাতে ফে'লিয়্যা যা মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজ ব্যক্তি সত্তার সাথে খাস বলে জানা যায় নি।

সুনানে খাস্সা বা মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একান্ত বিধানগুলো আবার চার রকমের। যেমন-

(১) কাজগুলো মহানাবীর জন্য ফারয ছিলো কিন্তু উম্মাতের জন্য ফারয নয়। যেমন তাহাজ্জুদের সালাত। এটি মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ফারয ছিলো অথচ উম্মাতের জন্য নফল। কোরআন মাজীদে উল্লেখ আছে : [৫৭১] وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ "এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করো, এটি তোমার জন্য একটি অতিরিক্ত কর্তব্য।"

(২) এমন কাজ যেগুলো মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ছিলো হারাম কিন্তু উম্মাতের জন্য হালাল। যেমন সাদাকা গ্রহণ ইত্যাদি। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ان هذه الصدقة انما هى اوساخ الناس وانها لاتحل لمحمد ولا لآ ل محمد.

"এ সকল সাদাকা মানুষের সম্পদের ময়লা অংশ। এগুলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুহাম্মাদ- সা. এর পরিবারের জন্য হালাল নয়।"[৫৭২]

---

৫৭০. মাওলানা উবায়দুল্লাহ আসাদী, উসূলুল ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫
৫৭১. আলকোরআন, সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ ঃ ৭৯
৫৭২. ইমাম নাসায়ী, আস-সুনান, অধ্যায় : আয -যাকাত, অনুচ্ছেদ :ইস্তি'মাল আন্নিবিয়্যি (সা.) আলাস-সাদাকাহ, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ২২৫৭

www.nagorikpathagar.org

(৩) এমন কাজ যেগুলো মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ছিলো মুবাহ্ কিন্তু উম্মাতের জন্য মাকরূহ কিংবা হারাম। যেমন সাওমে বিসাল পলন করা।

(৪) এমন কাজ যেগুলো পয়গাম্বর হিসাবে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিশেষ অধিকার বা বিশেষ অনুমতি ছিলো, যেগুলোর উপর উম্মাতকে কিয়াস করা যায় না। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উচু করার নিষেধাজ্ঞা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা নাবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না।"[৫৭৩]

যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তাঁর ত্যাজ্য সম্পদে ওয়ারিসী হিস্যা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: لا نــورث ما تركنا صدقة "আমরা কাউকে উত্তরাধিকার বানিয়ে যাই না। ইন্তিকালের পর আমাদের যা থাকে তা সাদাকা হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে।"[৫৭৪]

সুন্নাতে সাহাবা (سنة الصحابة)

উসূলুল ফিক্হ -এর পরিভাষায় সাহাবীগণের কথা, কাজ ও সম্মতিকে "সুন্নাতে সাহাবা" বলে। এই সুন্নাতে সাহাবার অপর নাম আছার। অবশ্য অনেক সময় 'আল-আছর' শব্দ বলে ব্যাপকার্থকভাবে তাবিঈন-এর কথা, কাজ ইত্যাদিকেও বুঝানো হয়। এ কারণে সাহাবী ও তাবিঈন সম্পর্কে বর্ণিত জিনিসগুলোর মধ্যে পার্থক্য করণার্থে সুন্নাতে সাহাবাকে বলা হয় 'হাদীসে মাওকূফ' আর তাবিঈন থেকে বর্ণিত জিনিসকে বলা হয় 'মাকতূ'।[৫৭৫]

সাহাবীগণের সুন্নাত ইসলামী শারী'আর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। হানাফী ফকীহ্গণের দৃষ্টিতে সুন্নাতে সাহাবা শারী'আতের দলীল হিসাবে স্বীকৃত। এ কারণেই কোরআন মাজীদ ও মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ'র বিভিন্ন স্থানে সাহাবীগণের উচ্চ মর্যাদা, তাঁদের প্রতি ভক্তি স্থাপন, তাঁদেরকে সর্বপ্রকার সমালোচনার উর্ধ্বেবস্থান প্রদান ও তাঁদের পূর্ণ আনুগত্যের প্রতি বিশেষ তাকিদ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ .

"লোকেরা যদি সেরূপ ঈমান আনয়ন করে যেরূপ ঈমান তোমরা আনয়ন করেছ তবে

---

৫৭৩. আলকোরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯ : ২
৫৭৪. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আয-খুসুস, অনুচ্ছেদ : ফারদুল খুমুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯
৫৭৫. মাওলানা উবায়দুল্লাহ আসাদী, উসূলুল ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

www.nagorikpathagar.org

তারা নিশ্চিত সৎপথ পাবে। আর যদি লোকেরা এরূপ ঈমান আনয়ন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে নিশ্চিত তারা বিরুদ্ধাভাবাপন্ন।"[৫৭৬]

উপরোক্ত ভিত্তিগুলোর নিরিখে ইমাম চতুষ্টয়সহ নির্ভরযোগ্য ওলামা ও ফুকাহা কিরাম সুন্নাতে সাহাবাকে হুজ্জাত ও দলীলের মর্যাদায় গ্রহণ করেন।

'ইলমুল ফিক্হ্ -এর সূত্র

'ইলমুল ফিক্হ্ -এর অনেক সূত্র রয়েছে । আমরা এ অধ্যায়ে কয়েকটি সূত্র আলোচনা করবো। ইসলামের মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ফাকীহ্গণ এসব সূত্রের সাহায্য নিয়েছেন। এ জাতীয় সূত্র আইনগত প্রবচনে পরিণত হয়েছে। যেমন:

المشقة تجلب التيسير .

(১) "কষ্টসাধ্যতা সহজতর বিধান আকর্ষণ করে।" [৫৭৭]

কোরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে এর সমর্থন পাওয়া যায়।মহান আল্লাহ্ বলেন:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ.

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান, যা কঠিন তা চান না।"[৫৭৮]

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا.

"আল্লাহ্ চান তোমাদের বোঝা হালকা করে দিতে এবং মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৫৭৯]

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .

"আল্লাহ্ কারো উপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।"[৫৮০]

ইয়াহুদী এবং খ্রিষ্টানদের জন্যও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নুবুওয়াত ছিলো রহমত। এ সম্বন্ধে কোরআন মাজীদে বলা হয়েছে :

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ .

"আল্লাহ্র রাসূল নামিয়ে দিচ্ছে তাদের সেই বোঝা এবং সেই জিঞ্জির যা তাদের উপর বসে চেপে ছিলো।"[৫৮১]

আয়াতে যে বোঝা ও জিঞ্জিরের কথা বলা হয়েছে, তার কিছুটা আল্লাহ্ ইয়াহুদীদের অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ তাদের ওপর চাপিয়েছিলেন। বাকি ইয়াহুদী এবং খ্রিষ্টানদের জন্য

---

৫৭৬. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা, ২ ঃ ১৩৭

৫৭৭. আশ-শায়খ যায়নুল আবেদীন ইবনু ইবরাহীম ইবনি নুজায়ম, আশ-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, আল-মাকতাবা আত-তাওফীকিয়া, তা. বি. পৃ. ৮৩

৫৭৮. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারাহ ২ ঃ ১৮৫

৫৭৯. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ২৮

৫৮০. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ২৮৬

৫৮১. আলকোরআন, সূরা আল-আ'রাফ ৭ ঃ ১৫৭

www.nagorikpathagar.org

চাপিয়েছিল তাদের ধর্মীয় নেতা যাজক পূরোহিতরা। এদের বাড়াবাড়িতে তাদের ধর্ম তাদের উপর জগদ্দল পাথরের মত গুরুভার বোঝায় পরিণত হয়েছিল। ইসলামী শারী'আতে সে সব বোঝা থেকে নিস্কৃতির ব্যবস্থা ছিলো এবং মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সব বোঝা নামিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

ان الدين يسر ولن يشاد الد ين أحد الا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا با لغدوة والروحة وشيء من الدلجة.

"দীন সহজ। যেকেউ দীনের কাজে বেশি কড়াকড়ি করে, আরোপ করলে তাকে দীন অবশ্যই পরাজিত করে দেয়। কাজেই তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো, (দীনের) কাছাকাছি হও এবং হাসিমুখে থাকো। আর সকালে, বিকালে ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদাতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও।"[৫৮২]

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যম পথ অবলম্বন করাকে নুবুওয়াতের অংশ গণ্য করে বলেন:

ان الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة.

উত্তম পথ, সাত্ত্বিপূর্ণ আচারণ এবং মধ্যম পথ অবলম্বন নুবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের একভাগ।"[৫৮৩]

কষ্টের অর্থ

ফাকীহগণ প্রত্যেকটি কষ্টকে আলোচ্য مشقة -এর মধ্যে শামিল করেননি, বরং এরও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র হিকমাতও মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দেয়ার পক্ষপাতি নয়, যাতে আরামপ্রিয় ও অদূরদর্শী লোকদের হাতে দীন খেলনায় পরিণত হয়ে না যায়। শারী'আতের লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করবে, কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার যোগ্যতা অর্জন করবে, ব্যক্তিস্বার্থ ও প্রবৃত্তিকে সংযত রাখার শক্তি লাভ করবে।

শারী'আতে সংকীর্ণতা থাকবে না

কোরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো এই নীতির ভিত্তি :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

"এবং আল্লাহ্ দীনের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা সৃষ্টি করেননি।"[৫৮৪]

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ.

---

৫৮২. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : আদ-দীনু ইউসরুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৫৮৩. ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায়: আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফিল-ওয়াকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭৫
৫৮৪. আলকোরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২ ঃ ৭৮

www.nagorikpathagar.org

"আল্লাহ্ চান না তোমাদের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করতে, তবে তিনি তোমাদেরকে পরিচ্ছন্ন করতে চান।"[৫৮৫]

এ কারণে ফাকীহগণ বলেন, হারাজ (কাঠিন্য) তুলে নেয়া হয়েছে।

হারাজের তাৎপর্য

আবূ হুরায়রা (রা.) একবার 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, দীনের মধ্যে সংকীর্ণতা নেই'- এ কথার অর্থ কি, অথচ অনেক কামনা-বাসনা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখা হয়েছে? জবাবে তিনি বলেন, সংকীর্ণতা না থাকার মর্ম হচ্ছে, প্রাচীন জাতিগুলোর জন্য যে সব কঠোর বিধান নির্ধারিত হয়েছিল, তেমনি ধরনের কঠোর বিধান এই উম্মাতের জন্য নির্ধারিত হয়নি। 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আব্বাস (রা.) আরো বলেন, "আল্লাহ্ যে তাওবা ও কাফ্ফারা -এর ব্যবস্থা করেছেন, তা হচ্ছে ইসলামী শারী'আতের প্রশস্ততার প্রমাণ।"[৫৮৬]

বিশিষ্ট তাবে'ঈ 'ইকরামা (র.) ইসলামের প্রশস্ততার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.

"তোমরা বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন অথবা চার।"[৫৮৭]

ইসলাম চির কৌমার্য যেমন অনুমোদন করে না, তেমনি চারটির অধিক বিয়েরও অনুমতি দেয় না। অপরদিকে একাধিক বিয়েতে 'আদল-এর শর্ত আরোপ করে হিকমাতে ইলাহী দীনে এই প্রশস্ত-এর ব্যবস্থা করেছে, যাতে কোনো মুসলিম বা মুসলিম সমাজ কোনো যুগে এবং কোনো অবস্থায় কষ্টের সম্মুখীন না হয়। ইসলাম বিধবা এবং বিপত্নীকদের বিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছে। বিধবাকে বাকি জীবন একা থাকতে বললে দীনে কাঠিন্য এসে যাবে এবং সমাজে ব্যভিচারের প্রাবল্য হবে।

(২) الضرر يزال

মুশাক্কাত এবং হারাজ সম্বন্ধে শারী'আতের যে দৃষ্টিভঙ্গী তার প্রেক্ষিতে ফাকীহগণ যে নীতিমূলক প্রবচন উদ্ভাবন করেছেন তা হচ্ছে :الضرر يزال অর্থাৎ ক্ষতি দূর করতে হবে। আলকোরআনও আল-হাদীসে এ নীতির সমর্থন মিলে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لا ضرر ولا ضرار.

"ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও ক্ষতিগ্রস্ত করার কোনো অবকাশ নেই।"[৫৮৮]

---

৫৮৫. আলকোরআন, সূরা আল-মায়িদা ৫ : ৬

৫৮৬. মুহাম্মদ তাকী আমিনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, বাংলা অনু. আবদুল মান্নান তালিব, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ২০২

৫৮৭. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা ৪ : ৩

৫৮৮. ইমাম ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, অধ্যায় : আল-আহকাম অনু : মান বানা ফী হাক্কিহি মা ইয়াদুররু বি-জারিহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১৭

www.nagorikpathagar.org

নিম্নোক্ত আয়াতটিও এর উপর আলোকপাত করে:

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ.

"আর জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহ্র রাসূল। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যদি রাসূল সেসব ব্যাপারে তোমাদের কথা মেনে চলেন তাহলে তোমরা কষ্টে পড়বে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন; নাফরমানী ও গুনাহকে তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য করেছেন।"[৫৮৯]

ফকীহগণ এই আয়াতটির একটি ইঙ্গিতের উল্লেখ করে বলেন, এ আয়াত জানিয়ে দিচ্ছে, দীনকে সহজ করে আল্লাহ্ আমাদের জন্য ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তা দ্বারা আমাদের অন্তর সুসজ্জিত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

عليكم من الاعمال ماتطيقون فان الله لايمل حتى تملوا.

"যথাসাধ্য কাজ করে যাওয়াই তোমাদের কর্তব্য। আল্লাহ্ ক্লান্ত হন না বরং তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়ছো।"[৫৯০]

এ নীতি প্রয়োগের উদাহরণ

"الضرر يزال" - নীতির আওতায় ক্ষতির পথ রোধ করার ব্যাপারে উদ্ভাবিত বিধানসমূহের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত নিম্নে দেয়া হলো-

বেচা-কেনায় পণ্যের মধ্যে দোষ দেখা গেলে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে বিক্রয় নাকচ করার অর্থাৎ পণ্য দর্শন পর্যন্ত লেনদেন স্থগিত রাখার ইখতিয়ার, শর্তসাপেক্ষভাবে বেচা-কেনার ইখতিয়ার ইত্যাদিতে ضرر -এর প্রতিরোধমূলক বিধান প্রণীত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত حق الشفعة অর্থাৎ জমি-বাড়ি ইত্যাদি বিক্রির ব্যাপারে সংলগ্ন জমি বা বাড়ির মালিকের অগ্রাধিকার; قصاص (শোণিত পণ), حدود (দন্ডবিধান), كفارة (নিষিদ্ধ কর্মের প্রতিবিধান), আমানত - এর জিনিস নষ্ট হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সুবিধা-অসুবিধার বিবেচনা, এমন কি বিচারক নিয়োগের ব্যাপারেও ফাকীহগণ উক্ত নীতি প্রয়োগ করেছেন, যাতে যথাসম্ভব ক্ষতির পথ রোধ করা যায়।

الضرورات تبيح المحظورات.

(৩) "প্রয়োজন, নিষিদ্ধ বস্তুকে জায়েয করে দেয়।"[৫৯১]

---

৫৮৯. আলকোরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯ : ৭

৫৯০. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : আহাব্বুদ দীনি ইলাল্লাহি আদওয়ামুহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৫৯১. ইবনু নুজায়ম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

www.nagorikpathagar.org

কোরআন মাজীদে এ নীতির ভিত্তি রয়েছে। মৃত প্রাণি, শূকরের গোশত এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ্ করা জন্তুর গোশত ভক্ষণ হারাম। মহান আল্লাহ্ বলেন:

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তখন তো আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৫৯২]

"কাফির অভিশপ্ত হবে এবং মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করবে" এ কথার পর আল্লাহ্ বলেছেন:

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ.

"তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত।"[৫৯৩]

কোরআন মাজীদের এই মর্মের আয়াতের ভিত্তিতে ফাকীহ্গণ উপরোক্ত নীতি রচনা করেছেন এবং অনুরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। যেমন-

(ক) আক্রমণকারীকে সর্ববিধ উপায়ে হটিয়ে দেয়া জায়েয, এমনকি এতে আক্রমণকারীর মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকলেও।

(খ) গলায় কিছু আটকে গেছে এমনভাবে যে দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম, অথচ মদ্য ছাড়া নাগালের মধ্যে পানি বা অন্য কোনো পানীয় নেই, এ অবস্থায় প্রয়োজন পরিমাণ মদ্য পান করা জায়েয ইত্যাদি।

ফাকীহ্গণ উপরোক্ত নীতি প্রয়োগের লক্ষ্যে কতিপয় শর্ত সাব্যস্ত করেছেন। যেমন-

"প্রয়োজন-এর দরুন যাকে মুবাহ্ গণ্য করা হবে তার ব্যবহার করতে হবে প্রয়োজনের পরিমাণে।" এ শর্তের ভিত্তি হচ্ছে কোরআন মাজীদের غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ (২ ঃ ১৭৩) এবং অনুরূপ আয়াতাংশ। এ শর্ত অনুযায়ী ডাক্তার কিংবা ধাত্রীকে ঠিক অতটুকু অংশ অনাবৃত করে দেখানো জায়েয হবে, যতটা না হলে চিকিৎসা বা সন্তান প্রসব করানো সম্ভব নয়।

(৪)- ما جاء بعذر بطل بزواله

"ওযর -এর কারণে যা জায়েয হয়, ওযর শেষ হয়ে গেলে তা আর জায়েয থাকে না।"

উদাহরণ ঃ জীবন রক্ষার জন্য যতটুকু পানি আছে তা দিয়ে অজু করা যাবে না, সুতরাং তায়াম্মুম জায়েয হবে। এ সংকট দূরীভূত হলে তায়াম্মুম জায়েয হবে না।[৫৯৪]

الضرر لايزال بالضر.

"একটি ক্ষতিকে অন্য ক্ষতির সাহায্যে দূর করা হবে না।"[৫৯৫]

উদাহরণ ঃ খাদ্যাভাবে জীবন বিপন্ন হবে, এমন এক অন্যন্যোপায় ব্যক্তিকে অন্য এক

---

৫৯২. আলকোরআন, সূরা আল-মায়িদা ৫ঃ ৩
৫৯৩. আলকোরআন, সূরা আন-নাহল ১৬ ঃ ১০৬
৫৯৪. মুহাম্মাদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬
৫৯৫. ইবনু নুজায়ম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তির যৎসামান্য খাদ্য খাইয়ে দেয়া জায়েয নয়। কারণ তাতে এক ব্যক্তির জীবন রক্ষা করতে গিয়ে আর একজনের জীবন বিপন্ন করা হবে।

يتحمل الضرر الخاص لاجل دفع الضرر العام.

(৫) "ব্যাপক ক্ষতি রোধের জন্য বিশেষ কোনো ক্ষতি বরদাশ্ত করতে হবে।" যেমন-[৫৯৬]

(ক) হুদায়বিয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের আপত্তি সত্ত্বেও মাক্কাবাসীদের অন্যায় শর্তসমূহ মেনে নিয়েছিলেন, যাতে সে যাত্রা যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়েছিল এবং পরিণামে মুসলিম পক্ষের বিস্তর লাভ হয়েছিল, যদিও তাদের মর্যাদাহানি এবং অত্যাচারের শিকার পলাতক মুসলিম আবূ জানদালকে অত্যাচারীদের হাতে সোপর্দ করতে হয়েছিল।

(খ) ইসলামের শত্রুরা তাদের কর্তৃত্বাধীন মুসলিমগণকে ঢালরূপে ব্যবহারের জন্যে তাদের বাহিনীর পুরোভাগে যদি ঠেলে দেয় , তাহলে বৃহত্তর স্বার্থে মুসলিম সেনাদলের জন্য তাদের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করা জায়েয।

(গ) কারো দেয়াল বা গাছ যদি রাস্তার উপর এমনভাবে ঝুঁকে পড়ে, যা পথচারীদের জীবনের জন্য ক্ষতির কারণ বা যাতায়াতে বাধার সৃষ্টি হয় এবং যদি মালিক তা সরাতে না চায়, তাহলে কর্তৃপক্ষের জন্য দেয়াল বা গাছ পথ থেকে সরিয়ে ফেলা জায়েয বরং জরুরি হবে।

(ঘ) যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কারাগারে আবদ্ধ থাকে, এ ঋণ আদায়ের জন্য তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আদালত বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার সম্পদ বিক্রি করা জায়েয, যাতে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

(ঙ) ব্যবসায়ীরা পণ্যের মূল্য অত্যধিক বাড়িয়ে দিলে জনস্বার্থে রাষ্ট্রের পক্ষে পণ্যের দাম বেঁধে দেয়া জায়েয।

(চ) যারা খাদ্য দ্রব্য মজুদ করে জনজীবন দুর্বিসহ করে তোলে, জোরপূর্বক তাদের মজুদকারীর মাল বিক্রি করে দেয়া জায়েয।[৫৯৭]

أعظم ضرر ايزال بالأخف.

(৬) "অপেক্ষাকৃত ছোট ক্ষতি দিয়ে বৃহত্তর ক্ষতি নিবারণ করতে হবে।" [৫৯৮]

যেমন কোনো জবরদখলকারী জবর দখলকৃত কাঠ বা লোহা-লক্কড় ইমারতে লাগিয়েছে কিন্তু সে ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে এবং দেখা যায় ইমারত অপেক্ষা ঐ কাঠ বা লোহার মূল্য বেশি, তাহলে ইমারত ভেঙ্গে কাঠ-লোহা ইত্যাদির ক্ষতিপূরণ করে দেয়া জায়েয হবে।

তদ্রূপ যদি জবর দখলকৃত জমির উপর ইমারত তৈরি করা হয়ে থাকে, তাহলে জমি এবং ইমারতের দামের তারতম্যের ভিত্তিতে উক্ত নীতিতে বিধান দিতে হবে।

---

৫৯৬. প্রাগুক্ত
৫৯৭. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭
৫৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭-২০৮

www.nagorikpathagar.org

মৃত মায়ের পেটে জীবিত সন্তান থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেলে মায়ের পেট চিরে সন্তান বের করে নেয়া জায়েয হবে। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি এক খন্ড মূল্যবান পাথর গিলে ফেলে এবং তারপর মারা যায়, তাহলে তার পেট চিরে সে পাথর বের করে নেয়া জায়েয নয়। কারণ শারী'আতের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদা সম্পদের মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি। এ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে মূল্য আদায় করা হবে।

درء الفا سد أولى من جلب المصالح.

(৭) "কল্যাণ (মাসলাহাত) অর্জন অপেক্ষা ক্ষতি রোধ অগ্রগণ্য।" [৫৯৯]

অর্থাৎ বৈধ কর্ম সম্পাদন করার তুলনায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকার ওপর শারী'আতে বেশি জোর দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

اذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.

"আমি যখন কোনো কিছু করতে তোমাদের নিষেধ করি তখন তা থেকে দূরে থাকো এবং আমি যখন তোমাদের কোনো কাজ করার হুক্‌ম করি তোমাদের শক্তি সামর্থ্য মুতাবিক তা সম্পাদন করবে।"[৬০০]

এ হাদীসে 'হুক্‌ম করার' সাথে 'তোমাদের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী' শব্দদ্বয় যোগ করা হয়েছে অথচ 'তোমরা তা থেকে বিরত থাক' কথাটির সাথে এমন কোনো কথা যোগ করা হয়নি। এক্ষেত্রে বোঝা যায়, মান্য করার তুলনায় নিষিদ্ধ বর্জনের গুরুত্ব বেশি।

গুরুত্বপূর্ণ মাসলাহাতের তাগিদে খুঁটিনাটি বিষয়ে উল্লেখিত মূলনীতি প্রয়োগের শিথিলতার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো:

(খ) পিতামাতার একজন যদি কিতাবী (ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান) এবং অন্যজন মাজূসী (অগ্নি উপাসক) হয় তাহলে সন্তানকে কিতাবী গণ্য করা হবে অথচ درء المفاسد নীতি অনুযায়ী শিশু ধর্মীয় বিচারে "خير الابوين" (বাপ-মার মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ) তার অনুসারী হয়। এ ক্ষেত্রে তাওহীদবাদী কিতাবী, অগ্নিউপাসক মাজূসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই সন্তান কোনো প্রাণি যবেহ্ করলে তা হালাল হবে এবং যদি কন্যা সন্তান হয় মুসলিমের সাথে তার বিয়ে দেয়াও জায়েয হবে।

(খ) যদি ছাগল মদ্য পান করে অথবা এ জাতীয় কোনো হারাম খাদ্য খাওয়ানো হয় তাহলেও তার গোশত এবং দুধ হালাল খাওয়া হবে। যদিও তাকওয়া এবং درء المفاسد নীতিতে তার গোশত এবং দুধ বর্জন করতে হয়। কিন্তু তা মাসলাহাত-এর খিলাফ তথা সমাজকে ক্ষতির সম্মুখীন করে।

---

৫৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

৬০০. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আল-ইতিসাম, অনুচ্ছেদ: আল-ইকতিদাউ বিসুনানি রাসূলিল্লাহ (সা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৭

www.nagorikpathagar.org

(গ) যদি একটি দোকানে হালাল ও হারাম উভয় পন্থায় লব্ধ পণ্য বিক্রয় হতে থাকে, তাহলে হারাম পন্থায় লব্ধ পণ্য চিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত সে দোকানে কেনাকাটা করা জায়েয।[৬০১]

اذا تعارض المانع والمقتض يقدم المانع.

(৮) "যখন নেতিবাচক এবং ইতিবাচক হুক্‌ম -এর মধ্যে সংঘর্ষ বাধবে, তখন নেতিবাচক হুক্‌মটি অগ্রগণ্য হবে।"[৬০২] উদাহরণ :

(ক) যেমন ধরুন, কোনো ব্যক্তির গায়ে দুটো আঘাতের মধ্যে একটি আঘাত ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে; এ ক্ষেত্রে কিসাস (তুল্য আঘাত বা মৃত্যুদন্ড) কার্যকর হবে। আর দ্বিতীয় আঘাতটি ভুলক্রমে করা হয়েছে; এতে কিসাস ওয়াজিব হয় না। এ মতাবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হবে না, বরং দিয়াত (শোণিত পণ) ওয়াজিব হবে।

(খ) জানাবাত-অপবিত্র অবস্থায় গোসল ওয়াজিব, কিন্তু এমন অবস্থায় শহীদ হলে কী হবে? শহীদকে গোসল করানোর বিধান নেই। এই কারণে নেতিবাচক হুক্‌মকে অগ্রগণ্য মনে করে কোনো কোনো ফাকীহ্ বলেন, জানাবাত অবস্থায়ও শহীদ হলে তাকে গোসল করানো জায়েয নয়। কিন্তু নেতিবাচককে অগ্রগণ্য স্থির করলে যদি গুনাহ্ কাবীরা জনিত গুরু দন্ড প্রাপ্তির অবস্থায় দাঁড়ায়, তখন নেতিবাচক-কে উপেক্ষা করতে হবে।

লজ্জাস্থান ঢাকা এবং কিব্‌লা মুখী হওয়া, যদি কোনোটিরই সামর্থ্য না থাকে অথচ এগুলো সালাতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় তাহলেও সালাতের সময় এলে সালাত আদায় করতে হবে বলে ফাকীহ্গণ মত প্রকাশ করেছেন। কারণ গুনাহ্ কাবীরা এড়াতে হবে।[৬০৩]

الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة او خاصة.

(৯) "প্রয়োজন জরুরত -এর স্থান গ্রহণ করে, তা সাধারণ পর্যায়ের হোক কি বিশেষ পর্যায়ের।"

উদাহরণ : যখন কোথাও সূদবিহীন ঋণ পাওয়া না যায় অতি প্রয়োজনে সে ক্ষেত্রে সূদে ঋণ নেয়া জায়েয হবে,যদি প্রয়োজনটি শারী'আত সম্মত হয়।[৬০৪]

اذ اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.

(১০) "যখন হালাল ও হারাম উভয় একত্র হয়ে যায় তখন হারাম প্রাধান্য লাভ করে।"[৬০৫]

একই মর্মে একটি হাদীস রয়েছে যার বাচনভংগী কিছুটা ভিন্ন ধরনের।

ماجتمع الحلال والحرامُ الا غلب الحرام.

ফকীহ্গণ এ থেকেই উপরোক্ত প্রবচন প্রণয়ন করেছেন এবং তাকে সম্প্রসারিত করেছেন নিম্নোক্তরূপে:

---

৬০১. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯
৬০২. প্রাগুক্ত পৃ. ২০৯-২১০
৬০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০
৬০৪. প্রাগুক্ত
৬০৫. ইবনু নুজায়ম আল-আশবাহ ওয়ান নাইর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৮

www.nagorikpathagar.org

اذا تعارض دليلان احدهما يقتضي التحريم والا خر الاباحة قدم التحريم.
"যখন এমন ধরনের দু'টি দলীলের সংঘাত হয়, যার একটির চাহিদা কোনো কিছুকে হারাম করে দেয়া এবং অন্যটির চাহিদা তাকে হালাল করে দেয়া; এমতাবস্থায় হারামকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।"

উদাহরণ:

(ক) যেমন পশু যবেহ করার সময় ছুরি ছিলো এক মুসলিমের হাতে; কিন্তু কোনো কাফির বা মুশরিক সে মুসলিমের হাত চেপে ধরে যদি ছুরি চালিয়ে দেয়, এ অবস্থায় যবেহ করা পশু হালাল হবে না।

(খ) যদি মৃত পশুর চর্বি তেলের সাথে মিশে যায়,তাহলে সে তেল ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

(গ) যদি গাভীর দুধ গাধীর দুধের সাথে মিশে যায়, তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না।[৬০৬]

اذا ضاق الآمر اتسع واذا اتسع ضاق.[٦٠٧]

(১১) "যখন কোনো হুক্মের পরিসর সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন বিধানের ব্যাপকতা সাধন করা হবে, আবার যখন পরিসর ব্যাপক হয়ে পড়ে তখন তাকে সংকীর্ণ করতে হবে।"

উদাহরণ ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রা.)-এর নিম্নোক্ত উক্তিতে এই নীতি প্রয়োগের একটি উদাহরণ দেখা যায়।

তিনি বলেন,

لا يجعلن أحدكم الشيطان من نفسه جزء لا يرى الا ان حقا عليه أن لا ينصرف الا عن يمينه اكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله.

"তোমাদের কেউই যেন শয়তানকে নিজ থেকে কোনো অংশ না দেয়। কেউ যেন ডান দিক থেকে ঘুরে বসাকে ওয়াজিব গণ্য না করে। কেননা আমি অনেক বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাম দিক থেকে ঘুরে বসতে দেখেছি।"[৬০৮]

সালাতে সালামের পর ইমাম ডান দিক থেকে বাম দিকে ঘুরে বসাটা কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, উভয় দিক থেকে ফিরে বসা সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যে সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যে দিক থেকে ঘুরতে দেখেছেন, তিনি তেমনটা রিওয়ায়াত করেছেন। এ কারণে ফাকীহ্গণ উভয় দিক দিয়ে ঘুরে বসাকে জায়েয গণ্য করেছেন। এদিক বা ওদিক কোনো দিক থেকে ফেরাকে ওয়াজিব বলে মত

---

৬০৬. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

৬০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৬০৮. ইমাম মুসলিম, সাহীহ মুসলিম, অধ্যায় : আল-মুসাফিরীন, অনুচ্ছেদ : জিওয়াযুল ইনসিরাফি মিনাস-সালাতি আনিল ইয়ামীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৯

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশ করলে হুক্মের ব্যাপকতার স্থলে সংকীর্ণতা এসে যায়। এ সংকীর্ণতাকে বুঝতে হবে এবং এ কারণেই 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রা.) উপরোক্ত কড়া মন্তব্য করেছেন। বাম দিয়ে ফেরার পক্ষ সমর্থন করা তার উদ্দেশ্য নয়।

এ নীতির (اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق) প্রেক্ষিতে শারী'আত আইন প্রয়োগ সংস্থাকে ব্যাপক ইখতিয়ার দেয়। যখন কোনো অগুরুত্বপূর্ণ কাজকে লোকেরা অপরিহার্য মনে করে এবং কার্যত তাকে ফারয-ওয়াজিবের মর্যাদা দিতে থাকে তখন কিছুকালের জন্য তা ত্যাগ বা বন্ধ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ উপায়ে গর্হিত কর্মের ব্যাপকতায় সংকীর্ণতা আনয়ন করা হয়। অনুরূপভাবে কোনো ভালো কাজের দিক থেকে যদি জনগণের দৃষ্টি সম্পূর্ণ সরে যায় তাহলে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং কিছুটা জোর তৎপরতা চালান যায়। এ উপায়ে হিতকর কর্মে উদাসীনতা দূর করে তাতে ব্যাপক সচেনতা আনয়ন করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক আহকাম থেকে এ নীতির উৎপত্তি প্রমাণিত হয়। এ প্রসংগে সম্পত্তির বণ্টন, গনীমতের বণ্টন, ফায় -এর ব্যবস্থা, খায়বার বিজয়ের পর তথাকার ইয়াহুদীদের জমির বাগানগুলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি।[৬০৯]

الأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة.

(১২) "প্রকাশ্য আহকাম প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণের অনুবর্তী হবে"।[৬১০]

অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে যার দলীল-প্রমাণ পাওয়া যাবে, মামলার রায় হবে তারই ভিত্তিতে; আমরা মানুষ, যা দৃশ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাই আমরা জানতে পারি, অদৃশ্য -এর খবর রাখেন একমাত্র আল্লাহ্।

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة.

(১৩) "জনগণের ব্যাপারে ইমামের ইখতিয়ার কল্যাণ-নির্ভর হতে হবে।"[৬১১]

ইসলামী শারী'আতের আইন প্রয়োগকারী শক্তি একনায়ক রাজশক্তির পর্যায়ভুক্ত নয়। জনগণের সাথে তার সম্পর্ক প্রভূ ও গোলামের মতো নয়। বরং তার অবস্থান "আমানতদার" (امين)-এর । যেমন আল-কোরআনে উল্লেখ আছে :

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ.

"আবশ্যি আল্লাহ্ তোমাদের হুক্ম দেন আমানতসমূহকে তাদের প্রাপকদের কাছে পৌছিয়ে দিতে, আর যখন তোমরা লোকদের বিচার-আচার করবে তখন ইনসাফ -এর ভিত্তিতে ফায়সালা করবে।"[৬১২]

'আমানত' সাধারণভাবে আমরা বুঝি কারো কাছে কিছু অর্থ বা সম্পদ গচ্ছিত রাখা। কিন্তু

৬০৯. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২
৬১০. প্রাগুক্ত, ২১৪-২১৫
৬১১. ইবনু নুজায়ম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১
৬১২. আলকোরআন নিসা ৪:৫৮

www.nagorikpathagar.org

-এর অর্থ খুবই ব্যাপক। 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস্'উদ (রা) ও 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আব্বাস (রা.) বিপুল মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীগণের ব্যাখ্যার আলোকে মুফাস্সিরগণ বলেন:

ان الامانات جمع امانة يعم الحقوق المتعلقة بذمتهم من حقوق الله تعالى وحقوق العباد.

"আয়াতে উল্লেখিত امانات শব্দটি امانة -এর বহুবচন; তাদের (আমানতদারদের) দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ্র সমস্ত অধিকার এবং বান্দাদের যাবতীয় অধিকার সমভাবে এই শব্দের অর্থের মাঝে শামিল।"[৬১৩]

الامور بمقاصدها.

(১৪) "উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে কাজের বিচার হবে।" [৬১৪]

এ মূলনীতির আওতায় প্রদত্ত বিধানের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ:

(ক) মদ তৈরি করার উদ্দেশ্যে না হয়ে যদি সিরকা বানাবার বা বিক্রির উদ্দেশ্যে আঙ্গুর ইত্যাদি ফলের রস নিংড়ানো হয় তাহলে তা বৈধ।

(খ) কারো সাথে সম্পর্ক তিন দিনের বেশি ছিন্ন রাখা জায়েয নয়। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি মূলত সম্পর্ক ছিন্ন করা না হয়ে থাকে বরং তাতে শারী'আত সম্মত কোনো উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তিন দিনের বেশিতে কোনো ক্ষতি নেই।

(গ) স্বামীর মৃত্যু ছাড়া আর কারো মৃত্যুতে স্ত্রীর জন্য তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি শোক প্রকাশ করা উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে, তাহলে তিন দিনের বেশি সময় সাজসজ্জা ইত্যাদি পরিত্যাগ করায় কোনো ক্ষতি নেই।

(ঘ) শত্রুপক্ষ যদি মুসলিমের এবং তাদের স্ত্রী ও শিশু সন্তানদের যুদ্ধের ময়দানে মুসলিমদের সামনে ঠেলে দেয়, জবাবী হামলায় যদি তাদের হত্যা করা উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে বরং শত্রুর কাছে পৌঁছে যাওয়াই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং এছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো পথ না থেকে থাকে, তাহলে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করায় কোনো ক্ষতি নেই।[৬১৫]

اليقين لايزول بالشك.

(১৫) "বিশ্বাস বা নি:সন্দেহ অবস্থা সন্দেহের দ্বারা অপসারিত হয় না।"[৬১৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় এ প্রবচনের সূত্র পাওয়া যায়:

ادا وجد أحدكم فى بطنه فاشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

"যদি কেউ পেটে এমন কিছু অনুভব করে যাতে তার পক্ষে, পেট থেকে কোনো জিনিস

---

৬১৩. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫
৬১৪. ইবনু নুজায়ম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
৬১৫. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯
৬১৬. ইবনু নুজায়ম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

www.nagorikpathagar.org

বের হল কিনা বোঝা মুশকিল হয়, তাহলে সে অবশ্যই মসজিদ থেকে বেরোবে না, যতক্ষণ না সে শব্দ শোনে বা গন্ধ পায়"।[৬১৭]

কারণ প্রথম অবস্থাটি অর্থাৎ তার পবিত্রতার কথাটি ছিল নিঃসংশয়, এখন সন্দেহ হচ্ছে অযূ ভেঙ্গে গেল নাকি। এই সন্দেহ পূর্ববর্তী নিঃসংশয় অবস্থার অবসান ঘটাবে না।

من شك فعل شيئا ام لا فالأصل انه لم يفعل.

(১৬) "যার কোনো কাজ করার ও না -করার ব্যাপারে সন্দেহ হয়,তবে না করাই আসল বলে মেনে নেয়া হবে।"[618]

ফাকীহগণের মতে شك অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত অবস্থায় যদি কোনো একদিকে পাল্লা ভারী না হয় তাহলে হুক্‌ম বা বিধান شك এর ভিত্তিতে হবে। যেমন:

(ক) তালাক দেয়া হয়েছে কি হয়নি বলে যে ব্যক্তির মনে সন্দেহ হয়, বিধান হবে তালাক দেয়া হয়নি। যদি সন্দেহ হয় দুই তালাক দেয়া হয়েছে না তিন তালাক, তাহলে দুই তালাক হবে।

(খ) সালাত আদায় করার বা না করার ব্যাপারে যার মনে সন্দেহ হয়, তাকে পুনর্বার সালাত আদায় করতে হবে। আর যদি রাক'আতের সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, যথা দুই রাক'আত কি তিন রাক'আত তাহলে কম সংখ্যাটাই সঠিক বলে হুক্‌ম দেয়া হবে।

(গ) যদি ইমাম ও মুকতাদীদের মধ্যে রাক'আতের সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ হয় এবং ইমামের নিজের কথার উপর তার প্রত্যয় থাকে, এক্ষেত্রে সালাত পুনরায় আদায় করা প্রয়োজন নেই। আর যদি প্রত্যয় না থাকে, তাহলে আবার পড়া জরুরী।[৬১৯]

الأصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته.

(১৭) "নীতিগতভাবে নতুন ঘটনার সম্পর্ক হবে নিকটবর্তী সময়ের সাথে।"

(ক) তালাকপ্রাপ্ত মহিলার দাবি হচ্ছে, স্বামী মৃত্যু-রোগের সময় তাকে তালাক দিয়েছিল, কাজেই সে পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকার -এর দাবিদার। অন্যদিকে ওয়ারিসগণ বলছে, অন্তিম রোগে আক্রান্ত হবার আগেই তালাক দিয়েছিল, কাজেই মীরাসে তার হক নেই। কোনো পক্ষই কিন্তু তাদের দাবি প্রমাণ করতে পারছে না। এমতাবস্থায় উল্লেখিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে মহিলার কথা গ্রাহ্য করা হবে। কারণ তার দাবি নিকটতম সময়ের সাথে সম্পৃক্ত।

(খ) এক ব্যক্তির কাপড়ে নাপাকবস্তু লেগেছে; যখন সে সালাত আদায় করছিল ঠিক কখন লেগেছিল তা সম্যক নিরূপণ সম্ভব নয়। এ অবস্থায় নিকটবর্তী সময়ের সাথে

---

৬১৭. ইমাম মুসলিম, সাহীহ মুসলিম, অধ্যায় : আল হায়েয, অনুচ্ছেদ : আদ-দালীলু আ'লা মান তাইয়াক্‌কানা ছুম্মা শাক্‌কা ফিল হাদাস......., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৬

৬১৮. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

৬১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১-২২২

www.nagorikpathagar.org

নাজাসাত লাগা সম্পর্কিত হবে। ফলে সে সময়ের পূর্বে সম্পাদিত সালাত নয়, কেবল শেষ দিকের সালাতই পুনর্বার পড়তে হবে। তবে সম্পূর্ণ সালাত পুনরায় আদায় করা উত্তম।[৬২০]

الأ صل فى الأشياء الاباحة.

(১৮) "মূলতঃ সব বস্তুই জায়েয।"[৬২১]

শারী'আতে যেসব জিনিস সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই কেবল সেগুলোর সাথেই এই নীতির সম্পর্ক রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرألدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك حمى الا ان حمى الله محارمه الا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب.

"হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝখানে রয়েছে অস্পষ্ট বিষয়সমূহ। অনেকেই সে গুলো জানে না । কাজেই যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকে , সে নিজের দীন ও ঈমান রক্ষা করে । আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকে, সে নিজের দীন ও সম্মান রক্ষা করে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে এমন রাখালের মতো হয়ে যায়, যে তার পশু সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে চরায়। ফলে তা সেখানে প্রবেশ করার আশংকা সৃষ্টি হয়। শোনো, প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে। আরো শোনো, আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ। একথাও শোনো, মানব দেহে একটি গোশতের টুকরা আছে। তা ভালো থাকলে গোটা দেহ ভালো থাকে। আর তা খারাপ হলে গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সেটা হচ্ছে 'কলব'।[৬২২]

কাজেই যেসব বিষয়ের হালাল ও হারাম হওয়ার সুস্পষ্ট হুক্‌ম রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে নতুন কোনো হুক্‌ম নেই এবং কিয়াস, ইসতিহসান ইত্যাদির সাহায্যে কোনো দলীলের ভিত্তিতেও কোনো একটি দিককে প্রাধান্য দেয়া যায় না, সেগুলোর ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতি প্রযোজ্য অর্থাৎ তাদেরকে মুবাহ্ হওয়ার হুক্‌ম দেয়া হবে।

ইমাম আবূ বাক্‌র আলজাস্‌সাস (র.) বলেছেন: "সুস্থ বুদ্ধি যে জিনিসে বাধা দেয় না, তা সবই মুবাহ্। আর যেগুলোর হারাম হওয়ার ব্যাপারে দলীল প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেগুলো ব্যতীত কোনো জিনিসই হারাম নয়।"[৬২৩]

---

৬২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২
৬২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩
৬২২. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : ফাদলু মান ইসতিবরাআ লি-দীনীহি. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৬২৩. আবূ বাকর আল-জাসসাস, আহকামুল কোরআন, তা. বি. খ.১, পৃ. ৩০

www.nagorikpathagar.org

মোটকথা এ নীতির যথার্থ প্রয়োগের জন্য চাই গভীর ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তি এবং ব্যাপক তথ্যানুশীলন।

الحدود تدراء بالشبهات.

(১৯) "সন্দেহের কারণে হুদূদ মুছে যায়।" [৬২৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة.

"যতদূর সম্ভব মুসলিমদেরকে হুদূদ থেকে রক্ষা করো। যদি কোনো মুসলিমের জন্য বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজে পাও তাহলে তার পথ ছেড়ে দাও। বিচারকের পক্ষে ভুল করে খালাস দেয়া, ভুল করে নিরাপদ ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার চেয়ে উত্তম।"[৬২৫]

উপরোক্ত মলনীতিটি উল্লেখিত হাদীসের ভিত্তিতে প্রণীত। চুরি, ব্যভিচারের অপরাধ ইত্যাদি কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত শাস্তিগুলো প্রদানের বেলায় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ।

القصاص كالحدود فى الدفع بالشبهة فلا يثبت الا بما تثبت به الحدود.

(২০) "কিসাস হুদূদ -এর মতো সন্দেহের দরুন রহিত হয়ে যায়। হুদূদ এর প্রমাণের মতো প্রমাণ না হলে কিসাস প্রমাণ হয় না।" [৬২৬]

উদাহরণ:

(ক) ঘুমন্ত অবস্থায় কাউকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি বলে, মৃত অবস্থায় সে লোকটিকে যবেহ করেছে, এ অবস্থায় কিসাস হবে না বরং 'দিয়াত' (শোণিত পণ) দিতে হবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে, যদি হত্যার অকাট্য প্রমাণ না থাকে।

(খ) কিসাসের হুক্‌ম শোনার পর হত্যাকারী যদি পাগল হয়ে যায় তাহলে সন্দেহ উপস্থিত হবে, সে হত্যার সময় সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলো কিনা। সুতরাং তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে না, বরং তার সম্পদ থেকে শোণিত পণ আদায় করা যাবে।

(গ) এক ব্যক্তি অন্যজনকে বলে, তুই আমাকে হত্যা কর। এতে সে তাকে হত্যা করে। এ অবস্থায়ও কিসাস অর্থাৎ মৃত্যুদন্ড ওয়াজিব হবে না কিন্তু হত্যাকারী অপরাধী গণ্য হবে।[৬২৭]

التعزير يثبت مع الشبهة يثبت به المال والكفارات ثبت معها ايضا.

---

৬২৪. ইবনু নুজায়ম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

৬২৫. আল-হায়সামী, আল-মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ, অধ্যায় : আল-হুদূদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ : দারউল হাদ্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

৬২৬. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২২৬

৬২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

www.nagorikpathagar.org

(২১) "সন্দেহ থাকলেও তা'যীর প্রতিষ্ঠিত হয় যেরূপ প্রমাণে সম্পদের দাবি প্রমাণিত হয়। আর কাফ্ফারা সন্দেহ সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত হয়।"[৬২৮]

তবে রামাযানের সিয়ামের কাফ্ফারা আবার এই নীতির বাইরে । কেননা তা সন্দেহের ভিত্তিতে বাতিল হয়ে যায়, যেমন বিস্মৃতি ও ভুল-ত্রুটির ফলে কাফ্ফারা বাতিল হয়ে যায়।

اذا اجتمع أمران من جنس واحد و لم يختلف مقصود هما دخل احد هما في الآخر غالبا.

(২২) "একই শ্রেণির দু'টি বিষয় যখন একত্র হয়ে যাবে এবং উভয়ের উদ্দেশ্যও হবে অভিন্ন , তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি অন্যটির মধ্যে বিলীন হওয়ার হুক্‌ম দেয়া হবে।"

যেমন:

(ক) গোসল ওয়াজিব হয়েছে দু'টি কারণে। এ অবস্থায় প্রত্যেক কারণের প্রেক্ষিতে ভিন্ন গোসল করতে হবে না। একবার করাই যথেষ্ট হবে।

(খ) মসজিদে প্রবেশ করে এক ব্যক্তি দু'রাকআত সালাত আদায় করলো, তা সুন্নত হোক বা ফারয, যা-ই হোক, তাতে দু'টো উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো: (১) মস্‌জিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন; (২) শারী'আতের সাথে সংশ্লিষ্ট হুক্‌মটি পালন। সুতরাং আলাদাভাবে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ-এর নিয়্যাতে কোনো সালাত আদায়ের আবশ্যকতা নেই।

(গ) সালাতের মধ্যে একাধিকবার এমন ভুল হয়ে গেছে যাতে সিজদা সাহ্ ওয়াজিব হয়ে যায়। এমতাবস্থায় একাধিক ভুলের জন্য সালাত শেষে একবার সিজদা সাহ্ করা যথেষ্ট হবে।[৬২৯]

الخراج بالضمان.

(২৩) এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস এবং বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ বুঝতে হলে প্রথমে خراج -এর সংজ্ঞা জানতে হবে।[৬৩০]

ফাকীহগণের ভাষায় :

كل ما خرج من شيء فهو خراجه ، فخراج الشجر ثمره وخراج الحيوان دره و نسله.

"কোনো জিনিস থেকে যা বেরিয়ে আসে সেটিই তার খারাজ (উৎপাদিত লভ্য)। কাজেই গাছের খারাজ হচ্ছে তার ফল এবং পশুর খারাজ হচ্ছে তার দুধ ও শাবক।"

তাই হাদীসের অর্থ হচ্ছে, লভ্যের মালিক সে-ই যে বস্তুর যামিন বা মালিক হবে। যেমন, একটি পশুর ক্রেতা তার মালিকানার সময়ে যে দুধ বা লোম লভ্য রূপে পেয়েছে সে তার প্রকৃত মালিক। কোন দোষ-ত্রুটি ধরা পড়লে যদি পশুটিকে বিক্রেতার নিকট ফেরৎ দিতে হয় তাহলে প্রাপ্ত দুধ বা লোম ফেরৎ দিতে বা তার মূল্য আদায় করতে হবে না।

---

৬২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৬২৯. ইবনু নুজায়ম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

৬৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

www.nagorikpathagar.org

ماحرم اخذه حرم أعطائه.

(২৪) "যা গ্রহণ করা হারাম তা দান করাও হারাম।" [৬৩১]

যেমন- সুদ, গণকের পারিশ্রমিক, ঘুষ ইত্যাদি। তবে কয়েকটি অবস্থায় এর ব্যতিক্রম– জায়েয। যেমন:

(ক) যদি প্রাণ ও সম্পদ নষ্ট হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে, তাহলে ঘুষ দিয়ে প্রাণ ও সম্পদ রক্ষা করা জায়েয।

(খ) বিনা দোষে যদি কারা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তাহলে ঘুষ দিয়ে মুক্তি লাভ করা জায়েয।

(গ) সম্পদের ব্যবস্থাপক বা অভিভাবক তার কাছ থেকে সম্পদকে জবরদস্তি ছিনিয়ে নেয়া ও অন্যায়ভাবে হস্তগত করার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ঘুষ দিতে পারে।[৬৩২]

من استعجل الشئ قبل اوانه عوقب بحرمانه.

(২৫) "যে ব্যক্তি সময়ের পূর্বে কোনো জিনিস হাসিল করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে তাকে বঞ্চনার শাস্তি দেয়া হবে।" উল্লেখ্য যে, হত্যাকারী এ কারণেই উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।[৬৩৩]

من اخرج الشئ بعد او انه فليتأ مل فى الحكم.

(২৬) "যে ব্যক্তি সময়ের পরে কোনো জিনিসকে পিছিয়ে দিয়েছে তার হুক্মের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।"[634]

যেমন- কোনো ব্যক্তি মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর নিজের স্ত্রীকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে তিন তালাক দিয়ে দেয়, এর ফলে স্ত্রী পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না। বরং আইনগতভাবে তার যা পাওনা হয় সে তার হকদার হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, যদি মাহর অনাদায়ী থাকে তবে অন্য ঋণের মতো মাহরের ঋণও পরিশোধ করতে হবে। ঋণ আদায়ের পরই উত্তরাধিকার বণ্টন হবে।[৬৩৫]

لا عبرة بالظن البين خطائه.

(২৭) "যে অনুমানের ভুল হওয়া সুস্পষ্ট, তা বিবেচনা করা হবে না।"[৬৩৬]

(ক) যে ব্যক্তি পানিকে অপবিত্র মনে করে তা দিয়ে উযূ করেছে এবং পরে জানতে পেরেছে যে, পানি পবিত্র ছিলো, এ অবস্থায় তার উযূ জায়েয হবে।

(খ) কোনো ব্যক্তিকে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যাকাত দেয়া হয়েছে যে, সে হকদার নয়; পরে জানা গেছে, সে হকদার ছিলো। এ অবস্থায় যাকাত আদায় হয়ে যাবে।[৬৩৭]

---

৬৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫
৬৩২. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮-২২৯
৬৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯
৬৩৪. প্রাগুক্ত
৬৩৫. প্রাগুক্ত
৬৩৬. ইবনু নুজায়ম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮
৬৩৭. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

www.nagorikpathagar.org

ذكر مالا يتجزى كذكر كله.

(২৮) "যে জিনিসের কোনো খন্ড হতে পারে না, তার কোনো অংশের উল্লেখ করলে তার পুরোটাই বোঝাবে"।[৬৩৮]

যেমন 'অর্ধেক তালাক' বা 'স্ত্রীর অর্ধেককে তালাক' এরূপ কথা বললে পূর্ণ এক তালাক হবে। কারণ তালাক খন্ডিত হতে পারে না এবং স্ত্রীও খন্ডিত হয় না।

العادة محكمه.

(২৯) "আদাত (عادة) বা প্রচলিত রীতিই বিধায়ক রূপে স্বীকৃত।"[৬৩৯]

'আদাত সম্পর্কে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করা হলো। ফাকীহগণ দুই প্রকার 'আদাত (عادة) -এর বর্ণনা দিয়েছেন-

১. عادة كلية বা ব্যাপক 'আদাত
২. عادة غير كلية বা অ-ব্যাপক 'আদাত

عادة كلية -এর বিবরণ নিম্নরূপ:

(*) "এমন ধরনের সাধারণ রীতি যা কোনো যুগে, কোনো স্থানে কোনো অবস্থায় বদলানো যায় না। যেমন- খাওয়া, পান করা, আনন্দ, দুঃখ, নিদ্রা, জাগরণ, অনুকূলের প্রতি আকর্ষণ, প্রতিকূল এর প্রতি বিকর্ষণ, পবিত্র ও স্বাদযুক্ত বস্তু গ্রহণ, কষ্টদায়ক ও নাপাক জিনিস বর্জন এবং অনুরূপ সব জিনিস عادة كلية -র অন্তর্ভুক্ত।"[৬৪০]

(*) "যে সব عادة কাল, স্থান ও অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হতে থাকে, যেমন পোশাকের ধরন, বাসগৃহ গঠন, কঠিনতার মধ্যে কোমলতা, কোমলতার মধ্যে কঠিনতা, কাজে বিশ্বস্ত বা দ্রুতগতি এবং অনুরূপ সব রীতি -এ সবই عادة غير كلية -এর মধ্যে শামিল।[৬৪১]

الا جتهاد لاينقض بالا جتهاد.

(৩০) "এক ইজতিহাদ অন্য ইজতিহাদের দ্বারা বাতিল হয়ে যায় না।"[৬৪২]

যেমন এক মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে হুক্‌ম দিলেন, অন্য একজন মুজতাহিদও ইজতিহাদের ভিত্তিতে ভিন্ন হুক্‌ম দিলেন। এই দ্বিতীয় হুক্‌মের ফলে প্রথম হুক্‌মটি বাতিল হয়ে যাবে না। বরং স্বস্থানে উভয় হুক্‌ম বহাল থাকতে পারে, যদি অবস্থা ও মাসলাহাত ভিন্ন ভিন্ন হয়। 'উমার (রা.) কোনো কোনো বিষয়ে ইজতিহাদের মাধ্যমে আবূ বাকর (রা.)-এর হুক্‌মের বিপক্ষে ফায়সালা দেন। কিন্তু তাঁর হুক্‌মকে বাতিল গণ্য করেননি।

---

৬৩৮. প্রাগুক্ত
৬৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩১
৬৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২
৬৪১. ইবনু নুজায়ম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
৬৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

www.nagorikpathagar.org

التابع تابع.

(৩১) "অনুগামী অনুগামীই থাকবে" অর্থাৎ সে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা লাভ করবে না।[৬৪৩]

(ক) পশুর গর্ভস্থিত বাচ্চা পশুর কেনাবেচার মধ্যে শামিল হবে। পৃথকভাবে তার কেনাবেচা বা হেবা জায়েয নয়।

(খ) পথ-রাস্তা ইত্যাদি সব কিছু জমির কেনাবেচার অন্তর্ভুক্ত হবে। সেগুলোকে বিক্রিত জমি থেকে পৃথক করে আলাদাভাবে লেনদেন করা ঠিক হবে না।

التابع يسقط بسقوط المتبوع.

(৩২) "যার অনুগমন করা হয় তা বাতিল হয়ে গেলে অনুগামীও বাতিল হয়ে যাবে।"[৬৪৪] পাগলামীর কারণে যখন ফারয সালাত মাফ হয়ে গেছে তখন সুন্নাতও মাফ হয়ে যাবে। এর নিকটবর্তী প্রবচন হচ্ছে-

يسقط الفرع اذا سقط الاصل.

"কান্ড পড়ে গেলে শাখাও পড়ে যায়।"

এ নীতির ভিত্তিতেই ফকীহগণ বলেন:

اذا برء الاصيل برأ الكفيل –

"যখন মূল ব্যক্তি দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়, তখন তার (নিয়োজিত) জামিনও দায়িত্বমুক্ত হয়ে থাকে।"

কিন্তু কখনো এর বিপরীতটাও হয়। যেমন কোনো ব্যক্তি বললো, খালিদের কাছে যায়িদ এক হাজার টাকা পায় এবং আমি খালিদের জামিন। কিন্তু খালিদ অস্বীকার করলো। সে বললো, যায়িদ আমার কাছে কোনো টাকা পাবে না। এখন যদি যায়িদ টাকা দাবি করে যদিও তার কোনো সাক্ষী নেই, তবে যে ব্যক্তি জামিনদার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে তার উপর বর্তায় এই ঋণ পরিশোধ করা। এক্ষেত্রে কথিত ঋণগ্রহণকারী রূপে খালিদ হচ্ছে 'আসীল'। আর তৃতীয় এক ব্যক্তি হচ্ছে স্বঘোষিত 'কাফীল'। খালিদ অস্বীকার করে গেল, কাফীল ফেঁসে গেল।[৬৪৫]

الحر لايدخل تحت اليد.

(৩৩) "স্বাধীন ব্যক্তি কারো হস্তগত (দাস) হবে না।"[৬৪৬]

لا ينسب الى ساكت قول.

(৩৪) "যে ব্যক্তি নীরব থাকে তার প্রতি কোনো কথা আরোপ করা যাবে না।"[৬৪৭]

(ক) কোনো ব্যক্তি যদি অন্য ব্যক্তিকে নিজের সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে দেখে নীরব

---

৬৪৩. মুহাম্মাদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিক্হের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩
৬৪৪. প্রাগুক্ত
৬৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪
৬৪৬. ইবনু নুজায়ম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
৬৪৭. মুহাম্মাদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিক্হের পটভূমি ও বিন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

www.nagorikpathagar.org

থাকলো, এ নীরবতাকে অনুমতি বলে ধরে নেয়া যাবে না এবং এ কথা ধরে নেয়া যাবে না যে, এ ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করছে, যে কারণে সে তার হস্তক্ষেপ দেখে নীরব রয়েছে।

(খ) শাসক বা বিচারক কোনো ছোট ছেলেকে বা সম্পদে হস্তক্ষেপের (বেচাকেনা ইত্যাদি করা) অনুমতি নেই, এমন কোনো ব্যক্তিকে বেচাকেনা করতে দেখে নীরব থাকে, এ অবস্থায় এ নিরবতাকে শাসকের পক্ষ থেকে অনুমতি বলে মনে করা হবে না।

بين الناس شركة عامة في الكلأ والماء.

(৩৫) "ঘাস ও পানির মধ্যে সবার সমান অংশীদারীত্ব রয়েছে।"[৬৪৮]

যদি সাধারণের চারণভূমি বা জলাধার হয়, তবে শক্তিমানরা যেন অন্যদের অধিকার হরণ না করে।

الا نسان من جنس قوم ابيه لا من جنس قوم امه.

(৩৬) "মানুষকে তার পিতার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে, মায়ের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ধরা যাবে না।" অর্থাৎ বংশধারা পিতার মাধ্যমেই সাব্যস্থ হয়।[৬৪৯]

الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.

(৩৭) "প্রমাণের মাধ্যমে যা প্রতিষ্ঠিত হয় তা প্রত্যক্ষের মতো।"[৬৫০]

الولد يتبع خير الابوين دينا.

(৩৮) "পিতামাতার মধ্যে দীনের বিচারে যে শ্রেষ্ঠ হবে সন্তান তার (ধর্মের) অনুসারী হবে।"[৬৫১]

شرط صحة الصد قة التمليك.

(৩৯) "যাকাত আদায় নির্ভুল হওয়ার শর্ত হলো, যাকে দেয়া হবে, তাকে যাকাতের মালিক বানিয়ে দেয়া।"[৬৫২]

خير الأمور أوسطها.

(৪০) "সব ব্যাপারে মধ্য পন্থাই উত্তম।"[৬৫৩]

---

৬৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫
৬৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৫
৬৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৫
৬৫০. প্রাগুক্ত
৬৫১. প্রাগুক্ত
৬৫২. প্রাগুক্ত
৬৫২. প্রাগুক্ত
৬৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৫
৬৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৫

www.nagorikpathagar.org

الحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان.

(৪১) "অধিকার যখন একবার প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন বিলম্ব করাতে যেমন সে অধিকার বাতিল হয় না; লুকিয়ে রাখলেও হবে না।"[৬৫৪]

(৪২) "দীনের ব্যাপারে একজন ন্যায়নিষ্ঠ (عدل) ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণীয় হবে। যেমন-হয় পানির পাক ও নাপাক হওয়া সম্পর্কে, রামাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বর্ণনায়।"[৬৫৫]

এগুলো ছাড়া আরো বহু উপবিধি ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিকহ-এর কিতাবগুলোতে রয়েছে। একান্ত প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

---

৬৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৫

৬৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৬

৬৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৬

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়
আল ইজতিহাদ

ইসলাম, কোরআন মাজীদ এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ইসলাম দাবি করে, জীবন-জগতের সব জিজ্ঞাসা ও সব সমস্যার সমাধান কোরআন মাজীদে রয়েছে। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ কালজয়ী ও শাশ্বত। বিশ্ব যতই আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক যুগে প্রবেশ করছে ততই নতুন নতুন জিজ্ঞাসা ও সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। বাহ্যত কোরআন ও মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ'য় আধুনিক এসব বিষয়ের কোনো কোনোটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য না থাকলেও এমন অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য ও ইঙ্গিত রয়েছে, যার দ্বারা মানবজাতি কোরআন ও মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ'র আলোকে চিন্তা-গবেষণা করে নতুন সৃষ্ট জিজ্ঞাসা ও সমস্যার সমাধান আবিস্কার করতে উদ্দীপ্ত হয়। এ প্রক্রিয়ার নামই মূলত ইজতিহাদ।

ইজতিহাদ(الا جتهاد) -এর অর্থ

আভিধানিক অর্থ

'ইজতিহাদ' (الا جتهاد)শব্দটি আরবী। এর মূল শব্দ হলো 'জাহদুন'(جهد) । এর অর্থ : কোনো কিছু অর্জনের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করা, সাধনা করা, চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করা। যিনি ইজতিহাদ করেন তাকে মুজতাহিদ বলা হয় । শারী'আতের বিধান সম্পর্কে ধারণা জন্মানোর জন্য ফিক্হবিদগণ কর্তৃক স্বীয় প্রচেষ্টা ব্যয় করার নাম ইজতিহাদ।[৬৫৬] কোরআন ও হাদীস থেকে হুক্ম-আহকাম ও মাসআলা আহরণ এবং নির্ণয় করার নিমিত্ত একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য বিজ্ঞ 'আলিমগণের অবিরাম প্রচেষ্টা ও গবেষণামূলক বিচার-বুদ্ধির সাধ্যানুগ
প্রয়োগকে ইজতিহাদ বলা হয়।[৬৫৭]

পারিভাষিক অর্থ

بذل المجتهد وسعه فى طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط.

"শারী'আতের কোনো বিধান সম্পর্কে সুষ্ঠু সমাধান লাভের উদ্দেশ্যে মুজ্তাহিদ কর্তৃক

---

৬৫৬. ইবরাহীম মাদকূর, আল-মু'জামুল ওয়াসীত, দিল্লী : কুতুবখানা হুসাইনিয়া, দারুল উ'লূম, দেওবন্দ, তা. বি. পৃ. ১৪২

৬৫৭. আবূ হাবীব সা'দী, আল-কামূস আল-ফিক্হী, পাকিস্তান : ইদারাতুল কুর'আন আল-'উলূম আল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি. পৃ. ৭১

www.nagorikpathagar.org

গবেষণা ও উদ্ভাবনের স্বীকৃত সাধারণ নিয়মানুসারে চেষ্টা সাধনার শেষ সীমানা পর্যন্ত ব্যয় করাকে ইজ্‌তিহাদ বলা হয়।"[৬৫৮]

ইজতিহাদের বিষয়বস্তু

মানুষ যে সকল বিশ্বাস বা কাজ করে থাকে তা প্রধানত দুই প্রকার। যেমন :

(ক) যার সম্পর্ক মানুষ ও আল্লাহর সাথে, শারী'আতের পরিভাষায় এর নাম 'ইবাদাত। 'ইবাদাতের আবার দুটি অংশ ঃ (১) 'আকীদাহ বা বিশ্বাসগত অংশ এবং (২) 'আমল বা কার্যগত অংশ।

(খ) যার সম্পর্কে মানুষ ও মানুষের সাথে। শারী'আতে এর নাম 'মু'আমালাত'। মু'আমালাতের আবার বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে যথা- নৈতিক বিভাগ, আর্থিক বিভাগ, প্রশাসনিক বিভাগ ইত্যাদি।

'ইবাদাত বিশেষ করে এর বিশ্বাসগত অংশ মানুষের 'আমল বা বুদ্ধির নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। এখানে ওহী ব্যতীত কেবল বুদ্ধির পক্ষে সত্যের সন্ধান লাভ করা একরূপ অসম্ভব। পক্ষান্তরে 'মু'আমালাত' যেহেতু মানব বুদ্ধির বাইরে নয়, এ কারণে কোরআন ও হাদীস এখানে মৌলিক বিধিসমূহ (উসূল) এবং কোনো কোনো বিষয়ে নযীর স্বরূপ কিছু উপবিধি বর্ণনা করে খুঁটিনাটি অনেক বিষয় মানব বুদ্ধির উপর ছেড়ে দিয়েছে। ফলে ইজতিহাদের ক্ষেত্র এখানে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত।

কোরআন-হাদীস যেখানে নীরব, কেবল সেখানেই মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ করার অবকাশ রয়েছে। কোরআন ও হাদীস যেখানে কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট হুকুম দিয়েছে, সেখানে ইজতিহাদ দ্বারা তার রদবদল করার অধিকার কারো নেই। 'আল্লামা শামী (র) বলেছেন, ইসলামী বিধি-বিধান দুই প্রকার : (ক) যা কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, তা ইজতিহাদ দ্বারা রদবদল হতে পারে না। (খ) যা কোনো মুজতাহিদের ইজতিহাদ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এর অধিকাংশ বিষয়েই মুজতাহিদ তার যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এমন কি তিনি যদি পরবর্তী যুগে থাকতেন তা হলে তিনি নিজেই এ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আবশ্যকীয় রদবদল করতেন। এ জন্যই 'উলামা কিরাম এও শর্ত করেছেন, প্রত্যেক মুজতাহিদের পক্ষেই নিজ নিজ যুগের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। কেননা যামানার পরিবর্তনের দরুন অনেক আহকামেরও পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। অতএব পরবর্তী অবস্থাতেও যদি পূর্ববর্তী আহকাম বহাল থাকে, তা হলে মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে, শারী'আতের অনুসরণ সহজ করার যে নীতি রয়েছে তার এবং দুনিয়াকে উত্তমরূপে পরিচালনা করার যে উসূল রয়েছে তার বিপরীত হবে। এ কারণেই অনেক মুজতাহিদকে পূর্ববর্তী মুজতাহিদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখা যায়।

---

৬৫৮. ড. আবদুল কারীম যায়দান, আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্‌হ, লাহোর ঃ দারু নাশরিল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি. পৃ. ৪০১

www.nagorikpathagar.org

তারা মনে করেন, পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ যদি এ যুগে জীবিত থাকতেন, তারা পূর্ব সিদ্ধান্তের বিপরীতে আমাদের মতই মত দিতেন। এসব বিষয়ই হচ্ছে মূলত ইজতিহাদের আলোচ্য বিষয়।[৬৫৯]

ইজতিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা'আলা কোরআনুল কারীমে মানুষের জীবন ব্যবস্থার জন্য আবশ্যিক মৌলিক বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেছেন এবং তদনুসারে একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলে তার আদর্শও স্থাপন করে গেছেন। কিন্তু কোনো সমাজ-ব্যবস্থাই স্থান বা কালের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। তার যতখানি অংশ স্থান বা কাল-সংশ্লিষ্ট ততখানিতে স্থান কালের পরিবর্তনের দরুন শূন্যতা দেখা দিতে পারে। এই শূন্যতা পূরণ করার জন্য ইসলামে ইজতিহাদের ব্যবস্থা রয়েছে। মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করে যুগে যুগে এই শূন্যতা পূরণ করেন, এই ইজতিহাদই হচ্ছে ইসলামের জীবনীশক্তি। পর্বত থেকে পানি নির্গমন বন্ধ হয়ে গেলে যেমন নদী মজে যেতে বাধ্য, তেমন ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে গেলে ইসলামও প্রাণ হারাতে বাধ্য।[৬৬০] এ কারণেই শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র.) প্রত্যেক যুগেই ইজতিহাদকে ফারয বলে মন্তব্য করেন এবং এর কারণ দর্শাতে গিয়ে বলেন, "আমি যে বলেছি প্রত্যেক যুগেই ইজতিহাদ ফারয তার কারণ এই, ঘটনাবলি অন্তহীন অথচ সে সকল ঘটনা সম্পর্কে শারী'আতের নির্দেশ কী তা জানা মুসলমানের পক্ষে ফারয। পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ কর্তৃক যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা সকল যুগের জন্য যথেষ্ট নয়।[৬৬১] যারা এ ধারণা পোষণ করেন, একালে মুজতাহিদ পাওয়া যায় না বা যেতে পারে না, তারা নিশ্চয় ভুল করেন।"[৬৬২]

'আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, ইজতিহাদ বন্ধ হতে পারে না, কেননা তা ফরযে কিফায়া। কোনো যুগে কেউই যদি এর প্রতি মনোযোগী না হন এবং সবাই তা ছেড়ে দেন তা হলে সবাই গোনাহগার হবেন। ইমাম আলমাওয়ার্দী, বাগাবী, ইমাম ইবনুস সালাহ্ ও নাবাবী প্রমুখ ইমামগণও একই অভিমত দিয়েছেন।[৬৬৩]

ইজতিহাদ, কিয়াস ও ই'তিবার সম্পর্কিত মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণের বহু বাণী রয়েছে। ইমাম আস-সারাখসী (র.) তাঁর *উসূল* গ্রন্থে, ইবনু

---

৬৫৯. এ এস এম আজিজুল হক আনসারী, মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী'র রচনাবলী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫, পৃ. ১৪৪

৬৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯

৬৬১. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দিহলাবী, আল-মুসাফ্ফা, দিল্লী : আল-মুসাওয়া, তা. বি. পৃ. ১১

৬৬২. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দিহলাবী, 'ইকদুল জীদ আহকাম আল-ইজতিহাদ ওয়া আত-তাকলীদ, করাচী : ১৩৭৯, পৃ. ৩৭

৬৬৩. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দিহলাবী, মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায় (অনু. আবদুস শহীদ নাসিম, মূল গ্রন্থ: আল-ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ), ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯১, পৃ. ৫৩

www.nagorikpathagar.org

'আবদিল বার (র.) তার 'জামেউল বায়ান আল-উলূম' গ্রন্থে, হাফিয ইবনুল কায়্যিম (র.) তাঁর 'ইলামুল মুয়াক্কিঈন' গ্রন্থে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য 'উলামা কিরামও এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের [মহনাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের] বহু বাণী সংকলন করেছেন। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় কেবল মু'আয (রা.)-এর হাদীসটির উল্লেখই যথেষ্ট, যা 'আস-সুনান' গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। হাদীস বিশারদগণ বর্ণনা করেছেন আর গোটা মুসলিম জাতি তা সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছেন।[৬৬৪]

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মু'আয (রা.)-কে ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠান, তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন :

كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله
قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو
فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله.

"তুমি কীভাবে ফায়সালা করবে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ মুতাবিক। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, যদি আল্লাহর কিতাবে এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ না পাও? তদুত্তরে তিনি বলেলেন, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, যদি তাতেও সমস্যার সমাধান না পাওয়া যায়? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, তবে আমি নিজের বুদ্ধি দ্বারা ইজতিহাদ করবো এবং চিন্তা-গবেষণায় কোনো অবহেলা করবো না। এতদশ্রবণে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল 'আলামীনের জন্য, যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে তাঁর পছন্দনীয় পথে চলার তাওফীক দিয়েছেন"।[৬৬৫]

আধুনিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তার উপর সব চেয়ে উত্তম প্রমাণ হচ্ছে ঐ হাদীসটি যা ইমাম নাসাঈ (র.) তাঁর সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

اتى علينا حين ولسنا نقضي ولسنا هنالك، وان الله عز وجل قدر ان بلغنا ما ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله فان جاءه امر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه فان جاءه امر ليس في كتاب الله و لم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصلحون ولا يقول احدكم اني اخاف واني اخاف، فان

---

৬৬৪. মো: মফিজ উদ্দীন, ইসলামী আইনতত্ত্বের ইজতিহাদ, গবেষণার ইসলামী দিক দর্শন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১, পৃ. ৪৯

৬৬৫. ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায় : আল-কাযা, অনুচ্ছেদ: ইজতিহাদুর রায়ি ফি কাযা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮৯

www.nagorikpathagar.org

الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتبهة فدع ما يريبك الى ما لا يريبك.

"আমাদের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমরা বিচার ফায়সালা করতাম না; আর আমরা তার উপযুক্তও ছিলাম না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। ফলে আমরা এপর্যায়ে পৌছেছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অতএব এরপর যদি কারো কোনো বিচার মীমাংসা করতে হয়, তবে সে যেনো আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার মীমাংসা করে। আর যদি তার নিকট এমন কোনো বিষয় উপস্থিত হয়, যার সুস্পষ্ট নির্দেশনা কোরআনে উল্লেখ নেই, তবে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বিচার ফায়সালা করেছেন সে যেনো তার আলোকে বিচার ফায়সালা করে। আর যদি তার নিকট এমন কোনো বিষয় উপস্থিত হয়, যা আল্লাহর কিতাবেও নেই এবং তার নাবীও মীমাংসা করে যান নি, তবে 'সালফে সালেহীন' (পূর্ব যুগের অভিজ্ঞ আলিমগণ) যেভাবে এর বিচার ফায়সালা করেছেন, সে সেভাবেই তার বিচার ফায়সালা করবে। তোমাদের কেউ যেনো এ কথা না বলে যে, আমি ভয় করছি,আমি ভয় করছি। কেননা হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দুটোর মাঝে সন্দেহের সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ রয়েছে। কাজেই যা সন্দেহের সৃষ্টি করে, তা বর্জন করবে এবং যা সন্দেহের সৃষ্টি করে না, তা ধারণ করবে"।[৬৬৬]

যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করলে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইমাম আস-সারাখসী (র.) বলেন, এমন কোনো ব্যাপার নেই, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বৈধ কিংবা অবৈধ, প্রয়োজনীয় কিংবা অপ্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ নির্দেশনা দেয়া হয়নি। ইমাম ফাখরুল ইসলাম আল-বাযদুবী (র.) বলেন, নিশ্চয় বুদ্ধিমত্তা মানবদেহে একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যেমনিভাবে বিশ্বজগতে সূর্য একটা আলোকবর্তিকা। ওটা দ্বারা ভুল-পথ আলোকিত হয়, যেখানে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের পদচারণা নিশেষ হয়ে যায়। কিন্তু এ বুদ্ধিমত্তা নিজে নিজের পথপ্রদর্শক নয় বরং তার কাজ হলো পথ আলোকময় করা। রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর অন্তরই স্বীয় বোধশক্তির আলোকবির্তকা দ্বারা নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়। যেমন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পথ আলোকময় হয়ে যায়, কিন্তু পথ দেখার জন্য কেবল সূর্যালোকই যথেষ্ট নয় বরং চক্ষুজ্যোতিরও প্রয়োজন রয়েছে।[৬৬৭]

ইজ্তিহাদের প্রামাণ্যতা সম্পর্কে শারী'আতের দলীল

শারী'আতের যে সব হুক্মের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নাস্ নেই কিংবা স্পষ্ট নাস্ থাকলেও সেখানে একাধিক অর্থ গ্রহণের অবকাশ বিদ্যমান, সে সব স্থানে ইজতিহাদ করা এবং সেই ইজতিহাদ অনুসারে 'আমল করার বৈধতার অনুমতি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

৬৬৬. ইমাম আন-নাসাঈ, আস-সুনান, অধ্যায়: আদাবুল কুযাত, অনুচ্ছেদ : আল-হুকমু বি-ইত্তিফাকি আহ্লিল ইল্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩২

৬৬৭. ইমাম ফখাবুল ইসলাম আল-বাযদুবী, কাশফুল আসরার আ'লা উসূলিল বাযদুবী, দিল্লী : তা. বি. খ. ৪, পৃ. ২৩২

www.nagorikpathagar.org

ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকেই পাওয়া যায়। যেমন সুনান নাসাঈ (র.)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে-

عن طارق رضى الله عنه ان رجلا احنب فلم يصل فاتى النبى صى الله عليه وسلم فذ كر ذلك له فقال اصبت فاجنب رجل اخر فتيمم وصلى فاتاه فقال نحو ما قال للاخر يعنى اصبت.

"তারিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাপাক হলো। তাই সে সালাত আদায় করলো না। পরে সে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে তাঁকে তা অবহিত করলে তিনি বললেন, তুমি ঠিক কাজ করেছ। অপর এক ব্যক্তি নাপাক হয়ে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করলো। পরে ঐ ব্যক্তি তাঁর কাছে এলে তিনি আগের ব্যক্তিকে যা বলেছিলেন তাকেও তাই বললেন"।[৬৬৮]

উপরোক্ত হাদীসে দেখা যায় যে, একই সমস্যার সমাধানে দু'জন সাহাবী দু'রকমের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং দু'রকমের কাজ করেছেন। তাঁদের এ সিদ্ধান্ত ছিলো ইজতিহাদ প্রসূত। সিদ্ধান্তগুলো স্পষ্ট নাস্ এর প্রেক্ষিতে ছিলো না বলেই তাঁরা ঘটনার পর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অবহিত করে সমাধান জেনে নেন। এতে বোঝা যায়, প্রয়োজনের মুহূর্তে সাহাবীগণ ইজতিহাদ করতেন। উপরোক্ত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জনকেই 'ঠিক করেছ' বলে সমর্থন করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কাজকে সমর্থন করলে কাজটি বৈধতা
হওয়ার স্পষ্ট দলীল হয়ে যায়। কাজেই বোঝা যায়, প্রয়োজনের মুহূর্তে এরূপ ইজতিহাদ করা জায়েয।

ইমাম আবূ দাউদ (র.) বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে-

عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل فاهلك فتيممت ثم صليت باصحابى الصبح فذكروا ذالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذى منعنى من الاغتسال وقلت انى سمعت الله يقول -- ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما-- فضحك رسول الله و لم يقل شيئا.

'আমর ইবনুল আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যাতুস-সালাসিল যুদ্ধাভিযানে একদা প্রচন্ড শীতের রাতে আমার সপ্নদোষ হলো। আমার ভয় হলো, আমি যদি গোসল করি তাহলে আমি মরেই যাবো। তাই আমি তায়াম্মুম করে সাথীদের নিয়ে ফাজর

---

৬৬৮. ইমাম আন নাসাঈ, আস-সুনান, অধ্যায় : আত-তায়াম্মুম, অনুচ্ছেদ : আত-তায়াম্মুম লি-মান ইয়াজিদিল মা'আ বা'দাস সালাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১৪

www.nagorikpathagar.org

সালাতের ইমামত করি। তাঁরা ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জানালেন। তিনি বললেন, হে আমর! তুমি কি অপবিত্র অবস্থায় সাথীদের সালাতের ইমামতি করেছ?[৬৬৯] বর্ণনাকারী বলেন, আমি গোসল না করার কারণ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম এবং বললাম, আমি আল্লাহর এ বাণী শুনেছি যে,

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

"তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল" (আলকোরআন, সূরা আন-নিসা : ২৯)। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে দিলেন, আর কিছু বললেন না"।

উপরোক্ত হাদীসেও 'আমর (রা.) যে সিদ্ধান্ত পৌঁছেছেন সেটি ছিলো তাঁর ইজতিহাদের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি কোরআন থেকে দলীল পেশ করে তার ব্যাখ্যা দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উপরোক্ত ইজতিহাদের উপর কোনো আপত্তি করেননি বিধায় প্রমাণিত হচ্ছে, এভাবে ইজতিহাদ করা বৈধ।

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে:

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء فى الوقت فتوضآء أحدهما وعاد صلوته ما كان فى الوقت و لم يعد الاخر فسألا النبى صلى الله عليه وسلم فقال للذى لم يعد أصبت السنة وأجزاتك صلاتك وقال للاخرأما أنت فلك مثل سهم جمع.

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "দুই ব্যক্তি তায়াম্মুম করে সালাত আদায়ের পর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই তারা পানি পেয়ে যায়। তাদের একজন উযূ করে ওয়াক্তের মধ্যে সালাত আদায় করে নেয় এবং অপরজন পুনরায় সালাত আদায় করলো না। তারা উভয়ে এ ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে জিজ্ঞেস করলো। যে ব্যক্তি সালাত পুনরায় আদায় করেনি তিনি তাকে বললেন, তুমি যা করেছ সুন্নাতের অনুকূলেই করেছ। আর অপরজনকে বললেন, তোমার জন্য রয়েছে সাওয়াবের পূর্ণ অংশ।"[৬৭০]

ইজতিহাদ যুগে যুগে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়-ই ইজতিহাদের সূত্রপাত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাসক ও বিচারকদেরকে ইজতিহাদের

---

৬৬৯. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায় : আত-তাহারাত, অনুচ্ছেদ : ইযা খাফাল জুনুবুল বারদা আ-ইয়াতায়াম্মামু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪৮

৬৭০. ইমাম আন-নাসাঈ, আস-সুনান, অধ্যায় : আল-গুস্‌ল ওয়াত-তায়াম্মুম, অনুচ্ছেদ: আত-তায়াম্মুম লি-মান ইয়াজিদিল মা'আ বাদা'স সালাত, প্রাগুক্ত, পৃ.২১১৪

www.nagorikpathagar.org

অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। মু'আয ইবনু জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে প্রশাসকরূপে প্রেরণকালে ইজতিহাদের অনুমতি দান করেন, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় ওয়াহীর ধারা বিদ্যমান থাকার কারণে ইজতিহাদের আবশ্যকতা খুব কমই দেখা দিয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর সাহাবী যুগে একদিকে ওয়াহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার, অপরদিকে নতুন নতুন সমস্যাবলি দেখা দেয়ার কারণে ইজতিহাদের আবশ্যকতা তীব্র হয়ে ওঠে ফলে সাহাবা কিরাম ইজতিহাদে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। বিপুল সংখ্যক সাহাবী ইজতিহাদের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যারা সমধিক খ্যাতিমান ছিলেন তাঁরা হলেন : 'উমার, 'আলী, 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ, 'আয়িশা, যায়দ ইবনু সাবিত, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ও 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)। এভাবে সাহাবীগণের পর তাবেঈগণও, যখনই তাদের নিকট এমন কোনো নতুন প্রশ্ন উপস্থিত হয়েছে যার উত্তর কোরআন, হাদীস কিংবা সাহাবীগণের ফাতাওয়ায় সরাসরি নেই-তখনই তারা কোরআন ও হাদীসের সূত্র এবং সাহাবীগণের ফাতা৫ওয়াকে সম্মুখে রেখে ইজতিহাদ করেছেন। তাবেঈগণের মধ্যে যাঁরা এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁরা হলেন : সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (৯৪ হি.), মুজাহিদ ইবনু জাবার (১০৭ হি.), আতা ইবনু আবি রাবাহ (১০৫ হি.), ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ (৯৫ হি.), ইমাম আশ শা'বী (১০৪ হি.), হাসান আল-বাসরী (১১০ হি.) তাউস ইবনু কায়সান (১০৬ হি.), মাকহূল (১১৩ হি.), কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (১০৬ হি.), ইবনু শিহাব আয-যুহরী (১২৫ হি.), কাযী ইয়াহইয়া ইবনু দাউদ (১১৪ হি.), রাবীআ'হ ইবনু 'আবদির রহমান ওরফে রাবী'য়াতুর রায় (১৩৬ হি.) ও হাম্মাদ ইবনু আবি সুলায়মান (১২০ হি.)।

এভাবে হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে তাবে-তাবেঈন ও তাঁদের শাগরিদগণও ইজতিহাদে নিয়োজিত ছিলেন। এ যুগের মুজতাহিদগণের মধ্যে যারা অধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন তারা হলেন : ইমাম আবূ হানীফা (১৫০ হি.), ইমাম মালিক (১৭৯ হি.), ইমাম আশশাফি'ঈ (২০৪ হি.), ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি.), ইমাম আওযাঈ' (১৫৭ হি.), ইমাম আবু সাওর আল-বাগদাদী (১৪০ হি.), ইমাম দাউদ আয-যাহিরী (২৭৫ হি.) ও ইমাম আবূ জা'ফার আত-তাবারী (৩১০ হি.)। তাঁরা সবাই স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ করেছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত চারজন ব্যতীত কারো ইজতিহাদ মুসলিম জাহানে সাধারণভাবে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেনি।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দী হতে স্বাধীনভাবে ইজতিহাদের গতিধারা এক রকম বন্ধ হয়ে যায়। যারা ইচ্ছে করলে স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ করতে পারতেন ,তারাও নানা কারণে কোনো না কোনো ইমামের উসূলের অনুসরণ করাকেই শ্রেয় মনে করেন। আর এই অবস্থা নবম শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ ধরনের মুজতাহিদগণের মধ্যে ইমাম মালিকের অনুসারী ইমাম ইবনু 'আবদিল বার (৩৮০ হি.) ও ইমাম ইবনুল 'আরাবী (৫৫৩ হি.); ইমাম

www.nagorikpathagar.org

আশশাফি'ঈর অনুসারী আবু ইসহাক ফিরোযাবাদী (৫৭৬ হি.), ইবনুস সাব্বাগ (৪৭৭ হি.), ইমামুল হারামাইন (৪৭৮ হি.) , ইমাম আল-গাযালী (৫০৫ হি.) এবং ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের অনুসারী ইমাম ইবনু তাইমিয়া (৭২৮ হি.) ও ইবনুল কায়্যিম (৭৫১ হি.)-এর নাম বিশেভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬৭১]

নবম শতাব্দীর পর ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মাযহাব অনুসারী শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দিহলাবী (১১৭৬হি.) ব্যতীত আর কাউকেও এই ধারায় ইজতিহাদ করতে দেখা যায়নি। ইজতিহাদের গতিধারা সম্পর্কে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) মন্তব্য করেছেন, ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবে তৃতীয় শতাব্দীর পর আর কোনো 'মুজতাহিদ মুন্তাসিব' এর সৃষ্টি হয়নি। ইমাম মালিক (র.)-এর মাযহাবে এরূপ ব্যক্তি খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। যেমন-ইমাম ইবনু 'আবদিল বার (৩৮০ হি.) ও ইমাম ইবনুল 'আরাবী (৫৫৩ হি.)। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বালের মাযহাবের অনুসারী কম হলেও তাঁর মাযহাবে হিজরী নবম শতাব্দী (১৫শ খ্রি.) পর্যন্ত বরাবরই মুজতাহিদ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য ইমাম আশশাফি'ঈ (র) মাযহাবেই সর্বাধিক মুজতাহিদ সৃষ্টি হয়।[৬৭২]

ইজতিহাদের শর্তাবলি

ইজতিহাদের বিষয়টি যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত। যিনি যোগ্য ও উপযুক্ত তার জন্য ইজতিহাদের অনুমতি রয়েছে। পক্ষান্তরে যে যোগ্য নয় এমন ব্যক্তির শারী'আতের উপর ইজতিহাদ করা খিয়ানতের শামিল। কোনো ব্যক্তি যদি ইজতিহাদ করতে চায়-তাহলে তার মধ্যে নিম্নোক্ত যোগ্যতা ও শর্তাবলি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

(১) **'আরবী ভাষা জ্ঞান**

যিনি ইজতিহাদ করবেন 'আরবী ভাষার উপর তার ব্যাপক জ্ঞান থাকা জরুরী। তিনি 'আরবী ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে কিংবা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এতখানি দক্ষতার অধিকারী হবেন যে, বক্তব্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করা, 'আরবী শব্দমালার যথার্থ মর্ম-অনুধাবন এবং বক্তব্যের উপস্থাপন কলা-কৌশলগুলো বুঝতে যেন কোনো সমস্যা না হয়। তা ছাড়া 'আরবী ভাষার সাথে সম্পর্কিত নাহু, সারফ, বালাগাত, মা'আনী ও বায়ান সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ অবহিত থাকবেন।।[৬৭৩]

মুজতাহিদের জন্য 'আরবী ভাষা জ্ঞান আবশ্যক হওয়ার কারণ হলো, শারী'আতের উৎসসমূহ প্রায় সবই 'আরবী ভাষায় লিখিত। আর এগুলোই হলো ইজতিহাদ ও গবেষণার প্রধান উপাত্ত। কাজেই এ উপাত্তগুলো সঠিক ও পূর্ণাঙ্গভাবে হৃদয়ঙ্গম করা এবং এগুলোকে গভীরভাবে অনুধাবন করে বিধি-বিধান উদ্ভাবন করা 'আরবী ভাষা

---

৬৭১. গ্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩-১৩৪
৬৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
৬৭৩. ড. আবদুল করীম যায়দান, আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। বিশেষ করে কোরআন মাজীদ ও সুন্নাহ'র ভাষা সাহিত্যমানের বিবেচনায় যেহেতু শ্রেষ্ঠতম, সেহেতু এ সাহিত্য সমৃদ্ধ বক্তব্যের অর্থ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা এবং এটি কি নির্দেশ করছে তা সঠিকভাবে জানা 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম বিষয়াদির উপলব্ধি-জ্ঞান ব্যতিরেকে আদৌ সম্ভব নয়। ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান যে মুজতাহিদের যত বেশি, তিনি নুসূসকে বোঝা এবং নুসূস-এর নিকটবর্তী ও দূরবর্তী অর্থ ও নির্দেশ ততবেশি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তবে মুজতাহিদের জন্য আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সকল শাখা-প্রশাখায় প্রাজ্ঞ বা ইমাম হওয়া জরুরী নয়। ভাষা ও সাহিত্যের যে বিষয়গুলো নুসূস উপলব্ধির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, কেবল সে বিষয়গুলোর সকল ক্ষেত্রেই প্রাজ্ঞ হওয়া আবশ্যক।

ইমাম আশশাফি'ঈ (র.) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শারী'আতের হুকুম পালনের প্রয়োজন পরিমাণ 'আরবী ভাষাজ্ঞান শিক্ষা করা ওয়াজিব। আলমাওয়ারদী (র.) বলেছেন, মুজতাহিদসহ সকল মুসলমানের জন্যই 'আরবী ভাষাজ্ঞান হাসিল করা আবশ্যক।[৬৭৪]

(২) কিতাবুল্লাহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান

মুজতাহিদের জন্য কিতাবুল্লাহ তথা কোরআন মাজীদ সম্পর্কে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও 'ইলম থাকা আবশ্যক। কিতাবুল্লাহ হলো শারী'আতের মূল দলীল, প্রধান উপাত্ত ও বুনিয়াদী বিষয়। তাই মুজতাহিদের জন্য কিতাবুল্লাহ'র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল আয়াতের সংক্ষিপ্ত 'ইলম এবং আহকাম সম্পর্কীয় আয়াতগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত 'ইলম থাকা একান্ত প্রয়োজন।

আহকাম সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা প্রসিদ্ধ মতে পাঁচশত। 'আল্লামা মুল্লা জীওয়ান (র) তাঁর প্রণীত তাফসীর আহমাদী গ্রন্থে পাঁচশত আয়াতের ব্যাপক ব্যাখ্যা আলোচনা করেছেন। ইমাম আল-গাযালী (র.) এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিমের মতে মাত্র একশ পঞ্চাশটি। ইমাম ইবনুল 'আরাবী (র) তাঁর রচনায় যে সব আয়াত উল্লেখ করেছেন সেগুলোর সংখ্যা ৮৬৪টি। বস্তুত এগুলো কোনো সংখ্যার সাথে সীমাবদ্ধ নয়। এগুলো সংখ্যায় কম বা বেশি হওয়া বির্ভর করে মুজতাহিদের গৃহীত ইজতিহাদ পদ্ধতির উপর। মুজতাহিদ নিজে সূক্ষ্মদর্শী ও গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন হলে কাসাস, ইরশাদ, জান্নাত, জাহান্নাম, আখিরাত সম্পর্কীয় আয়াত থেকে মাসাইল উদ্ভাবন করতে পারেন। আল্লামা আশ-শাওকানী (র.) বলেন, বিভিন্ন গ্রন্থে নির্ধারিত সংখ্যা উল্লেখের অর্থ হলো এ সকল আয়াতে মাসাইলের আলোচনা প্রত্যক্ষভাবে আছে। পরোক্ষভাবে

---

৬৭৪. ইমাম আশ-শাওকানী, ইরশাদুল ফুহূল, প্রাগুক্ত. পৃ. ৭১৯

www.nagorikpathagar.org

থাকাকে এ সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আবূ মানসূর (র.) বলেন, মুজতাহিদের জন্য শারী'আতের বিধান সংক্রান্ত আয়াতসমূহ জানা আবশ্যক, তা যত সংখ্যকই হোক। তবে কাসাস কিংবা মাওয়া'ইয বিষয়ক আয়াত সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকলেও অসুবিধা নেই।[৬৭৫]

আহকামের আয়াত মাত্র পাঁচশত। এ তথ্য প্রথম তাফসীরবিদ মুকাতিল ইবনু সুলায়মান (মৃ. ১৫০ হি.) উপস্থাপন করেন। পরবর্তীকালে মণীষীগণ তাঁকে অনুসরণ করেন। ড. আবদুল করীম যায়দান বলেন, আহকাম বিষয়ক আয়াতকে কোনো সংখ্যার সাথে সীমাবদ্ধ করা আদৌ ঠিক নয়। কোরআন মাজীদে বিভিন্ন ঘটনা ও উপমা জাতীয় যে সব আয়াত রয়েছে সেগুলোর উপর গভীর গবেষণা ও তীক্ষ্ম অনুসন্ধান চালিয়ে সমাজ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অসংখ্য বিধানাবলি উদ্ভাবন করা যায়। কাজেই মুজতাহিদের জন্য উপমা ও কাহিনী জাতীয় আয়াতগুলোও অতি প্রয়োজনীয় উপাত্ত। এগুলো সম্পর্কেও গভীর জ্ঞান আহরণ করা মুজতাহিদের জন্য আবশ্যক। তবে এসব আয়াত তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ থাকা জরুরী নয়। তিনি এগুলো জানেন এবং প্রয়োজনে খুঁজে বের করতে পারেন এতটুকুই যথেষ্ট।

কোনো কোনো 'আলিম 'আহকামুল কোরআন' শিরোনামে আহকাম সংক্রান্ত আয়াতসমূহের সংকলন পূর্বক এগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা এবং এগুলো থেকে উদ্ভাবিত মাসাইল আলোচনা করে গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাঁদের এ উদ্যোগ গবেষকদের পথ সহজ করে দিয়েছে। এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো, ইমাম আবূ বাকর আহমাদ ইবনু আলী আর-রাযী আল-জাসসাস (মৃ. ৩৭০ হিজরী) রচিত 'আহকামুল কোরআন' (সম্প্রতি এ গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে), আবূ বাকর ইবনুল 'আরাবী (মৃ. ৫৪৩ হিজরী) রচিত 'আহকামুল কোরআন' ইত্যাদি। এছাড়া প্রখ্যাত তাফসীরবিদ ইমাম আলকুরতুবী (মৃ. ৭৬১ হিজরী) রচিত 'আল-জামি' লি-আহকামিল কোরআন' এবং ইমাম তাবারী রচিত 'মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কোরআন' গ্রন্থও এ পর্যায়ে উল্লেখ করা যায়।[৬৭৬]

কিতাবুল্লাহ্ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার মধ্যে নাসিখ ও মানসূখ আয়াত সম্পর্কে জানা থাকাও

অন্তর্ভুক্ত। মানসূখ আয়াত খুব বেশি নয়। এতদসত্ত্বেও মুজতাহিদের জন্য বিষয়টি জ্ঞাত থাকা অপরিহার্য। এ সম্পর্কে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো, ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু আহ্মাদ আন-নাহ্হাস (মৃ. ৩৩৮ হিজরী) রচিত 'আন-নাসিখ ওয়াল-মানসূখ'।

কেউ কেউ বলেছেন, মুজতাহিদের জন্য আয়াতসমূহের শানে নুযূল জানা থাকাও

---

৬৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৭
৬৭৬. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮-৪৪৯

www.nagorikpathagar.org

আবশ্যক। তবে বিশুদ্ধ মতে শানে নুযূল জানা থাকা আবশ্যক নয়। কারণ কোনো আয়াত কোনো নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হলেও তার হুক্‌ম ঐ প্রেক্ষাপটের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে না। আয়াত তার নিজস্ব বক্তব্যের আওতায় ব্যাপকার্থক বিবেচিত হয়ে থাকে। তবে শানে নুযূল সম্পর্কিত অবগতি মুজতাহিদকে আয়াতের মর্ম উপলব্ধি কাজে ব্যাপক সাহায্য করে থাকে।[৬৭৭]

(৩) আস-সুন্নাহ্ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান

মুজতাহিদের জন্য মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্ সম্পর্কে পর্যাপ্ত 'ইলম থাকা আবশ্যক। আস-সুন্নাহ কোরআন মাজীদের ব্যাখ্যা। কোরআনে বহু আহ্‌কামের শুধু বিধান আলোচনা করা হয়েছে আর আস-সুন্নাহ সে সব আহকামের সীমানা, স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্দেশ করে দিয়েছে। তাই সুন্নাহ আহকামে শারী'আতের দ্বিতীয় উৎস হিসাবে স্বীকৃত।

মুজতাহিদের জন্য মোট কত সংখ্যক হাদীস জানা থাকা আবশ্যক, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। 'আল্লমা আশ-শাওকানী (র.) বলেন, কারো কারো মতে মাত্র পাঁচশত হাদীস জানা থাকা আবশ্যক। তবে এ মতটি যথার্থ নয়। কারণ যে সব হাদীস থেকে আহকাম পাওয়া যায় সেগুলোর সংখ্যা কয়েক হাজার। তাই পাঁচশ'র মতামত গ্রহণ করা যায় না। ইবনুল 'আরাবী (র.) বলেন, মুজতাহিদ হওয়ার জন্য অন্তত তিন হাজার হাদীস জানা থাকা আবশ্যক। এক বর্ণনায় আবূ আলী আদ-দারীর (র.) বলেন, আমি ইমাম আহমাদ ইব্‌নু হাম্বাল (র.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো ব্যক্তি ফাতাওয়া প্রদানের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ার জন্য কত সংখ্যক হাদীস তার জানা থাকা আবশ্যক? এক লক্ষ কি যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে দুই লক্ষ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তিন লক্ষ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে চার লক্ষ? তিনি বললেন না, তবে যদি পাঁচ লক্ষ হাদীস তার জানা থাকে তাহলে উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে।[৬৭৮]

ইমাম আবূ বাকর আর-রাযী (র.) বলেন, ইজতিহাদ করার সময় মুজতাহিদের জন্য মাসআলা- সংশ্লিষ্ট সমুদয় হাদীস মুখস্থ থাকা আবশ্যক নয় , অন্যভাবে বলা যায় এটি সম্ভবও নয়। তবে এতটুকু প্রয়োজন যে, তিনি প্রয়োজন বোধ করলে সবগুলো হাদীস সম্মুখে উপস্থিত করতে পারেন কিংবা জানতে পারেন।[৬৭৯]

ইমাম আল-গাযালী (র.)সহ কিছু সংখ্যক উসূলবিদের মতে মুজতাহিদের কাছে সুনানে আবূ দাউদ কিংবা সুনানে বায়হাকী-এর ন্যায় হাদীসের এমন কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বিদ্যমান থাকাই যথেষ্ট যেখানে আহকাম সংক্রান্ত হাদীসগুলো এক সঙ্গে

৬৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯
৬৭৮. ইব্‌নুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ,'ইলামুল মুআক্কি'ঈন 'আন রাব্বিল 'আলামীন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪
৬৭৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০

www.nagorikpathagar.org

পাওয়া যায়। আহকাম বিষয়ক হাদীসের সংকলন জাতীয় অন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ ও বুনিয়াদী গ্রন্থ থাকলেও যথেষ্ট হবে। মুজতাহিদের জন্য এ গ্রন্থ মুখস্থ থাকা জরুরী নয়। হাদীসখানা কোন অধ্যায় আছে এবং প্রয়োজনের সময় তিনি হাদীসখানা সহজে খুঁজে বের করতে পারেন এতটুকুই যথেষ্ট। ইমাম আল-গাযালী (র.)-এর উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে ইমাম আননাবাবী (র.) ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কিন্তু উপমা হিসাবে সুনানে আবূ দাউদের উল্লেখ করার সাথে ঐকমত্য ব্যক্ত করেননি। ড.আবদুল করীম যায়দানের মতে মুজতাহিদের সকল হাদীস জানা থাকা জরুরী না হলেও অন্তত সিহাহ্ সিত্তাহর (প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদীসগ্রন্থ) হাদীসসমূহ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ইজতিহাদকারীর জন্য হাদীসের সনদ সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। ফাযাইলের ক্ষেত্রে যা'ঈফ হাদীসকেও স্থান দিতে আপত্তি নেই। কিন্তু মাসাইলের ক্ষেত্রে যা'ঈফ হাদীসকে বুনিয়াদ বানানো যায় না। এজন্য ইজতিহাদকারীকে অবশ্যই জানতে হবে যে, তিনি যে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন সেটি বিশুদ্ধ কিনা এবং বর্ণনাকারীগণ কতটুকু গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত। হাদীসখানা কোনো পর্যায়ের-মুতাওয়াতির, না মাশহূর, না কি খাবরে ওয়াহিদ পর্যায়ের ইত্যাদি। এসব দিক পর্যবেক্ষণ করে শুদ্ধ-অশুদ্ধ কিংবা রাজিহ্-মারজূহ (প্রাধান্য উপযোগী ও প্রাধান্য প্রাপ্ত) ইত্যাকার বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছার মত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। তা ছাড়া হাদীসের মূলপাঠ (متن)-এর যথার্থ অর্থ ও উদ্দেশ্য জানা থাকা, কোন্ হাদীসের কি প্রেক্ষপাট ছিলো এবং কোনটি নাসিখ ও কোনটি মানসূখ সে ব্যাপারেও মুজতাহিদকে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। এক্ষেত্রে জারাহ্ ও তা'দীল (جرح وتعديل) সকল কিছু মুখস্থ থাকা জরুরী নয়। আইম্মা হাদীস রচিত জারাহ ও তা'দীল বিষয়ক কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ভালভাবে জানা থাকাই যথেষ্ট বলে গণ্য হবে।[৬৮০]

আহ্কাম সংক্রান্ত আয়াতের ন্যায় আহকাম সংক্রান্ত হাদীসসমূহকেও মুহাদ্দিসগণ ভিন্নভাবে সংকলন করে পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। অনেকে এ শ্রেণির গ্রন্থকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তা থেকে ফুকাহা কিরাম কোনো কোনো মাস'আলা কি উসূলের আলোকে উদ্ভাবন করেছেন তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে সিহাহ্ সিত্তাহ ও এগুলোর ভাষ্যগ্রন্থসমূহ ছাড়াও আশ-শাওকানী (র.) রচিত 'নাইলুল আওতার শারহু মুনতাকাল আখবার' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থগুলোও ইজতিহাদে ইচ্ছুক গবেষকগণের জন্য পর্যাপ্ত সাহায্যকারী।[৬৮১]

---

৬৮০. প্রাগুক্ত

৬৮১. ড. আবদুল কারীম যায়দান 'আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪

www.nagorikpathagar.org

(৪) **উসূলুল ফিক্‌হ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান**

মুজতাহিদের জন্য উসূলুল ফিক্‌হ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাই মুজতাহিদের উসূলুল ফিক্‌হ হলো ইজতিহাদ কর্মের বুনিয়াদ ও মূল স্তম্ভ। ইমাম ফাখরুদ্দীন আর-রাযী (র.) বলেন, মুজতাহিদের জন্য উসূলুল ফিক্‌হ-এর জ্ঞানই হলো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ড. আবদুল কারীম যায়দান বলেন, প্রত্যেক মুজতাহিদ ও ফাকীহ-এর জন্যই উসূলুল ফিক্‌হ-এর পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। এই 'ইল্মই মুজতাহিদকে ইজতিহাদের সঠিক পথ বাতলে দেয়। এই 'ইল্মের সাহায্যে ইজতিহাদকারী জানতে পারে যে, শারী'আতের উৎস ও উপাত্তগুলো কি কি, উৎসের সাথে উদ্ভাবিত বিষয় মিলিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কি বিন্যাস অবলম্বন করা আবশ্যক। আহকাম উদ্ভাবনের পদ্ধতিগুলো কি কি, কোন কোন শব্দ দ্বারা কি কি অর্থ বুঝায়, অর্থগুলোর কোনটি কি পর্যায়ের, কোনটি অগ্রগণ্য ও কোনটি অগ্রগণ্য নয়, দলীল ও উপাত্তসমূহের একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়ার নীতি ও পদ্ধতি কি কি? এ সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে উসূলুল ফিকহের মধ্যেই আলোচিত হয়ে থাকে।[৬৮২]

(৫) **ইজমা' সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান**

ইজ্‌মা' শারী'আতের স্বীকৃত দলীল। ইজতিহাদকারীর জন্য তাঁর পূর্ববর্তী ইমাম ও মুজতাহিদগণ যে সকল ক্ষেত্রে সবাই একমত হয়েছেন সে ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে তাঁর জানা থাকা আবশ্যক। ইজমা' সম্পর্কে জানা থাকলে মুজতাহিদের পক্ষে ইজমা'র বিপরীত রায় প্রদান থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব হয়। তা ছাড়া নতুন সমস্যাবলির সমাধান উদ্ভাবনে ইজমা' থেকে সঠিক দিক নির্দেশনাও লাভ করা যায়।

(৬) **কিয়াস ও 'ইলমুল মানতিক সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা**

কোনো কোনো 'আলিমের মতে ইজতিহাদকারীর জন্য 'ইলমুল কিয়াস তথা কিয়াস কাকে বলে, কিয়াস সঠিক হওয়ার শর্ত ও রুকন কি কি ইত্যাদি বিষয় জানা থাকা আবশ্যক। কেননা ইজতিহাদ তথা নতুন কোন সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধান খুঁজে বের করার বিষয়টি প্রধানত কিয়াস-এর উপর নির্ভরশীল। ইমাম আল-গাযালী (র.) বলেন, 'ইলমুল মানতিক সম্পর্কে অবগতি সাধারণ 'আলিমের জন্য তেমন জরুরী না হলেও মুজতাহিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দৃষ্টিতে মানতিক হল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মানদন্ড। ইমাম আর-রাযী ও কাযী বায়যাবী (র.) থেকেও এ অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়।[৬৮৩]

---

৬৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১
৬৮৩. ইমাম আশ-শাওকানী, ইরশাদুল ফুহূল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২১

www.nagorikpathagar.org

(৭) উদ্ঘাটিত মাসাইল সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান থাকা

ইমাম আবূ ইসহাক, আবূ মানসূর ও ইমাম আল-গাযালী (র.) প্রমুখ 'আলিমের মতে ইজতিহাদকারীর জন্য পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের উদ্ভাবিত 'ফুরূ'আত' (শাখা মাস'আলা বা উপ-বিধি) সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা শর্ত। কেননা পূর্ববর্তীগণের উদ্ভাবিত 'ফুরূ'আত' কি কি, কি পদ্ধতিতে তাঁরা এ ফুরূ'আত উদ্ভাবন করেছেন তা জানা থাকলে নতুন কোনো বিষয়ে ইজতিহাদকারীর জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত পৌঁছা সহজ হয়ে থাকে।

(৮) শারী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান

শারী'আতের দাবি এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুজতাহিদের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মিজায ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের দরুন দু'জনের রায় ও সিদ্ধান্ত দুই রকমের হয়। অধুনিক মুসলিম বিশ্বে দেখা যায়, কোনো কোনো পন্ডিত শার'ঈ বিষয়াবলি সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা ও অধ্যয়ন করেও শারী'আতের মিজায সম্পর্কে অনবহিত হওয়ার দরুন বিভ্রান্তিকর সীদ্ধান্তে পৌঁছে থাকেন, যা ইজতিহাদের নামে উম্মাতের জন্য নতুন ফিতনা ও সমস্যার উদ্ভব ঘটিয়ে যাচ্ছে। এ কারণে ইজতিহাদকারীর জন্য দীনকে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা কিরাম যে চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বুঝেছিলেন সেই চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উপলব্ধি করা আবশ্যক। ইমাম মালিক (র.) বলেন, এই উম্মাত অন্য কোনো পথে সফলতা লাভ করতে পারবে না, কেবল সেই পথেই তাদের সফলতা রয়েছে যে পথ অনুসরণ করে তা অর্জন করেছিলেন মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা কিরাম। তা ছাড়া ইজতিহাদকারীর জন্য শারী'আতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিভিন্ন আহকামের অন্তর্নিহিত 'ইল্লাত ও কারণ এবং মানবতার কল্যাণ-অকল্যাণ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান আবশ্যক। ড. আবদুল কারীম যায়দান বলেন, যে সকল ক্ষেত্রে শারী'আতের স্পষ্ট কোনো 'নাস্' নেই সে ক্ষেত্রে ইজতিহাদের পাশাপাশি মানুষের গৃহীত সাধারণ নীতি, 'আদাত-অভ্যাস ও কল্যাণের বিষয়সমূহকেও বিবেচনা করা হয়। তাই মুজতাহিদের জন্য মানুষের 'আদাত-অভ্যাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।[৬৮৪]

(৯) আমানতদার, আল্লাহভীরু ও সুন্নাতের পাবন্দ হওয়া

মুজতাহিদের ব্যক্তিগত জীবনে আমানতদার, পরহেযগার ও সুন্নাতের পাবন্দ হওয়া আবশ্যক। খিয়ানতকারী ও পথভ্রষ্ট লোকের জন্য ইজতিহাদ জায়েয নয়। ইমাম আহমাদ ইব্নু হাম্বাল (র.) বলেন, "কোনো ব্যক্তির মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচটি গুণ

---

৬৮৪. ড. আবদুল কারীম যায়দান, আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫

www.nagorikpathagar.org

প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে ফাতাওয়া দেয়া কিংবা কোনো বিষয়ে ইজতিহাদ করে অভিমত পেশ করা অনুচিত। গুণগুলো হলো: (১) নিয়্যাত বিশুদ্ধ হওয়া; (২) প্রজ্ঞা, ধৈর্যশীলতা, গাম্ভীর্য ও ধীরস্থিরতা ইত্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকা; (৩) ইজতিহাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত হওয়া; (৪) যৎসামান্য জীবিকার উপর তুষ্ট থাকা এবং (৫) সমাজসচেতন হওয়া।"[৬৮৫]

(১০) সাহাবা কিরাম ও তাবি'ঈগণের অভিমত এবং ফাতাওয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা

কোনো কোনো 'আলিমের মতে ইজতিহাদকারীর জন্য কোরআন ও সুন্নাহ'র পাশাপাশি আহকামে শারী'আ সংক্রান্ত **সাহাবা কিরাম ও তাবি'ঈগণের** অভিমত ও ফাতাওয়া জানা থাকাও আবশ্যক। ইমাম বাগাবী (র.) বলেন, আহকাম সম্পর্কে **সাহাবা কিরাম ও তাবি'ঈগণের** অভিমত ও তাঁদের ফাতাওয়া জানা না থাকলে অনেক সময় ইজমা'র বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব হয় না। এ কারণে ইজতিহাদকারীর জন্য এগুলো জানা থাকা খুবই জরুরি।[৬৮৬]

(১১) ইজ্‌তিহাদের স্বভাবজাত যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা

ড. আবদুল কারীম যায়দান বলেন, কবি হওয়ার জন্য যেমন স্বভাবজাত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক তদ্রূপ মুজতাহিদ হওয়ার জন্য স্বভাবজাত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। কেবল আলকোরআনও আল-হাদীসের একটি বিরাট অংশ মুখস্থ করে নেয়াই যথেষ্ট নয়।[৬৮৭]

মুজ্‌তাহিদের শ্রেণি বিভাগ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো শাখা কোনো এক ব্যক্তি কিংবা গুটি কয়েকজনের শ্রম ও সাধনা দ্বারা পূর্ণতায় পৌঁছেনি আর পৌঁছানো সম্ভবও নয়। বরং যুগ যুগ থেকে প্রখর মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন পন্ডিতগণ প্রত্যেক শাখাকেই নিজ নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতার নিরিখে ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন করে একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেন। উদাহরণস্বরূপ বর্তমান কালের কম্পিউটার, টেলিপ্রিন্টার ইত্যাদির কথা বলা যায়। এগুলো একদিনেই আবিস্কৃত হয়ে যায়নি। বরং তার পূর্বে বহু গবেষক ও বিজ্ঞানীর বহু বছরের শ্রম-সাধনা ক্রমে ক্রমে জ্ঞানকে কম্পিউটার নির্মাণের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে। আহকামে শারী'আর বিষয়টিও তদ্রূপ। নুসূস থেকে আহকাম উদ্ভাবনে কেউ প্রধান মূলনীতিসমূহের উপর, কেউ উপ-প্রধান মূলনীতির উপর আবার কেউ সাধারণ মূলনীতির উপর গবেষণা ও ইজতিহাদ করে জ্ঞানের অগ্রগতি সাধন করে গেছেন। প্রত্যেকেই নিজের যোগ্যতা ও যুগের প্রয়োজন

---

৬৮৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩
৬৮৬. প্রাগুক্ত
৬৮৭. ড. আবদুল কারীম যায়দান, আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৬

www.nagorikpathagar.org

হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। 'আল্লামা শামসুদ্দীন ইব্‌নু কামাল (র.)নিম্নোক্তভাবে মুজতাহিদের শ্রেণি বিন্যাস করেছেন। প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হলো-

(১) মুজতাহিদ ফিদ্-দীন (مجتهد في الدين)

মুজতাহিদ ফিদ্-দীন হলেন, সে সকল মহান ফুকাহা কিরাম যাঁরা স্বয়ং উদ্ভাবিত উসূল ও নীতিমালার আলোকে সমগ্র দীনের উপর ইজতিহাদ করে গেছেন। তাঁদের যোগ্যতা এমন পর্যায়ের ছিলো যে, উসূল কিংবা ফুরূ' কোনো ক্ষেত্রেই তাঁদের অন্যের অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়নি। বরং তাঁরা নিজস্ব যোগ্যতার আলোকে আলকোরআনও আস-সুন্নাহ'র উসূল ইজতিহাদ করে মাসাইল উদ্ভাবন করে গেছেন এবং উম্মাতের নির্ভরযোগ্য 'উলামা কিরাম তাদের ইজতিহাদকে সমর্থন করেছেন। এ পর্যায়ের মুজতাহিদকে মুজতাহিদে মুতলাক, মুসতাকিল, মুজতাহিদ ফিশ্-শারী'আহ ইত্যাদি বলা হয়। পূর্বেকার ফুকাহা কিরামের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী, ইমাম ইবনু আবি লায়লা, ইমাম আওযা'ঈ, ইমাম দাউদ ইবনু 'আলী আল-ইসফাহানী (র.) প্রমুখ এ পর্যায়ের মুজতাহিদ ছিলেন।

(২) মুজতাহিদ ফিল-মাযহাব (مجتهد في المذهب)

যে সকল ফাকীহ্ ইজতিহাদের মৌলনীতি আবিস্কার করেননি তাঁরা মুজতাহিদ ফিল-মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত। বরং অন্য কারো আবিস্কৃত মৌলনীতিকে গ্রহণপূর্বক সেগুলোর উন্নতি-অগ্রগতির পথে ইজতিহাদ করে গেছেন। এ পর্যায়ের মুজতাহিদগণ উসূলের ক্ষেত্রে কোনো ইমামের অনুসরণ করে গেছেন, তবে ফুরূ' -এর ক্ষেত্রে স্বাধীন মতামত প্রদানের অধিকারী বিবেচিত হয়ে থাকেন। মুজতাহিদ ফিল-মাযহাবকে মুজতিাহিদ ফিল-ফিকহ্ও বলা হয়। পূর্বেকার ফুকাহা কিয়ামের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্-শায়বানী, ইমাম যুফার, ইমাম হাসান ইবনু যিয়াদ, ইমাম 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক, ইমাম ওয়াকী 'ইবনুল জাররাহ, ইমাম হাফস ইবনু গিয়াস, ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ যাকারিয়্যা, ইমাম নূহ্ ইব্‌নু আবু মারইয়াম, ইমাম আবূ মুতী' বাল্খী, ইমাম ইউসুফ ইব্‌নু খালিদ, ইমাম আসাদ ইব্‌নু 'আমর আল-কাযী (র.) প্রমুখ ছিলেন এ শ্রেণির মুজতাহিদ।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদকে সাধারণভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বলে উল্লেখ করা হলেও 'আল্লামা আবদুল হাই লাখনৌবীসহ বিশেষজ্ঞদের একটি দল তাঁদেরকে প্রথম শ্রেণি অর্থাৎ মুজতাহিদ ফীদ্-দীন-এর অন্তর্ভুক্ত রাখার পক্ষপাতি। তাঁদের মতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর জন্যই উপরোক্ত

www.nagorikpathagar.org

ইমামদ্বয়কে নিচে দেখানো হয়েছে। নতুবা যোগ্যতার নিরিখে তাঁরা ইমাম আশশাফিঈ', ইমাম মালিক (র.) প্রমুখ থেকে কোনো অংশে কম নন। তা ছাড়া ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.) -এর ইজতিহাদ তাঁদের উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উদ্ভাবিত উসূলের আলোকে সূচিত হলেও তাঁরা এ উসূলের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকেন নি। তাঁদের যোগ্যতা তাঁদেরকে ইজতিহাদ ফিদ্-দীনের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে। বরং ইজতিহাদে তাঁদের ব্যাপ্তি ও ব্যাপকতা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ব্যতীত অপরাপর মুজতাহিদ ফিদ-দীনকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে আবদুস সাত্তার আল-কারযাবী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) যখন উপলব্ধি করলেন, তাঁর শাগরিদদ্বয় মুজ্তাহিদ ফিদ্-নীদ-এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন, তখন তিনি তাঁদেরকে দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে তাঁর মতামতের অনুসরণ করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, মুজতাহিদের জন্য নিজ ইজতিহাদের উপর 'আমল করা আবশ্যক, অপর মুজতাহিদের অনুসরণ করা সমীচীন নয়। উস্তাদের উপরোক্ত নির্দেশে শাগরিদদ্বয় নিজস্ব ইজতিহাদের আলোকে দলীল প্রমাণ খুঁজতে থাকেন। ফলে তাঁরা যে সব মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতের স্বপক্ষে শক্তিশালী দলীল পান নি বরং ঐ অভিমতের বিপক্ষে কোনো শক্তিশালী দলীল পেয়েছেন, সে ক্ষেত্রে তাঁরা নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ফাকীহ্ আবদুল হাই লাখনৌবী (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.) তাঁদের উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফা (র.) নির্ধারিত উসূলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন-এ কথা ঠিক নয়। কারণ এমন বহু উসূল রয়েছে যেখানে তাঁরা তাঁর উসূলের খেলাফ অভিমত দিয়েছেন এবং নিজস্ব উসূল ও নীতিমালা দাঁড় করিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ 'মাজায হাকীকতের খালীফা'-বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে লফয(শব্দ) ও হুকুম(বিধান) উভয়টার মধ্যেই মাজায হাকীকতের খালীফা হিসাবে বিবেচিত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ (র.)-এর মতে শুধু হুক্মের বেলায় মাজায হাকীকতের খালীফা বিবেচিত হবে, লফযের বেলায় নয়। তাই যদি হাকীকত 'সম্ভাব্য' বিষয় হয় এবং কোনো কারণে ঐ হাকীকতের উপর 'আমল অসম্ভব হয় তখন মাজাযের উপর 'আমল করা হবে। আর যদি হাকীকত 'সম্ভাব্য' পর্যায়ের জিনিস না হয়ে অসম্ভাব্য কোনো কিছু হয় তাহলে কথাটি 'অর্থহীন' বলে গণ্য হবে। অথচ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উসূল অনুসারে হাকীকত অসম্ভাব্য কোনো কিছু হলে কথাটি 'অর্থহীন' হবে না বরং মাজাযী (পরোক্ষ) অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হবে। অনুরূপভাবে নাজাসাতে গালীযা ও

www.nagorikpathagar.org

নাজাসাতে খাফীফার মূলভিত্তি সম্পর্কেও ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র.)-এর মাঝে যে দ্বিমত রয়েছে সেটিও নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ উসূলী ইখতিলাফ।[৬৮৮]

এ সব কারণে 'আল্লামা 'আবদুল হাই লাখনৌবী (র.) বলেন, মূলত ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.) ছিলেন মুজতাহিদে মুতলাক-প্রথম শ্রেণির মুজতাহিদ। তাঁরা উস্তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান প্রদর্শনার্থে উসূল ও নীতির যেগুলো উস্তাদের সঙ্গে মিলে যেতো সেগুলোকে উস্তাদের অভিমত নাম দিয়ে অনুসরণ করতেন। আর যেগুলো অমিল থাকতো সেক্ষেত্রে নিজস্ব অভিমতের নামে ব্যাখ্যা করতেন।[৬৮৯]

বিপুল সংখ্যক বিশেষজ্ঞ ইমাম যুফারকেও মুজতাহিদে মুতলাক ও প্রথম শ্রেণির মুজতাহিদ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 'আল্লামা আবূ যায়িদ দাবূসী (র.) বলেন, ইমাম যুফার উসূল ও ফুরূ' উভয় ক্ষেত্রের বহু বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। সায়্যিদ আহমাদ আল-হামুবী (র.) বলেন, হানাফী ফিকহের প্রায় সতেরটি মাস'আলায় ইমাম যুফারের অভিমতই ফাতওয়া হিসাবে গৃহীত আছে। সুতরাং যে ফাকীহ্ উসূল ও ফুরূ' উভয় ক্ষেত্রে নিজস্ব ইজতিহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাঁর ইজতিহাদ ফাত্ওয়ার মর্যাদাও লাভ করেছে তাঁকে অবশ্যই 'মুজতাহিদে মুতলাক' হিসাবে গণ্য করা হয়। এ মুজতাহিদগণ নিজেদেরকে কখনও মুজতাহিদ রূপে দেখাতেন না বরং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সুউচ্চ যোগ্যতার সামনে নিজেদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বিনয়ের সাথে চলতেন বিধায় অনেকে তাঁদেরকে মুজতাহিদ ফিল-মাযহাব বলে ধারণা করে নিয়েছেন।[৬৯০]

'আল্লামা যাহিদ আল-কাউসারী (র.) লিখেছেন, "ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম যুফার (র.) ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে যে যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন সে হিসাবে তাঁদেরকে ইমাম মালিক ও ইমাম আশশাফিঈ' (র.)-এর উর্ধ্ব স্তরে না বললেও নিম্ন স্তরে বলার কোনো সুযোগ নেই।"[৬৯১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আরো স্পষ্ট হয় যে, প্রথম স্তরের মুজতাহিদে মুতলাক হিসাবে ইমাম চতুষ্টয়সহ ইমাম আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও যুফার (র.) সকলেই অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মানগত দুস্তর ব্যবধান নেই। তন্মধ্যে যাঁকে শীর্ষতম ব্যক্তিত্ব ও ইজতিহাদের জনক হিসাবে স্মরণ করা হয় তিনি হলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)। গবেষণা ও ইজতিহাদের দিক থেকেও ইমাম আবূ

---

৬৮৮. 'উবায়দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, 'উমদাতুর রিআয়া মুকাদ্দামাতু শারহিল বিকায়া, দিল্লী : মাতবা 'আল-মুজতাবিয়ী, ১৯০৯, পৃ. ৯

৬৮৯. প্রাগুক্ত,

৬৯০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬

৬৯১. মুহাম্মাদ যাহিদ আল-কাউসারী, হুসনুত্ তাকাযী ফী সীরাতিল ইমাম আবী ইউসুফ আল-কাযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

www.nagorikpathagar.org

হানীফা (র.) ছিলেন সবার উপরে এবং খায়রুল কুরূনের সবচেয়ে কাছাকাছি। সুপরিচিত এই ইমামগণের মধ্যে অগ্রবর্তীতার তালিকায় সর্বপ্রথম ইমাম আবূ হানীফা (র.) (জ. ৮০হি. মৃ. ১৫০ হি.), তারপর ইমাম মালিক (র.) (জ. ৯৩ হি. মৃ. ১৭৯ হি.), তারপর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) (জ. ৯৩ হি. মৃ. ১৮২ হি.), তারপর ইমাম যুফার (জ. ১১০ হি. মৃ. ১৫৮ হি.), তারপর ইমাম মুহাম্মাদ (র.) (জ. ১৩২ হি. মৃ. ১৮৯ হি.), তারপর ইমাম আশশাফিঈ' (জ. ১৫০ হি. মৃ. ২০৪ হি.) এবং তারপর ইমাম আহমাদ ইব্নু হাম্বাল (রা.) (জ. ১৬৪ হি. মৃ. ২৪১ হি.)।[৬৯২]

মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (র.) বলেছেন, ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রধান ইমাম ছিলেন মাত্র দু'জন। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র.)। এ দু'জন কখনো ফুরূ'আতের মধ্যে গিয়ে উসূলের খেলাফ করেননি। পক্ষান্তরে ইমাম আশশাফিঈ' ও ইমাম আহমাদ (র.) ফুরূ'আতের বহু স্থানে উসূলের খেলাফ মতামত দিয়েছেন। মুফতী পালনপুরী (র.) -এর মতে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের প্রধান পরিচয় হলো, তিনি একজন বিদগ্ধ হাদীস বিশারদ। ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে তাঁকে সম্মানার্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইমাম আশশাফিঈ' (র.) ফাকীহ্ ছিলেন, তবে বহু স্থানে নিজেই নিজ উসূলের বাইরে মতামত দিয়েছেন। ইমাম মালিক বা ইমাম আবূ হানীফা (র.) সাধারণত উসূলের খেলাফ করেননি। এ কারণেই প্রয়োজনে অপর মাযহাব থেকে মাসআলা ধার করার দরকার হলে হানাফীদের জন্য মালিকী মাযহাবের দিকে প্রত্যাবর্তন যতটা সহজ অন্য মাযহাবের দিকে ততটা সহজ নয়।[৬৯৩]

(৩) মুজতাহিদ ফিল-মাসাইল (مجتهد في المسائل)

মুজতাহিদ ফিল-মাসাইল হলেন, সে সকল মুজতাহিদ যাঁরা উসূল কিংবা ফুরূ'-এর ক্ষেত্রে নতুন করে ইজতিহাদের কোনো প্রয়োজন মনে করেননি। বরং পূর্ববর্তীদের উদ্ভাবিত উসূল ও ফুরূ'-এর উপর নিজেরা 'আমল করতেন এবং এই উসূল ও ফুরূ'-এর উপর গভীর পারদর্শিতা অর্জন করে সেই নিরিখে ঐ সকল মাসাইল যেগুলোর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ইমামগণ থেকে কোনো ফায়সালা বর্ণিত নেই সেগুলোর ফায়সালা দান করেছেন। ইমাম আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, ইমাম 'উমার আল–খাস্সাফ, ইমাম আবুল হাসান আল-কারখী, শামসুল আইম্মা আস-সারাখসী, ইমাম ফাখরুল ইসলাম আল-বাযদূবী, কাযী খান (র.) প্রমুখ এই শ্রেণির মুজতাহিদ ছিলেন। তারা মুজতাহিদ হিসাবে ইমামগণের অনুল্লেখিত মাসআলায় নিজস্ব

'না মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬
পৃ. ৪৫৭

www.nagorikpathagar.org

মতামত প্রদান করতেন। 'আল্লামা 'আবদুল হাই লাখনৌবী (র.)-এর মতে ইমাম আল-খাসসাফ, ইমাম আত-তাহাভী ও ইমাম আল-কারখী (র.) দ্বিতীয় শ্রেণির অন্ত র্ভুক্ত। তিনি বলেন, বর্ণিত ইমামত্রয় বহু স্থানে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর খেলাফও মতামত দিয়ে নিজস্ব অভিমত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সে হিসাবে তাঁদের মর্যাদা মুজতাহিদ ফিল-মাসাইলের উপরেই হওয়া উচিত।[৬৯৪]

(৪) আসহাবুত তাখরীজ (أصحاب التخريج)

যে সব মুজতাহিদ কোনো ইমামের উসূল ও ফুরূ'-এর উপর পূর্ণ পারদর্শিতা ও বিচক্ষণতা অর্জনের মাধ্যমে ইমাম থেকে বর্ণিত কোনো অস্পষ্ট বাক্যের গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ কিংবা ইমাম থেকে বর্ণিত দ্ব্যর্থবোধক বাক্যের প্রকৃত অর্থ নির্ধারণের উপর গবেষণা ও মতামত দিয়ে থাকেন তাকে বলা হয় 'আসহাবুত তাখরীজ'। আসহাবুত তাখরীজের মধ্যে ইমাম আবূ বাক্র আর-রাযী (র.)-এর নাম উল্লেখ করা হয়। 'আল্লামা শামসুদ্দীন ইবনু কামাল (র.) ইমাম আবূ বাকর আর-রাযীকে চতুর্থ শ্রেণির মুজতাহিদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। 'আবদুল হাই লাখনৌবীর মতে তিনি ছিলেন তৃতীয় শ্রেণির মুজতাহিদ। তাঁর মতে ইমাম কাযী খান (র.) থেকেও উচ্চ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন ইমাম আবূ বাকর আর-রাযী (র.)। তা ছাড়া ইমাম আবূ বাক্র আর-রাযী (র.) ছিলেন তাঁদের থেকে পূর্ব যুগের ফাকীহ।

মুফ্তী মুযাহির হুসাইন সাহারানপুরী লিখেছেন, ইমাম আবূ বাক্র আর-রাযী (র.)-কে চতুর্থ শেণির অন্তর্ভুক্ত করে নিম্নস্তরে নিয়ে আসা হয়েছে, তাঁকে যথার্থ আসনে স্থান দেয়া হয়নি। কেননা তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি ও উদ্ভাবিত মতামতসমূহ অধ্যয়ন করলে বোঝা যায়, শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (র.)-সহ পরবর্তীকালের ফাকীহ্গণ যাঁদেরকে মুজতাহিদ মনে করা হয় তাঁরা অনেকেই আবূ বাকর আর-রাযী (র.)-এর উদ্ভাবিত 'ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। হালওয়ায়ী (র.) বলেছেন, "আবূ বাক্র আর-রাযী (র.) একজন সুবিজ্ঞ 'আলিম, আমরা তাঁকে অনুসরণ করি এবং তাঁর অভিমত গ্রহণ করি। কাজেই ইমাম আর-রাযী (র.)-কে চতুর্থ শ্রেণির মুজতাহিদ বলা ঠিক নয়। ফিকহ্ গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় كذا في تخريج الرازي কথাটি বলা হয়েছে। এ বাক্য থেকে হয়ত কারো কারো ধারণা হয় যে, আর-রাযী (র.) শুধু তাখরীজের কাজ করেছেন অন্য কিছু করেননি, প্রকৃত পক্ষে তা নয়। তাখরীজের বাইরে ইমাম আবূ বাক্র আর-রাযী (র.) গবেষণা ও ইজতিহাদ কর্মেও পারদর্শী ছিলেন।[৬৯৫]

(৫) আসহাবুত তারজীহ্ (أصحاب الترجيح)

'আসহাবুত তারজীহ' বলতে সে সকল মুজতাহিদকে বোঝানো হয়, যাঁরা ইমামগণ

---

৬৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭
৬৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮

www.nagorikpathagar.org

থেকে বর্ণিত বিভিন্ন রিওয়ায়াত কিংবা অভিমতের উপর গবেষণা করে অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয়টি নির্ধারণ করেন। ইমাম আবুল হাসান আল-কুদূরী ও হিদায়া গ্রন্থের লেখক আবুল হাসান আলী আলফারগীনানী এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। 'আল্লামা 'আবদুল হাই লাখনৌবী (র.) উক্ত শ্রেণির মধ্যে আবুল হাসান আল-কুদূরী ও হিদায়া গ্রন্থের প্রণেতাকে গণ্য করার উপর আপত্তি করেছেন। তাঁর মতে এতে তাঁদের মর্যাদা যথাযথরূপে নিরূপিত হয়নি। কারণ তাঁরা উভয়েই কাযী খান অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ ছিলেন। অন্ততঃ পক্ষে ইজতিহাদী যোগ্যতার ক্ষেত্রে সমান সমান তো বটেই। তাই আল-কুদূরী ও হিদায়া প্রণেতাকে তৃতীয় শ্রেণির মুজতাহিদ হিসাবেই গণ্য করা উচিৎ ছিলো। রাসমুল মুফ্তী গ্রন্থের টীকায় বলা হয়েছে যে, আল-কুদূরী ও আল-হিদায়া প্রণেতাকে আসহাবে তারজীহ্ আর কাযী খানকে মুজতাহিদ হিসাবে দেখানো যথার্থ হয়নি। ইমাম আল-কুদূরী (র.), শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (র.) থেকেও যোগ্য ও 'ইলমের দিক থেকে অগ্রগামী ছিলেন। হিদায়া প্রণেতা তাঁর যুগে অদ্বিতীয় ফাকীহ ছিলেন। তদানীন্তনকালের 'উলামা কিরাম একবাক্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। ইমাম ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, কাযী খান ও যায়নুদ্দীন আল-'ইতাবী (র.) বলেন, তিনি (হিদায়া প্রণেতা) 'ইলমুল ফিক্হ-এ সমবয়সীদের উপর এমনকি বয়:জ্যেষ্ঠদের উপরেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। এমতাবস্থায় হিদায়া প্রণেতাকে কাযী খানের নিম্নস্তরে গণ্য তাঁর মর্যদার যথার্থ মূল্যায়ন নয়।

(৬) **আসহাবুত তাময়ীয** (أصحاب التمييز)

যে সকল মুজতাহিদ সংশ্লিষ্ট ইমামগণ থেকে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের উপর গবেষণা করে একাধিক বক্তব্য বা মতনের ক্ষেত্রে কোন্‌টি অধিক শক্তিশালী আর কোনটি যা'ঈফ (দুর্বল) তা নির্ধারণ করে থাকেন তাঁদেরকে আসহাবুত তাময়ীয বলা হয়। এ শ্রেণির মধ্যে আল-বিকায়া, কানযুদ্ দাকাইক, দুররুল মুখতার, মাজমা' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতাগণ অন্তর্ভুক্ত।[৬৯৬]

মুজতাহিদের যোগ্যতা ও গুণাবলি

আলকোরআনও আল-হাদীসে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার হুক্ম-আহকাম ও আইন-কানূন ধারাবাহিকবাবে শ্রেণিগত উপায়ে সাজানো ও সুবিন্যস্ত নয়। সমুদয় আইন-কানূন কোরআন ও হাদীসের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে কোরআন ও হাদীস হতে হুকম-আহকাম ও আইন-কানূন খুঁজে বের করে সমস্যার সমাধান পেশ করা বেশ কষ্টসাধ্য, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভবও

৬৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

www.nagorikpathagar.org

বটে। এমতাবস্থায় ইসলাম দুর্বোধ্য নীতি নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে বলে অনেকের ধারণা হতে পারে। তদুপরি স্থান, কাল, অবস্থা ও পরিবেশের বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান ও হাদীসের বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যা ও পরস্পর সম্পর্কের বর্ণনা এবং সামঞ্জস্য বিধান সাধারণ মানুষের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। এজন্য বহু সাহাবী ও পরবর্তী যুগে বহু মনীষী-ফিক্‌হবিদ কোরআন ও হাদীসের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। যে সব ফিক্‌হবিদ কোরআন ও হাদীসে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন, কোরআনের আয়াতের শানে নুযূল, তাৎপর্য, হাদীসের ব্যাখ্যা-পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, বিবিধ আয়াত ও হাদীসমূহের মধ্য সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম এবং গবেষণামূলক মাস'আলা রচনা ও নীতি-নির্ধারণে পারঙ্গম, তাঁরাই মুজতাহিদ এবং ইজতিহাদ করার যোগ্য ও ইজতিহাদের গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তি।[৬৯৭]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় *আল-ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ* ও *'ইকদুল জীদ ফী আহকাম আত-ইজতিহাদ ওয়া আল-তাক্‌লীদ*-এ মুজতাহিদের যোগ্যতা ও গুণাবলি প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন- যার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) মুসলিম হওয়া। প্রথমত মুজতাহিদকে মুসলিম হতে হবে। কেননা অমুসলিম কর্তৃক ইসলামী আইনের গবেষণা ত্রুটিমুক্ত হবে না এবং অমুসলিমের রায় মুসলিমের উপর প্রযোজ্য নয়।

(খ) প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হওয়া।

(গ) স্বাধীন হওয়া।

(ঘ) ন্যায়পরায়ণ হওয়া।

(ঙ) শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি এবং বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া।

(চ) আলকোরআন ও আল-হাদীসের ভাষা যেহেতু 'আরবী কাজেই 'আরবী ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ বিষয়ে বিশেষ পান্ডিত্য থাকতে হবে।'আরবী ভাষা ও সাহিত্য, 'আরবী ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, 'আরবী বাগধারা, প্রবাদ প্রভৃতি বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান না থাকলে ইজতিহাদ করা সম্ভব নয়। কাজেই অনূদিত কোরআন-হাদীস পাঠ করে ইজতিহাদ করতে গেলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

(ছ) কোরআন মাজীদ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা আলকোরআনহচ্ছে ইসলামী শারী'আতের প্রধান উৎস। যে ব্যক্তির কোরআনের ব্যুৎপত্তি নেই তার পক্ষে ইজতিহাদের চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। সুতরাং মুজতাহিদের পক্ষে কোরআন-এর আয়াতসমূহের শানে নুযুল, কোন্‌টি নাসিখ, কোনটি মানসূখ,

---

৬৯৭. *Sahir Hasan* Masumi, Ijtihad Through fourteem Centuries Islamic studies, Quarterly Journal of the Islamic Research institute, Pakistan : Islamic University, Vol. XXi, 1982, P.No.4, PP. 53-55

www.nagorikpathagar.org

কোনটি মুজমাল, কোন্টি মুফাসসার, কোন্টি 'আম, কোন্টি খাস এবং কোন্টি মুহকাম, কোন্টি মুতাশাবিহ -এ সকল বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান থাকা জরুরী। এছাড়াও শারী'আতের আহকাম যথা-মাকরূহ, হারাম, মুবাহ, মুস্তাহাব, ওয়াজিব ও ফারয প্রভৃতির পারস্পরিক পার্থক্য এবং এর কোন্টি কোন্ জাতীয় আয়াত হতে প্রমাণিত হয় সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকাও বাঞ্ছনীয়।

(জ) আল-হাদীসের বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ হাদীসের নাসিখ ও মানসূখ, মুজমাল ও মুফাসসার, 'আম ও খাস, মুহকাম ও মুতাশাবিহ এবং শারী'আতের আহকামের কোনটি কোন জাতীয় হাদীস হতে প্রমাণিত তার সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। হাদীসমূহের মধ্যে কোনটি সাহীহ, কোনটি যা'ঈফ, কোনটি মুসনাদ, কোনটি মুরসাল, কোনটি মুতাওয়াতির, কোনটি খাবরে ওয়াহিদ, এক কথায় হাদীসের সনদ, বর্ণনাকারী ও মতন (মূলপাঠ) সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এছাড়া কোরআন ও হাদীসে যদি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়, তবে তা সমাধানের বা সমন্বয়ের উপায় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান থাকতে হবে।

(ঝ) ইজমা' উম্মাতের জ্ঞান অর্থাৎ শারী'আতের কোন কোন আহকাম সম্পর্কে সাহাবী, তাবেঈ'ন বা পরবর্তী ফকীহগণের মধ্য মতৈক্য রয়েছে তার জ্ঞান থাকা জরুরি। অন্যথায় তার পক্ষে কোনো বিষয়ে ইজমা' বিরোধী মত প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে।

(ঞ) কিয়াসের জ্ঞান। অর্থাৎ কিয়াসের রুকন, শর্তাবলি এবং কিয়াস করার নিয়ম পদ্ধতির পূর্ণ জ্ঞান।

(ট) সাহাবী, তাবিঈ', তাবি-তাবিঈ' ও 'ইলমুল ফিক্হ-এর ইমামগণের সেসব বিষয়ের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে, যাতে তাঁরা কোনো কোনো মাস'আলার ক্ষেত্রে একমত পোষণ করতেন আবার কোন কোন মাস'আলার ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন।

(ঠ) মানুষের 'আদাত-অভ্যাস বা সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা-অন্য কথায় স্থান ও কালের প্রভেদ এবং মানবজীবনের বাস্তব সমস্যাবলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়া।

(ড) ইসলামী শারী'আতের প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া।

(ঢ) নিয়্যাতকে পরিশুদ্ধ করা, অন্য কথায় ইজতিহাদকারীর মন ও মস্তিষ্ককে প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে মুক্ত করা অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসকে আপন প্রবৃত্তির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা না করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কোরআন ও হাদীস হতে যা প্রমাণিত হয় তার সঙ্গে নিজের প্রবৃত্তিকে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করা।

(ণ) কাবীরা গুনাহসমূহ হতে বেঁচে থাকা এবং কোন সাগীরা গোনাহ বারবার না করা অর্থাৎ চরিত্রগতভাবে ভালো লোকদের আস্থাভাজন হওয়া।

যে ব্যক্তির মধ্যে এ সকল গুণের অভাব থাকবে তার ইজতিহাদ করা উচিত নয়। তার অন্য কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ করা কর্তব্য।[৬৯৮]

---

৬৯৮. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, 'ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

www.nagorikpathagar.org

যাদের ইজতিহাদ করা নিষেধ

ইজতিহাদ করার ব্যাপারে শারী'আতে যে অনুমতি রয়েছে সেটি যথার্থ যোগ্যতা পাওয়া যাওয়ার সাথে শর্তযুক্ত। কাজেই সবাই ইজতিহাদের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। ইজতিহাদের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ার বিভিন্ন শর্ত ইত:পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এ শর্তাবলি যাদের মধ্য বিদ্যমান কেবল তাঁরাই ইজতিহাদ করতে পারবে। যথার্থ 'ইলম ও 'আমল ব্যতিরেকে ইজতিহাদ করা কিংবা ফাতাওয়া প্রদান গুনাহে কাবীরা।

নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا فينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلو اواضلو.

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে দিনের জ্ঞান উঠিয়ে নেন না। কিন্তু দীনের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের ওফাতের মাধ্যমে জ্ঞান উঠিয়ে নেন। এমনকি যখন একজন জ্ঞানী লোকও থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খ লোকদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তারপর তাদের নিকট প্রশ্ন করা হলে তারা না জানা সত্ত্বেও রায় দিবে। এতে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।[৬৯৯]

উপরোক্ত হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, ফাতাওয়া প্রদানের জন্য পূর্বশর্ত হলো 'ইলম। 'ইলমবিহীন ফাত্ওয়া প্রদান কোনো অবস্থায় কাম্য নয়।

কেননা হাদীসে উল্লেখ আছে:

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتى بغير علم كان اثمه على من افتاه.

আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি না জেনে কোনো বিষয়ে ফাতাওয়া দেয়া, তার গুনাহ ফাতওয়াদানকারীর উপর আরোপিত হবে।[৭০০]

কাজেই কোরআন-হাদীস তথা শারী'আর ব্যাপারে ইজতিহাদ করার মত প্রয়োজনীয় জ্ঞান যার নেই তার ইজতিহাদ করা জায়েয নয়।

ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার কারণ

ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার কারণ কী সে ব্যাপারে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন।

---

৬৯৯. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আল 'ইল্ম, অনুচ্ছেদ : কাইফা ইযাকবিযুল 'ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৭০০. ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায়: আল 'ইলম, অনুচ্ছেদ : আত-তাওয়াক্কী ফিল ফুতইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯৪

www.nagorikpathagar.org

(১) শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.)-এর মতে ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার কারণ দু'টি। প্রথমটি হলো ইমামগণের প্রতি গভীর অনুরাগ আর দ্বিতীয়টি হলো তাকলীদ শুরু হওয়া।
ইমামগণের প্রতি গভীর অনুরাগ : পূর্ববর্তী ইমামগণের অসাধারণ প্রতিভা এবং তৎকালীন মনীষীগণের তাদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়া এবং স্বতন্ত্রভাবে ইজতিহাদ ত্যাগ করে তাদের অভিমত গ্রহণ করাকেই শ্রেয় বলে মনে করেন। যেমন ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম যুফার (র.) প্রমুখ মনীষী স্বতন্ত্রভাবে ইজতিহাদের ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অনুসরণ করাকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্য মনে করতেন।
দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত 'ইলমুল ফিক্হ পৃথকভাবে বিধিবদ্ধ না থাকায় প্রত্যেক বিচারকেরই নতুন বিষয় সরাসরি কোরআন-হাদীস হতে ইজতিহাদ করে বিচার করতে হতো। এতে অনেক সময় বিভ্রাট ঘটতো এবং বিচারকগণ নানাবিধ সমালোচনার সম্মুখীন হতেন। ইমামগণ কর্তৃক আইনশাস্ত্র বিধিবদ্ধ হওয়ার পর বিচারকগণ ইমামগণের বরাত দিয়ে বিচার করার মধ্যেই নিজেদের নিরাপদ মনে করতে থাকেন। ফলে ইজতিহাদের ধারা ক্রমে রুদ্ধ হয়ে আসে এবং 'তাকলীদ' তার স্থান দখল করে নেয়।[৭০১]

(২) 'আল্লামা ইকবালের মতে ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো: (ক) ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ তথা মু'তাযিলাদের উদ্ভব; (খ) সুফীবাদের প্রভাব এবং (গ) হিজরী ৭ম শতাব্দীতে বাগদাদের পতন ইত্যাদি।
(ক) মু'তাযিলাদের বিশৃংখলা ও ধর্মীয় কলহ যখন চরমে পৌঁছে তখন ইসলামের হিতাকাঙ্ক্ষী
চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইজতিহাদের নামে ভ্রান্ত লোকদের নব নব বিভ্রান্তিকর মতবাদ সৃষ্টি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ইজতিহাদ করা হতে বিরত থাকাকেই বাঞ্ছনীয় মনে করেন।
(খ) সূফীবাদের প্রভাবে মুসলমানদের অন্তর হতে রাষ্ট্রের প্রকৃত ধারণা ক্রমে যখন তিরোহিত হয়ে যায়, তখন মুসলিম সমাজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ হতে বঞ্চিত হয়ে পড়ে।
(গ) হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে বাগদাদের পতন সমগ্র মুসলিম জাহানে মহাবিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। এ সময় মুসলমানদেরকে একসূত্রে আবদ্ধ রাখার জন্য পূর্ববর্তীদের অনুকরণকে কল্যাণকর বলে মনে করা হয়।[৭০২]
'আল্লামা ইকবাল তাঁর 'রমুজে বেখুদী' গ্রন্থে বলেছেন, "যখন জাতির জীবনী শক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন জাতি 'তাকলীদ' বা অনুকরণ দ্বারাই স্থিতিশীলতা লাভ করে। পতনের যুগে ইজতিহাদ জাতীয় জীবনে বিপর্যয়

---

৭০১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত-তাকলীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৭০২. এএসএম আজিজুল হক আনসারী, *মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমীর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫-১৩৬

www.nagorikpathagar.org

ডেকে আনে। সংকীর্ণ-দৃষ্টি জ্ঞানীদের ইজতিহাদ অপেক্ষা পূর্ববর্তীদের পদাংক অনুসরণই জাতির রক্ষাকবচ।[৭০৩]

(৩) মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমীর মতে, উল্লেখিত কারণ ছাড়াও ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার আরো দু'টি কারণ আছে। আর তা হলো : (ক) অগ্রিম সমাধান এবং (খ) অবস্থার স্থিতিশীলতা।

(ক) অগ্রিম সমাধানও ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার একটা বিশেষ কারণ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পূর্ব পর্যন্ত যখন কোনো ঘটনা ঘটতো, কেবল তখনই তার সমাধানের চেষ্টা হতো। কোনো সমস্যাকে কল্পনা করে এর সমাধানের চেষ্টা করাকে তখন 'উলামা কিরাম দস্তুর মত অপছন্দ করতেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর ব্যতিক্রম করলেন। তিনি "যদি এরূপ কোনো সমস্যার উদ্ভব হয়, তা হলে সমাধান এরূপ হবে" কল্পনা করে সম্ভাব্য সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। অতপর যখন ঘটনা ঘটল তখন এর জন্য নতুন করে ইজতিহাদ করার প্রয়োজনীয়তা থাকলো না। ফলে ধীরে ধীরে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ইজতিহাদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতেই হানাফী মাযহাবে ইজতিহাদের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার এটা একটা বড় কারণ।

(খ) ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার আর এটকা বড় কারণ হলো অবস্থার স্থিতিশীলতা। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় যে সকল সমস্যা বিদ্যমান ছিলো স্বয়ং ওহীই সে সবের সমাধান দিয়েছে। অতপর খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে দিগ্বিজয়ের দরুন যে সকল নতুন সমস্যা দেখা দেয় তাঁরা তার সমাধান করেছেন। খিলাফতে রাশেদার পর রাজনৈতিক পরিবর্তনের দরুন যে সমস্যার উদ্ভব হয়, তাবি'ঈ ও তাবি-তাবি'ঈগণ তার সমাধানের চেষ্টা করেন। অতপর তুর্কী খিলাফতের অবসান পর্যন্ত মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক অবস্থা ছিলো অপরিবর্তিত। এভাবে এ যুগের শিল্প বিপ্লব পর্যন্ত দুনিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল স্থিতিশীল। মোটকথা, নতুন সমস্যার স্বল্পতাই হলো এই দীর্ঘ যুগে ইজতিহাদের স্বল্পতার অপর একটি বড় কারণ।[৭০৪]

ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত না বন্ধ

ইজতিহাদের দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে, ইজতিহাদ করার প্রয়োজন নেই এমন মন্তব্য কোনো মুসলিম মনীষীই করেননি। সর্বকালে এবং সর্বযুগে ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান। আর এ জন্যই ইসলামী শারী'আতে ইজতিহাদ এক অপরিহার্য বিষয়। আর এ অপরিহার্যতার জন্যই ইসলামে যোগ্য ব্যক্তিবর্গের ইজতিহাদকে উৎসাহিত করা

---

৭০৩. আল্লামা ইকবাল, *রুমুজে বেখুদী*, উদ্ধৃত, মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমীর রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬
৭০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-১৩৮

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র.) আল-মুসাফ্ফা গ্রন্থে এ প্রসংগে উল্লেখ করেন: "ইজতিহাদ প্রতি যুগে ফারযে কিফায়া। প্রতি যুগে ইজতিহাদ 'ফারযে কিফায়া' হবার কথা আমি এ জন্য বলেছি, প্রতি যুগে যখন অসংখ্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হয় তখন সেগুলোর বিষয়ে আল্লাহর বিধান জ্ঞাত হওয়া ওয়াজিব তথা আবশ্যক। কেননা ইত:পূর্বে যে সব বিষয় সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেসব বিষয় এ নতুন সমস্যার সমাধানে সক্ষম নয়। কেননা এতে থাকে নানা রূপ মতানৈক্য। যার ফলে শারী'আতের মূল উৎসের প্রতি প্রত্যাবর্তন না করলে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান ও মতবিরোধ অবসান করা যায় না। তাছাড়া এ বিষয়ে মুজতাহিদগণ যে নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করেছিলেন, তাও অকার্যকর বলে মনে হয়। অতএব এ সব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ব্যতীত উপায় থাকে না।" [৭০৫]

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র.) এ প্রসংগে অন্যত্র বলেন, কিয়ামতের নিদর্শনাবলি প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত ইজতিহাদের দরজা খোলা থাকবে। কোনো যুগেই তা থেমে যাওয়া বৈধ নয়; কারণ তা ফারযে-কিফায়া। কোনো যুগের লোক যদি ইজতিহাদ চর্চা ত্যাগ করে বসে, তবে তারা সকলেই গোনাহগার হবে। এ কথা আমাদের 'আলিমগণ স্পষ্টভাবেই বলেছেন।[৭০৬]

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র.) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একমাত্র ইসলাম প্রতিটি সমস্যার যথাযথ সমাধানে সক্ষম। আর এ কারণে তিনি যুগের বিবর্তনে উদ্ভূত সব নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য ইজতিহাদের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করেছিলেন। 'ইজতিহাদ' প্রতি যুগে 'ফারযে কিফায়া'-এ ঘোষণা সে উপলব্ধিরই সাহসী উচ্চারণ। যুগে যুগে মুসলমানদের মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা যাতে সৃষ্টি হয় সে লক্ষ্যে মনীষী, যুগসংস্কারক শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র.) বিস্তারিতভাবে ইজতিহাদ সম্পর্কিত বিধানাবলি তাঁর লিখনির মাধ্যমে জগদ্বাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। তার লিখিত 'ইকদুল জীদ ফী-আহকামিল-ইজতিহাদ ওয়াত-তাকলীদ, আল-ইনসাফ-ফী-বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ, আল-মুসাফফা, ইযালাতুল খিফা 'আন খিলাফত-আল খুলাফা, হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগা, বুদুরুল বাযিগা প্রভৃতি গ্রন্থে কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিস্তারিতভাবে এর বর্ণনা রয়েছে, যা পাঠ করলে ইজতিহাদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়।[৭০৭]

'আল্লামা ইকবালই সর্বপ্রথম আলকোরআনকে নতুন করে আধুনিক শিক্ষার আলোকে বর্তমান যুগে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন অনুভব করেন। মুসলিম সমাজের সর্বমুখী সীমাবদ্ধতার অবসান ঘটিয়ে তাকে গতিশীল করার জন্য তিনি ইজতিহাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, আধুনিক যুগের সমস্ত চিন্তাকেই আল-কোরআনের উপর ভিত্তি করে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন। তার বিখ্যাত পুস্তক *Reconstruction of Religious*

---

৭০৫. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ, *আল-মুসাফফা*, দিল্লী : তা. বি., পৃ. ১১

৭০৬. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ, *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৭০৭. ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ, *শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দিহলাবী: জীবন ও চিন্তাধারা*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, অপ্রকাশিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২৯৮

www.nagorikpathagar.org

Thought in Islam এর এটাই মূল বক্তব্য। উল্লেখ্য, গ্রন্থটি 'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন' নামে বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

আলকোরআন শাশ্বত এবং সর্বযুগের উপযোগী। কিন্তু ইজতিহাদ ব্যতীত যুগে যুগে তাকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। বিশ্ব-প্রকৃতি এবং মনুষ্য-প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে আলকোরআন আমাদের দিয়েছে কতগুলো মৌলিক নীতি এবং এই নীতিগুলোকে সম্মুখে রেখে ইজতিহাদের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব দিয়েছে মানুষের বুদ্ধির উপর। ইজতিহাদের আসল অবলম্বন আলকোরআন। আলকোরআন মহান আল্লাহর বাণী, তাই তাকে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করা চলে না। এটা অপরিবর্তনীয় এবং শাশ্বত।[৭০৮] ইসলাম যেহেতু গতিশীল জীবন বিধান কাজেই ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে, এটাই যথার্থ।

---

৭০৮. আবুল হাশিম, ইজতিহাদ, *গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১, পৃ. ৪৫-৩৭

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়
ফাতওয়া

ফাতওয়া (الفتوى) -এর পরিচয়

ইসলামে ফাতওয়া প্রদানের যেমন গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে তেমনি রয়েছে ঝুঁকিও। ফাতওয়া প্রদানের কাজ স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তারপর সাহাবা কিরাম (র.), তাবে'ঈন ও তাবে-তাবে'ঈগণও করেছেন। কিয়ামাত পর্যন্ত ফাতওয়াদান অব্যাহত থাকবে। ফাতওয়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে মিশে আছে । কাজেই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

ফাতওয়া (الفتوى) এর আভিধানিক অর্থ

ফাতাওয়া (الفتوى) শব্দটি আরবী । ফাতওয়া বিষয়ে চারটি শব্দ 'আরবী ও ইসলামী পরিভাষা পাওয়া যায়। যেমন- ফাতওয়া (فتوى), ফুত্ইয়া (فتيا), ইফতা (إفتاء) ও ইস্তিফ্তা (استفتاء)। এর মধ্যে ফাতওয়া শব্দটি দু'ভাবে পড়া যায়। (ক) ফা-এর উপর যবর যোগে। যেমনঃ ফাতাওয়া (فتوى); (খ) ফা-এর উপর পেশযোগে। যেমনঃ ফুতইয়া (فتيا)। ইব্নু মানযুর তার অভিধান গ্রন্থ "লিসানুল 'আরাব"-এ উল্লেখ করেন :

الفتوى والفتيا اسمان يوضعان من موضع الإفتاء إلا أن لفظة الفتيا اكثر استعمالا في كلام العرب من لفظة الفتوى.

ফাতাওয়া এবং ফুতইয়া দু'টি বিশেষ্যকে ইফতা' শব্দের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। তবে 'আরবী ভাষায় 'ফাতওয়া' শব্দের তুলনায় 'ফুতইয়া' শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৭০৯] ফাতাওয়া এবং ফুতইয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ :ফাতওয়া, রায়, মত, সিদ্ধান্ত।[৭১০] লিসানুল 'আরাব অভিধানে বলা হয়েছে- ما أفتى به الفقيه[৭১১] - "ফাকীহ যা রায় দেন বা সিদ্ধান্ত দেন তা-ই ফাতাওয়া"।

মুফরাদাতুল কোরআন অভিধানে বলা হয়েছে :

الفتيا والفتوى : الجواب عما يشكل من الأحكام

ফাতাওয়া ও ফুতইয়া হলো বিধি-বিধানের জটিল প্রশ্নের জবাব।[৭১২] মু'জামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে,

---

৭০৯. ইবনু মানযুর, লিসানুল 'আরাব, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.২০
৭১০. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ৬০৪
৭১১. ইবনু মানযুর, লিসানুল 'আরাব, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.২০
৭১২. আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুর'আন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৫

www.nagorikpathagar.org

الفتوى : الجواب عما يشكل عن المسائل الشرعية أو القا نونية.

"ফাতওয়া হলো ইসলামী বিধি-বিধান অথবা আইন- কানূনের জটিল মাস'আলার জবাব।" ইফতা-এর অর্থ ফাতওয়া প্রদান করা এবং ইসতিফতা -এর অর্থ হলো, ফাতওয়া চাওয়া।। কাজেই প্রশ্নের জবাবে যিনি ফাতওয়া প্রদান করেন তাকে বলা হয় 'মুফতী' আর যিনি ফাতওয়া চান তাকে বলা হয় 'মুসতাফতী'।

ফাতাওয়া শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন : শব্দটি আল-ফুতুওয়াহ (الفتوة) থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ-বদান্যতা, মহানুভবতা ও মহত্ব। অতএব ফাতাওয়াকে ফাতওয়া এজন্য বলা হয়, মুফতী তার নিজ বদান্যতা ও মহানুভবতা দ্বারা কোনো দীনী সমস্যার সমাধান করে দিয়ে থাকেন।[৭১৩]

সুতরাং ফাতাওয়া, ফুতইয়া ও ইফতা-এর শাব্দিক অর্থ দাড়াল : কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়া, উত্তর প্রদানের মাধ্যমে বিরাজমান অস্পষ্টতা দূর করা ইত্যাদি। তবে ফাতাওয়া ইসলামী শারী'আতের বিধি-বিধান সম্পর্কিত হতে পারে, আবার শারী'আত বহির্ভূত বিষয়াদিও হতে পারে। যেমন আলকোরআনে উল্লেখ আছে :[৭১৪] يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ "লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানাতে চায়। বলো, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন।"

অপর এক আয়াতে উল্লেখ রয়েছে-:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ.

"আর লোকে তোমার নিকট নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়। বলো, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন।"[৭১৫]

উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে ফাতাওয়া প্রদানের বিষয়টি দীন ইসলাম সংক্রান্ত বিষয়ে জানার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। অপরদিকে শারী'আত বহির্ভূত বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর জানার দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন আল্-কোরআনে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনায় উল্লেখ রয়েছে:

يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِى سَبْعِ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ.

"সে বললো, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থুলকায় গাভী, তাদের ভক্ষণ করছে সাতটি শীর্ণকায় গাভী, এ সম্পর্কে তুমি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দাও।"[৭১৬]

আল্-কোরআনের অন্য এক জায়গায় সাবার সম্রাজ্ঞী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে:

قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَفْتُونِى فِىٓ أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ.

---

৭১৩. ইবনু 'আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার আলাদ-দুররিল মুহ্তার, বৈরূতঃ দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরারী, তা. বি. খ.১, পৃ.৭২

৭১৪. আলকোরআন, সূরা আন্-নিসা ৪:১৭৬

৭১৫. আলকোরআন, সূরা আন্-নিসা ৪:১২৭

৭১৬. আলকোরআন, সূরা ইউসুফ ১২:৪৬

www.nagorikpathagar.org

"সেই নারী বললো, হে পরিষদবর্গ! আমার এ সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। আমি কোনো ব্যাপারে তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না"।[৭১৭]

উপরোক্ত উভয় আয়াতে ফাতাওয়া শব্দটি শারী'আত বহির্ভূত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম আয়াতে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে, শারী'আতের কোনো মাস'আলা জানার জন্য প্রশ্ন করা হয় নি। তদরূপ দ্বিতীয় আয়াতে সম্রাজ্ঞী বিলকিস তার পারিষদবর্গের নিকট স্বীয় কাজের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছেন। শারী'আতের কোনোবিধান সম্পর্কে জানতে চান নি।

ফাতাওয়া (الفتوى) এর পারিভাষিক অর্থ

ফাতাওয়া (الفتوى) শব্দের পারিভাষিক অর্থ-দীন ইসলাম সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া।[৭১৮] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ.

"লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বলো, পিতামাতাহীন নি:সন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন।"[৭১৯]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ.

"আর লোকে তোমার নিকট নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়। বলো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন।"[৭২০]

পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত এই শব্দ সম্বলিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

ألبرما اطمان إليه القلب و اطما نت إلية النفس، والإثم ما حاك فى القلب، وتردد فى الصدر، إن أفتاك الناس .

পুণ্য হলো যাতে অন্তর ও মন প্রশান্তি লাভ করে আর পাপ হলো যাতে অন্তরে খটকা লাগে এবং বুকের মাঝে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। যদিও লোকেরা তোমাকেই রায় প্রদান করতে বলে।[৭২১]

তিনি আরো বলেন:

أجرؤكم على الفتيا أجرؤ كم على النار.

---

৭১৭. আলকোরআন, সূরা আন-নামল্ ২৭ : ৩২
৭১৮. মুফতী তাকী উসমানী, উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৭১৯. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা ৪ : ১৭৬
৭২০. আলকোরআন, সূরা আন্-নিসা ৪ : ১২৭
৭২১. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০৮

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ফাতওয়া প্রদানে দুঃসাহস দেখায় সে যেন জাহান্নামে যেতে দুঃসাহস দেখালো।[৭২২]

উপরে পারিভাষিক অর্থে দীন ইসলাম সম্পর্কিত বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, এর দ্বারা দীন ইসলাম সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় চলে আসে, মু'আমালাত (লেন-দেন), মুআ'শারাত (জীবন-যাপন), শারী'আত (বিধি -বিধান), 'আকাইদ (ধর্মীয় বিশ্বাস) ইত্যাদি বুঝায়।

ফাতাওয়ার ইতিবৃত্ত

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নুবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকেই ফাতওয়া প্রদানের প্রথা চলে এসেছে। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের জিজ্ঞাসার জবাবে ফাতওয়া দিতেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বাণীর মাধ্যমে ফাতওয়া প্রদানের অধিকারী হন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ‎.‏إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.

"এবং সে মনগড়া কথা বলে না। এ তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়"।[৭২৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ.

"লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বলো, আল্লাহ তোমাদেরকে পিতামাতাহীন নি:সন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন।"[৭২৪]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ.

"আর লোকে তোমার নিকট নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়। বলো, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন।"[৭২৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই ফাতওয়াগুলোই হলো ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস। আল-কোরআনের পর সেগুলোই ইসলামী শারী'আতের উৎস হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। সাহাবা কিরাম এগুলোকে মুখস্থ ও লেখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন, যা পরবর্তীকালে হাদীস সংকলনের মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তিনি ছাড়া আর কেউ

---

৭২২. আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আবদির রহমান আদ্-দারিমী, আস-সুনান, বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪০৭, খ.১, পৃ.৫৩

৭২৩. আলকোরআন, সূরা আন-নাজ্ম ৫৩ : ৩-৪

৭২৪. আলকোরআন, সূরা আন্-নিসা ৪ : ১৭৬

৭২৫. আলকোরআন, সূরা আন্-নিসা ৪ : ১২৭

www.nagorikpathagar.org

ফাতওয়াদানের কাজে লিপ্ত ছিলেন না।[৭২৬] তবে তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবীকে ফাতওয়া প্রদান ও বিচারকার্য পরিচালনার অনুমতি দিয়ে দূরবর্তী বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করেন। যেমন মু'আয ইব্‌নু জাবাল (রা.)-কে হিজরী দশম সালে বিচারক হিসাবে ইয়ামানে প্রেরণ করেন এবং তাকে তার দায়িত্ব ও ফাতওয়াদানের বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেন।

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن، قال : كيف قضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله. قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسل. قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله.

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয ইব্‌নু জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করে প্রেরণকালে জিজ্ঞেস করেন, তুমি সেখানে কীভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবে যে সমস্ত বিধান আছে তার মাধ্যমে ফায়সালা করবো। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তুমি তা আল্লাহর কিতাবে না পাও? মু'আয ইব্‌নু জাবাল (রা.) বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত দ্বারা ফায়সালা করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে না থাকে? তখন তিনি বললেন, আমি তখন ইজতিহাদ দ্বারা মত স্থির করবো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনোনীত প্রতিনিধিকে সঠিক পন্থা অবলম্বনের তাওফীক দিয়েছেন।[৭২৭]

এ প্রসংগে 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি কাযী শুরাইহ (র.)-কে বললেন :

ما استبان لك من كتاب الله فلا تسال عنه فإن لم يستبن لك ف كتاب الله فمن السنة، فإن لم تجده ف السنة فا جتهد رأيك.

যদি আল্লাহর কিতাবে তোমার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে ঐ বিষয়ে আর কাউকে জিজ্ঞেস করবে না। আর যদি আল্লাহর কিতাবে সে বিষয়টি স্পষ্ট না হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত থেকে মীমাংসার চেষ্টা করবে। আর যদি সে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে না পাও তাহলে তোমার মতামত দিয়ে ইজতিহাদ করবে।[৭২৮]

---

৭২৬. ইবনু কাইয়িম, ই'লামুল মু'আক্কিয়ীন 'আন রাব্বিল আ'লামীন, প্রাগুক্ত, ২০০৬, খ.১, পৃ.৭-৮

৭২৭. ইমাম তিরমিযী, জামে আত্ তিরমিযী, অধ্যায়:আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ:মা জাআ ফিল-কাযী কাইফা ইয়াকযি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮৫

৭২৮. ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন 'আন রাব্বিল 'আলামীন, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৬৭

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত হাদীস ও 'উমার (রা.)-এর বাণীতে আলকোরআনও আল-হাদীসের আলোকে বিচারকার্য পরিচালনা ও ফায়সালা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদি আলকোরআনও আল-হাদীস থেকে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া না যায় তখন আলকোরআনও আল-হাদীসের উপর ইজতিহাদ করে বিচারকার্য পরিচালনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর বিচারকার্য পরিচালনার আরেকটি মাধ্যম হলো ফাতওয়া প্রদানের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা। অতএব যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে ফাতওয়া প্রদানে উদ্যোগী হবে তাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ অনুসরণ করতে হবে।

সাহাবী যুগে ফাতাওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর ফাতওয়া প্রদানের দায়িত্ব তাঁর সাহাবীগণের উপর ন্যস্ত হয়। সাহাবা কিরামের মধ্যে যাঁরা ফাতওয়া প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলে ১৩০ জনের বেশি। তাঁদের মধ্যে সাতজন সাহাবী অধিক ফাতওয়া প্রদান করেন। তাঁরা হলেন:

'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.), 'আলী ইব্‌নু আবি তালিব (রা.), 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু মাস'উদ (রা.), উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা.), যায়েদ ইব্‌নু সাবিত (রা.), 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'আব্বাস (রা.) ও 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রা.)। তাঁদের সকলেই এতো বেশি সংখ্যক ফাতওয়া প্রদান করেছেন যে, তা একত্র করা হলে বিশাল পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে যেতো।[৭২৯]

আব্বাসী যুগের খালীফা মামুনুর রশীদের দৌহিত্র প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আবু বাক্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌নু মূসা (র.) পরবর্তীকালে 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'আব্বাস (রা.)-এর ফাতাওয়াগুলোকে বিশটি গ্রন্থে একত্র করেন।[৭৩০]

ফাতাওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সাহাবা কিরামের মধ্যে যাঁরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : আবু বাকর (রা.), উম্মু সালামা (রা.), আনাস ইব্‌নু মালিক (রা.), আবু হুরায়রা (রা.), 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'আমর ইব্‌নুল আ'স (রা.), 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু যুবাইর (রা.), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.), সা'দ ইব্‌নু আবি ওয়াক্কাস (রা.), সালমান আল-ফারসী (রা.), জাবির ইবনে আদিল্লাহ (রা.), মু'আয ইব্‌নু জাবাল (রা.), তাল্‌হা ইবনে উবায়দিল্লাহ (রা.), যুবায়ের (রা.), 'আবদুর রহমান ইব্‌নু 'আউফ (রা.), 'ইমরান ইব্‌নু হুসাইন (রা.),আবু বাকরাহ (রা.), 'উবাদা ইব্‌নুস সামিত (রা.) এবং মু'আবিয়া ইব্‌নু আবি সুফিয়ান (রা.) প্রমুখ।

সাহাবা কিরাম (রা.)-এর মধ্য হতে যাঁরা অল্পসংখ্যক ফাতওয়া প্রদান করেছেন তাঁদের

---

৭২৯. মুফতী তাকী উসমানী, উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩
৭৩০. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : আবুদ দারদা (রা.), আবুল ইয়াসার (রা.), আবু সালামা আল-মাখযুমী (রা.), আবু 'উবাইদা ইব্নুল জাররাহ (রা.), সা'ঈদ ইব্নু যায়িদ (রা.), হাসান (রা.), হুসাইন (রা.), নু'মান ইব্নু বাশীর (রা.), আবু মাস'ঊদ (রা.), উবাই ইব্নু কা'ব (রা.), আবু আইউব আল আনসারী (রা.), আবু তালহা (রা.), আবু যার আল-গিফারী (রা.), উম্মু 'আতিয়্যাহ (রা.), সাফিয়া (রা.), হাফসা (রা.), উম্মু হাবীবাহ (রা.), উসামা ইব্নু যায়িদ (রা.), জা'ফর ইব্নু আবি তালিব (রা.) ও বারা ইব্নু 'আযিব (রা.) প্রমুখ।[৭৩১]

তাবে'ঈ যুগে ফাতাওয়া

সাহাবা কিরামের পর তাবে'ঈগণ ফাতওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন। কালের পরিক্রমায় তারা মুসলিমদের দ্বারা বিজিত বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় অধিকাংশ তাবে'ঈ হাদীস বর্ণনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং খুব কম সংখ্যক তাবে'ঈ ফাতওয়ার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তারা আলকোরআনও আল-হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এমন বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতেন না। ছোট-খাটো মাস'আলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। তবে যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকুরই সমাধান দিতে চেষ্টা করতেন। তাঁদের প্রধান চিন্তা ভাবনা ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সংগ্রহ ও গ্রন্থায়ন নিয়ে। এরপরেও দেখা যায়, তাবে'ঈ যুগে 'ইলমুল ফিকহ্ ও ফাতওয়ার কাজগুলো পরিপাটি ও সুবিন্যস্ত ছিলো যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এবং পরবর্তী সাহাবা কিরামের যুগে ছিলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের দীর্ঘকাল পরে তাবে'ঈ যুগে বিশেষজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তিবর্গের অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে ইসলামী শারী'আতের আরকান, আহকাম, শর্তসমূহ ও অন্যান্য আদাবসমূহ পৃথক ভাবে সুবিন্যস্ত হয়। এর ফলে কোনটি ফারয, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নাত এবং কোনটি মুস্তাহাব ইত্যাদি বের করা সহজ হয়। পক্ষান্তরে সাহাবা কিরাম (রা.) কোনো প্রকার ব্যাখ্যা ও আলোচনা ব্যতিরেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ ও অনুমোদনকে গ্রহণ করেছেন। হুক্‌ম-আহকামকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজন বোধ করেননি। যেমন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উযু করেছেন, আর সাহাবা কিরাম (রা.) তা লক্ষ করেছেন। অতপর কোনটি উযুর ফারয, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নাত ও কোনটি মুস্তাহাব এগুলো পার্থক্য না করেই হুবহু তাঁর জীবদ্দশায় উযুর ফারয কয়টি, ওয়াজিব কয়টি ও কয়টি সুন্নাত ইত্যাদি বর্ণনা করে যান নি। এ সমস্ত পার্থক্য তাবে'ঈদের যুগেই সম্পদিত হয়। তদরূপ হাজ্জের বিষয়টিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে হাজ্জ করেছেন, সাহাবা কিরামও

---

৭৩১. প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

www.nagorikpathagar.org

তাকে অনুসরণ করে হুবহু সেভাবে হাজ্জ আদায় করেছেন। হাজ্জের কোনটি ফারয, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নাত ও কোনটি মুস্তাহাব তা নির্ণয়ে সচেষ্ট হন নি। পরবর্তীকালে এগুলোর পার্থক্য নির্ণয় হয়।[৭৩২]

তাবে'ঈগণ দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন-একদল শুধু হাদীস সংগ্রহ ও বর্ণনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং অপরদল হাদীস বর্ণনার সাথে ফাতওয়ার কাজেও নিয়োজিত ছিলেন। এসব তাবে'ঈ বিজিত বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য তাঁদের বিবরণ দেশভিত্তিক নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

মাদীনা মুনাওয়ারা

মাদীনা মুনাওয়ারাতে তাবে'ঈদের প্রথম পর্যায়ের যাঁরা ফাতওয়া প্রদান করতেন তারা হলেন : সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব (র.), আবু সালামাহ ইব্‌নু 'আবদির রহমান (র.), 'উরওয়া ইব্‌নুয যুবাইর (র.), 'উবায়দুল্লাহ (র.), কাসিম ইব্‌নু মুহাম্মাদ (র.), সুলাইমান ইব্‌নু ইয়াসার (র.) এবং খারেজা ইব্‌নু যায়িদ (র.)। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হলেনঃ ইমাম আয-যুহরী (র.), কাযী ইয়াহইয়া ইব্‌নু সা'ঈদ (র.) এবং রাবিয়া ইব্‌নু 'আবদির রহমান (র.) প্রমুখ।

মাক্কা মুকাররমা

মাক্কা নগরীতে উল্লেখযোগ্য যাঁরা ছিলেন তারা হলেনঃ 'আতা ইব্‌নু আবি রাবাহ (র.) (মৃ. ১১৪ হি.), 'আলী ইব্‌নু আবি তালহা (র.) এবং আবদুল মালিক ইব্‌নু জুরাইজ (র.) (মৃ. : ১৫০ হি.)।

কূফা

কূফা নগরীতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন : ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ (র.) (মৃ. ৯৬ হি.), 'আমের (র.), আশ-শা'বী (র.), 'আলকামা ইব্‌নু কাইস আন-নাখ'ঈ (র.) (মৃ. ৬২ হি.), আল- আসওয়াদ ইব্‌নু ইয়াযিদ আন-নাখ্'ঈ (র.) (মৃ. ৯৫ হি.) এবং মুরারাহ আল-হামাদানী (মৃ. ৯০ হি.)।

বাসরা

বাসরা নগরীতে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তারা হলেন : হাসান আল-বাসরী (র.), আবুল 'আলিয়া রাফী ইবনু মিহরান (র.), আবু শা'সা (র.), জাবির ইব্‌নু ইয়াযিদ (র.) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌নু সীরীন (র.)।

ইয়ামান

ইয়ামানে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তারা হলেন : তাউস ইব্‌নু কায়সান (র.), ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (র.) এবং ইয়াহইয়া ইব্‌নু কাসীর (র.)।

---

৭৩২. শাহ ওয়ালিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, প্রাগুক্ত. খ.১, পৃ.১৪৭

www.nagorikpathagar.org

সিরিয়া

সিরিয়ায় যাঁরা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তারা হলেন : আবু ইদরিস আল-খাওলানী (র.), শুরাহবীল ইব্নুস সিমত্ (র.), 'আবদুল্লাহ ইব্নু আবি যাকারিয়্যা আল্-খুযা'ঈ (র.), হিব্বান ইবনু উমাইয়্যা (র.), সুলাইমান ইব্নু হাবিব আল- মুহারিবী (র.) এবং আল-হারিস ইব্নু উবাই আয্-যুবাইদী (র.)।

মিসর

মিসরে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তারা হলেন : মুরশিদ ইব্নু 'আবদিল্লাহ (র.) এবং ইয়াযিদ ইব্নু আবি যি'ব (র.) প্রমুখ।[৭৩৩]

তাবে'ঈদের অধিকাংশ ফাতওয়া মুওয়াত্তা, মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। যেমন ইমাম ইব্নু আবি শাইবা ও ইমাম 'আবদুর রাযযাক এর রচনাবলি, ইমাম মুহাম্মাদ ইব্নুল হাসান আশ্- শাইবানীর কিতাবুল আসার এবং ইমাম আত্-তাহাবীর শারহু মা'আনিল্ আসার ইত্যাদি।[৭৩৪]

মুফতীর গুণাবলি

যিনি ফাতাওয়া প্রদান করেন এবং ফাতাওয়াদানের কাজে নিয়োজিত থাকেন তাকে মুফতী বলা হয়। মুফতী সকলে হতে পারেন না। মুফতী হওয়ার জন্য অনেকগুলো শর্ত রয়েছে। ফিক্হ বিশারদগণ এ সকল শর্ত তাঁদের বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নির্ধারণ করেছেন। নিম্নে কয়েকটি শর্ত তুলে ধরা হলো:

(১) মুফতীকে মুসলিম হতে হবে। অমুসলিমের ফাতাওয়া প্রদান বৈধ নয়।

(২) তার বিবেক-বুদ্ধি থাকতে হবে। পাগলের ফাতাওয়া প্রদান বৈধ নয়।

(৩) বালেগ হতে হবে। নাবালগের ফাতওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

(৪) মুফতীকে ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক ও পুণ্যবান হতে হবে।

অধিকাংশ 'আলিমের নিকট ফাসিক ব্যক্তির ফাতাওয়াদান বৈধ নয়। কেননা ফাতওয়া প্রদান হলো ইসলামী শারী'আতের বিধান সম্পর্কে অবহিত করা। পক্ষান্তরে ফাসিকের তথ্য, সংবাদ কিংবা মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কতিপয় 'আলিম ফাসিকের ফাতাওয়া তার নিজের জন্য গ্রহণযোগ্য বলে মত দিয়েছেন। কেননা তিনি নিজে সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন।[৭৩৫]

হানাফী মাযহাবের কতিপয় 'আলিম এ মর্মে অভিমত দিয়েছেন যে, ফাসিক ব্যক্তি মুফতী হতে পারবেন। কেননা তিনিও ইজতিহাদ করার অধিকার রাখেন। তবে তার

---

৭৩৩. মুফতী তাকী উসমানী, উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-৩১

৭৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

৭৩৫. আহমাদ ইবনু হামাদান আন-নিমরী, সিফাতুল ফাতওয়া ওয়াল মুফতী ওয়াল মুসতাফ্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

www.nagorikpathagar.org

ইজতিহাদ নির্ভুল হতে হবে।[৭৩৬] এ প্রসঙ্গে ইমাম ইব্‌নুল কাইয়্যিম (র) উল্লেখ করেন, ফাসিকের ফাতাওয়া প্রদান বৈধ কিন্তু যখন তার অন্যায় ও পাপ কাজ ব্যাপকতা লাভ করবে তখন তাকে এ সম্পর্কে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে হবে। আর এটা এজন্য যে, ফাতাওয়ার কাজ যেন বন্ধ না হয়ে যায়। মন্দের ভালো হিসেবে এটাকে গ্রহণ করা হয়েছে। যদি ন্যায়পরায়ণ মুফতী পাওয়া যায় তাহলে ফাসিকের ফাতাওয়া গ্রহণ করা যাবে না।[৭৩৭] আর যারা বিদ'আতপন্থী ও ফাসিক, যদি তাদের বিদ'আতগুলো কুফরী ও ফিস্‌কের পর্যায়ে পড়ে, তাহলে তাদের ফাতাওয়া প্রদান বৈধ নয়। তা না হলে বৈধ হবে, যদি তারা তাদের বিদ'আত কর্মের দিকে অন্যকে আহবান না করে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আল-খাতিব আল্‌-বাগদাদী (র.) বলেন, "যারা প্রবৃত্তির পূজারী অথচ যাদের আমরা কাফির ও ফাসিক বলি না, তাদের ফাতাওয়া প্রদান বৈধ। তবে যারা সাহাবা কিরাম (রা.) ও আমাদের পূর্বসূরীদেরকে গালি-গালাজ ও তিরস্কার করে তাদের ফাতাওয়াদান ও গ্রহণ কানটাই বৈধ নয়।"[৭৩৮]

(৫) ইজতিহাদ করার যোগ্যতা থাকতে হবে। যিনি ফাতওয়া প্রদান করেন তিনি বস্তুত আল্লাহর পক্ষ হতেই কথা বলে থাকেন। অতএব যিনি মুফতী হবেন তার অবশ্যই ইজতিহাদ করার যোগ্যতা থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আশশাফি'ঈ (র.) বলেন, "আল্লাহর দীন সম্পর্কে কারো ফাতওয়া প্রদান বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে আল্‌-কোরআন সম্পর্কে পান্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করে।" অর্থাৎ আল-কোরআনের নাসিখ-মানসূখ, মুহকাম, মুতাশাবিহ, তাফসীর, শানে নুযুল, মাক্কী আয়াত, মাদানী আয়াত ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন না করে। ইমাম আশশাফি'ঈ (র.) আরো বলেন, অনুরূপভাবে তাকে আলকোরআনের ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সম্পর্কেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। সাথে সাথে তাকে 'আরবী ভাষা, সাহাবা কিরাম (রা.) ও পূর্বসূরীদের জীবন-চরিত সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান থাকতে হবে। শহরবাসীদের বিভিন্ন আচার-আচরণ ও মতভেদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে। মোটকথা উপরোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে স্বচ্ছ ও পরিস্কার ধারণা থাকতে হবে। তাহলেই তিনি হালাল-হারাম সম্পর্কে ফাতাওয়া দিতে পারেন।[৭৩৯] উপরোক্ত বক্তব্য অনুযায়ী যারা কোনো ইমামের মাযহাব অনুকরণ করেন কিন্তু ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন না তাদেরও স্বীয় ইমামের মতামতকে নকল করে ফাতাওয়া দেয়া বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে ইব্‌নুল কাইয়্যিম বলেন : মুকাল্লিদ যদি অন্যের রায় বা মতামত দিয়ে ফাতাওয়া দেন, তার

---

৭৩৬. আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ আফিনদি, মাজমাযুল আবহুর ফি শারহি মুনতাকাল্ আবহুর, বৈরূতঃ দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল্ আরাবী, তা. বি. খ. ২, পৃ. ১৪৫

৭৩৭. ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন আন রাব্বিল আলামীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২০

৭৩৮. আল-খাতীব আল্‌-বাগদাদী, আল্‌-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, প্রাগুক্ত. পৃ. ২০২

৭৩৯. ইবনু কাইয়্যিম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন 'আন রাব্বিল 'আলামীন,প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কে তিনটি মত পাওয়া যায়।যেমন:

(ক) তাকলীদ দ্বারা ফাতওয়া অর্থাৎ অন্যের মত বা বক্তব্য দিয়ে ফাতওয়া দেয়া বৈধ নয়। কেননা এটা কোনো জ্ঞান নয়। 'ইল্‌ম ছাড়া ফাতওয়া দেয়া বৈধ নয়।

(খ) নিজ সম্পর্কিত কোনো বিষয় হলে তাকলীদ দ্বারা ফাতওয়াদান বৈধ। অর্থাৎ তিনি নিজের জন্য এ ধরনের ফাতওয়া দিয়ে 'আমল করতে পারেন। তবে তাকলীদ দ্বারা অন্যকে ফাতাওয়া প্রদান করতে পারেন না।

(ঘ) যদি কোনো মুজতাহিদ 'আলিম না পাওয়া যায়, তাহলে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এ ধরনের ফাতাওয়া প্রদান বৈধ।[৭৪০]

মোটকথা কোনো মুফতী যদি তার মাযহা'বের ইমামের মতানুসারে ফাতাওয়া প্রদান করেন অথচ সে মতের দলীল-প্রমাণ তার জানা না থাকে এবং মাসআলা উদঘাটনের যোগ্যতা তার না থাকে তাহলে তিনি ফাতাওয়া প্রদানের যোগ্যতা রাখেন না। সুতরাং তার ফাতাওয়া প্রদান বৈধ হবে না।

হানাফী 'আলিমগণের নিকট সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত হলো, মাযহাবের মুজতাহিদ হলেন ঐ সব 'আলিম, যাঁদের মতামত প্রাধান্য পেয়ে থাকে। নির্দিষ্ট মাযহাবের ইমামের মতামতকে বিনা বাক্যে-যাচাইবিহীন গ্রহণ করা আবশ্যিক নয়। বরং তাকে লক্ষ রাখতে হবে, দলীল-প্রমাণের দিকে। যার দলীল শক্তিশালী হবে সেটাকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

(৬) মুফতীকে উন্নত মেধা ও স্বভাবের অধিকারী হতে হবে। মুফতী প্রখর মেধার অধিকারী হলে সঠিক ফাতাওয়া দিতে পারবেন, সুষ্ঠুভাবে মাস'আলা উদঘাটন করতে পারবেন। সুতরাং নির্বোধ, বোকা ও অজ্ঞ লোকের মুফতী হওয়া সঠিক নয়। যিনি বেশি ভুল করেন, তারও মুফতী হওয়ার যোগ্যতা নেই।

(৭) মুফতীকে বিচক্ষণ হতে হবে। মুফতী হওয়ার জন্য স্বাধীন, পুরুষ, কানে শুনা, চোখে দেখা, কথা বলতে পারা ইত্যাদি গুণাবলি সম্পন্ন হওয়া জরুরী নয়। ক্রীতদাস, নারী, বধির, কানা ও বোবা ব্যক্তিও ফাতাওয়া দিতে পারে, যদি তারা লিখতে পারে অথবা তাদের ইশারা-ইঙ্গিত বুঝা যায়।[৭৪১] ইমাম আহমাদ ইব্‌নু হাম্বাল (র.) বলেন : কেউ নিজকে মুফতী হিসাবে ঘোষণা দিতে পারবেন না,তবে যিনি মুফতী হবেন তাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত পাঁচটি গুণের অধিকারী হতে হবে।

(ক) তার নিয়্যাত বিশুদ্ধ থাকতে হবে। যদি নিয়্যাত সঠিক না হয় তাহলে সেখানে নূর-জ্যোতি আসে না।

---

৭৪০. প্রাগুক্ত
৭৪১. ইমাম নাবাবী, মুকাদ্দামাতু শারহিল মুহায্‌যাব, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৯

www.nagorikpathagar.org

(খ) তার 'ইল্‌ম, সহিষ্ণুতা, গাম্ভীর্য ও ধীর-স্থিরতা থাকতে হবে।

(গ) 'ইলমের গভীরতা ও শক্ত ভিত্তি থাকতে হবে।

(ঘ)যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকতে হবে যাতে তিনি অন্যের সাহায্য ছাড়াই সমাধান দিতে পারেন এবং

(ঙ) মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ যারা মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ তারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফাতাওয়া প্রদানে ভুল করে থাকেন।[৭৪২]

মুফতীর আচরণবিধি

যিনি ফাতাওয়া প্রদান করবেন তাকে অবশ্যই নিম্নোল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে:

(ক) যিনি মুফতী হবেন তার উচিৎ হবে শারী'আতের বিধানের প্রতি লক্ষ রেখে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্ব দেয়া এবং অমুসলিমদের পোশাক-পরিচ্ছদ বর্জন করা। যদি তিনি উন্নত মানের কাপড়-চোপড় পরিধান করতে চান তাতে দোষের কিছু নেই। মুফতী বিচারকের সমতুল্য। তাই তার এমন পোশাক পরিধান করা উচিৎ যাতে সাধারণ লোকের মাঝে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়।[৭৪৩]

(খ) কথাবার্তা ও কাজ কর্মে উন্নতমানের অধিকারী হওয়া। কেননা তিনি হলেন মানুষের জন্য একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

(গ) গোপন চিন্তা-ভাবনাকে পরিশুদ্ধ করে নেয়া। বিশুদ্ধ নিয়্যাতের সাথে ফাতাওয়া প্রদান করা। কেননা তাকে মনে রাখতে হবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর বিধান বর্ণনা করছেন। এ ক্ষেত্রে তার উচিত হবে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা, সঠিক ফাতওয়া প্রদানের তাওফীক কামনা করা, ফাতাওয়া প্রদানের মাধ্যমে মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন ও উচ্চ আসনে আসীন হওয়ার কুচিন্তা পরিত্যাগ করা, বিশেষ করে তিনিই শুধু সঠিক ফাতাওয়া দিচ্ছেন আর অন্যরা ভুল করছেন-এ ধরনের মান-মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা।[৭৪৪]

(ঘ) তিনি যা ফাতওয়া দিচ্ছেন, তদনুযায়ী তাকে 'আমল করতে হবে। অর্থাৎ তিনি যে সকল কল্যাণমূলক কাজের ফাতওয়া দিচ্ছেন সে অনুযায়ী তাকে চলতে হবে, আর যা নিষেধ করছেন তা থেকে দূরে থাকতে হবে।

---

৭৪২. প্রাগুক্ত

৭৪৩. ইমাম আবু 'আব্বাস আল-কারাফী, আল-ইহকাম ফী তাময়ীযিল ফাতওয়া' আনিল আহকাম, হালাব: ১৩৮৭, পৃ. ২৭১

৭৪৪. ইবনু হামাদান, সিফাতুল ফাতওয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

www.nagorikpathagar.org

(ঙ) অত্যন্ত রাগ, আনন্দ, পিপাসা, ক্ষুধা, অসুস্থতা, অসহ্য গরম, অসহনীয় শীত ইত্যাদি অবস্থাসমূহে ফাতওয়া প্রদানে বিরত থাকা উচিত। কেননা উপরোক্ত অবস্থাসমূহ সঠিক চিন্তা-ভাবনা ও বিশুদ্ধ বক্তব্য প্রদানে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।[৭৪৫] কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কোনো বিচারক যেন দু'জনের মাঝে ফায়সালা না করে, যখন সে বিক্ষুব্ধ অবস্থায় থাকে।"[৭৪৬]

(চ) যদি তার আশে পাশে বিজ্ঞ 'আলিমে দীন থাকেন, যাঁর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা যায়, তাহলে তার সাথে পরামর্শ করে ফাতওয়া দেয়া উচিত। নিজেকে বড় মনে করে অন্যের সাথে পরামর্শ না করা ঠিক হবে না। কেননা আল্লাহ বলেছেন,

و شاورهم فى الأمر.

"তুমি বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো।"[৭৪৭]

খুলাফায়ে রাশেদীন সকল ব্যাপারে পরামর্শ করতেন। বিশেষ করে 'উমার (রা.)। তিনি অসংখ্যবার সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। কিন্তু পরামর্শ করতে গিয়ে যা গোপন রাখা প্রয়োজন তা যেন প্রকাশ না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।[৭৪৮]

(ছ) ফাতাওয়া প্রদানকারীকে ফাতওয়াপ্রার্থীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেক ফাতাওয়াপ্রার্থী কম বুঝদার হয়। ধৈর্যের সাথে প্রশ্ন শুনে তাকে এর উত্তর বুঝিয়ে দিতে হবে।[৭৪৯] যদি মুফতী সাহেব মনে করেন প্রশ্নের উত্তরে অতিরিক্ত কথা বলা প্রয়োজন যা প্রশ্নে চাওয়া হয়নি তাহলে, তিনি তা বলতে পারেন। যেমন আল-কোরআনে এসেছে:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

"লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বলো, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং উত্তম কাজের যা কিছু তোমরা করো না কেন আল্লাহ তো সে সম্বন্ধে অবহিত"।[৭৫০]

উপরোক্ত আয়াতে লক্ষণীয় যে, সাহাবা কিরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন কী খরচ করবেন? তিনি প্রত্যুত্তরে খরচের খাতগুলো বর্ণনা করলেন। কেননা কি খরচ করবে, তার চেয়ে কোথায় খরচ করবে, এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।[৭৫১]

---

৭৪৫. ইবনলুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুআক্কি'য়ীন 'আন রাব্বিল 'আলামীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৭
৭৪৬. ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, অধ্যায়: আল-আকদিয়া, অনুচ্ছেদ: কারাহাতু কাযায়িল কাযী ওয়া হুয়া গাদবানু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮২
৭৪৭. আলকোরআন, সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৫৯
৭৪৮. ইবনলু কাইয়্যিম, ই'লামুল মু'আক্কি'য়ীন আন রাব্বিল 'আলামীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫৬
৭৪৯. ইমাম নাবাবী, আল-মাজমু', প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮
৭৫০. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ২১৫
৭৫১. ইবনুল কাইয়্যিম, 'ইলমুল মু'আক্কিঈন 'আন-রাব্বিল 'আলামীন, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২৫৮

www.nagorikpathagar.org

একবার কতিপয় সাহাবী (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সমুদ্রের পানি দিয়ে উযু করার প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন :[৭৫২] هو الطهور ماؤه، و الحل ميته "সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত জীব হালাল।" সাহাবা কিরাম রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রাণি সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজন মনে করে তারও উত্তর দিলেন। সুতরাং প্রশ্নে না চাওয়া হলেও মুফতী সাহেব যদি মনে করেন অতিরিক্ত উত্তর দিলে প্রশ্নকারীর উপকার হবে তাহলে তিনি তা করতে পারেন।

(জ) যদি এমন বিষয় ফাতাওয়া চাওয়া হয় যা সংঘটিত হয়নি, তাহলে তার উত্তর দেয়ার প্রয়োজন নেই, যাতে ফাতওয়াপ্রার্থী বুঝতে পারে অযথা ফাতওয়া চাওয়া ঠিক নয়। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إن الله كره لكم ثلاثا : قيل وقال وإضاعة المال، وكثرة السوال

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস অপছন্দ করেন : (১) অহেতুক কথাবার্তা বলা, (২) সম্পদ নষ্ট করা এবং (৩) অতিরিক্ত প্রশ্ন করা।[৭৫৩]

'আব্দুল্লাহ ইব্নু 'আব্বাস (রা.) বলেন, সাহাবা কিরাম (রা.) ঐ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করতেন যা তাঁদের উপকারে আসতো। তিনি ইবন 'আব্বাস (রা) এর মুক্তদাস 'ইকরামা আবি 'আবদুল্লাহ আলমাদানীকে উপদেশ দিয়ে বলেন, "যদি কেউ তোমাকে অযথা প্রশ্ন করে তাহলে তাকে ফাতওয়া দেবে না।"[৭৫৪]

(ঝ) ইব্নুল কাইয়্যিম (র) বলেন, যদি ফাতওয়াপ্রদানকারী ফাতওয়া দ্বারা বিপদের বা বালা-মুসিবতের আশঙ্কা করেন অথবা যদি মনে করেন, ফাতওয়াপ্রার্থী অথবা অন্য কেউ ফাতওয়া দ্বারা তাকে বিপদে ফেলতে চায় অথবা তার ক্ষতি করতে চায় তাহলে তিনি ফাতওয়া প্রদানে বিরত থাকবেন।[৭৫৫]

যদি বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে ফাতওয়াপ্রদানকারী কোনো কিছু পাওয়ার আশায় অথবা কারো ভয়ে ফাতওয়া থেকে বিরত থাকতে পারবেন না। তাকে অবশ্যই এক্ষেত্রে সঠিক তথ্য প্রকাশ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ.

---

৭৫২. ইমাম তিরমিযী, 'জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায় : আত-তাহারাত, অনুচ্ছেদ: মা জাআ ফি মায়িল বাহরি আন্নাহু তুহুরুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩৮

৭৫৩. ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, অধ্যায়: আল-আকযিয়া, অনুচ্ছেদ : আন-নাহি আন কাসরাতিস সুয়ালি মিন গায়রি হাজাতিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮২

৭৫৪. ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন আন রাব্বিল 'আলামীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২১

৭৫৫. প্রগুক্ত, পৃ. ১৭৫

www.nagorikpathagar.org

"স্মরণ করো, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন-তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এরপরও তারা তা অগ্রাহ্য করে ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কতো নিকৃষ্ট।"[৭৫৬]

আর যদি বিষয়টি অতীব গুরুপূর্ণ না হয় তাহলে তিনি এমতাবস্থায় ফাতওয়াদানে বিরত থাকতে পারেন।

ফাতাওয়া প্রদানে পূর্বসূরীদের সতর্কতা

ইমাম মুহিউদ্দিন আন্-নাবাবী (র.) উল্লেখ করেন:

اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله عليهم وسلاهم ، وقائم بفرض الكفاية، ولكنه فى معرض للخطاء .

জেনে রেখো, ফাতওয়া প্রদান অতীব মর্যাদা, কৃতিত্ব ও ঝুঁকির কাজ। কেননা ফাতওয়া প্রদানকারী নাবীগণের উত্তরসূরী, ফারযে কিফায়াহ সম্পাদনকারী। কিন্তু তিনি ভুল-ভ্রান্তিও সম্মুখীন হন।[৭৫৭]

আমাদের পূর্বসূরীরা ফাতওয়া প্রদানে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। ভয় করতেন, সহজে ফাতওয়া দিতে চাইতেন না, স্পষ্ট 'ইল্ম ছাড়া আল্লাহর প্রতি কোনো কথা আরোপ করার ক্ষেত্রে আলকোরআনে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

"বলো, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করা-যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জানে না"।[৭৫৮]

এজন্য সাহাবা কিরাম (রা.) ও তাবে'ঈগণ ফাতাওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করতেন না। প্রখ্যাত তাবে'ঈ ইমাম 'আবদুর রহমান ইব্নু আবি লায়লা আল্-কূফী (মৃ. ৮২ হি.) উল্লেখ করেন, "আমি আনসারদের মধ্য হতে ১২০ জন সাহাবীকে পেয়েছি, যদি তাঁদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হতো তখন তারা অন্যের কাছে যেতে বলতেন। এভাবে

---

৭৫৬. আলকোরআন, সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৮৭
৭৫৭. হাফিয ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ আন-নাবাবী, আল মাজমূ' মিন্ শারহিল মুহায্যাব, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭
৭৫৮. আলকোরআন, সূরা আল্-আরাফ ৭:৩৩

www.nagorikpathagar.org

প্রশ্নকারীকে ঘুরে ঘুরে প্রথমজনের কাছে ফিরে আসতে হতো।"[৭৫৯]

ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন:

لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت يكون لهم المهنا وعلى الوزر.

যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে জ্ঞান বিনষ্ট হওয়ার ভয় না হতো, তাহলে আমি ফাতাওয়া প্রদান করতাম না। কেননা প্রশ্নকারীগণ বিনা পরিশ্রমে উত্তর পেয়ে গেলেও উত্তর প্রদানের দায়ভার আমার উপরই বর্তায়।[৭৬০]

ইমাম আশশাফি'ঈ (র.)-কে একটি মাস'আলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি তার উত্তর দেন নি। এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "আমি যখন জানবো চুপ থাকার মধ্যে না কি বেশি বেশি উত্তর দেয়ার মধ্যে সাওয়াব হয়, তখনই আমি উত্তর দেবো"।[৭৬১] এমনিভাবে ইমাম আহমাদ ইব্নু হাম্বাল (র.) সম্পর্কে জানা যায়, তিনি অধিকাংশ সময়ে প্রশ্নের উত্তরে 'আমি জানি না' বলতেন। আসরাম (র.) (মৃ. ২৭৩ হি.) উল্লেখ করেন : سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يكثر أن يقول لا أدرى আমি ইমাম আহমাদ ইব্নু হাম্বাল (র.) কে অধিকাংশ সময় মাস'আলা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে 'আমি জানি না' বলতে শুনেছি।[৭৬২]

হায়সাম ইব্নু জামিল (র.) উল্লেখ করেন:

شهدت ما لكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة ، فقال اثنين وثلاثين منها لا أدرى.

আমি দেখলাম, ইমাম মালিক (র.)-কে ৪৮টি মাস'আলা জিজ্ঞেস করা হলো । আর তিনি তন্মধ্যে ৩২টি মাসআলার উত্তর প্রদানে 'আমি জানি না' বলেছেন।[৭৬৩]

উপরের আলোচনায় আমরা যে বিষয়টি লক্ষ্য করছি তা হলো, আমাদের পূর্বসূরীরা সহজে ফাতওয়া দিতে চাইতেন না। শুধু 'ইলম হারিয়ে যাওয়ার আশংকায় এবং আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয়ে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ফাতওয়া প্রদান করতেন। আর কোনো কিছু জানা না থাকলে সরাসরি 'আমি জানি না' বলে উত্তর দিয়ে দিতেন।

ফাতওয়াপ্রার্থীর করণীয়

(ক) কোনো মুসলিম যখন কোনো দীনী সমস্যার সম্মুখীন হন তখন তার উচিত হবে কোনো নির্ভরযোগ্য মুফতীর শরণাপন্ন হওয়া। যদি তার নিজ শহরে নির্ভরযোগ্য মুফতী না পাওয়া যায় তাহলে অন্য শহরে তালাশ করা। কেননা আল্লাহ বলেন:

---

৭৫৯. আল-হাফিয আবু বাকর আহমাদ আল-খাতীব আল্ -বাগদাদী, আল্ -ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, বৈরুত: দারুল কুতুব আল্ ইসলামিয়্যাহ, ১৩৪৯, খ. ২, পৃ. ১২

৭৬০. মুফতি মুজাফফার হোসেন, উকূদু রাসমিল মুফতি, ইউপি: দেওবন্দ লাইব্রেরী, ১৪২১, পৃ.৬

৭৬১. আহমাদ ইবনু হামাদান আন্-নিমরী, সিফাতুল ফাতওয়া ওয়াল মুফতী ওয়াল-মুসতাফতী, প্রাগুক্ত, ১৩৭৭, পৃ. ৬

৭৬২. প্রাগুক্ত, পৃ.৮

৭৬৩. আল্-হাইসাম ইবনু জামিল, মুখতাসারু ইবনুল হাজিব, তা. বি. খ.৩, পৃ. ২৯০

www.nagorikpathagar.org

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

"যদি তোমরা না জানো তাহলে জ্ঞানী লোকদেরকে জিজ্ঞেস করো।"[৭৬৪]

(ক) যোগ্য মুফতীর কাছে ফাতওয়া চাইতে হবে। তার যোগ্যতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এলাকায় অধিকাংশ লোক তাকে সমর্থন করে এবং তাদের মাঝে মুফতী হিসাবে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে।

(খ) ফাতওয়াপ্রার্থীর উচিত হবে ফাতাওয়া প্রদানকারীর সাথে আদব ও সদাচার রক্ষা করা, তাকে সম্মান করা, তার জ্ঞানের মর্যাদা দেয়া কেননা তিনি তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছেন।[৭৬৫]

(গ) ক্রোধ, অসন্তোষ, পেরেশানী ইত্যাদি সময়ে ফাতওয়া না চাওয়া।[৭৬৬]

(ঘ) অধিক প্রশ্ন না করা, যা সংঘটিত হয় নি সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করা, দীনের কোনো উপকার না হলে সে সম্পর্কে প্রশ্ন না করা, 'ইবাদাত-বন্দেগীর কাঠিন্য ও কৌশল সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করা, একগুঁয়েমি, জিদের বশবর্তী হয়ে অথবা ঝগড়া-বিবাদে জয়ী হওয়ার মানসে প্রশ্ন না করা।[৭৬৭]

(ঙ) যদি ফাতাওয়াপ্রার্থী একাধিক যোগ্য-ন্যায়পরায়ণ মুফতীর সন্ধান পান, তাহলে অধিকাংশ 'উলামার মতে তিনি যে কোনো একজনকে জিজ্ঞেস করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী 'আমল করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তার উচিত হবে না, কে বেশি জানেন তাকে তালাশ করা। তবে কে উত্তম তা জেনে নিতে পারেন।

(চ) যদি তিনি একাধিক মুফতীকে জিজ্ঞেস করেন আর সকলেই একই জবাব দেন, তাহলে তাকে তাদের ফাতওয়া অনুযায়ীই 'আমল করতে হবে। যদি তাঁদের জবাব ভিন্ন হয়, এ ক্ষেত্রে তিনি যদি কোনো মতকে প্রাধান্য দেয়ার সামর্থ্য রাখেন তাহলে প্রাধান্য প্রাপ্ত মত অনুযায়ী 'আমল করতে হবে। অন্যথায় যে কোনো মত অনুযায়ী 'আমল করা যাবে।[৭৬৮]

(ছ) প্রশ্ন লিখিতভাবে পেশ করতে হবে। তিনি লিখতে না জানলে অন্যের মাধ্যমে লিখিয়ে নিতে হবে।

(জ) বড় সাইজের কাগজে সুস্পষ্ট অক্ষরে প্রশ্ন লিখে দিতে হবে, যেন ফাতওয়া একই কাগজে উপস্থাপন করা যায়।

---

৭৬৪. আলকোরআন, সুরা আন্-নাহল্ ১৬ ঃ ৪৩
৭৬৫. খাতীব আল বাগদাদী, শারহুল মুনতাহী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৫৭
৭৬৬. প্রাগুক্ত
৭৬৭. ইমাম শাতিবী, আল-মুআফাকাত ফী উসূলিশ্ শারি'আহ, আল কাহেরা: দারুল হাদীস, ২০০৬. খ.৪, পৃ. ৪১৯-৪২১
৭৬৮. ইবনুল কাইয়্যিম, 'ইলামুল মুওয়াক্কি'য়ীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫৪; ইমাম আন্ নাবাবী, আল মাজমূ', প্রাগুক্ত খ.১, পৃ.৫৬

www.nagorikpathagar.org

মুফতী বনাম বিচারক

মুফতীর রায় ও বিচারকের রায় উভয়ের মাঝে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিল রয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে অমিলও রয়েছে। আমরা যে বিচারকের কথা বলতে চাচ্ছি, তিনি হলেন ইসলামী আদালতের বিচারক। ইসলামী আদালতের বিচারক এবং মুফতী একই রকম মর্যাদার অধিকারী। বিচার ব্যবস্থার রায় এবং ফাতওয়ার রায়ের মাঝে খুব বেশি পার্থক্য নেই। যে সকল জায়গায় মিল রয়েছে তা নিম্নরূপ:

(ক) মুফতী ও বিচারক উভয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান বর্ণনা করে থাকেন।

(খ) মুফতী হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত পূরণ প্রয়োজন, বিচারক হওয়ার ক্ষেত্রে ও সে সকল শর্ত পূরণ প্রয়োজন।

(গ) মুফতী তার ফাতওয়া প্রদানে যে সকল আদাব, নিয়ম-নীতি অবলম্বন করেন বিচারককেও সেগুলো অবলম্বন করতে হয়।

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে তাঁদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে:

(ক) মুফতী ফাতওয়াপ্রার্থীকে শুধু আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অবহিত করেন, পক্ষান্তরে বিচারক আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেন। শুধু তাই নয় বরং তার নির্দেশ অমান্যকারীকে গ্রেফতার ও শাস্তি দেয়ার অধিকার রাখেন। তেমনিভাবে বিচারক বিভিন্ন দন্ড এমন কি মৃত্যুদন্ডের হুক্ম দেয়ার অধিকার রাখেন।[৭৬৯]

(খ) বিচার ব্যবস্থায় বিচারক বাদী ও বিবাদীর কথাবার্তা শুনে ফায়সালা দেন। তিনি এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাক্ষী, দলীল-প্রমাণাদি তালাশ করেন। পক্ষান্তরে ফাতওয়ার বিষয়টি তেমন নয়। ফাতওয়ার বিষয়টি হলো ফাতওয়াপ্রার্থী কোনো ঘটনার সম্মুখীন হলে শারী'আতের বিধান অনুযায়ী তার সমাধান জানতে চান। মুফতী সেভাবে সমাধান দিয়ে থাকেন। বাদী-বিবাদীর কথাবার্তা শুনতে হয় না।

ফাতওয়ার ভাষা ও লেখার নিয়ম

(ক) বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম এবং হামদ ও দরূদ দিয়ে ফাতওয়া লেখা শুরু করা উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

كل أمرذى بال لا يبدأ بالحمد فهو أقطع.

কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্বারা শুরু করা না হলে তা অপূর্ণাঙ্গ থাকে।[৭৭০]

(খ) ফাতাওয়াপ্রদানকারীর স্পষ্টভাবে ফাতওয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত। প্রয়োজনে কাগজের দুই পাশে পার্শ্বটীকা লেখার জন্য জায়গা খালি রাখতে হবে। বর্ণিত

---

৭৬৯. কাজী মাহমুদ আরনুস, তারিখুল কাযা ফিল্ ইসলাম, আল-কাহেরা : মাকতাবাতুল কুলিয়্যাতুল্ আযহারিয়া, ১৩৬২, পৃ. ১৬০

৭৭০. ইমাম ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, অধ্যায়: আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ: খুতবাতুন নিকাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯০

www.nagorikpathagar.org

আছে, "ইমাম আবু হানীফা (র.) এক লেখককে অস্পষ্ট ও জটিলভাবে লিখতে দেখে বললেন, এভাবে লিখো না। যদি এভাবে লিখো তাহলে বেঁচে থাকলে লজ্জিত হবে আর মরে গেলে নিন্দিত হবে।"[৭৭১]

(গ) ফাতাওয়া প্রদানকারীর উচিত প্রশ্নের কাগজে জবাব লিপিবদ্ধ করা। যতটুকু সম্ভব ভিন্ন কাগজ ব্যবহার না করা। তা না হলে অন্য কোনো প্রশ্ন ঢুকিয়ে দেয়ার আশংকা থাকবে।[৭৭২]

(ঘ) ফাতাওয়ার দলীল কোরআনের আয়াত থেকে হোক অথবা হাদীস হোক অথবা অন্য কিছু হোক তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এতে ফাতাওয়ার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

(ঙ) সংক্ষিপ্ত আকারে ফাতওয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত। বিনা প্রয়োজনে বিস্তারিত বর্ণনা পরিহার করা উচিত। কেননা ফাতওয়া হলো নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর জানানো। এটা কোনো ওয়াজ, তা'লীম বা রচনা নয়।[৭৭৩]

(চ) ফাতাওয়ার শেষে 'আল্লাহই ভালো জানেন' (والله أعلم) কথাটি লেখা উচিত।[৭৭৪]

(ছ) সবশেষে স্পষ্টভাবে স্বাক্ষর ও তারিখ লেখা উচিত।[৭৭৫]

'ইলম ছাড়া ফাতাওয়া প্রদান

ফাতওয়া প্রদানকারীর যোগ্যতার প্রধান শর্ত হলো আল্-কোরআন ও আল-হাদীসের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা। যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে ফাতওয়া দেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। কেননা এতে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়। মানুষকে পথভ্রষ্ট করার আশংকা থেকে যায়। আর এটা কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

"বলো, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করা-যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জানো না"।[৭৭৬]

উক্ত আয়াতে আল্লাহর প্রতি না জেনে কোনো কথা আরোপ করাকে অশ্লীলতা, গুনাহ,

---

৭৭১. তাকী উসামানী, উসুলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
৭৭২. আহমাদ ইবনু হামাদান আন্-নিমরী, সিফাতুল ফাতওয়া ওয়াল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৭৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
৭৭৪. তাকী উসমানী, উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭
৭৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
৭৭৬. আলকোরআন, সুরা আল আ'রাফ ৭ ঃ ৩৩

www.nagorikpathagar.org

অন্যায়-অত্যাচার ও শিরকের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إن الله لا يقبض العلم إنتزاعا ينتزعه عن العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا؛ فسئلوا؛ فافتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا.

নিশ্চয় আল্লাহ 'আলিমদের অন্তর থেকে জ্ঞানকে সম্পূর্ণ উঠিয়ে নেন না, তবে 'আলিমদের জান কবযের সাথে জ্ঞানকে তুলে নেন। যখন কোনো 'আলিম অবশিষ্ট থাকবে না, মানুষ তখন জাহিলদেরকে নেতা হিসাবে মানবে, তাদের কাছে মাস'আলা জিজ্ঞেস করবে, তারা 'ইলম ছাড়া ফাতওয়া দেবে। অতপর তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।[৭৭৭]

এ কারণে পূর্বসূরীদেরকে দেখা যায়, যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর তাদের জানা না থাকতো তাহলে তারা সরাসরি বলে দিতেন, 'আমি জানি না'। অতএব যদি কোনো মুফতীর কোনো মাস'আলার সমাধান না জানা থাকে তাহলে 'আমি জানি না' বলা উচিত। কেননা যদি কোনো ফাতাওয়াপ্রার্থী প্রদত্ত ফাতাওয়া অনুযায়ী কোনো নিষিদ্ধ কাজ করে বসে অথবা কোনো আবশ্যিক 'আমল ভুল পদ্ধতিতে সম্পাদন করে, তাহলে সমস্ত গুনাহ ফাতওয়া প্রদানকারীর উপরে বর্তাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

من أفتي بغير علم كان الله على من أفتاه.

যে ব্যক্তি না জেনে ফাতওয়া দেয়, এর পাপ ফাতওয়া প্রদানকারীর উপরই বর্তাবে।[৭৭৮]

যদি কোনো মুফতী অজ্ঞতা অথবা অবহেলার কারণে কোনো ফাতওয়াতে ভুল করেন, তাহলে তিনি গুনাহগার হবেন। আর যদি তিনি ফাতওয়া প্রদানের যোগ্য হন এবং যথেষ্ট ইজতিহাদ করে ফাতওয়া প্রদান করা সত্ত্বেও ফাতওয়ায় ভুল হয়, তাহলে তার কোনো গুনাহ হবে না। বরং ইজতিহাদের জন্য তার সাওয়াব হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد.

"যদি কোনো প্রশাসক ইজতিহাদ করে ফয়সালা দেন এবং আর তার ফায়সালা সঠিক হয়, তাহলে তার দু'টি পুরস্কার রয়েছে, আর যদি তিনি ইজতিহাদ করে ভুল ফয়সালা দেন, তাহলে তার রয়েছে, একটি পুরস্কার।"[৭৭৯]

---

৭৭৭. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়:আল-ইল্ম, অনুচ্ছেদ:কাইফা ইয়াকবিযুল ইল্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৭৭৮. ইমাম আল্-হাকিম, আল্-মুসতাদরাক, তা. বি. খ.১, পৃ. ১২৬

৭৭৯. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আল-ইতিসাম, অনুচ্ছেদ : আজরুল হাকিমি ইযা ইজতাহাদা ফা-আসাবা আও আখতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১১-৬১২

www.nagorikpathagar.org

যদি কোনো মুফতীর প্রদত্ত ফাতওয়া ভুল ছিল বলে প্রতীয়মান হয়, তাহলে তাকে সে সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসতে হবে। কেননা 'উমার (রা.) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.)-কে প্রেরিত পত্রে উল্লেখ করেন: যদি তুমি কোনো বিষয়ে ফায়সালা দিয়ে থাকো, পরবর্তীতে উক্ত ফায়সালাটি পুনঃনিরীক্ষণে ভুল বলে প্রতীয়মান হয় এবং সঠিক পথের সন্ধান পাও, তাহলে সঠিক পথে ফিরে আসতে তোমাকে যেন কোনো জিনিস বাধা না দেয়। কেননা সত্য হলো চিরন্তন। কোনো কিছু তাকে নষ্ট করতে পারে না। অসত্যের মধ্যে লেগে থাকার চেয়ে সত্যের দিকে ফিরে আসাই উত্তম।[৭৮০]

যদি ফাতাওয়া প্রদানকারী তার প্রদত্ত ফাতওয়া প্রত্যাহার করে নেন এবং তার এ ফাতওয়া ভুল ছিলো বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে ফাতওয়াপ্রার্থী ভবিষ্যতে অনুরূপ কোনো ঘটনায় ভুল ফাতওয়ার উপর ভিত্তি করে 'আমল করতে পারবেন না। আর যদি ভুল ফাতওয়ার উপর 'আমল করে তবে তার উক্ত 'আমল বাতিল গণ্য হবে।

৭৮০. ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মু'আক্কি'য়ীন 'আন রাব্বিল 'আলামীন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৬

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম অধ্যায়
মাযহাব

আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে পৃথিবীতে অসংখ্য নাবী-রাসূল প্রেরণ করেন এবং তাঁদের প্রতি আসমানী কিতাব নাযিল করেন। সেই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ (স)-এর উপর কোরআন মাজীদ নাযিল করেন। তিনি কোরআনের নির্দেশনার আলোকে মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেন। তাঁর ইনতিকালের পর সাহাবা কিরাম কোরআন ও হাদীসের আলোকে দীন ও শারী'আতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দেন। ফাকীহ্ সাহাবীগণ ফাতওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির ফাকীহ্ ছিলেন। যেমন: (১) যাঁদের ফাতাওয়া ছিলো প্রচুর। তাঁরা হলেন:

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.), 'আলী ইবনু 'আবদিল মুত্তালিব (রা.), 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু মাস'ঊদ (রা.), উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা),যাইদ ইবন সাবিত (রা), 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার(রা) প্রমুখ (২) যাঁদের ফাতাওয়া প্রথম শ্রেণির তুলনা কম ছিলো।

তারা হলেন: আবূ বাক্র (রা), উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা.), আনাস ইবনু মালিক (রা), আবু সাঈদ আলখুদরী (রা), আবু হুরাইরা (রা), উসমান (রা), 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনিল 'আস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা),আবু মূসা আল আশআরী (রা), সা'দ ইবনু আবি ওয়াককাস (রা), সালমান আল ফারিসী (রা), জাবির ইবনু আবদিরল্লাহ (রা), মুআয ইবনু জাবাল (রা) প্রমুখ। (৩) যাঁদের ফাতাওয়া দ্বিতীয় শ্রেণির তুলনায় আরো কম ছিলো। এ সকল ফাকীহ্ সাহাবীর মধ্যে ও কোনো কোনো মাস'আলায় ইজতিহাদী ইখ্তিলাফ রয়েছে, তবে তা অতি নগণ্য।[৭৮১]

সাহাবী ও তাবিঈ যুগে ফাকীহ্ মুফ্তীগণ হিজায, সিরিয়া, মিসর, ইরাক ও অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। মাদীনায় উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা.), 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রা.), সা'ঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব (র.), কাসিম ইব্নু মুহাম্মাদ (র.), প্রমুখ। মাক্কায় আব্দুল্লাহ ইব্নু 'আব্বাস (রা), 'আতা ইব্নু আবি রাবাহ্, মুজাহিদ, 'উবাইদ ইব্নু 'উমাইর (র.) প্রমুখ। বাসরায় আনাস ইব্নু মালিক (রা.), 'উমার ইব্নু সালামা (র.), আবূ মারইয়াম (র.), হাসান আল-বাসরী (র.), মুহাম্মাদ ইব্নু সীরীন (র), প্রমুখ। সিরিয়ায় আবূ দারদা (রা.), 'আবদুর রহমান ইব্নু গানাম আল-আশ'আরী (র.), আবূ

---

৭৮১. ড. উমার সুলায়মান আল আশকার,তারীখুল ফিকহিল ইসলামী, কুয়েত:মাকতাবাতুল ফাল্লাহ, ১৯৮২, পৃ.৭৯; মাওলানা কাযী আতহার হোসাইন, আইম্মা আরবা'আ, তা. বি. পৃ.১১

www.nagorikpathagar.org

ইদরীস আল-খাওলানী (র.), শুরাহ্‌বীল (র.) প্রমুখ। কূফায় 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মাস'ঊদ (রা.), 'আলকামা (র.), আসওয়াদ (র.), মাসরূক ইব্‌নু হারিস (র.), সুফইয়ান আস-সাওরী (র.), আবূ হানীফা (র.) প্রমুখ। মিশরে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'আমর ইবনুল আ'স (রা.), বুকাইর (র) প্রমুখ। অন্যান্য এলাকায় অপরাপর ফাকীহ্ ও মুফ্‌তীগণ বিদ্যমান ছিলেন।[৭৮২]

এ সকল মুফ্‌তী ও ফাকীহ্‌গণের উসূল ও নীতিমালার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য ছিলো। হিজাযের 'আলিমগণ সনদ ও মতন সংরক্ষণের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁদের সাহচর্যে যে সকল ফাকীহ্ ও মুফ্‌তী গড়ে উঠেছেন তাঁরাও এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ইমাম মালিক (র.) ছিলেন এ সকল ফাকীহ্‌গণের ইল্‌মের ধারক। ইরাকের 'আলিমগণ হাদীসের অর্থ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রতি অধিক জোর দিতেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছিলেন অনেক ফাকীহ্ ও মুফ্‌তী। এ সকল ফাকীহ্‌র 'ইল্‌মের উত্তরসূরী ও ধারক-বাহক ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)। যিনি তাঁর শাগরিদগণকে নিয়ে ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ সংকলন করেন।

ইমাম মালিক (র.)-এর পর হিজাযের ফাকীহ্‌গণের শিরোমণি ছিলেন ইমাম আশ শাফিঈ' (র.)। তিনি হিজাযের 'আলিমগণ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। ফলে তাঁর উপর হিজায ও ইরাক উভয় স্থানের প্রভাব পড়ে। তাই তিনি উভয় স্থানের ফাকীহ্‌গণের 'ইলমের সমন্বয় সাধন করে 'ইলমুল ফিক্‌হ সংকলন করেন।

দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে আহমাদ ইব্‌নু হাম্বল (র) শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফাকীহ্ ছিলেন। তিনি হিজাযী 'ইলমি ধারায় 'ইলমুল ফিক্‌হ সংকলন করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি হাদীসের যাহিরী অর্থের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁর সুযোগ্য শাগরিদ খাল্লাল তাঁর মাসাইল ও ফাত্‌ওয়াগুলো 'জামিউল কাবীর' নামে ২০ খন্ডে বিরাট গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করেন।[৭৮৩]

এ ছাড়াও বিভিন্ন শহর এলাকায় বহু ফাকীহ্ ও মুফ্‌তী বিদ্যমান ছিলেন। প্রত্যেক শহর ও এলাকার জনসাধারণ স্থানীয় মুফ্‌তী ও ফাকীহ্‌গণের অনুসরণের করতে থাকেন। যার ফলে প্রত্যেক এলাকার মুফ্‌তীর ফাত্‌ওয়া ঐ এলাকার জনসাধারণের জন্য একটি স্বতন্ত্র মাযহাবরূপে গৃহীত হয়।

আর এ ভাবেই মাযহাবগুলোর উৎপত্তি ও সূচনা হয়। প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাব ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করার পূর্বে কিছুকাল যাবৎ কতিপয় মাযহাব প্রচলিত ছিলো বলে জানা যায়। যেমন :

আওযায়ী মাযহাব, যাইদী মাযহাব, লাইসী মাযহাব, সাওরী মাযহাব, যাহিরী মাযহাব, জারীরী মাযহাব। নিম্নে এ সকল মাযহাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো :

---

৭৮২. মাওলানা কাযী আতহার হোসাইন, আইম্মা আরবা'আ, তা. বি. পৃ.১১
৭৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

www.nagorikpathagar.org

(১) আওযায়ী মাযহাব

(৮৮ -১৫৭ হি. / ৭০৮-৭৭৪ খ্রি.)

ইমাম 'আবদুর রহমান ইবনু 'উমার আলআওযায়ী আদদিমাশ্কী (র) এর নামানুসারে এ মাযহাবের নামকরণ করা হয় 'আওযায়ী মাযহাব'। তিনি ৮৮ হিজরীতে লেবাননের বা'লাবাক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরী দ্বিতীয় শতকে তিনি যুগপতভাবে একজন প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ও একজন খ্যাতিমান মুফতী হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। কোরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে এমন বিষয়ে তিনি কিয়াস ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনের উৎসের প্রয়োগের ঘোর বিরোধী ছিলেন।[৭৮৪] জীবনের বেশির ভাগ সময় তিনি লেবাননে কাটান। তিনি সিরিয়ার বিচারক নিযুক্ত হওয়ার পর সিরিয়ায় তাঁর মাযহাব প্রধান মাযহাব হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। উল্লেখ্য যে, সিরিয়ায় উমাইয়্যা শাসনের পতনের পর স্পেনে উমাইয়্যা শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে তাঁর মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ ছাড়াও জর্দান ও ফিলিস্তীনে তাঁর মাযহাব ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। হিজরী তৃতীয় শতক পর্যন্ত তাঁর মাযহাব স্থায়িত্ব পায়।[৭৮৫]

হিজরী চতুর্থ শতকে আশশাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী আবু যার'আ মুহাম্মাদ ইবন উসমান দামিশকের বিচারক নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আওযায়ী মাযহাবই ছিলো সিরিয়ার প্রধান মাযহাব। আবু যার'আ আশশাফি'ঈ মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিক্হ গ্রন্থ 'মুখতাসারুল মুযানী' মুখস্থকারী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একশ দীনার করে পুরস্কারদানের কথা ঘোষণা করেন। ফলে সিরিয়াতে আশশাফি'ঈ মাযহাব এতো দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে যে, আওযায়ী মাযহাবের অনুসারী সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। পরবর্তীকালে তাঁর অনুসারী সংখ্যা শূন্যের কোটায় নেমে আসে। এতদসত্ত্বেও ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য । এ মহান ইমাম ১৫৭ হিজরীতে বৈরূতে ইনতিকাল করেন।[৭৮৬]

(২) যাইদী মাযহাব

(৮১-১২২ হি./৭০০-৭৪০ খ্রি.)

ইমাম যাইদ (র), হুসাইন ইবনু 'আলী (রা) এর বংশধর। তাঁর পিতার নাম 'আলী যাইনুল 'আবিদীন (র)। তিনি ৮১ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুফা, বাসরা ও ওয়াসিতের বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র সফর করে কোরআন- হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ওয়াসিতে তিনি ইমাম আবু হানীফা ও সুফইয়ান আস সাওরী (র) এর সাথে মতবিনিময় করে একজন বিশেষজ্ঞ 'আলিম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি তাঁর বড় ভাই মুহাম্মাদ আল বাকিরসহ অসংখ্য বিশেষজ্ঞ 'আলিম থেকেও

---

৭৮৪. মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহ্সান, তারিখে ইলমে ফিক্হ, দিল্লী : মাকতাবা বুরহান, ১৯৬২, পৃ. ১১৬

৭৮৫. ড.আবু আমীনা বিলাল ফিলিপস, দ্যা ইভুলুশন অব ফিক্হ (বাংলা অনু. জিয়াউর রহমান), মালয়েশিয়া: সিয়ান পাবলিকেশন, ২০১৪, পৃ. ১১১

৭৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

www.nagorikpathagar.org

কোরআন-হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। অতপর ইমাম যাইদ (র) মাদীনা, কূফা, বাসরা ও ওয়াসিতের বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে পাঠদান শুরু করেন। ফলে অসংখ্য শিক্ষার্থী তাঁর নিকট থেকে কোরআন-হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করে। তাঁর শিক্ষায়তনে ফিকহী বিষয় উথ্থাপিত হলে তিনি বিশিষ্ট ফাকীহ্ আবদুর রহমান ইবনু আবি লায়লা (র) এর অভিমত গ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহ নিজে লিখে যান নি এবং তাঁর কোনো ছাত্রকেও লেখার নির্দেশও দেন নি। তাঁর ছাত্রবৃন্দ স্বপ্রণোদিত হয়ে সেসব সিদ্ধান্ত লিখে রাখেন। এভাবে তাঁর মাযহাব গড়ে ওঠে। এ মাযহাবের নাম যাইদী মাযহাব।[৭৮৭]

কোরআন, হাদীস, 'আলী (রা) এর বক্তব্য, সাহাবীগণের সর্বসম্মত অভিমত, কিয়াস ও 'আকলকে এ মাযহাবের আইনের উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর ছাত্রদের অন্যতম হলেন 'আমর ইবনু খালিদ (মৃ.২৭৬হি.),ইয়াহইয়া ইবনলু হুসাইন (মৃ. ২৪৬হি.),আল হাসান ইবনু আলী অফাল হুসাইনী (মৃ. ৩০৪ হি.)। এ মাযহাবের কিছু সংখ্যক অনুসারী এখনো ইয়ামানে পাওয়া যায়।[৭৮৮]

উমাইয়্যা খালীফা হিশাম ইবনু 'আবদিল মালিক (শাসনকাল ১০৫-১২৫হি./৭২৪-৭৪৩ সাল) আলী-পরিবারকে ভালো চোখে দেখতেন না। কারবালার বিপর্যয়ের পর ইমাম যাইদ (র) সর্বপ্রথম উমাইয়্যাদের নিকট থেকে খিলাফাত পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। ফলে তিনি খালীফা হিশামের চক্ষুশুল হন। এমনকি খালীফার অনুমতি ছাড়া তাঁকে মদীনার বাইরে যেতে দেয়া হতো না। একবার তিনি গোপনে কূফা চলে যান এবং উমাইয়্যাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর কিছুসংখ্যক আত্মীয় কুফাবাসীর উপর আস্থা রাখার ব্যাপারে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি তাদের সতর্কবাণী আমলে নেননি।[৭৮৯]

খালীফা আবু বাক্র ও 'উমার (রা) এর খিলাফতের বৈধতা প্রশ্নে তার কূফার অনসারীদেও মাঝে দ্বিমত দেখা দেয়, ফলে এ নিয়ে তারা ধীরে ধীরে তাঁর নিকট থেকে কেটে পড়ে। এক পর্যায়ে তারা তাঁর পরিবর্তে তাঁর ভাতিজা ইমাম জাফর আস সাদিককে যুগের ইমাম ঘোষণা করে। খালীফা হিশামের সেনাবাহিনী এ মতবিরোধের সুযোগে অতর্কিতে কূফাআক্রমণ করে। ইমাম যাইদের পক্ষে মাত্র চার শতাধিক লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।এ অসম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।[৭৯০]

---

৭৮৭. ড.আবু আমীনা বিলাল ফিলিপস, দ্যা ইভুলুশন অব ফিক্হ, প্রাগুক্ত পৃ. ১১৯

৭৮৮. ড. আবু যাহরা মুহাম্মাদ, তারীখুল মাযাহিব আল ইসলামিয়্যা, আল কাহেরা: দারুল কুতুবিল হাদীসা, ১৯৬৮, খ.২, পৃ.৫২৫

৭৮৯. প্রাগুক্ত পৃ. ১২০

৭৯০. ড. আবু যাহরা মুহাম্মাদ, তারীখুল মাযাহিব আল ইসলামিয়্যা, আল কাহেরা: দারুল কুতুবিল হাদীসা, ১৯৬৮, খ.২, পৃ.৭৪৯

www.nagorikpathagar.org

(৩) লাইসী মাযহাব

(৯৭-১৭৫ হি./৭১৬-৭৯১ খ্রি.)

ইমাম লাইস ইবন সা'দ (র) এর নামানুসারে এ মাযহাবের নামকরণ করা হয়েছে লাইসী মাযহাব। ইমাম লাইস (র) ৯৭হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখায় অধ্যয়নের ফলে তিনি মিসরের প্রধান বিশেষজ্ঞ আলিমে পরিণত হন। তিনি ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক (র) এর সমসাময়িক ছিলেন। ইমাম মালিক (র) এর কাছে চিঠি আদান-প্রদানের মাধ্যমে তিনি ইসলামী আইনের বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন।[৭৯১]

ইমাম লাইস (র) এর ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন ইমাম আশ শাফি'ঈ (র)। তিনি ইমাম লাইস (র) সম্পর্কে বলেন, তিনি ইমাম মালিক (র) অপেক্ষা বড়ো মাপের আইনজ্ঞ ছিলেন।[৭৯২]

১৭৫ হিজরীতে ইমাম লাইস (র) এর ইনতিকালের পর ধীরে ধীরে তাঁর অনুসারী সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। নিম্নোক্ত কারণে ক্রমশ তাঁর মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে যায় : (ক) তাঁর আইনগত মতামত, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং সেগুলোর সমর্থনে কোরআন-সুন্নাহ ও সাহাবীগণের মতামত থেকে সংগৃহীত প্রমাণগুলোকে নিজে লিখে যান নি, এমনকি তাঁর ছাত্রদেরও লিখে যেতে বলেন নি। ফলে তুলনামূলক ফিক্‌হশাস্ত্রের আদি গ্রন্থগুলোতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি ছাড়া তাঁর মাযহাবের তেমন কিছু অবশিষ্ট নেই । (খ) ইমাম লাইস (র) এর ছাত্র সংখ্যা ছিলো খুবই কম। ফলে তাঁর মাযহাবকে জনপ্রিয় করে তোলার মতো তেমন কোনো ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়নি। (গ) ইমাম লাইস (র) এর ইনতিকালের পরেই ফিক্‌হশাস্ত্রের অন্যতম ইমাম আশ শাফি'ঈ (র) মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর মাযহাব ইমাম লাইস (র) এর মাযহাবের স্থান দখল করে নেয়।[৭৯৩]

(৪) সাওরী মাযহাব

(৯৭-১৬১ হি./৭১৯-৭৭৭ খ্রি.)

ইমাম সুফইয়ান আস সাওরী (র) ৯৭ হিজরীতে কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নামানুসারে এ মাযহাবের নামকরণ করা হয় সাওরী মাযহাব । হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্র ব্যাপক অধ্যয়নের ফলে তিনি কূফার বিশেষজ্ঞ আলিমে পরিণত হন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতের অনুসরণ করলেও তিনি কিয়াস ও ইসতিহসানের ঘোর বিরোধী ছিলেন।[৭৯৪]

---

৭৯১. ড.আবু আমীনা বিলাল ফিলিপস, দ্যা ইভুলুশন অব ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত পৃ. ১২৪

৭৯২. মুহাম্মাদ মুস্তাফা শালাবী, আল মাদখাল ফিত তা'রিফি বিল ফিকহিল ইসলামী, বৈরুত: দারুন নাহদাহ আল আরাবিয়্যাহ, ১৯৬৯, পৃ.২০৫

৭৯৩. ড.আবু আমীনা বিলাল ফিলিপস, দ্যা ইভুলুশন অব ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত পৃ. ১২৫

৭৯৪. প্রাগুক্ত পৃ. ১২৬

www.nagorikpathagar.org

ইমাম সুফইয়ান আস সাওরী (র) ছিলেন স্পষ্টবাদী । ফলে তাঁর সাথে আব্বাসীয় শাসকদের সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিলো না । খালীফা আল মানসুর (শাসনকাল ১৩৬-১৫৮হি./৭৫৯-৭৮২ সাল) চিঠির মাধ্যমে তাঁকে কূফার বিচারকের পদ গ্রহণের অনুরোধ করেন এবং চিঠিতে এ শর্ত জুড়ে দেন যে,তিনি রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে সাংঘর্ষিক কোনো রায় বা মতামত দিবেন না । চিঠি হাতে পাওয়ার পর ইমাম সুফইয়ান আস সাওরী (র) তা ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে টাইগ্রিস নদীতে নিক্ষেপ করেন। ফলে তাঁর জীবন রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়ে এবং তিনি প্রাণ বাঁচানোর জন্য কূফা ত্যাগ করেন। ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আত্মগোপন করেই কাটান।[৭৯৫]

নিম্নোক্ত কারণে তাঁর মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে যায় :

(ক) ইমাম সুফইয়ান আস সাওরী (র) তাঁর জীবনের একটি বিরাট অংশ আত্মগোপন করে কাটান।ফলে তাঁর ছাত্র সংখ্যা খুব বেশি না থাকায় তাঁর মাযহাব ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেনি ।

(খ) তিনি হাদীস ও হাদীসের ভাষ্য সম্পর্কে বিশাল ভান্ডার গড়ে তুলেছিলেন।কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তিনি তাঁর প্রধান ছাত্র 'আম্মার ইবন সাইফকে তাঁর সকল লেখা নষ্ট করে ফেলার নির্দেশ দেন। যেমন নির্দেশ তেমন কাজ। আম্মার ইবন সাইফ তাঁর কিছু লেখা মুছে ফেলেন এবং কিছু পুড়িয়ে ফেলেন। তবে ইমাম সুফইয়ান আস সাওরী (র) এর অনেক মতামত অন্যান্য ইমামের ছাত্ররা সংকলন করেন। ফলে সেগুলো আজও অগোছালো ভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে ।[৭৯৬]

(৫)যাহিরী মাযহাব

(২০০-২৭০ হি./৮১৫-৮৮৩ খ্রি.)

ইমাম দাউদ ইবন 'আলী (র) এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ২০০ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি ইমাম আশ শাফি'ঈ (র) এর ছাত্রদের নিকট ফিক্‌হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকালে তিনি হাদীস অধ্যয়নের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কোরআনকে মুহদাস (সৃষ্ট বা ধবংসশীল) বলে উক্তি করায় ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (র) তাকে তাঁর শ্রেণি কক্ষ থেকে বহিস্কার করেন। এ ঘটনার পর থেকে ইমাম দাউদ ইবনু 'আলী (র) কোরআন ও সুন্নাহ্‌র মূল পাঠের সুস্পষ্ট ও আক্ষরিক অর্থগ্রহণ (যাহির) সংক্রান্ত এক পন্থা অনুসরণ করা শুরু করেন। এ পদ্ধতি গ্রহণ করার কারণে তাঁর মাযহাবের নামকরণ করা হয় যাহিরী মাযহাব এবং তিনি দাউদ আয যাহিরী নামে পরিচিত হয়ে উঠেন।[৭৯৭]

---

৭৯৫. প্রাগুক্ত

৭৯৬. মুহাম্মাদ মুস্তাফা শালাবী, আল মাদখাল ফিত তা'রিফি বিল ফিকহিল ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২০৭

৭৯৭. মুহাম্মাদ আল খিদারী বেক, তারীখুত তাশরিঈল ইসলামী, আল কাহেরাঃ আল মাকতাবা আত তিজারিয়াহ আল কুবরা, ১৯৬০,১৮১-১৮২

www.nagorikpathagar.org

যাহিরী মাযহাবের আইনের উৎস প্রথমত আলকোরআন ও আস সুন্নাহ, ইমাম দাউদ ইবনু 'আলী (র)-এর মতে এ সবের কেবল আক্ষরিক ব্যাখ্যাই আইনসম্মত। দ্বিতীয়ত সাহাবীগণের আল-ইজমা। তৃতীয়ত আল-কিয়াস। ইমাম দাউদ ইবন 'আলী (র) আলকোরআনও আস-সুন্নাহ'র প্রয়োগকে আক্ষরিক অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাই স্বভাবতই তিনি কিয়াসসহ সর্বপ্রকার বুদ্ধিপ্রসূত সিদ্ধান্তের বৈধতাকে প্রত্যাখ্যান করেন।[৭৯৮] তবে আলকোরআন ও আস-সুন্নাহ থেকে আইন বের করার ক্ষেত্রে কিয়াসের পরিবর্তে তিনি মাফহূম বা অনুধাবনকৃত অর্থ নামে একটি নীতি প্রয়োগ করেছেন। অথচ তাঁর গৃহীত এ নীতি ছিলো কিয়াসেরই একটি ভিন্ন রূপ।[৭৯৯]

নিম্নোক্ত কারণে তাঁর মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে যায় :

(ক) এ মাযহাব মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার মতো কোনো বিশেষজ্ঞ ছিলো না। (খ) যাহিরী মাযহাবের পরিসর সীমিত হওয়ায় তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা তাঁর ইনতিকালের পর দেড় শতাব্দী কাল পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের কোথাও এ মাযহাব প্রসার লাভ করেনি ।

পরবর্তীকালে যে সব বিশেষজ্ঞ কিয়াসের বৈধতাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁদের সবাইকে ঢালাওভাবে যাহিরী উপাধি দেয়া হয়েছে, যদিও তাঁদের কেউই ইমাম দাউদ ইবন 'আলী (র) কিংবা ছাত্রদের কারো কাছে অধ্যয়ন করেননি, এমনকি তাঁদেও রচিত বই- পুস্তকও পড়েন নি ।

যাহিরী মাযহাবের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলেন আলী ইবন আহমাদ ইবন হাযম আল আন্দালুসী (মৃ.৪৫৬হি./১০৭০সাল)। তিনি এ মাযহাবকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ রচনার মাধ্যমে একে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে এ মাযহাব স্পেনে প্রসার লাভ করে। চতুর্দশ শতকের শুরুর দিকে ইসলামী রাষ্ট্র ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ মাযহাব স্পেনে প্রচলিত ছিলো। স্পেনে মুসলিম রাষ্ট্রের পতন হলে এ মাযহাবও চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়।[৮০০]

(৬) জারীরী মাযহাব

(২২৪-৩১০ হি./৮৩৯ -৯২৩ খ্রি.)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু জারীর ইবন ইয়াযীদ আত তাবারী (র) জারীরী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ২২৪ হিজরীতে তাবারিস্তান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞান আহরণের জন্য পৃথিবীর প্রসিদ্ধ জ্ঞানকেন্দ্রসমূহ ভ্রমণ করেন। তিনি রাবী' ইবনুসুলায়মান (র) থেকে ফিকহে শাফি'ঈ, ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা ও ইবন 'আবদিল হাকাম (র)

---

৭৯৮. মুহাম্মাদ মুস্তাফা শালাবী, আল মাদখাল ফিত তা'রিফি বিল ফিকহিল ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৭৯৯. জে. এইচ.ক্রেমার্স ও এইচ. এ.আর গিব, শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম.কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ইথাকা, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৩, পৃ.২৬৬

৮০০. ড. আবু যাহরা মুহাম্মাদ, তারীখুল মাযাহিব আল ইসলামিয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৫

www.nagorikpathagar.org

করে। যে সব মুজতাহিদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ফিক্‌হ্ এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রে রূপ লাভ করে এবং যাঁরা জীবনব্যাপী কঠোর সাধনা করে মুসলিম জীবনের সকল দিকের জন্য ইসলামী শারী'আতের সুবিন্যস্ত আইন-কানূন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করেন তাঁদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালিক (র), ইমাম আশ শাফি'ঈ (র) ও ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌নু হাম্বাল (র)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ইমামের পরিচয়, ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে তাঁদের অবদান বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

ফিক্‌হে হানাফী বা হানাফী মাযহাব

যে চারটি মাযহাব বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত ফিক্‌হে হানাফী তন্মধ্যে অন্যতম। ইমাম আবূ হানীফা (র) কে কেন্দ্র করে এ মাযহাব গড়ে উঠে এবং তাঁর নামানুসারে এ মাযহাবের নামকরণ করা হয় 'ফিকহে হানাফী বা হানাফী মাযহাব'।

ইমাম আবূ হানীফা (র)

(৮০-১৫০ হি./ ৬৯৯-৭৬৭খ্রি.)

পরিচয় ও বংশলতিকা

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর প্রকৃত নাম নু'মান, উপনাম আবু হানীফা এবং উপাধি ইমাম আযম। তাঁর মহান পিতার নাম সাবিত। তাঁর বংশলতিকা এরূপ: নুমান ইবন সাবিত ইবন যুতী ইবন মাহ। বংশ পরম্পরা প্রমাণ করে যে, ইমাম আবু হানীফা (র) এর পূর্বপুরুষগণ মুসলিম ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন অনারব। ঐতিহাসিক খাতীব বাগদাদী ইমাম আবু হানীফা (র) এর পৌত্র ইসমাঈলের বরাত দিয়ে লিখেছেন, আমি ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ ইবন নু'মান ইবন সাবিত ইবন নু'মান ইবন মারযাবান। আমরা ইরানী বংশোদ্ভূত। আমরা কখনো কারো দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হইনি। আমার দাদা আবু হানীফা (র) ৮০ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন।[৮০৬] ইমাম আবূ হানীফা (র) এর পিতা সাবিত এর জীবন বৃত্তান্ত অজ্ঞাত।তাঁর সম্পর্কে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর চল্লিশ বছর বয়সের সময় এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পিতামাতা তাঁর নাম রাখেন নু'মান। ইমাম আবু হানীফা (র) যখন যৌবনে পদার্পণ করেন তখন তিনি কয়েকজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁরা হলেন: আনাস ইবন মালিক (মৃ. ৯৩ হি.); সাহ্‌ল ইবন সা'দ (মৃ.৯১ হি.) এবং আবু তোফাইল ইবন 'আমির ইবন ওয়াসিলা (মৃ.১০০হি.)। সেমতে ইমাম আবু হানীফা (র) তাবি'ঈ ছিলেন।[৮০৭]

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) এর নাম নু'মান হলেও তিনি 'আবু হানীফা' নামেই

---

৮০৬. আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতে নু'মান (বাংলা অনু.মাওলানা আবদুল জব্বার সিদ্দিকী), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০,পৃ.১; রঈস আহমাদ জাফরী, আইম্মা আরবাআ (বাংলা অনু. মোস্তফা ওয়াহিদুজ্জামান), ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ২০০৪,পৃ. ১৬

৮০৭. আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতে নু'মান, প্রাগুক্ত ,পৃ.৪-৫

www.nagorikpathagar.org

থেকে ফিকহে মালিকী এবং আবু মুকাতিল (র) থেকে ফিকহে হানাফী বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করেন। মিসর থেকে ফেরার পর তিনি সুদীর্ঘ দশ বছর কঠোরভাবে আশ শাফি'ঈ মাযহাব অনুসরণ করেন। এর কিছু দিন পর তিনি নিজ মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অনুসারীরা মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতার নামে নিজেদের জারীরী পরিচয় দিতো। তাঁর মাযহাব অল্প দিনের ব্যবধানে বিলুপ্ত হয়ে যায়।[৮০১]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত তাবারী (র) রচিত 'আল বায়ান ফী তাফসীরিল কোরআন' গ্রন্থের জন্য সর্বাধিক বিখ্যাত। এটি 'তাফসীরে তাবারী' নামে অধিক পরিচিত। ইতিহাসের উপর তাঁর লিখিত গ্রন্থ হলো 'তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক'। এটি 'তারীখে তাবারী' নামে পরিচিত। এ গ্রন্থ ইতিহাস বিখ্যাত।[৮০২] হাদীস শাস্ত্রের উপর তিনি 'তাহযীবুল আসার' নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ফিক্হবিদগণের ইখতিলাফ বিষয়ক এটি একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর মাযহাবকে ঘিরে তিনি যে সব গ্রন্থ রচনা করেন তার কয়েকটি হলো : (ক) লাতীফুল কাওল; (খ) খাফীফ; (গ) কিতাবুল বাসীত; (ঘ) কিতাবুল হুক্কাম ওয়াল মুহাযির ওয়াস সাজালাত।[৮০৩]

ইমাম আত তাবারী (র) এর মাযহাব প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে তাঁর যে সকল ছাত্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং গ্রন্থ রচনা করেন তাঁদের কয়েকজন হলেন:

(ক) 'আলী ইবনু'আবদিল 'আযীয ইবন মুহাম্মাদ আদ দাওলাবী (র)। তাঁর রচিত গ্রন্থ হলো কিতাবু আফ'আলিন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (খ) আবুল হাসান আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া (র) । তাঁর রচিত গ্রন্থ হলো কিতাবুল মাদখাল ইলা মাযহাবিত তাবারী; কিতাবুল ইজমা' ফিল ফিক্হ আলা মাযহাবিত তাবারী; কিতাবুর রাদ্দ 'আলাল মুখালিফীন। (গ) আবুল ফারাজ আল মা'আনী ইবন যাকারিয়্যা (র)। তিনি ছিলেন হাফিযে হাদীস।[৮০৪]

উপরে বর্ণিত মাযহাবসমূহ বিলুপ্ত হওয়ার পর শুধু হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বালী -এ চারটি মাযহাবই অবশিষ্ট থাকে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 'আলিমগণ যে কোনো একটি মাযহাবের অনুসরণকে আবশ্যক মনে করেন।[৮০৫]

চার মাযহাবের সূচনা ও বিকাশ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যামানায় ও সোনালী যুগেই 'ইলমুল ফিক্হের সূচনা হয়। তবে 'ইলমুল ফিক্হ প্রণয়ন ও সংকলনের কাজ হিজরী প্রথম শতকে শুরু হলেও তা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতকে এসে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ

---

৮০১. ড.আবু আমীনা বিলাল ফিলিপস, দ্যা ইভুলুশন অব ফিক্হ , প্রাগুক্ত পৃ . ১৩৮-১৩৯
৮০২. মুহাম্মাদ আল খিদারী বেক,তারীখুত তাশরিঈল ইসলামী, প্রাগুক্ত , ১৮২-১৮৩
৮০৩. মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহ্সান, তারিখে ইলমে ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ . ১১৬-১১৭
৮০৪. প্রাগুক্ত, পৃ . ১১৭- ১১৮
৮০৫ . মাওলানা কাযী আতহার হোসাইন, আইম্মা আরবা'আহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

www.nagorikpathagar.org

সমধিক পরিচিত। এ নাম তাঁর কোনো সন্তান সূত্রে প্রাপ্ত নয়। তবে কোরআন মাজীদের আয়াত:

فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً.

(তোমরা একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো–সূরা আলে ইমরান, ৩:৯৫) থেকে বাছাই করে তিনি তাঁর ডাকনাম গ্রহণ করেন আবু হানীফা।[৮০৮]

শিক্ষা জীবন

ইমাম আবু হানীফা (র) এর শৈশবকাল ছিলো বর্ণাঢ্য। একদিন তিনি বাজারে যাচ্ছিলেন। বাজারে যাওয়ার পথেই ছিলো তদানীন্তন যুগের প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ ইমাম আশ শাবী' (র) এর বাড়ী। তিনি তাঁকে কোনো শিক্ষার্থী মনে করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছো? তিনি একজন সওদাগরের নাম বললে ইমাম আশ শা'বী বললেন, আমার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য হলো, তুমি কার কাছে বিদ্যা শিক্ষা করো? ইমাম আবু হানীফা (র) বললেন, কারো নিকট নয়। ইমাম আশ শাবী' (র) বললেন, আমি তোমার মাঝে প্রতিভা ও যোগ্যতা লক্ষ্য করছি। কাজেই তুমি 'আলিমদের সাথে ওঠাবসা করো। এই উপদেশ আবু হানীফা (র) এর মনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ।

অতপর তিনি বিদ্যার্জনের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। ইমাম আবু হানীফা (র) এর সময় আধুনিক কালের মতো সুবিন্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থা ছিলো না। সেসময় পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষার সীমা ছিলো সাহিত্য, ইতিহাস, ফিক্হ, হাদীস, 'ইলমে কালাম ইত্যাদি। তবে তিনি প্রথমত 'ইলমে কালাম ও পরে ফিক্হ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।[৮০৯]

তৎকালীন কূফা শহরে ইমাম হাম্মাদ (র) ছিলেন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপস। তিনি আনাস (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন এবং 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) নিকট ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন। এই উভয়বিধ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান সাধনা সাধারণ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইমাম আবু হানীফা (র) যখন ফিক্হ শাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি ইমাম হাম্মাদ (র) এর শিষ্যত্ব গ্রহণের মনস্থ করেন। তিনি তাঁর নিবিড় তত্ত্বাবধানে সুদীর্ঘ দশ বছর কাটান । ইতোমধ্যে বাসরায় ইমাম হাম্মাদ (র) এর এক আত্মীয় মারা যায়। অতপর তিনি বাসরা চলে যান এবং ইমাম আবু হানীফা (র)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। ইমাম হাম্মাদ (র) এর অনুপস্থিত কালীন সময়ে ইমাম আবু হানীফা (র) বিভিন্ন বিষয়ে ৬০ টি মাসআলা দেন। দুই মাস পর ইমাম হাম্মাদ (র) কূফাচলে আসলে তিনি তাঁর নিকট মাসআলাসমূহ উপস্থাপন করেন। তিনি ২০ মাসআলায় ত্রুটি শনাক্ত করেন এবং অবশিষ্টগুলোকে শুদ্ধ বলে অভিমত দেন। এতে তাঁর প্রতি ইমাম আবু হানীফা (র) এর আকর্ষণ আরো বেড়ে যায়। অতপর তিনি আজীবন তাঁর

---

৮০৮. প্রাগুক্ত ,পৃ. ৬
৮০৯. প্রাগুক্ত ,পৃ. ৮-৯

www.nagorikpathagar.org

শিষ্যত্বে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইমাম হাম্মাদ (র) ১২০হিজরীতে ইনতিকাল করেন।[৮১০]

ফিক্‌হ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভের জন্য ইমাম আবু হানীফা (র) ইমাম হাম্মাদ (র) এর শিক্ষালয়কে যথেষ্ট মনে করতেন। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞান লাভের জন্য তা যথেষ্ট ছিলো না। মাসআলা উদ্‌ভাবনে হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান অত্যন্ত জরুরি মনে করে তিনি কুফার বিখ্যাত হাদীসবিশারদগণের শিক্ষালয়ে যাতায়াত শুরু করেন। আবুল মাহাসিন (র) বলেন, একমাত্র কূফানগরেই তাঁর ৯৩ জন হাদীসের শিক্ষক ছিলেন ।[৮১১]

ইমাম আবু হানীফা (র) এর শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম আবু হানীফা (র) এর কয়েকজন বিখ্যাত শিক্ষকের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ইমাম আশ শা'বী (র), মৃ. ১০৪/১০৬হি.
ইমাম সালামা ইবন কুহাইল (র)
ইমাম মাহারিব ইবন দিসার (র) মৃ.১১৬ হি.
শুবা আল ইরাকী (র), মৃ.১৬০
হিশাম ইবন উরওয়া (র)
সুলায়মান ইবন মিহরান (র), মৃ. ১১০হি.
আওন ইবন আবদুল্লাহ (র)
আবু ইসহাক আস সাবঈ আল কূফী (র)
সিমাক ইবন হারব আল কূফী (র)
'আতা ইবন আবী রাবাহ (র) মৃ.১১৫হি.
ইমাম বাকির (র) মৃ.
ইমাম জাফর সাদিক (র)
'আসিম ইবনু আবিন নুজুদ আল কূফী (র)
'আলকামা মারসাদ আল কূফী (র)
হাকাম ইবন উতবা আল কূফী (র)
আলা ইবন আল আরকাম আল কূফী (র)
সাঈদ ইবন মাসরুক আল কূফী (র)
আদী ইবন সাবিত আল কূফী (র)
কাতাদা আল বাসরী (র)
নাফি' ইবন 'উমার আল মাদানী (র)
'আবদুর ইবন হুরমুয আল মাদানী (র)

---

৮১০. প্রাগুক্ত ,পৃ. ১১-১২
৮১১. প্রাগুক্ত ,পৃ. ১৪

www.nagorikpathagar.org

কায়িস ইবন মুসলিম আল কূফী (র)
হাশিম ইবন হাবীব আল কূফী (র)
আল 'আমাশ আল কূফী (র)
'আতা ইবনুস সায়িব আস সাকাফী (র)
'আতা ইবনু আবী মুসলিম আল খুরাসানী (র)
ইমাম আয যুহরী (র)
ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ আল কূফী (র)
ইসমাঈল ইবন আবদুল মালিক আল মাক্কী (র)
শাদ্দাদ ইবন আবদুর রহমান আল বাসরী (র)
আবদুর রহমান ইবন দীনার আল মাদানী (র)
শাইবান ইবন আবদুর রহমান আল বাসরী (র)
আকরামা মাওলা ইবন আব্বাস আল মাক্কী (র)
মূসা ইবন আবী আয়িশা আল কূফী (র)
সালত ইবন বাহরাম (র)
উসমান ইবনু আবদিল্লাহ (র)
ইয়াহ্ইয়া ইবন আমর (র)
উবায়দুল্লাহ ইবন উমার (র)
আবদুল্লাহ ইবনু আবী যিয়াদ (র)
হাকাম ইবনু যিয়াদ (র)
কাসীর নআল আসিম (র)
আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান (র)
সুলায়মান আশ শাইবানী (র)
সাঈদ আল মারযুবান (র)[৮১২]

শিক্ষাদান

ইমাম হাম্মাদ (র) এর ইনতিকালের সময় ইমাম আবু হানীফা (র) এর বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছর। এ সময় তিনি ইজতিহাদ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তথাপি মহান শিক্ষকের জীবদ্দশায় পৃথক দরসগাহ্ প্রতিষ্ঠা করা তিনি পছন্দ করেননি। ইমাম ইবরাহীম আন নাখয়ী (র) এর পর ফিক্হ বিষয়ে ইমাম হাম্মাদ (র)-এর উপর দায়িত্ব অর্পিত ছিলো। ইমাম হাম্মাদ (র) এর ইনতিকালের ফলে সমগ্র কূফায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এ সময় তদানীন্তনকালের লোকজন তাঁর বিখ্যাত ছাত্র মূসা ইবনু কাসীর (র)-কে

৮১২. রঈস আহমাদ জাফরী, আইম্মা আরবাআ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩৪

www.nagorikpathagar.org

তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে। তিনি কিছু দিন এ দায়িত্ব পালন করেন। অতপর তিনি হাজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মাক্কার উদ্দেশ্যে চলে যান । এ সময় সর্বসম্মতভাবে তাঁকে দারসগাহের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিছু দিনের মধ্যে তদানীন্তন বিশ্বের প্রায় সকল এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী তাঁর দারসগাহে এসে জড়ো হয়। ফলে সমগ্র কুফায় ব্যাপক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। তদানীন্তনকালের বড় বড় ফাকীহ্গণের ন্যায় তাঁকেও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগদানের আহবান জানানো হয়। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কুফার গভর্নর ইয়াযীদ ইবনু 'আমর শপথ করে বললেন, আপনাকে এ পদ গ্রহণে বাধ্য করা হবে। অনেক বুযুর্গ ব্যক্তি বুঝালেও ইমাম আবু হানীফা (র) নিজ সিদ্ধান্তে অনড় থাকলেন। ইয়াযীদ ক্ষুব্ধ হয়ে ইমাম সাহেবকে প্রতিদিন দশটি করে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিলেন। ইয়াযীদের নির্দেশ যথারীতি কার্যকর করা হলো কিন্তু ইমাম সাহেব নিজ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন না । অবশেষে ইয়াযীদ তার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিলে ইমাম আবু হানীফা (র) মাক্কায় চলে যান এবং ১৩২ হিজরী পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন।[৮১৩] ইতোমধ্যে উমাইয়্যা শাসনামলের অবসান ঘটে এবং বানু 'আব্বাস ক্ষমতাসীন হয়। 'আব্বাসীয় খলীফা মানসুর তাঁকে বিচারকের পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। খালীফা মানসুর ক্ষুব্ধ হয়ে ইমাম সাহেবকে কারাগারে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। উল্লেখ্য যে, ঐ সময় থেকে ইমাম সাহেব যতদিন জীবিত ছিলেন কারাগারেই বন্দী ছিলেন ।[৮১৪]

ইনতিকাল

খালীফা মানসুর ইমাম আবু হানীফা (র)-কে ১৪৬ হিজরীতে কারাগারে বন্দী করেন। কিন্তু তাঁর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা খালীফা মানসুরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। কারাগারে বন্দী করায় তাঁর সুনাম নষ্ট হওয়া দূরের কথা, তাঁর সম্মান আরো বেড়ে যায়। উল্লেখ্য যে, হানাফী ফিক্হের অন্যতম স্তম্ভ ইমাম মুহাম্মাদ (র) কারাগারেই ইমাম আবু হানীফা (র) নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। অবশেষে ইমাম সাহেবের অজ্ঞাতে তাঁকে বিষ খাওয়ানো হয়। তিনি যখন বিষক্রিয়া অনুভব করেলেন তখন সিজদায় পড়ে যান এবং সেই অবস্থায় তিনি শাহাদাতবরণ করেন। এ সময় ছিলো ১৫০ হিজরী সাল এবং তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর ।[৮১৫]

প্রতিক্রিয়া

ইমাম আবু হানীফা (র) এর মৃত্যুতে সর্বমহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁকে গোসল দেয়ার সময় বাগদাদের বিচারপতি হাসান ইবন 'আম্মারা বলেন, "আল্লাহর শপথ! আপনি

---

৮১৩. আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতে নু'মান , প্রাগুক্ত ,পৃ. ২৪-২৫,২৭
৮১৪. প্রাগুক্ত ,পৃ. ৩০-৩১
৮১৫. প্রাগুক্ত ,পৃ. ৩২-৩৩

www.nagorikpathagar.org

সকলের বড় ফাকীহ্, সকলের বড় 'আবিদ, সকলের চেয়ে বড় যাহিদ।আপনার মাঝে সকল মানাবীয় গুণাবলির সমাহার ঘটেছিল। আপনি আপনার স্থলাভিষিক্তদের হতাশ করে গেছেন। তাঁরা কেউই আপনার মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না"।

ঐতিহাসিক খাতীব বাগদাদী বলেন, "দাফনের পরেও বিশ দিন পর্যন্ত লোকজন তাঁর জানাযার নামায পড়েছিল"।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর শিক্ষক শু'বা (র) বলেন, আফসোস! কূফা শহর আজ অন্ধকার হয়ে গেল।

ইমাম 'আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) বলেন, হে আবু হানীফা ! আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। ইমাম ইবরাহীম মারা গেলে তাঁর উত্তরসূরী ছিলো এবং ইমাম হাম্মাদ (র) মারা গেলে তাঁরও উত্তরসূরী ছিলো। আফসোস! সমগ্র বিশ্বে আপনার উত্তরসূরী হওয়ার মতো কেউ নেই।[৮১৬]

সন্তান-সন্ততি

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে তেমন বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, তাঁর ওফাতের সময় তাঁর পুত্র হাম্মাদ ব্যতীত আর কেউ জীবিত ছিলেন না। হাম্মাদ (র) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। শৈশবেই অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। তিনি সূরা আল ফাতিহা মুখস্থ করলে তাঁর মহান পিতা শিক্ষককে পাঁচশত দিরহাম উপহার দিয়েছিলেন। বেড়ে ওঠার সাথে সাথে ইমাম আবু হানীফা (র) নিজেই তাকে বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত যত্ন সহকারে শিক্ষা প্রদান করেন। তিনি ১৭২ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় তিনি চার পুত্র রেখে যান। তারা হলেন: 'উমার, ইসমা'ঈল, আবু হায়্যান ও উসমান। ইসমা'ঈল জ্ঞান গরীমায় অত্যন্ত সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেনে। ফলে খালীফা মামুনুর রশীদ তাকে বিচারক পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি উক্ত দায়িত্ব বিচক্ষণতার সাথে পালন করেন।[৮১৭]

ইমাম আবু হানীফা (র) এর চরিত্র

ইমাম আবু হানীফা (র) সম্পর্কে এমন অনেক মুখরোচক অতিশয়োক্তি উল্লেখ আছে যে, তাঁর প্রকৃত রূপ তুলে ধরাই দুরূহ হয়ে পড়েছে। যেমন তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি চল্লিশ বছর 'ইশার উযু দিয়ে ফাজরের নামায আদায় করেছেন; তিন বছর তিনি একনাগারে রোযা রেখেছেন; যেখানে তাঁর ওফাত হয়েলিছ সেখানে তিনি সাত হাজার বার কোরআন খতম করেছেন; তাঁর মাসিক খরচ মাত্র দশ আনা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক বিচারে এসব কথা প্রমাণিত নয়। তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অসাধারণ প্রতিভা,সূক্ষ্ণ বিচারবোধ, ইবাদাত-নিষ্ঠা, বিশ্লেষণী ও উদ্ভাবনী শক্তি ইত্যাদি

---

৮১৬. প্রাগুক্ত

৮১৭. রঈস আহমাদ জাফরী, আইম্মা আরবাআ প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৩-৫৪

www.nagorikpathagar.org

বিষয়ে যথেষ্ট প্রামাণ্য তথ্য মওজুদ আছে। যেমন ইমাম আবু ইউসুফ (র) খালীফা হারুনুর রশীদকে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর চরিত্র মাধুর্য সম্পর্কে বলেছিলেন, "তিনি সর্বপ্রকার নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকতেন, বেশির ভাগ সময় তিনি নীরব থাকতেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকতেন, কোনো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে এবং জবাব জানা থাকলে জবাব দিতেন অন্যথায় চুপ থাকতেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন,দুনিয়া লোভী লোকদের থেকে দূরে থাকতেন, পার্থিব ক্ষমতা ও সম্মানকে তুচ্ছজ্ঞান করতেন, গীবাত ও পরনিন্দা থেকে দূরে থাকতেন। খালীফা হারুনুর রশীদ এ মন্তব্য শুনে বললেন, সত্যিকার সৎলোকের চরিত্র এরূপই হয়ে থাকে"।[৮১৮]

মহান আল্লাহ ইমাম আবু হানীফা (র) কে চমৎকার স্বভাব প্রকৃতির সাথে শারীরিক অপরূপ সৌন্দর্যও দান করেছিলেন। তাঁর শারীরিক গঠন ছিলো মধ্যমাকৃতির, সুদর্শন ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাঁর কথাবার্তা ছিলো স্পষ্ট, কণ্ঠস্বর ছিলো সুউচ্চ ও সুমধুর, আচরণ ছিলো সংযত, ক্ষমা প্রদর্শন, বক্তৃতাদানের সময় বিষয় যতই জটিল হোক অত্যন্ত প্রাণ্‌এক্সল ভাষায় উপস্থাপন করতে পারতেন। বেশির ভাগ সময় তিনি আকর্ষণীয় পোশাকে সজ্জিত থাকতেন। তিনি অত্যন্ত দামি টুপি ব্যবহার করতেন। তিনি রাজদরবার থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন এবং পরমুখাপেক্ষিহীন ছিলেন। তিনি কোনো প্রকার রাষ্ট্রীয় ভাতা গ্রহণ করতেন না । নিজ ছাত্রদের আর্থিক সহযোগিতা করতেন।[৮১৯]

আমানতদারি

ইমাম আবু হানীফা (র) পৈত্রিক সূত্রে বড় মাপের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন। ব্যবসায়িক কাজে তাঁর সততা, নিষ্ঠা,আমানতদারি, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতনতা ছিলো প্রশ্নাতীত।

(ক) একবার তিনি হাফস ইবনু 'আবদির রহমানের কাছে রেশমী কাপড়ের চালান পাঠালেন। উক্ত কাপড়ের কোনো থানের মাঝে একটু আধটু ত্রুটি ছিলো। সেগুলো সনাক্ত করে বলে পাঠিয়েছিলেন যে, বিক্রি করার সময় লোকদেরকে যেন তা জানিয়ে দেয়া হয়। হাফস বিক্রির সময় সে কথা বেমালুম ভুলে যান। ইমাম আবু হানীফা (র) ঘটনাটি জেনে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং তিনি ত্রুটিযুক্ত থানগুলোর দাম হিসাব করলেন, যার মূল্য ছিলো প্রায় ত্রিশ হাজার দিরহাম। অতপর ত্রিশ হাজার দিরহাম দান করে দেন।

(খ) একবার এক মহিলা রেশমি কাপড়ের একটি থান নিয়ে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নিকট এসে বললো, একশো দিরহামের বিনিময়ে এটি কিনে রাখুন। তিনি তাকে বললেন, তুমি খুব কম দাম চেয়েছ, এর মূল্য পাঁচশত দিরহাম। অতপর তিনি তা পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে কিনে রাখলেন।[৮২০]

---

৮১৮. অল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতে নু'মান , প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৫-৩৬
৮১৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯-৪০
৮২০. রঈস আহমাদ জাফরী, আইম্মা আরবাআ , প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৮

www.nagorikpathagar.org

ইমাম আবু হানীফা (র)- এর ছাত্রবৃন্দ

ইমাম আবু হানীফা (র)এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একমাত্র মহাতীর্থ ভূমির সাথেই তুলনা করা যায়। বয়স, যোগ্যতা, মান সম্মান নির্বিশেষে এ প্রতিষ্ঠান এক মহাজ্ঞান-তীর্থে পরিণত হয়েছিল । এখানে সর্বশ্রেণির পন্ডিতদের মহামিলন ঘটেছিল। যেমন :

শাসক শ্রেণি

খালীফা আবু জা'ফার মানসুর, খালীফা মাহদী, খালীফা মূসা, খালীফা হাদী ,খালীফা হারুনুর রশীদ, খালীফা আমীন, খালীফা মামুন প্রমুখ।

প্রশাসকবৃন্দ

খুরাসানের আমীর হাসান ইবন মাহতাব, 'আবদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ ইবন 'আবদিল মালিক আল উমুবী, আফ্রিকার বারকাহের আমীর হাশিম ইবন 'আবদুল্লাহ আল তাজবী ।

ছাত্রবৃন্দ

ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল কাতান (র)
'আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র), মৃ.১৮১হি.
ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়্যা ইবন আবী যায়িদা (র), মৃ.১৮২হি.
ওয়াকী' ইবন জাররাহ (র), মৃ.১৯৭হি.
ইয়াযীদ ইবন হারূন (র), মৃ. ২০২হি.
হাফস ইবন গিয়াস (র), মৃ. ১৯২হি.
আবূ আসিম ইবন নাবীল (র), মৃ. ২১২হি.
আবদুর রাযযাক ইবন হুমাম (র), মৃ. ২১১হি.
দাউদ আত তায়ী (র), মৃ. ১২০হি.
ইমাম আবূ ইউসুফ (র), মৃ. ১৮২হি.
ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ শাইবানী (র), মৃ. ১৮৯ হি.
ইমাম যুফার (র), মৃ. ১৫৮ হি.
কাসিম ইবন মা'আন (র), মৃ. ১৭৫ হি.
আসাদ ইবন 'আমর (র)
'আলী ইবন মাসহার (র), মৃ. ১৮১ হি.
'আফিয়া ইবন ইয়াযীদ (র)
হিব্বান (র), মৃ. ১৭৬ হি.
মানদিল (র), মৃ. ১৬৮ হি.[৮২১]

---

৮২১. রঈস আহমাদ জাফরী, আইম্মা আরবাআ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-১৯৬; আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতে নু'মান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৫৫

www.nagorikpathagar.org

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর রচনাবলি

ইমাম আবূ হানীফা (র)এর লিখিত যে সব গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় তন্মধ্যে (১) আল ফিকহুল আকবার ও (২) আল'আলিম ওয়াল মুতা'আল্লিম উল্লেখযোগ্য । আল ফিকহুল আকবার মূলত ইসলামী 'আকীদা বিষয়ক একটি গ্রন্থ। 'আল্লামা মুল্লা আলী কারী, শায়খ আকমালুদ্দীন, হাকীম ইসহাক মাওলানা আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ও আবুল বাকা আহমাদী (র) সহ অনেকে এ গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেছেন। এ ছাড়াও (৩) আল মুসনাদ তাঁর সংকলন বলে জানা যায়। [৮২২]

ফিকহী বোর্ড

ইমাম আবূ হানীফা (র) মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমূহ সমস্যার সমাধান কল্পে দীর্ঘ ২২ বছরকাল পর্যন্ত এ বিষয়ে গভীর সাধনা করেন এবং তাঁর সুযোগ্য ও বিশিষ্ট ছাত্রদের নিয়ে ৪০ সদস্যের একটি 'ফিকহী বোর্ড' গঠন করে কুর'আন, হাদীস, 'ইজমা সাহাবা, ফাতাওয়ায়ে সাহাবা এবং কিয়াসের মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণা করে বিষয় ভিত্তিকভাবে ফিকহের এক বিশাল ভান্ডার গড়ে তোলেন যা 'ইলমুল ফিক্হ' নামে পরিচিত।

ইমাম আত তাহাভী (র) মুত্তাসিল সনদে ইমাম মালিক (র)-এর সুযোগ্য ছাত্র আসাদ ইব্নু ফুয়াদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ফিকহী বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিলো চল্লিশ জন। শায়খ আবদুল কাদির আল-কুরাশী (র) তাঁদের নাম 'আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যা' গ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে পর্যায়ক্রম অনুসারে বর্ণনা করেছেন:

১. ইমাম যুফার (র), মৃ. ১৫৮ হি.
২. ইমাম মালিক ইব্নু মিগওয়াল (র), মৃ. ১৫৯ হি.
৩. ইমাম মালিক ইব্নু নাযীর আত-তাঈ (র), মৃ. ১৬০ হি.
৪. ইমাম মিনদাল ইব্নু 'আলী (র), মৃ. ১৬৮ হি.
৫. ইমাম নযর ইব্নু 'আবদুল কারীম (র), মৃ. ১৬৯ হি.
৬. ইমাম 'আমর ইব্নু মায়মূন (র), মৃ. ১৭১ হি.
৭. ইমাম হিববান ইব্নু 'আলী (র), মৃ. ১৭২ হি.
৮. ইমাম আবূ ইসমা (র), মৃ. ১৭৩ হি.
৯. ইমাম যুহায়র ইব্নু মু'আবিয়া (র), মৃ. ১৭৩ হি.
১০. ইমাম কাসিম ইব্নু মা'আন (র), মৃ. ১৭৫ হি.
১১. ইমাম হাম্মাদ ইব্নু আবূ হানীফা (র), মৃ. ১৭৬ হি.
১২. ইমাম সায়্যাজ ইব্নু বিসতাস (র) মৃ. ১৭৭ হি.
১৩. ইমাম শারীক ইব্নু 'আবদুল্লাহ (র) মৃ. ১৭৮ হি.

---

৮২২ আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতে নু'মান , প্রাগুক্ত , পৃ. ৬৮-৬৯

www.nagorikpathagar.org

১৪. ইমাম আফিয়া ইব্‌নু ইয়াযীদ (র) মৃ. ১৮০ হি.
১৫. ইমাম 'আবদুল্লহ ইব্‌নু মুবারাক (র) মৃ ১৮১ হি.
১৬. ইমাম 'আলী ইব্‌নু মুসহির (র) মৃ ১৮১ হি.
১৭. ইমাম আবূ ইউসুফ (র) মৃ ১৮২ হি.
১৮. ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌নু নূহ (র) মৃ ১৮৩ হি.
১৯. ইমাম হায়সাম ইব্‌নু বাশীর (র) মৃ ১৮৩ হি.
২০. ইমাম ইয়াহইয়া ইব্‌নু যাকারিয়্যা (র) মৃ ১৮৪ হি.
২১. ইমাম ফুযায়ল ইব্‌নু 'ইয়ায (র) মৃ ১৮৭ হি.
২২. ইমাম আসাদ ইব্‌নু 'উমার (র) মৃ ১৮৮ হি.
২৩. ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হাসান (র) মৃ ১৮৯ হি.
২৪. ইমাম ইউসুফ ইব্‌নু খালিদ (র) মৃ ১৮৯ হি.
২৫. ইমাম 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু ইদরীস (র) মৃ ১৯২ হি.
২৬. ইমাম ফাযল ইব্‌নু মূসা (র) মৃ ১৯২ হি.
২৭. ইমাম 'আলী ইব্‌নু যিবয়ান (র) মৃ ১৯২ হি.
২৮. ইমাম হাফস ইব্‌নু গিয়াস (র) মৃ ১৯৪ হি.
২৯. ইমাম ওয়াকী ইব্‌নুল জাররাহ (র) মৃ ১৯৭ হি.
৩০. ইমাম হিশাম ইব্‌নু ইউসুফ (র) মৃ ১৯৭ হি.
৩১. ইমাম ইয়াহইয়া ইব্‌নু সা'ঈদ আল-কাত্তান (র) মৃ ১৯৮ হি.
৩২. ইমাম শু'আয়ব ইব্‌নু ইসহাক (র) মৃ ১৯৮ হি.
৩৩. ইমাম আবূ হাফস ইব্‌নু 'আবদির রহমান (র) মৃ ১৯৯ হি.
৩৪. ইমাম আবূ মুতী আল-বালখী (র) মৃ ১৯৯ হি.
৩৫. ইমাম খালিদ ইব্‌নু সুলায়মান (র) মৃ ১৯৯ হি.
৩৬. ইমাম আবদুল হামীদ (র) মৃ ২০৩ হি.
৩৭. ইমাম হাসান ইব্‌নু যিয়াদ (র) মৃ ২০৪ হি.
৩৮. ইমাম আবূ 'আসিম নাবীল (র) মৃ ২১২ হি.
৩৯. ইমাম হাম্মাদ ইব্‌নু দালীল (র) মৃ ২১৫ হি.
৪০. ইমাম মাক্কী ইব্‌নু ইবরাহীম (র) মৃ ২১৫ হি.

উপরোক্তজনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মাদ(র), ইমাম যুফার (র), ইমাম দাউদ আত-তায়ী (র), ইমাম আসাদ ইব্‌নু 'উমার (র), ইমাম ইউসুফ ইব্‌নু খালিদ আত- তামীমী (র) এবং ইমাম ইয়াহইয়া (র)। লেখার দায়িত্ব ছিলো ইয়াহইয়া (র)-এর উপর। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত এ খিদমত আঞ্জাম

www.nagorikpathagar.org

দিয়েছেন।[৮২৩] এ মজলিসে সর্বসম্মতভাবে যা সিদ্ধান্ত হতো তাই লিখে রাখা হতো। তাঁদের মধ্য থেকে একজনও যদি ভিন্ন মত পোষণ করতেন তাহলে তিন দিন পর্যন্ত সে বিষয়ের উপর আলোচনা হতো। এরপর ঐকমত্যে পৌছলে তা লেখা হতো। কাজেই বলা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর প্রতিষ্ঠিত এ ফিক্হী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে যে সব ফিক্হী মাসাইল লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা কারো ব্যক্তিগত ফিক্হ ছিলো না। বরং এ ছিলো মূলত পরামর্শ ভিত্তিক রচিত ও সংকলিত ফিক্হ।[৮২৪]

ফিকহী মাস'আলা লিপিবদ্ধকরণে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন:

اذا جاءنا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ناخذ به واذا جاءنا من اله يتخيرنا واذا جاءنا عن التا بعين زاحمنا هم.

নাবী (স.)-এর কোনো হাদীস আমাদের নিকট পৌছলে আমরা তা গ্রহণ করে সে মত ফায়সালা করি। যদি আমাদের কাছে সাহাবা কিয়ামের রিওয়ায়াত পৌছে , তবে আমরা এ সব বর্ণনার মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করে থাকি। আর আমাদের কাছে তাবেঈনে কিরামের বর্ণনা পৌছলে আমরা এর মুকাবিলায় নিজেদের অভিমত পেশ করি অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আমরা ইজ্তিহাদ করি।[৮২৫]

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলতেন-

لم تزل الناس فى صلاح مادام فيهم من يطلب الحد يث فاذا طلبوا لعلم بلاحد يث فسدوا .

যতদিন পর্যন্ত এ উম্মাতের মধ্যে হাদীস অন্বেষণকারী লোক অবশিষ্ট থাকবে ততদিন এ উম্মাতের মধ্যে কল্যাণ অব্যাহত থাকবে। আর যখন লোকেরা হাদীসবিহীন 'ইলম অন্বেষণে লিপ্ত হবে তখন এ উম্মাত ধ্বংস হয়ে যাবে।[৮২৬]

তিনি আরো বলতেন:

واياكم والقول فى دين الله بالراى وعليكم بالسنة فمن خرج عنها ضل.

দীনী বিষয়ে তোমরা নিজেদের রায়ের আলোকে কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। সর্বদা সুন্নাহ্ তথা হাদীসকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। যে ব্যক্তি এর বাইরে চলে যাবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে"।[৮২৭]

দুর্বল সনদেও যদি কোনো হাদীস পাওয়া যায়, তবে এটিও রায়ের ভিত্তিতে ফায়সালা দেয়া অপেক্ষা উত্তম। একদা খালীফা আবূ জা'ফর মনসূরের নিকট কোনো এক ব্যক্তি এ মর্মে অভিযোগ করলো যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) ফাতাওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে হাদীসের

---

৮২৩. মাওলানা মহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাসও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
৮২৪. মাওলানা শিবলী নু'মানী, সীরাতে নুমান, তা. বি. পৃ. ১৬৪
৮২৫. ইবনু 'আবদিল বার, আল-ইনতিকা, ফী ফাযায়িলিস সালাসা, তা.বি. পৃ. ১৪১
৮২৬. আল্লামা শা'রানী, মীযানুল কুবরা, তা. বি. খ.১, পৃ. ৫১
৮২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

www.nagorikpathagar.org

কোনো পরওয়া করেন না। খালীফা এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাকে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে। আমি কখনো এমন করি না। আমি সর্বাগ্রে কোরআনের উপর আমল করি। এরপর হাদীসের উপর আমল করি। এরপর আবূ বাক্‌র আস-সিদ্দীক (র)-এর ফাতাওয়ার উপর, এরপর অপরাপর সাহাবীগণের ফাতাওয়ার উপর আমল করি। যদি কোনো এক মাস'আলার ব্যাপারে সাহাবা কিয়ামের একাধিক অভিমত থাকে, তবে অনন্যোপায় হয়ে এক্ষেত্রে আমি কিয়াস করি এবং তাঁদের কোনো একজনের অভিমতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি।[৮২৮]

যে ব্যক্তি বলে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) হাদীসের উপর কিয়াসকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন, তার জবাবে আল্লামা শা'রানী (র) বলেন,"এ জাতীয় কথা এমন ব্যক্তিই বলতে পারে, যে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন, দীনী ব্যাপারে বেপরোয়া এবং কথাবার্তায় অসতর্ক। প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে অনবহিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا.

"নিশ্চয় কান, চক্ষু এবং অন্তঃকরণ, এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।"[৮২৯]

এ জাতীয় সতর্কবাণী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি অন্যায় অভিযোগ করা থেকে বিরত না থাকে, তবে আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, তার হৃদয়-আত্মা অন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া আর কিছু নয়।[৮৩০]

আল্লামা শা'রানী (র) 'মীযানুল কুবরা' গ্রন্থের এক স্থানে ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্বন্ধে লিখেছেন, "একবার এক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর খিদমতে এসে বললেন, আমাকে হাদীস থেকে আলাদা করে দিন। এ কথা শুনে তিনি লোকটিকে খুব শাসালেন এবং বললেন, হাদীস না থাকলে আমাদের কোনো ব্যক্তি কুর'আন মাজীদের কিছুই বুঝতে পারতো না। অতপর ইমাম আবু হানীফা (র) ঐ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, বানরের গোশ্‌ত সম্পর্কে তোমার কী অভিমত? এর হালাল-হারাম হওয়া সম্পর্কে কুর'আন মজীসে কোনো বিধান আছে কী? লোকটি একেবারে খামোশ হয়ে গেল। পরক্ষণে সে লোকটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? জবাবে তিনি বললেন, বানর চতুষ্পদ জন্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই তা হালাল হতে পারে না"।[৮৩১]

২২ বছর পর্যন্ত অক্লান্ত সাধনা ও গবেষণার ফলে এ ফিক্‌হী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ৮৩

---

৮২৮. প্রাগুক্ত,
৮২৯. আলকোরআন, সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ৩৬
৮৩০. আল্লামা শা.রানী, মীযানুল কুবরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
৮৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

www.nagorikpathagar.org

হাজার মাস'আলা সংকলিত ও সন্নিবেশিত হয়। এরপরও মাস'আলার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। অবশেষে ফিকহে হানাফীতে মাসাইলের সংখ্যা পাঁচ লাখে গিয়ে পৌঁছে।[৮৩২]

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ্‌বৃন্দ ও তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলি

হানাফী ফকীহ্‌গণের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর শামিল রয়েছেন অসংখ্য ছাত্র। তাঁদের সংখ্যা ছিলো অগণিত। তাঁরা ফিকহ্ হানাফী প্রণয়নে অমর কীর্তি রেখেছেন। আমরা এখন মহান ফাকীহ্‌গণের পরিচিতি ও অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

(১) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) (১১৩-১৮২ হিজরী)

হানাফী ফকীহ্‌গণের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)। হানাফী ফিক্‌হ প্রণয়নে তাঁর অবদান সবার উর্ধ্বে। তিনি ছিলেন ফিকহে হানাফী প্রণয়নের প্রধান স্তম্ভ। তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তির ফলে হানাফী ফিকহ ফুলে ফুলে সুশোভিত ও পরিবর্ধিত হয়েছিল। ১৮২ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

তিনি নিজেই বলেছিলেন, "ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর বরকত এতই মহান ছিলো যে, তিনি আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।"[৮৩৩]

হানাফী ফিক্‌হ প্রণয়ন ও সংকলনে ইমাম আবূ ইউসুফ (রা.)-এর অনন্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি হানাফী ফিক্‌হের বিরাট উন্নতি সাধন কল্পে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইবনু নাদীমের বর্ণনা মতে তাঁর গ্রন্থসমূহের নাম নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. كتاب الصلوة (কিতাবুস্ সালাত)
২. كتاب الزكوة (কিতাবুয্ যাকাত)
৩. كتاب الصيام (কিতাবুস সিয়াম)
৪. كتاب الفرائض (কিতাবুল ফারাইয)
৫. كتاب البيوع (কিতাবুল বুয়ূ)
৬. كتاب الحدود (কিতাবুল হুদূদ)
৭. كتاب الوكالة (ওয়াতাবুল ইকালা)
৮. كتاب الوصايا (কিতাবুল ওয়াসায়া)
৯. كتاب الصيد والذبائح (কিতাবুল সাইদ ওয়ায-যাবাইহ্)
১০. كتاب الغضب والإستبرا (কিতাবুল গাযব ওয়াল-ইসতিবরা)
১১. كتاب إختلاف الأمصار (কিতাবুল ইখ্‌তিলাফিল আমসার)

---

৮৩২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ফিকহ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
৮৩৩. মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান, তারিখে ইলমে ফিকহ দিল্লী : মাকতাবাবুরহান, জামে মসজিদ দিল্লী, ১৯৬২, পৃ. ৮০

www.nagorikpathagar.org

১২. كتاب الرد على مالك بن أنس رحمه الله (কিতাবুল রাদ্দি 'আলা মালিক ইবনু আনাস (র)
১৩. كتاب الجوامع (কিতাবুল জাওয়ামি)
১৪. إمالى (ইমালী) ইমামের অভিমত সংকলন
১৫. কিতাবুল আসার (كتاب الآثار) হাদীস ও ফিক্‌হ গ্রন্থ। ফিকহী অনুচ্ছেদের আলোকে বিন্যস্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত।
১৬. إختلاف ابن إبى ليلى (ইখ্‌তিলাকু ইবনু আবী লায়লা)
১৭. الرد على سير الأو زاعى (আল-রাদ্দু আলা সিয়ারিল আওযাঈ')
১৮. كتاب الخراج (কিতাবুল খারাজ) : এতে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।[৮৩৪]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী (র) (১৩২-১৮৯ হি.)

তিনি হানাফী মাযহাবের মহান ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির অধিকারী। একজন খ্যাতিমান কোরআন-বিশেষজ্ঞ, ফাকীহ্ ও হাদীসবিশারদ । তিনি ১৩২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯ হিজরীতে ওফাত পান।

তাঁর রচনাবলি হানাফী ফিকহের ভিত্তিগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। তাঁর অমূল্য রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ হল ঃ

(১) المبسوط (আল-মাবসূত) (২) الزيادات (আয যিয়াদাত) (৩) الجامع الصغير (আল-জামিউস্ সাগীর) (৪) السير الكبير (আস সিয়ারুল কাবীর) (৫) السير الصغير (আস-সিয়ারুস সাগীর) (৬) الجامع الكبير (আল-জামিউল কাবীর) এ ছয়খানি গ্রন্থকে যাহিরুর রিওয়ায়াত (ظاهر الرواية) বলা হয়ে থাকে। এসব গ্রন্থ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ক্রমিকের প্রথমে বর্ণিত 'আল-মাবসূত' গ্রন্থখানি 'আল-আসল' (الأصل) নামে পরিচিতি। এটি একটি বিশাল গ্রন্থ। ইমাম আবু হানীফা (র.)- প্রদত্ত বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়ার বিপুল সমাবেশ ঘটেছে এ গ্রন্থে। সুতরাং এ গ্রন্থটি ফিক্‌হের সত্যিকার দর্পণ হিসেবে বিবেচিত।

এছাড়াও তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে :

(১) المحيط (আল-মুহীত) (২) الموطا (আল-মুয়াত্তা) (৩) النوادر (আল-নাওয়াদির) (৪) كتاب الآثار (হানাফী ফিকহের দলীল সম্বলিত আসার গ্রন্থ) (৫) كتاب الرذ على أهل المد ينة (কিতাবুর রাদ্দি আলা আহলির মাদীনাহ্) (৬) الكسانيات (আল-কায়সানিয়াত) (৭) الهارونيات (আল-হারূনিয়্যাত)
(৮) الجر جانيات (আল-জুরজানিয়াত) (৯) الرقيات (আর-রাক্কিয়াত) (১০) زياد الزيادات (যিয়াদউয যিয়াদাত)।[৮৩৫]

---

৮৩৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ফিকহ্ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
৮৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

www.nagorikpathagar.org

ইমাম যুফার ইবনু হুযায়ল (র) (১১০-১৫৮ হিজরী)

ইমাম যুফার (র.) ১১০ হিজরীতে কূফায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট মুজতাহিদ ফাকীহ্। ইমাম যুফার (র.) কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। স্বীয় উস্তাদের মাযহাব সম্পর্কিত কোনো বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। সম্ভবত এর কারণ তিনি ইমাম আবূহানীফা (র.)-এর ওফাতের পর মাত্র আট বছর জীবিত ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, ইমাম যুফার (র.)-এর বুদ্ধিমত্তার কারণেই বাসরায় হানাফী মাযহাবের প্রসার ঘটেছিল। তিনি যখন বাসরার বিচারক নিযুক্ত হয়ে এলেন, তখন প্রতিদিন বাসরার জ্ঞানী-গুণীজনদের নিয়ে ফিকহী মাস'আলা মাসাইল সম্পর্কে মত বিনিময় করতেন এবং সুকৌশলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত ব্যক্ত করতেন।[৮৩৬]

ইমাম ইবনু যিয়াদ লু'লুয়ী (র.) (মৃ. ২০৪ হিজরী)

ইমাম হাসান ইবনু যিয়াদ লু'লুয়ী (র.) ইমাম আবূহানীফা (র.)-এর নিকট ফিক্হ শিক্ষা শুরু করেন এবং ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম যুফার (র.)-এর নিকট শেষ করেন। হানাফী মাযহাবের ফিকহের বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ইবনুন নাদীম (র.) স্বীয় 'আল-ফিহরিস্ত' গ্রন্থে লিখেছেন, ইমাম তাহাভী (র.) বলেন- হাসান ইবনু যিয়াদ (র.) ইমাম আবূহানীফা (র.)-এর 'কিতাবুল মুজাররাদ' এর বর্ণনাকারী। তা ছাড়াও তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করে তাঁর জ্ঞানের অমর স্বাক্ষর রেখে যায়। যেমন-

১. كتاب اداب القاضى (কিতাবু আদাবিল কাযী)
২. كتاب الخصال (কিতাবুল খিসাল)
৩. كتاب معاني الإيمان (কিতাবু মা'আনিউল ঈমান)
৪. الكتاب النفقات (কিতাবুন নাফাকাত)
৫. كتاب الفرائض (কিতাবুল খারাজ)
৬. كتاب الخراج (কিতাবুল ফারাইয)
৭. كتاب الوصايا (কিতাবুল ওয়াসাইয়া) ইত্যাদি।[৮৩৭]

ইমাম ঈসা ইব্নু আবান (র.) (মৃ. ২৪৫ হিজরী)

তিনি ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর ছাত্র। তিনি বাস্রার বিচারক ছিলেন। জীবনের প্রথম দিকে হানাফী মাযহাবের বিরোধী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর সাথে একবারের সাক্ষাতেই নিবিড়ভাবে তাঁর সান্নিধ্যে চলে আসেন। ইবনু নাদীম (র.)-এর বর্ণনা মতে তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন ঃ

---

৮৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
৮৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

www.nagorikpathagar.org

১. كتاب الحج (কিতাবুল হাজ্জ)
২. كتاب خبر الواحد (কিতাবু খাবরিল ওয়াহিদ)
৩. كتاب الجامع (কিতাবুল জামি‘)
৪. كتاب إثبات القياس (কিতাবু ইসবাতিল কিয়াস)
৫. كتاب إجتهاد الراى (কিতাবু ইজতিহাদির রায়)

ইমাম আহমাদ ইবনু ‘উমার ইবনু মাহীর আল-খাসসাফ (র.) (মৃ. ২৬১ হিজরী)

তিনি তাঁর পিতা ‘উমার ইবনু মাহীর (র.) থেকে হানাফী ফিক্হ অর্জন করেন। তাঁর পিতা ছিলেন হানাফী ফিকহের একজন বিশেষজ্ঞ আলিম। শামসুল আইম্মা হুলওয়ায়ী (র.) (মৃ. ৪৫৪ হি.) তাঁর সম্পর্কে বলেন,

“খাসসাফ (র.) ছিলেন অত্যন্ত বড় মাপের আলিম এবং দীনের আলোর দিশারী। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন মুজতাহিদ ফিল মাসাইল ফাকীহ্গণের অন্তর্ভুক্ত”।[৮৩৮]

তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হলো –

১. كتاب الأوقاف (কিতাবুল আওকাফ)
২. كتاب الحيل (কিতাবুল হিয়াল)
৩. كتاب الوصايا (কিতাবুল ওয়াসায়া)
৪. كتاب الشروط الكبير (কিতাবুশ শুরূতিল কাবীর)
৫. كتاب الشروط الصغير (কিতাবুশ শুরূতিস সাগীর)
৬. كتاب الرضاع (কিতাবুর রিদা‘আ)

ইমাম আবূ বাকর আহমাদ আল-রাযী আল-জাস্সাস (র.) (মৃ.৩০৫-৩৭০)

তিনি ছিলেন প্রখ্যাত মুফাস্সির, ফাকীহ্ ও মুহাদ্দিস। তাঁর যুগে তিনি হানাফী ফিকহের এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শিষ্যগণের মধ্যে ছিলেন শীর্ষস্থানীয়।

তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হলো –

১. أحكام القران (আহকামুল কোরআন)
২. الفصول فى الأصول (আল-ফুসূল ফিল উসূল)
৩. شرح جامع كبير (শারহু জামিয়ি কাবীর)
৪. شرح مختصر الطحاوى (শারহু মুখতাসার আত-তাহাবী)
৫. شرح مختصر الكرخى (শারহু মুখতাসার আল-কারখী)

ইমাম আবুল হাসান আল-কুদূরী (র.) (মৃ.৩৬২-৪ ২৮ হিজরী)

তিনি হানাফী মাযহাবের একজন খ্যাতিমান ফাকীহ্ ও মুহাদ্দিস। তিনি ‘ইমাম কুদূরী’ নামে পরিচিতি।

---

৮৩৮. মুফতী সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (র.), আদাবুল মুফতী, তা. বি. পৃ. ২১

www.nagorikpathagar.org

ইমাম কুদূরী (র.) বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো- (১) তাজরীদ (تجريد) ৭ খণ্ডে সমাপ্ত, এ গ্রন্থে হানাফী ও শাফিঈ' মাযহাবের ইখতিলাফের উপর অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ আলোচনা স্থান পেয়েছে। (২) মাসাইলুল খিলাফাহ (مسائل الخلافة) (৩) তাকরীব (تقريب) (৪) শারহু মুখতাসারিল কারখী (شرح مختصر الكرخي) (৫) শারহু আদাবিল কাযী (شرح اداب القاضي) (৬) মুখতাসারুল কুদূরী (مختصر القدوري) ইত্যাদি। 'মুখতাসারুল কুদূরী' গ্রন্থখানি প্রায় একহাজার বছর পূর্বে রচিত। বিশটি নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে অতি জরুরি বার হাজার মাসাইল এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। রচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এর পাঠদান অব্যাহত রয়েছে। বহু ভাষায় এ গ্রন্থখানি অনূদিত হয়েছে।[৮৩৯]

ইমাম আবুল হাসান বাযদূবী (মৃ. ৪৮৪ হিজরী)

তিনি 'ফাখরুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত। তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো ঃ

১. আল মাবসূত (المبسوط) । গ্রন্থটি ১১ খণ্ড বিশিষ্ট ।
২. শারহু জামি' কাবীর (شرح جامع كبير)
৩. শারহু জামি' সাগীর (شرح جامع صغير)
৪. উসূলে বাযদুবী (أصول بزدوى) ।এটি উসূল ফিক্হ শাস্ত্রের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ)
৫. তাফসীরু কোরআন মাজীদ (تفسير قران مجيد) । এটি ১২০ খ- বিশিষ্ট ।
৬. গিনাউল ফিক্হ (غناء الفقه)
৭. কিতাবুল আমালী (كتاب الأمالي)[৮৪০]

শামসুল আইম্মা আস সারাখসী আল-হানাফী (র.) (মৃ. ৪৯০ হিজরী) ঃ

তিনি হানাফী মাযহাবের একজন সুপ্রসিদ্ধ ফাকীহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। ফিকহী উসূল-নীতিমালার তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-
(১) আল মাবসূত (المبسوط) (২) শারহুল কাবীর (شرح الكبير) (৩) মুখতাসার আততাহাবী (مختصر الطحاوى) (৪) উসূলুস সারাখসী (أصول السرخسي) ইত্যাদি। এ ছাড়াও তিনি ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর কিতাবসমূহের ব্যাখ্যা রচনা করেছেন।[৮৪১]

ইমাম ফাখরুদ্দীন কাযী খান (র.) (মৃ. ৫৯২ হিজরী)

ইমাম কাযীখান (র.) ছিলেন একজন খ্যাতিমান ফাকীহ্ ও মুহাদ্দিস। তিনি হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট মুখপাত্র। উসূল ও ফুরূঈ মাসাইল এবং কোরআন ও হাদীসের

---

৮৩৯. মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
৮৪০. প্রাগুক্ত
৮৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

www.nagorikpathagar.org

সূক্ষ্ম অর্থ ও নিগূঢ় তত্ত্ব উদঘাটনে তিনি অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে-ফাতাওয়ায়ে কাযী খান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চার খণ্ডে সংকলিত এই বিশাল ফাতওয়া গ্রন্থটি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। তাছাড়াও তিনি কিতাবুল আমালী (كتاب الأمالى) , কিতাবুল মুহাদির (كتاب المحاضر), শারহুয যিয়াদাত (شرح الزيادات,) শারহু জামিউস সাগীর (شرح جامع صغير) । এটি ২ খ- বিশিষ্ট এবং শারহু আদাবিল কাযী (شرح اداب القاضى) রচনা করেছেন।[৮৪২]

ইমাম কামাল উদ্দীন ইবনু হুমাম (র.) (মৃ. ৮৬১ হিজরী)

কামাল উদ্দীন ইবনু হুমাম (র.) হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন। আল্লামা ইবনু নুজায়ম (র.) 'আল-বাহরুর রাইক' গ্রন্থে তাঁকে 'আসহাবে তারজীহ' স্তরের ফকীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।[৮৪৩]

মুফ্তী মুহাম্মাদ সাইয়্যেদ 'আমীমুল ইহসান (র.) কাওয়ায়িদুল ফিক্হ গ্রন্থে তাঁকে 'মুজতাহিদ ফিল মাসাইল' অর্থাৎ তৃতীয় স্তরের ফকীহগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৮৪৪] তাঁর বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে ফাতহুল কাদীর (فتح القدير) অন্যতম । এটি হিদায়া গ্রন্থেরর ভাষ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম। আত তাহ্রীর (التحرير) উসূলে ফিকহের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।এ ছাড়াও মুসাইরা (مسائرة) ও যাদুল ফিক্হ (زاد الفقه) তাঁর অন্যতম রচনা। তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রগণ আত-তাহ্রীর এর অতি চমৎকার একখানা ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন।

ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র.) (মৃ.৫১১-৫৯৩ হিজরী)

ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র.) হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে প্রখ্যাত ফাকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির। এ ছাড়াও তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়েও পারদর্শী ছিলেন।

তাঁর প্রণীত বিশ্বখ্যাত 'হিদায়া' গ্রন্থে বর্ণিত মাসাইলের দলীল হিসেবে ব্যাপকভাবে হাদীস উদ্ধৃত করার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ফাকীহ্ হওয়ার সাথে সাথে একজন উঁচু স্তরের মুহাদ্দিসও ছিলেন। হিদায়ার ভাষা বর্ণনাশৈলী ও সাহিত্য মান তাঁর আরবী ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে।[৮৪৫] তাঁর রচিত গ্রন্থ হলো –

১. কিতাবুল মুনতাকা (كتاب المنتقى)
২. আত্ তাজনীস (التجنيس)
৩. আল-মাযীদ (المزيد)

---

৮৪২. প্রাগুক্ত
৮৪৩. প্রাগুক্ত
৮৪৪. মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, কাওয়াইদুল ফিকহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮
৮৪৫. মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফাতওয়া ও মাসাইল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

www.nagorikpathagar.org

৪. مناسك الحج (মানাসিকুল হাজ্জ)
৫. نشر المذاهب (নাশরুল মাযাহিব)
৬. مختارات النوازل (মুখতারাতুন নাওয়াযিল)
৭. كتاب الفرائض (কিতাবুল ফারাইয)
৮. كفاية المنتهى (কিফায়াতু মুনতাহী)[৮৪৬]

ইমাম সাদরুশ শারী'আহ্ ও তাজুশ শারী'আহ্ (র.)

ইসলামী ফিকহ্-এর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ "শারহু বিকায়া'র রচয়িতার উপাধি হলেন 'সাদরুশ শারী'আহ। তাঁর পিতামহ আহমাদ (র.)-এর উপাধি ছিল 'সাদরুশ শারী'আহ্। পিতামহের দিকে সম্বোধন করে তাঁকে সাদরুশ্ শারী'আহ্ আসগার (ছোট) বলা হয়। তাঁর প্রকৃত নাম 'উবায়দুল্লাহ্, পিতার নাম মাসঊদ এবং পিতামহের নাম মাহমূদ । তাঁর উপাধি -ছিল 'তাজুশ শারী'আহ ও সাদরুশ শারী'আহ্ । তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্, কালাম, ইলমে মুনাযারা, নাহু, লুগাত, বালাগাত, মানতিক ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

তিনি বিখ্যাত ফিকহ্ গ্রন্থ 'কিফায়া' কে সংক্ষিপ্ত করে অতি সুন্দরভাবে 'নিকায়া' নামে রচনা করেন। তাছাড়া উসূলে ফিকহের উপর 'তানকীহ্' (تنقيح) এবং তাওযীহ (توضيح) নামে নিজেই ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আল মুকাদ্দামাতুল আরবা'আ (المقدمات الأربعة), তা'দিলুল উলূম ফী উলূমিল 'আকলিয়াহ (تعديل العلوم فى علوم العقلية), আল ওয়াশশাহ (الوشاح), কিতাবুশ শুরূত (كتاب الشروط), কিতাবুল মুহাদারা (كتاب المحاضرة) অন্যতম।[৮৪৭]

ইমাম আবূ মুহাম্মদ ফাখরুদ্দীন যায়লা'ঈ (র.) (মৃ. ৭৪৩ হিজরী)

আবূ মুহাম্মাদ ফাখরুদ্দীন যায়লা'ঈ (র.) হানাফী মাযহাবের একজন খ্যাতিমান ফাকীহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর রচনাবলি কানযুয দাকাইক (كنز الدقائق)-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ তাবীনুল হাকাইক (تبيين الحقائق)
প্রসিদ্ধ। এ ছাড়াও তিনি আল জামিউস সাগীর (الجامع الصغير) গ্রন্থের ভাষ্য গ্রন্থ লিখেছেন।

বাদরুদ্দীন 'আইনী আল-হানাফী (র.) (মৃ.৭৬২-৮৫৫ হিজরী)

শায়খুল ইসলাম বাদরুদ্দীন 'আইনী আল-হানাফী (র.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফাকীহ্। তাঁর পূর্ণনাম শায়খুল ইসলাম বাদরুদ্দীন 'আইনী মাহ্মুদ ইবনু আহ্মাদ (র.)। তিনি স্বীয় যুগে ফিকহ, হাদীস, তাফসীর, ইতিহাস, উসূল ও ইল্ম মা'কূল এর বিশেষজ্ঞ আলিম ছিলেন।

৮৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২
৮৪৭. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

আল্লামা 'আইনী (র.) বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো ঃ

(১) বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ উমদাতুল কারী (عمدة القارى) । এটি ১৩ খ- বিশিষ্ট। এটি সাহীহ্ বুখারীর অনন্য সাধারণ ভাষ্য গ্রন্থ। (২) নুখবাতুল আফকার ফী শারহি মা'আনিউল আসার লিত তাহাবী (نخبة الأفكار فى شرح معانى الآثار للطحاوى), (৩) তাকমীলুল আতরাফ (تكميل الأطراف), (৪) মারহু সুনানি আবি দাউদ (شرح سنن أبى داؤد), (৫) মাবানিউল আখবার ফী রিজালি মাআনিউল আসার (مبانى الأخبار فى رجال معانى الاثار), (৬) হিদায়াতু রামযিল হাকাইক শারহু কানযিয দাকাইক (هداية رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)। এটি হিদায়া গ্রন্থের ১০ খন্ড বিশিষ্ট ভাষ্য গ্রন্থ । (৭) আদ দুররুল আফকার (الد رالأفكار)

ইত্যাদি।

আল্লামা ইবনু নুজাইম আল-মিসরী আল-হানাফী (র.) (মৃ . ৯২৩-৯৭০ হিজরী) আল্লামা ইবনু নুজাইম আল-হানাফী (র.) হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ফকীহ।

তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে বাহরুর রাইক (بحر الرائق) –'কানযুদ দাকাইক' গ্রন্থের ভাষ্য গ্রন্থ, শারহুল মানার (شرح المنار), আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর (والنظائر الأشباه), হিদায়াতুল ফাওয়াইদ আয যিনাতু ফী ফিকহিল হানাফিয়াহ (الزنية فى فقه هداية الفوائد الحنفية) ইত্যাদি।[৮৪৮]

আবু বাকর ইবনু মাস'উদ ইবনু আহমাদ আল-কাসানী (মৃ. ৫৮৭ হিজরী)

তিনি আল বাদাই ওয়াস সানাই (البدائع الصنائع) নামক বিশ্বখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ফিক্হ গ্রন্থের প্রণেতা। এ গ্রন্থটি মূলত 'আল্লামা আলীমুদ্দীন আসসামারকান্দী (র.) রচিত তুহফাতুল ফুকাহা (تحفة الفقهاء) গ্রন্থের ভাষ্য।[৮৪৯]

যিয়া উদ্দীন হাসান ইবনু মুহাম্মাদ আসসান'আনী (র.) (মৃ. ৬৫০ হিজরী)

তিনি বিশিষ্ট ফাকীহ, মুহাদ্দিস ও ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি মাশারিকুল আনওয়ার (مشارق الأنوار), যুবদাতুল মানাসিক (زبدة المناسك), মাজমাউল বাহরাইন (مجمع البحر ين), শারহুল বুখারী (شرح البخارى) ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

মোল্লা নিযাম উদ্দীন বুরহানপুরী (র.) (মৃ. ১১০৩ হিজরী)

তিনি বিখ্যাত ফাকীহ্ ছিলেন এবং ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-এর সম্পাদনা কমিটির সভাপতি ছিলেন।

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) (মৃ. ১২২৫ হিজরী)

তিনি 'মাবসূত', তাফসীর মাযহারী ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

---

৮৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪
৮৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

www.nagorikpathagar.org

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (মৃ. ১১৭৬ হিজরী)
তিনি ছিলেন ইমামুল হিন্দ। বহু গ্রন্থের প্রণেতা। উপমহাদেশের প্রখ্যাত ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস। সংস্কারক, দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। উপমহাদেশের অনেক প্রখ্যাত 'আলিম তাঁর ছাত্র। তাঁর প্রণীত মুসাওওয়া শারহু মুয়াত্তা, ইকদুল জীদ ফী তাকমিলিল ইজতিহাদ-ওয়াত তাকলীদ, আল-ইনসাফ ফী বায়ানে আসবাবিল ইখতিলাফ ও হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ইত্যাদি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

শাহ্ 'আবদুল 'আযীয দেহলভী (র.) (মৃ. ১২৩৯ হিজরী)
তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তাঁর রচিত 'ফাতাওয়া-ই-আযীযিয়্যা' গ্রন্থটি সুপ্রসিদ্ধ।

সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ আমীন ওরফে ইবনু 'আবিদীন (মৃ. ১২৫২ হিজরী)
তিনি 'আল্লামা শামী' নামে পরিচিত। তিনি রাদ্দুল মুহতার, তানকীহ, ফাতাওয়ায়ে হামিদিয়া রচনা করেছেন।[৮৫০]

মাওলানা আশরাফ আলী থানাবী (র.) (মৃ. ১৩৬২ হিজরী)
তিনি ছিলেন উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তন্মধ্যে বেহেশতী জেওর ও ফাতাওয়া-ই-এমদাদিয়া সুপ্রসিদ্ধ। তাফসীরে বায়ানুল কোরআন (তাফসীরে আশরাফী নামে পরিচিত) তাঁর অনন্য কৃতিত্ব।

মুফ্তী সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ 'আমীমুল ইহসান (র.) (মৃ. ১৯৭৪ খৃ.)
তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার মুফ্তী ও হেড্ মাওলানা ছিলেন। বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে দীর্ঘদিন খতীব পদে দায়িত্ব পালন করেন। এ মহান ফাকীহ্ অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ফাতাওয়াই বারকাতিয়া, আল-আওযাহ, ইযহারে হক, ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার ও কাওয়াইদুল ফিকহ্ অধিক প্রসিদ্ধ।

মুফ্তী মুহাম্মাদ শফী (র.) (মৃ. ১৩৯৬ হিজরী)
তিনি তাঁর যুগে পাকিস্তানের প্রধান মুফতী ছিলেন। জাওয়াহিরুল ফিকহ্, ইসলাম কা নিযামে আরদী, আলাতে জাদীদ কী শারয়ী আহ্কাম ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তাফসীরে 'মা'আরিফুল কোরআন' তাঁর অনন্য কৃতিত্ব।

মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (মৃ. ১২৯০ হিজরী)
তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ ও তাসাউস প্রভৃতি বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে মিফতাহুল জান্নাত, যাদুত তাকওয়া ও যখীরায়ে কারামত ইত্যাদি।

---

৮৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

www.nagorikpathagar.org

আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (র.)

তিনি উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ও মুফাস্সির ছিলেন। সাহীহ আলবুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাইযুল বারী (فيض البارى) তাঁর অনন্য কৃতিত্ব। গ্রন্থটি ৪খন্ড বিশিষ্ট ।

মাওলানা ইদ্‌রীস কান্দলবী (র.)

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ফাকীহ্ ও আলিমে দ্বীন। 'তালিকুস্ সাবীহ্ শারহু মিশকাতুল মাসাবীহ্' তাঁর অমর গ্রন্থ। এ ছাড়াও তিনি 'ইলমুল কালাম ও সীরাতুল মুস্তাফা (সা) রচনা করেছেন।

মাওলানা আমীন আহ্সান ইসলাহী (র.)

তিনি উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন ও ফাকীহ্ ছিলেন। 'আল-ইনসাফ ফী সাবিলিল ইখতিলাফ' গ্রন্থ উর্দূ অনুবাদ করেন। এ ছাড়া হাকীকতে তাওহীদ, ইসলামী রিসালাত, শাহরিয়াত কে হুকূক এবং তাফসীরে তাদাববুরে কোরআন তাঁর অনন্য কৃতিত্ব।

মাওলানা ইউসুফ বিননৌরী (র.)

উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ও ফাকীহ্। মা'আরিফুস সুনান (معارف السنن) তাঁর অমর গ্রন্থ ।

মাওলানা জা'ফার আহ্মাদ 'উসমানী (র.) (মৃ. ১৯৭৪ খৃ.)

তিনি ছিলেন একাধারে প্রখ্যাত গবেষক ও আলিমে দ্বীন। তিনি তাঁর অমর বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ 'ইলাউস সুনান' (اعلاء السنن) গ্রন্থ রচনা করে হানাফী ফিকহের নব দিগন্ত উম্মোচন করেন । এছাড়া 'ইমদাদুল আহ্কাম' তাঁর প্রণীত ফিক্‌হ গ্রন্থ।

(১) আল-আযহার ফী আসাসুহি শারহিল মুখতাসার, (২) আন-নাওয়াদির আল-মুনীফা ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফা, (৩) আল-মাকাসিত আল-মুনীকা আল-মুনীফা ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফা,(৪) জাওয়ামিউল কালিম; (৫) মুফীদুল মুফতী;

(২) (৬) কিতাবুল হুনাফা ফী যিকরিদ যুড়রফ আদ-দুয়াফা।'

মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (মৃ. ১৯৩৯ সন)

উপমাহাদেশের একজন প্রখ্যাত ফাকীহ্ ও মুহাদ্দিস ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা এবং মুবাল্লিগ। তিনি নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থগুলো রচনা করেন-

(ক) আল-আযহার ফী তাসামুহি শারহিল মুখতাসার;(الأزهر فى تسامح شرح المختصر)

(খ) আন-নাওয়াদীর আল মুনিফা ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফা; (النوادر المنيفة فى مناقب الامام أبى حنيفة)

(গ) আল-মানাকিব আল -মুনিফা ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফা; (المقائب المنيفة فى مناقب الإمام أبى حنيفة)

www.nagorikpathagar.org

(ঘ) জাওয়ামিউল কালিম;(جوامع الكلم)
(ঙ) মুফীদুল মুফতি;(مفيد المفتي)
(চ) কিতাবুল হুনাফা ফী যিকরিদ যু'ওফা আদ-দু'য়াফা।" (كتاب الحنفاء في ذكر الضعف الضعفاء)।[৮৫১]

ফিক্‌হে হানাফীর উসূলবিদ ইমামগণ ও তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহ

আল্লামা খিযরী বেক (র.) লিখেছেন , ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.) সর্বপ্রথম 'উসূলে ফিকহ' গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু এসব গ্রন্থের কোনো সন্ধান বর্তমানে পাওয়া যায় না। অবশ্য, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর পর হানাফী ফাকীহ্ ও উসূলবিদগণ অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে হানাফী ফিকহের কয়েকজন উসূলবিদ ও তাঁদের প্রণীত উসূল গ্রন্থের পরিচয় দেয়া হলো-

ইমাম আবূ বাক্‌র আল-জাস্‌সাস (মৃ. ৩৭০ হিজরী)

তিনি কিতাবুল উসূল (كتاب الأصول) নামে একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থখানা হানাফী উসূল গ্রন্থের প্রাচীন গ্রন্থ।

ইমাম ফাখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.) (মৃ. ৪৮২ হিজরী)

তিনি কিতাবুল উসূল (كتاب الأصول) রচনা করেন। এটি উসূলে বাযদুবী (أصول بزدوى) নামে পরিচিত। এটি উসূলের বুনিয়াদী ও দলীল-প্রমাণ ভিত্তিক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ।

ইমাম 'আবদুল আযীয বুখারী (র)

তিনি কাশফুল আসরার (كشف الأسرار) নামে উসূলের একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। মূলত এটি হলো উসূলে বায়দুবীর ভাষ্য গ্রন্থ।

আল্লামা আসসারাখ্‌সী (র) (মৃ. ৪৯০ হিজরী)

তিনি উসূলে সারাখ্‌সী (أصول سرخسى) রচনা করেন। এ গ্রন্থটি উসূলের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত।

ইমাম ফাখরুদ্দীন আর রাযী আল-হানাফী (মৃ. ৬০৬ হিজরী)

তিনি আলমাহ্‌সূল ফী উসূলিল ফিক্‌হ (المحصول في أصول الفقه)রচনা করেন।

আল্লামা তাজুদ্দীন আরমূভী (র.)

তিনি 'আল-হাসিল' (الحاصل) গ্রন্থ রচনা করেন এবং ইমাম আর-রাযীর আল-মাহ্‌সুল (المحصول) গ্রন্থকে সংক্ষিপ্ত করে আত-তাহ্‌সীল (التحصيل) নামকরণ করেন। তারপর

৮৫১. মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্‌সান, তারীখে ইলমে ফিক্‌হপ্রাগুক্ত, পৃ.৮১

www.nagorikpathagar.org

শিহাব উদ্দীন কারওয়ানী (৬৮৪ হিজরী) উক্ত দু'টি গ্রন্থকে একত্র করে 'আত-তানকীহাত' নামে রচনা করেন।

আল্লামা সাইফুদ্দীন আমিদী (র.) (মৃ. ৬৩১ হিজরী)

তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'কিতাবুল আহ্‌কাম' (كتاب الاحكام) অন্যতম।

আল্লামা হাফিয উদ্দীন আন-নাসাফী (র.)

তাঁর প্রণীত উসূল গ্রন্থের নাম 'আলমানার' (المنار)। আলমানার এর ভাষ্য গ্রন্থ হলো বিশ্বখ্যাত 'নূরুল আনওয়ার' (نور الانوار)। এ উসূল গ্রন্থখানি রচনা করেন 'আল্লামা আহমাদ মুল্লা জীউন (র.)।

কাযী মুহিব্বুল্লাহ্ বিহারী (র.)

তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'মুসাল্লামুস সুবূত' (مسلم الثبوت)। এ গ্রন্থখানি ইব্‌ন হুমাম-এর 'আত তাহ্‌বীর', ইব্‌ন হাজিব-এর 'আল-মুখতাসার' এবং আল্লামা কাযী বায়যাবীর 'আল-মিনহাজ' থেকে সংকলিত। অবশ্য এতে অতিরিক্ত বক্তব্যও রয়েছে।

'আল্লামা হুস্‌সাম উদ্দীন (র.)

তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'হুস্‌সামী' (حسامی)। এটি একটি প্রসিদ্ধ উসূল গ্রন্থ।

আল্লামা নিযাম উদ্দীন শাশী (র.)

তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম উসূলুশ শাশী (أصول الشاشی)।[৮৫২]

---

৮৫২. প্রাগুক্ত পৃ.৮২

www.nagorikpathagar.org

ফিক্‌হে মালিকী বা মালিকী মাযহাব
(জ. ৯৩ হি./৭১২ খ্রি.- মৃ.১৭৯ হি./৭৯৫ খ্রি.)

ইমাম মালিক (র)
জন্ম ও পরিচয়

ইমাম মালিক ইব্‌নু আনাস (র)-কে কেন্দ্র করে ফিক্‌হে মালিকী গড়ে ওঠায় একে মালিকী মাযহাব বলা হয়। তাঁর প্রকৃত নাম মালিক, উপনাম আবু 'আবদিল্লাহ, উপাধি ইমামু দারিল হিজরাহ। তাঁর পিতার নাম আনাস। তাঁর বংশলতিকা : মালিক ইবনু আনাস ইবনি মালিক ইবনি আবি 'আমির নাফি' ইবনি 'আমর ইবনিল হারিস ইবনি 'উসমান ইবনি জুসাইল ইবনি 'আমর ইবনিল হারিস যিল আসবাহ আলআসবাহী।[৮৫৩] তাঁর মাতার নাম আলিয়া বিনতু শুরাইক ইবনি 'আবদির রহমান আল আসাদিয়া। তিনি ৯৩ হি. মুতাবিক ৭১২খ্রি. মাদীনার উত্তরে যুলমারওয়া পল্লীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৮৫৪] ইমাম মালিক (র) এর পিতামহ আবু আনাস মালিক (মৃ,৭৪ হি./৬৯৩ খ্রি.)ছিলেন একজন বিশিষ্ট তাবি'ঈ। হাদীস শাস্ত্রে তিনি একজন বিশস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।[৮৫৫] তিনি 'উমার, 'উসমান, তালহা, হাসসান ইবনু সাবিত, আবু হুরায়রা, 'আয়িশা (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন।[৮৫৬]

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন

ইমাম মালিক (র) শৈশবে তাঁর সহোদর নাদর এর সাথে মদীনার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত 'আকীক উপত্যকায় চলে আসেন এবং কাপড় ব্যবসায়ে তাকে সহযোগিতা করেন। সে সময় তিনি সঙ্গীত চর্চার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর মা তাঁকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং 'আলকামা ইবনু আবী 'আলকামার শিক্ষায়তনে ভর্তি করিয়ে দেন।তিনি প্রথমে আলকোরআন হিফয করেন। অতপর ফিক্‌হ শাস্ত্র চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় তাঁর মা তাঁকে মাসজিদে নাবাবীতে অনুষ্ঠিত রাবীয়াহ ইবনু 'আবদির রহমান আর-রায় (র) -এর শিক্ষায়তনে ভর্তি করান এবং বলেন,তাঁর নিকট জ্ঞানার্জনের পূর্বে শিষ্টাচার শিক্ষা করবে ।[৮৫৭]

---

৮৫৩. ইবনু হাযিম,জামহারাতু আনসাব আলআরাব, বৈরুত:দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ,১৯৮৩, পৃ. ৪৩৫

৮৫৪. আল হামুভী, মু'জাম আল বুলদান, বৈরুত: দারু সাদির ,১৯৫৭, খ.৫, পৃ.১১৬ ; ইবনু হাযিম, জামহারাতু আনসাব আলআরাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬; আল যিরিকলী,আল আলাম, বৈরুত: দারু ইলমি লিল মালায়িন,১৯৮০,খ.৫,পৃ.২৫৭

৮৫৫. ইবনু কুতায়বা,আল মা'আরিফ,আল কাহেরা:মাতবাআ'তু দারিল কুতুব,১৯৬০,পৃ. ৪৯৮

৮৫৬. আল যারকানী,শারহু আল যারকানী আলা মুয়াত্তা আল ইমাম মালিক, বৈরুত: দারুল মা'আরিফাহ,১৯৮৯,খ.১,পৃ.৩

৮৫৭. আল জুন্দী,মালিক ইবনু আনাস ,আল কাহেরা:দারুল মা'আরিফ,১৯৮৩,পৃ.৪৪

www.nagorikpathagar.org

ইমাম মালিক (র)-এর শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম মালিক (র) এর সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা প্রায় নয় শতাধিক। তাঁদের মধ্যকার তিনশত জন তাবি'ঈ ,অবশিষ্ট ছয়শত জন তাবে' তাবি'ঈ । এই বিপুল সংখ্যক শায়খের মধ্য থেকে মাত্র ৯৫ জন শায়খের রিওয়ায়াত তাঁর আলমুয়াত্তা গ্রন্থে স্থান দেন। এই বিপুল সংখ্যক শাইখের মধ্য থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষকের পরিচয় দেয়া হলো :

(১) 'আলকামা ইবনু আবী 'আলকামা (র) :

ইনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) এর মুক্ত দাস। তিনি আরবী ভাষা,ব্যাকরণ ও ছন্দবিদ্যায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। মাদীনায় তাঁর একটি শিক্ষায়তন ছিলো। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে ঐসব বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তবে হাদীস শাস্ত্রে তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি ছিলো। ইমাম মালিক (র) তাঁর সূত্রে হাদীস রিওয়ায়াত করেন।[৮৫৮] তিনি 'আব্বাসী খলীফা আল মানসুরের আমলে (১৩৭হি. -১৫৮/৭৫৪খ্রি. -৭৭৫খ্রি.) খিলাফাতের প্রথম দিকে মৃত্যুবরণ করেন ।

(২) রাবী'আহ ইবন আবী 'আবদির রহমান আর রায় (র) :

ইনি ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত বানী তাইম গোত্রের মুক্তদাস। হাসান আল বাসরী, 'আবদুর রহমান আল আওযাঈ, সুফইয়ান আস সাওরী, লাইস ইবনু সা'দ ও ইমাম মালিক (র) তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য। ইমাম মালিক (র) তাঁর নিকট হাদীস ও ফিক্‌হ বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি আলমুয়াত্তা গ্রন্থে তাঁর সূত্রে বারোটি হাদীস স্থান দিয়েছেন। রাবী'আহ (র) ১৩৬ হি./৭৫৩ খ্রি.মৃত্যুবরণ করেন। [৮৫৯]

(৩) নাফি' ইবন আবী 'আবদির রহমান (র):

ইনি ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা)-এর মুক্তদাস। হাদীস ও কিরাআত শাস্ত্রে তিনি খ্যাতিমান ছিলেন। ইমাম ইবনু শিহাব আযযুহরী ,আইউব আস-সুখতিআনী (র) প্রমুখ তাঁর সূত্রে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। ইমাম মালিক (র) তাঁর কাছে হাদীস, কিরাআত,ফিক্‌হ ও ইবনু উমার (রা) -এর ফাতওয়া বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। আলমুয়াত্তা গ্রন্থে তাঁর সূত্রে আশিটি হাদীস স্থান পেয়েছে। হাদীস শাস্ত্রে নাফি' থেকে ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে ইমাম মালিক (র) বর্ণিত সনদকে সিলসিলাতুয যাহাব (سلسلة الذهب) বলা হয়। নাফি' ইবন আবী 'আবদির রহমান ১১৭হি./ ৭৩৫খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[৮৬০]

---

৮৫৮. ইবনু কুতায়বা,আল মা'আরিফ, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৪৯।

৮৫৯. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, ইমাম মালিক (র) তার ফিক্‌হ চর্চা, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ.৫৪

৮৬০. ইবনু খাল্লিকান,ওয়াফিয়াতুল আইয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান , আল কাহেরা: মাকতাবাহ আন নাহদাহ আল মিসরিয়াহ, ১৯৪৮, খ. ৫, পৃ.১৭

www.nagorikpathagar.org

৪.'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ ইবনি হারমুয (র) :

ইনি ছিলেন মদীনার বিশিষ্ট ফাকীহ। মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার সঠিক জবাবদানে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।এ ছাড়াও তিনি হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।তিনি ১৪৮হি./৭৬৫খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম মালিক (র) তেরো বছর বয়সে তাঁর শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। আলমুয়াত্তা গ্রন্থে তাঁর সূত্রে পাঁচটি হাদীস স্থান পেয়েছে।[৮৬১]

৫. মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনি শিহাব আল- যুহরী (র):

মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনি শিহাব আল যুহরী (র)'ইমাম যুহরী' নামে পরিচিত। ইমাম মালিক (র) ২৩ বছর বয়সে তাঁর নিকট গমন করেন এবং তাঁর নিকট হাদীস শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। আলমুয়াত্তা গ্রন্থে তাঁর সূত্রে একশত বত্রিশটি হাদীস স্থান পেয়েছে। এই মহান ইমাম ১২৪হি./৭৪২খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[৮৬২]

(৬) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিও (র) :

ইনি ছিলেন কুরাইশ বংশের বানু তাইম গোত্রের লোক। সত্যবাদিতা, কোরআন ও হাদীস শাস্ত্রে ব্যাপক পারদর্শিতা এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী । আলমুয়াত্তা গ্রন্থে তাঁর সূত্রে পাঁচটি হাদীস স্থান পেয়েছে।[৮৬৩]

(৭) কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি আবী বাক্‌র (র) :

ইনি হলেন আবূ বাক্‌র (রা) এর দৌহিত্র এবং হিজাজের বিশিষ্ট ফাকীহ। ১০৮হি./৭২৬খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন ।[৮৬৪]

(৮) 'আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম অইবনি মুহাম্মাদ (র) :

ইনি ছিলেন মদীনার প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ও বিশিষ্ট ফাকীহ। তাঁকে কুরাইশদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। আলমুয়াত্তা গ্রন্থে তাঁর সূত্রে দশটি হাদীস স্থান পেয়েছে। তিনি ১২৬হি./৭৪৪খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন ।[৮৬৫]

(৯) আবূ মুহাম্মাদ সালিহ্ ইবনু কায়সান (র) :

ইনি ছিলেন আল মু'আইকিব (রা)-এর মুক্তদাস। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ। তিনি ১৪০হি./৭৫৬খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন । আলমুয়াত্তা গ্রন্থে তাঁর সূত্রে দু'টি হাদীস স্থান পেয়েছে।[৮৬৬]

---

৮৬১. ইবনু আবী হাতিম আল রাযী,কিতাবুল জারাহ ওয়াত তা'দীল ,হায়দরাবাদ: দাইরায়ে মাআরিফ উসমানিয়া ১৯৫২, খ.১, পৃ.২৮

৮৬২. প্রাগুক্ত,পৃ.২৬

৮৬৩. ইবনু কুতায়বা,আল মা'আরিফ, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৬১।

৮৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

৮৬৫. প্রাগুক্ত

৮৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

www.nagorikpathagar.org

(১০) আবূ সাঈদ ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল আনসারী (র) :

ইনি ছিলেন মদীনার প্রখ্যাত তাবি'ঈ এবং বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ও ফাকীহ। আনাস ইবনু মালিক, সাইব ইবনু ইয়াযীদ, আবূ উমামা ইবনু সাহল (রা) ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু শিহাব আলযুহরী, শু'বা, আল-আওযা'ঈ, সুফইয়ান আসসাওরী, সুফইয়ান ইবনু 'উয়াইনা ,'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-কাত্তানও মালিক ইবনু আনাস তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য । 'আব্বাসীয় খালীফা আবূ জা'ফার আলমানসূরের সময় (১৩৭-১৫৮হি./৭৫৪-৭৭৫খ্রি.) কূফা চলে যান এবং বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। আলমুয়াত্তা গ্রন্থে তাঁর সূত্রে ছিয়াত্তরটি হাদীস স্থান পেয়েছে । তিনি ১৪৩হি./৭৬০খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। [৮৬৭]

(১১) হিশাম ইবনু উরওয়া (র) :

ইনি ছিলেন মদীনার বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ও ফাকীহ। ইবনু জুরাইজ, ইমাম মালিক ,ইমাম আবূ ইউসুফ, ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ ইবনি আবান প্রমুখ তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ১৪৬হি./৭৬৩খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। আলমুয়াত্তা গ্রন্থে তাঁর সূত্রে ছাপ্পান্নটি হাদীস স্থান পেয়েছে ।[৮৬৮]

১২. আবূ 'আবদিল্লাহ জাফর আস সাদিক (র) :

ইমাম মালিক (র) এর অন্যতম শিক্ষক। তিনি ১৪৬হি./৭৬৩খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। আলমুয়াত্তা গ্রন্থে তাঁর সূত্রে নয়টি হাদীস স্থান পেয়েছে ।[৮৬৯]

মাদীনার বাইরেও তাঁর অনেক শায়খ রয়েছেন যেমন-

মাক্কা :মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম (মৃ.১২৮হি./৭৪০খ্রি.)

সিরিয়া : ইবরাহীম ইবনু আবী আবলাহ (মৃ.১৫২হি./৭৬৯খ্রি.)

বসরা: হুমাইদ ইবনু আবী হুমাইদ (মৃ.১৪২হি./৭৫৯খ্রি.)

খুরাসান :'আতা আল খুরাসানী (মৃ.১৬৩হি./৭৮০খ্রি.) [৮৭০]

কর্মজীবন

ইমাম মালিক (র) হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর মাসজিদে নাবাবীকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদান কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি ইমাম নাফি' (র) - এর জীবদ্দশায় মাসজিদে নাবাবীতে একটি শিক্ষা মাজলিস প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীর্ঘ দিন তা পরিচালনা করেন। নানা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পর তা 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ

---

৮৬৭. ইবনু কুতায়বা,আল মা'আরিফ, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৮০

৮৬৮. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৮৮

৮৬৯. ড.আ.ক.ম.আবদুল কাদের ,ইমাম মালিক ও তাঁর ফিক্হ চর্চা, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,২০০৪,পৃ.৫৭

৮৭০. মালিক ইবনু আনাস, আল মুদানাওয়াতুল কুবরা , আল কাহেরা:. দার আল বায,১৩২৩হি. খ.৬, পৃ ৬৩

www.nagorikpathagar.org

(রা) এর বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে মাদীনায় অবস্থিত রুস্তমিয়াহ্ ঘরটি ছিল ইমাম মালিক (র) এর বাসভবন এবং ১৩৭০হি. / ১৯৫১খ্রি. পর্যন্ত মাকতাব হুসাইন ছিল তাঁর শিক্ষায়তন ।[৮৭১]

ইমাম মালিক (র) হাদীসের দারস দেয়ার পূর্বে গোসল করতেন, সুগন্ধি মেখে নিতেন এবং উত্তম পোশাক পরে নিতেন ।[৮৭২]

হাদীস রিওয়ায়াত ও ফাতওয়াদান

ইমাম মালিক (র) হাদীস রিওয়ায়াত ও ফাতওয়াদানে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। বর্ণিত আছে ,একবার ইমাম মালিক (র) এক মাজলিসে দশটি হাদীস বর্ণনা করার পর ইমাম শাফি'ঈ (র) তাঁর কাছে একটি হাদীস জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,যথেষ্ট হয়েছে।[৮৭৩] তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করার সময় তাঁর শিষ্যদেরকে কখনো মুখস্থ আবার কখনো তাঁর পান্ডুলিপি পড়ে শোনাতেন এবং ভুল সংশোধন করে দিতেন। ইমাম মালিক (র) ফাতওয়াদানের সময় বলতেন আমি একজন মানুষ ,আমার ভুল হতে পারে এবং আমি আমার মত পরিবর্তনও করতে পারি। কাজেই আমি যা বলি তা সবকিছু লিখে রাখবে না। এভাবে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁর এই ফাতওয়াসমূহ তাঁর অন্যতম শিষ্য ইয়াহইয়া ও মুসআব (র) লিখে রাখতেন।[৮৭৪]

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

ইমাম মালিক (র) উমায়্যা ও 'আব্বাসী উভয় খিলাফাত ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। তিনি আরো লক্ষ্য করেন,উমায়্যা খিলাফাতের পতন ও 'আব্বাসী খিলাফাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শাসনক্ষমতার পরিবর্তন হলেও শাসন ব্যবস্থার গুণগত কোনো পরিবর্তন হয়নি। ইতোমধ্যে ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদীনা থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার পর মাদীনাবাসী সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন । মহানাবী (সা) এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা) এর শাহাদাতের বিরুদ্ধে ইয়াযিদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা ব্যতীত তারা সরাসরি কোনো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। এ অবস্থায় শাসকবর্গকে উপদেশদানের মাধ্যমে স্বীয় দায়িত্ব পালন করেন।[৮৭৫]

ইমাম মালিক (র) 'আব্বাসী খিলাফাতের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ভূমিকা পালন না করা সত্ত্বেও খালীফা আল মানসূরের আমলে (১৪৬হি./৭৬৫খ্রি.) মাদীনার গভর্নর জা'ফার ইবনু সুলাইমান তাঁর উপর দৈহিক নির্যাতন চালায়। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, ইমাম মালিক (র) জবরদস্তি মূলক তালাক কার্যকর না হওয়া সম্পর্কে ফাতাওয়া দেন। একটি মহল

---

৮৭১. দায়িরা মা'আরিফ ইসলামিয়াহ, পাকিস্তান : লাহোর,দানিশগাহ পান্জাব ,১৯৮৫,খ.১৮,পৃ.৩৭৬
৮৭২. আল যারকানী, শারহু আল যারকানী আল মুয়াত্তা আল ইমাম মালিক, তা.বি. খ.১,পৃ.৩
৮৭৩. আবু যাহরাহ,মালিক হায়াতুহু ওয়া আসরুহু,তা.বি.পৃ.৭৮
৮৭৪. কাযী ইয়ায,তারতীব আল মাদারিক, তা.বি. খ.১, পৃ.১৬৪
৮৭৫. ড.আ.ক.ম.আবদুল কাদের ,ইমাম মালিক ও তাঁর ফিক্হ চর্চা, প্রাগুক্ত,পৃ.৬৬

www.nagorikpathagar.org

একে খালীফা আল-মানসুরের বিরুদ্ধে জবরদস্তি মূলক বাই'য়াত গ্রহণ অবৈধ হওয়ার দলীল হিসেবে প্রচার করে। ফলে খালীফার পক্ষ থেকে তাঁকে এ হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করা হয়। অতপর তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। ফলে মাদীনার গভর্নর জা'ফার ইবনু সুলাইমান তাঁকে দরবারে ডেকে বিবস্ত্র করে, অতপর বেত্রাঘাত করে।[৮৭৬] ইবনু ওহাব (র) বলেন, তাঁর উপর দৈহিক নির্যাতনের সময় তাঁর চুল কেটে দেয়া হয় এবং তাঁকে খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে বাগদাদ নগরী প্রদক্ষিণ করানো হয়।

এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর অভিমত জানতে চাইলে তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলেন,

ألا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا مالك بن أنس وانا أقول طلاق المكره ليس بشيء.

স্মরণ রেখো, যে আমাকে চিনতে পেরেছে ,সে সত্যিই আমাকে চিনতে পেরেছে। আর যে আমাকে চিনতে পারেনি যে, আমি ইমাম মালিক ইবনু আনাস, আমি বলছি, জবরদস্তি মূলক তালাকের কোনো স্থান নেই ।[৮৭৭] এ ঘটনার পর এর মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে যায়।

খালীফা আল–মানসুরের পর সকল 'আব্বাসী খালীফা ইমাম মালিক (র)-কে শিক্ষকতুল্য শ্রদ্ধা করতেন এবং বেশির ভাগ 'আব্বাসী খালীফা তাঁর মাজলিসে বসে হাদীস শোনতেন। কথিত আছে যে, তিনি খালীফাগণকে মৌখিক উপদেশ ছাড়াও লিখিত উপদেশ দিতেন।[৮৭৮]

ইমাম মালিক (র) সম্পর্কে সমসাময়িক আলিম সমাজ

ইমাম মালিক (র) দীর্ঘ ৬০ বছরেরও অধিক হাদীস ও ফিক্হশাস্ত্র শিক্ষাদান করেন।ফলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সর্বপ্রথম ফিক্হী ধারা ও অধ্যায় বিন্যাসপূর্বক হাদীসশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আল মুয়াত্তা সংকলন করেন।[৮৭৯]

ইমাম ইউসুফ (র) বলেন,আমি ইমাম মালিক,ইবনু আবী লায়লা ও ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বড়ো মাপের আলিম আর কাউকে দেখিনি ।[৮৮০] 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদী বলেন,হাদীসশাস্ত্রে অনুসরণযোগ্য চারজন ইমাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাঁরা হলেন,কুফায় সুফইয়ান আস সাওরী, হিজাযে ইমাম মালিক ইবনু আনাস, সিরিয়ায় 'আবদুর রহমান আল আওযাঈ এবং ইবনু যাইদ (র) ।[৮৮১] ইসহাক ইবনু ইবরাহীম

---

৮৭৬. ইবনুল ইমাদ,শাজারাতুয যাহাব, বৈরুত: আল মাকতাবা আত তিজারী, তা.বি. খ.১, পৃ.২৯০

৮৭৭. আবু নুআইম আল ইসফাহানী,হিলয়াতুল আওলিয়া বৈরুত:দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ১৯৮৮, খ.৬, পৃ.৩১৬

৮৭৮. মুহাম্মাদ ইউসুফ ঘুরী, হিস্ট্রিকাল ব্যাকগ্রাউন্ড অব দ্যা কম্পাইলাশন অব দ্যা মুয়াত্তাঅব মালিক ইবন আনাস, ীসলামিক স্টাডিজ,পাকিস্খান:জার্নল আব দ্যা ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট,১৯৬৮,ভলিউম - ৮,নং৪,পৃ. ৩৮৫

৮৭৯. দ্যা এনসাইকোলোপিডিয়া অব রিলিজিউন, ভলিউম - ৯,,পৃ. ১৪৬

৮৮০. আবু যাহরাহ,মালিক হায়াতুহু ওয়া আসরুহুআরাউহু ওয়া ফিকহুহু, তা.বি. পৃ.৬৮

৮৮১. ইবনু 'আবদিল বার, আল ইনতিকা,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

www.nagorikpathagar.org

বলেন, সুফইয়ান আস সাওরী, মালিক ও আওযাঈ (র) কোনো বিষয়ে একমত হলে এবং কোনো নাস (نص) না থাকলেও তা সুন্নাহ হিসেবেই বিবেচিত হবে ।[৮৮২] ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন,যদি তোমাদের কাছে ইমাম মালিক (র) এর কোনো হাদীস পৌঁছে ,তবে তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। হাদীস যাচাই–বাছাই ও বিচার বিশ্লেষণ শক্তি প্রভৃতির দিক দিয়ে তাঁর জ্ঞানের মর্যাদায় আর কেউ উপনীত হতে পারবে না। কাজেই যে ব্যক্তি হাদীস গ্রহণ করতে ইচ্ছুক সে যেন ইমাম মালিক (র) থেকে গ্রহণ করে ।[৮৮৩]

কেউ কেউ বলেন, নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা ইমাম মালিক (র) এর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানো হয়েছে ।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নাবী (সা) বলেছেন:

يوشك الناس أن يضربوا أكباد الابل فى طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة.

قال سفيان أظنه مالك بن أنس.

অচিরেই লোকজন জ্ঞান অন্বেষণে উটের পিঠে আরোহণ করে বেরিয়ে পড়বে কিন্তু তারা মাদীনার আলিমগণের চেয়ে বড়ো 'আলিম আর কাউকে পাবে না। সুফইয়ান ইবনু 'উয়াইনা (র) বলেন, আমি মনে করি এর দ্বারা ইমাম মালিক ইবনু আনাসকে বুঝানো হয়েছে।[৮৮৪]

ইমাম মালিক (র) এর মৃত্যু

ইমাম মালিক (র) দীর্ঘ ২৫ বছর বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত ছিলেন।[৮৮৫] অতপর খালীফা হারুনুর রাশীদের আমলে ১৭৯হি./৭৯৫খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। মাদীনার তৎকালীন গভর্নর 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ তাঁর জানাযার ইমামতি করেন ।[৮৮৬] তাঁকে বাকিউল গারকাদে (জান্নাতুল বাকী নামে পরিচিত) দাফন করা হয়। ইমাম মালিক (র) মৃত্যুর সময় তিন পুত্র ও এক কন্যা সন্তান রেখে যান । তাঁর পুত্রগণ হলেন : ইয়াহইয়া, মুহাম্মাদ,হাম্মাদ এবং কন্যা সন্তানটি হলো ,উম্মুল বানীন ফাতিমা ।[৮৮৭]

মালিকী ফিক্‌হের বিকাশ

ইমাম মালিক (র) মাদীনাকেন্দ্রিক ফিক্‌হ চর্চা করেন। কিন্তু তাঁর যুগে ও তৎপরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত হিজায উমায়্যা ও আব্বাসী শাসনাধীন থাকার কারণে এখানকার শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় ফিক্‌হে হানাফী প্রাধান্য লাভ করে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়

---

৮৮২. ইমাম আয যাহাবী,তাযকিরাতুল হুফফায, তা.বি. খ.!, পৃ. ২০৯
৮৮৩. আবু যাহরাহ,মালিক হায়াতুহু ওয়া আসরুহু, প্রাগুক্ত , পৃ.৬৯
৮৮৪. ইবনু হাতিম আল রাযী,কিতবিুল জারাহ ওয়াত তা'দীল,প্রাগুক্ত,খ.১.পৃ. ১২
৮৮৫. মালিক ইবনু আনাস, এনসাইকোলোপিডিয়া অব ইসলাম, ভলিউম ৭, পৃ. ২০৬
৮৮৬. ইবনু 'আবদিল বার,আল ইনতিকা,প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৪-৪৫
৮৮৭. মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ মাখলুফ,শাজারাতুন নুর আল যাকিয়্যা ফী তাবাকাত আল মালিকিয়্যাহ,আলকাহেরা: ১৯৪৯, খ.১, পৃ.৫

www.nagorikpathagar.org

মালিকী ফিক্হ বিকাশ লাভ করার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়, তাঁর অস্বীকৃতির কারণে তা তিরোহিত হয়। মূলত মালিকী ফিক্হ ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করে স্পেনে ।[৮৮৮] এছাড়াও এটি মিসর, মাক্কা, মাদীনা এবং পূর্বাঞ্চলের ইরাক ও বাসরায়, খুরাসানের কাযবীন, আবহার ও নিশাপুরে এবং সিরিয়া ও দামিশকে সীমিতভাবে বিকাশ লাভ করে। যে সব প্রখ্যাত ফকীহ্ ও মুফ্তী আল-মুয়াত্তা রিওয়ায়াত, ফিকহ্চর্চা, ফাতওয়াদান ও গ্রন্থ প্রণয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে মরক্কো ও স্পেনে মালিকী ফিক্হের বিকাশ সাধনে অনন্য অবদান রাখেন। নিম্নে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আলোকপাত করা হলো-

(১) **মু'আবিয়া ইবনু সালিহ (মৃ. ১৫৮ হি./৭৭৫ খ্রি.)** ঃ ইনি হাজ্জ উপলক্ষে মাক্কা আগমন করে সুফয়ান আল-সাওরী (মৃ. ১৬১ হি./৭৭৮ খ্রি.), লাইস ইবনু সা'দ (মৃ. ১৭৫ হি/৭৯১ খ্রি.), ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান (মৃ. ১৯৮ হি/৮১৩ খ্রি.) প্রমুখের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। অতঃপর মদীনা গিয়ে ইমাম মালিকের সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। এছাড়ও ইনি স্পেনের কাযী ও পরে কাযীউল কুযাত নিযুক্ত হন। আমীর আবদুর রহমান আল-দাখিলের (১৩৭-১৭২ হি./৭৫৫-৭৮৮ খ্রি.) সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। ইনি আমীরের সাথে সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।[৮৮৯]

(২) **মুহাম্মদ ইবনু ওদ্দাহ আল-কুরতুবী (মৃ. ১৮৬হি/৮৯৯ খ্রি.)** ঃ ইনি কর্ডোভার একজন বিশিষ্ট ফাকীহ্। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ইনি দু'বার প্রাচ্যদেশ ভ্রমণ করেন। হাদীস ও ফিক্হ উভয় শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিলো। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো ঃ
ক. ইত্তিকা আল-বিদ'আত (اتقاء البدعة),
খ. কিতাবুন ফীহি মা জাআ মিনাল হাদীসি ফী আল-নযর ইলাল্লাহ (كتاب فيه ما جاء من الحديث في النظر الى الله)

(৩) **ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুদার আল-কুরতুবী (মৃ. ১৮৯ হি/৮০৫ খ্রি.)** ঃ ইনি মদীনা গিয়ে সুফরান আল-সাওরী ও ইমাম মালিক প্রমুখের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম মালিক তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁর সূত্রে ইমাম মালিক হাদীস রিওয়ায়াত করেন।[৮৯০]

(৪) **আবদুল মালিক ইবনু হাবীব আল-সুলামী আল-কুরতুবী (মৃ. ২৩৮ হি./৮৫২ খ্রি.)** ঃ ফিক্হশাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর كتاب الواضحة في السنن والفقه (কিতাব আল-ওয়াদিহা ফী আল-সুনান ওয়াল ফিক্হ) গ্রন্থখানিকে

---

৮৮৮. আল-হামুবী, ইয়াকূত ইবনু আবদিল্লাহ ঃ মু'জাম আল-বুলদান, বৈরূত ঃ দারু সাদির, ১৯৫৭, খ. ১, পৃ. ২৬২-২৬৪

৮৮৯. আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ আল-খুশানী, কুযাতু কুরতুবাহ ওয়া উলামাউ ইফ্রিকীয়্যাহ, আল-কাহেরা : ১৩৭৩ হি., পৃ. ৩৪

৮৯০. আহমদ ইবনু মুহাম্মদ আল-মাক্কারী,নাফহুত তীব ফী গুসনি আল-আন্দালুস আল-রতীব, (ইউসুফ আল-বিকাঈ সম্পা), বৈরূত ঃ দুরুল ফিকর, ১৯৮৬ খ. ২, পৃ. ২১৭

www.nagorikpathagar.org

মালিকী ফিক্‌হের মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো ঃ

ক. কিতাবু তাফসীর আল-মুয়াত্তা (كتاب تفسير الموطأ)

খ. কিতাবু গারীব আল-হাদীস (كتاب غريب الحديث),

গ. কিতাব আল-ওয়াদিহা ফী আল-সুনান ওয়াল ফিক্‌হ (كتاب الواضحة في السنن والفقه)

ঘ. কিতাব আল-জাওয়ামি' (كتاب الجوامع),

ঙ. কিতাবু মাসাবীহ্ আল-হুদা (كتاب مصابيح الهدى),

চ. কিতাবু ফাযল আল-সাহাবা (كتاب فضل الصحابة),

ছ. কিতাবু তাবাকাত আল-ফুকাহা আল-তাবিঈন (كتاب طبقات الفقهاء التابعين),

জ. কিতাবু তাবাকাত আল-মুহাদ্দিসীন (كتاب طبقات المحد ثين)

ঝ. কিতাব আল-গায়াহ ওয়া আন-নিহায়াহ (كتاب الغاية والنهاية),

ঞ. কিতাবু মাকারিম আল-আখলাক (كتاب مكارم الاخلاق),

ত. কিতাব আল-ওয়ারা' (كتاب الورع),

থ. কিতাব আল-ওয়াদিহা ফী ই'রাব আ-কোরআন (كتاب الوضح في اعراب القران),

দ. কিতাবু উসূল আল-ফারায়িয (كتاب أصول الفرائض),

ধ. কিতাবু হুরুব আল-ইসলাম (كتاب حروب الاسلام),

ন. কিতাব আল-মাসজিদাইন (كتاب المسجدين),

ট. কিতাবু সীরাত আল-ইসলাম ফিল মুলহিদীন (كتاب سيرة الإسلام في الملحدين)[৮৯১]

(৫) **মুহাম্মদ ইবনু আবদিস সালাম সাহনূন (মৃ. ২৫৬ হি/৮৭০ খ্রি.)** ঃ তিনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন-

ক. আল-রিসালাহ্ আল-সাহনূনিয়্যাহ (الرسالة السحنونية),

খ. আদাব আল-মু'আল্লিমীন (اداب المعلمين),

গ. কিতাবু উসূল আল-দীন (كتاب أصول الدين)[৮৯২]

(৬) **মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ইবনি বাশীর (মৃ. ২৬০ হি./৮৭৪ খ্রি.)** ঃ ইনি সাহনূনের শিষ্য ও কায়রোয়ানের বিশিষ্ট ফাকীহ। ফিক্‌হশাস্ত্রে ইনি কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো -

ক. কিতাব আল-ওসায়িক (كتاب الوثائق)

---

৮৯১. ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, ইমাম মালিক (রহ.) ও তার ফিকহচর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬-২৬৭

৮৯২. প্রগুক্ত, পৃ. ২৬৮

www.nagorikpathagar.org

খ.	আল-মাজমূ'আহ (المجموعة)

গ.	শারহু মাসায়িল মিনাল মুদাওয়্যানাহ (شرح مسائل من المدونة)

(৭) **মুহাম্মাদ ইবনু বিসতাম (মৃ. ৩১৩ হি./৯২৬ খ্রি.)** ঃ ইনি ফিক্হ ও হাদীস শাস্ত্রের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। হাদীস রিওয়ায়াতের পাশাপাশি ইতি কয়েকখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো -

ক. কিতাবু ইবন আল-দুন্য়া (كتاب ابن الدنيا),

খ. কিতাবু ইবনি কিনানাহ (كتاب ابن كنانة)[৮৯৩]

(৮) **ফাযল ইবনু সালামাহ আল-জুহানী (মৃ. ৩১৯ হি./৯৩১ খ্রি.)** ঃ ইনি মালিকী ফিক্হের একজন বিশিষ্ট 'আলিম। এ বিষয়ে তিনি কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এসব রচনায় তাঁর ফিক্হী চিন্তাধারা ও ইজতিহাদী মাসায়িল স্থান লাভ করে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো-

ক.	মুখতাসার আল-মুদাওয়্যানাহ (مختصر المدونة),

খ.	মুখতাসার আল-ওয়াদিহাহ (مختصر الواضحة)

(৯) **আবূ ইবরাহীম ইসহাক ইবনু ইবরাহীম আল-কুরতুবী** ঃ তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো-

ক.	কিতাব আল-নাসায়িহ (كتاب النصائح),

খ.	মা'আলিম আল-তাহারাত (معالم الطهارة)

(১০) **মুহাম্মাদ ইবনু হারিস ইবনি আসাদ আল-খুশানী আল-কুরতুবী (মৃ. ৩৬২ হি./৯৭২ খ্রি.)**ঃ ফিক্হ ও ফাতওয়া বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হলো-

ক.	কিতাব আল-ইত্তিফাক ওয়াল ইখতিলাফ ফী মাযহাবি মালিক (كتاب الاتفاق والاختلاف مذهب مالك)

খ.	কিতাবু রা'য়ি মালিক আল্লাযী খালাফাহু ফীহি আসহাবুহু (كتاب رأى مالك الذى خالفه فيه اصحابه)

গ.	কিতাব আল-ফুত্ওয়া (كتاب الفتيا)

ঘ.	কিতাবু তাবাকাত আল-মালিকীয়্যাহ (كتاب طبقات المالكية)

(১১) **আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান জাল্লাব (মৃ. ৩৭৮ হি./৯৮৮ খ্রি.)** ঃ ইনি দু'খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এগুলো হলো-

ক.	কিতাবুল ফী মাসায়িল আল-খিলাফ (كتاب فى مسائل الخلاف)

খ.	কিতাব আল-তাফরী' ফিল মাযহাব (كتاب التفريع فى المذهب)

(১২) **মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনি খুয়াইযমানদান** ঃ তাঁর রচিত গ্রন্থ হলো-

ক.	কিতাবুন ফিল খিলাফ (كتاب فى الخلاف)

খ.	কিতাবুন ফিল উসূল (كتاب فى الاصول)

৮৯৩.	প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

www.nagorikpathagar.org

(১৩) **আবদুল্লাহ ইবনু আবী যায়দ আল-কায়রোয়ানী (মৃ. ৩৮৬ হি./৯৯৬ খ্রি.)**ঃ তাঁকে ছোট মালিক') (مالك الصغير)উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হলো-

ক. কিতাব আল-নাওয়াদির ফিল ফিক্হ (كتاب النوادر فى الفقه)

খ. মুখতাসার আল-মুদাওয়্যানাহ (مختصر المدونة),

গ. কিতাব আল-যিয়াদাত আলা আল-মুদাওয়্যানাহ (كتاب الزيادات على المدونة)[৮৯৪]

(১৪) **আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ (মৃ. ৩৯৯ হি./১০০৮ খ্রি.)** ঃ ইনি গ্রানাডার অধিবাসী এবং ফিক্হ ও হাদীসশাস্ত্রের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন-

ক. কিতাব আল-মুহায্যাব (كتاب المهذب)

খ. শারহু আল-মুদাওয়্যানাহ (شرح المدونة)

গ. কিতাব আল-মাগরিব ফী ইখতিসার 'আল-মুদাওয়্যানাহ (كتاب المغرب فى اختصار المدونة)

ঘ. কিতাব আল-মুনতাখাব ফী আল-আহকাম (كتاب المنتخب فى الأحكام)

(১৫) **আবূ জা'ফার আহমাদ ইবনু নাসর আল-দাউদী আল-আসাদী আল-মালিকী (মৃ. ৪০২ হি./১০১১ খ্রি.)** ঃ ইনি ছিলেন মাগরিবের বিশিষ্ট মালিকী ফকীহ্ ও ইমাম। ইসলামী আইনশাস্ত্রের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। আরবী ভাষা ছাড়াও হাদীসশাস্ত্রে তাঁর প্রভূত দখল ছিলো। গ্রন্থ প্রণয়ন ও ফাতওয়া দান প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি মালিকী ফিক্হের বিকাশে অনন্য অবদান রাখেন। তিনি প্রথমে ত্রিপলীতে অবস্থান করেন। পরবর্তীতে তিলিমসান গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন-

ক. আল-নামী ফী শারহি আল-মুয়াত্তা (النامى فى شرح الموطأ) এটি كتاب تفسير الموطأ নামেও পরিচিত।

খ. আন্-নাসীহাতু ফী শারহিল বুখারী (النصيحة فى شرح البخارى),

গ. আল-ওয়া'ঈ ফী আল-ফিক্হ (الوعى فى الفقه),

ঘ. আল-ঈযাহ ফী আল-রাদ্দ 'আলা আল-কাদারিয়্যাহ (الا يضاح فى الرد على القدرية),

ঙ. কিতাব আল-উসূল (كتاب الاصول),

চ. কিতাব আল-বায়ান (كتاب البيان)

ছ. কিতাব আল-আসআলাহ ওয়াল আজওয়াবাহ ফী আল-ফিক্হ (كتاب الاسئلة والاجوبة فى الفقه)

---

৮৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

www.nagorikpathagar.org

জ. কিতাব আল-আমওয়াল (كتاب الاموال) এটি ড. এ.এম.এম. শারফুদ্দীনের সম্পাদনায়, ইংরেজী অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনীসহ ১৪১৬/১৯৯৫ সালে ইসলামাবাদস্থ ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট হতে প্রকাশিত হয়।[৮৯৫]

(১৬) **আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মাদ আল-কাবিসী আল-মু'আফিরী (মৃ. ৪০৩ হি./১০১২ খ্রি.)** ঃ ইনি হাদীস ও ফিক্হশাস্ত্রের একজন বিশিষ্ট প-িত। ইনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন-

ক. কিতাব আল-মুমাহ্হাদ ফিল ফিক্হ (كتاب الممهد فى الفقه),

খ. কিতাবু মুলাখলাস আল-মুয়াত্তা (كتاب ملخص الموطا),

গ. কিতাবু আহকাম আল-দিয়ানাহ (كتاب احكام الديانه)

ঘ. আল-মুলাখখাস লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল হাদীস আল-মুসনাদ (الملخص لما فى الموطأ من الحديث المسند)

(১৭) **খালফ ইবনু আবিল কাসিম আল-আযদী আল-বারাযি'ঈ (মৃ. ৪৩০ হি./১০৩৯ খ্রি.)** ঃ ইনি ইবনু আবী যায়দ ও আল-কাবিসী-র শিষ্য। তিনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন-

ক. কিতাব আল-তামহীদ লি মাসায়িল আল-মুদাওয়্যানহ (كتاب التمهيد لمسائل المدونة)

খ. কিতাব আল-তাহযীব ফী ইখতিসার আল-মুদাওয়্যানাহ (كتاب التهذيب فى اختصار المدونه)

গ. কিতাবু ইখতিসার আল-ওয়াদিহাহ (كتاب اختصار الواضحة) [৮৯৬]

(১৮) **আবূ উমার ইউসুফ ইবনু 'আবদিল্লাহ, ইবনি 'আবদিল বার আল-কুরতুবী (মৃ. ৪৬৩ হি./১০৭১ খ্রি.)** ঃ ইনি হাদীস, ফিক্হ, ইতিহাস ও আরবী সাহিত্যে গভীর পা-িত্যের কারণে 'হাফিয আল-মাগরিব' (حافظ المغرب) উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি যুগসেরা শায়খদের সূত্রে হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রে জ্ঞানার্জনের কারণে এ উভয় শাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলিম হিসেবে পরিগণিত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো-

(ক) কিতাব আল-ইসতিযকার ফি মাযাহিবি ফুকাহা আল-আমসার ফীমা তাযাম্মানাহু আল-মুয়াত্তা মিন মা'আনি আল-রায় ওয়াল আসার (كتاب الاستذكار لمذاهب فقهاء الامصار فيما تضمنة الموطأ من معانى الرأى والاثار)

(খ) আল-ইনসাফ ফী মা বায়না আল-'উলামা মিনাল ইখতিলাফ (الإنصاف فيما بين العلماء من الإختلاف)

৮৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩
৮৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

www.nagorikpathagar.org

(গ) আল-ইনতিকা ফী ফাযায়িল আল-সালাসাহ্‌ আল-আয়িম্মাহ্‌ আল-ফুকাহা মালিক ওয়া আল-শাফিঈ ওয়া আবী হানীফাহ্‌ (الإنتقاء فى فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء مالك والشافعى وأبي حنيفة)

(ঘ) আল-ইসতি'আব ফী মা'রিফাত আল-আসহাব (الاستيعاب فى معرفة الاصحاب)

(ঙ) আল-কাফী ফী ফিকহি আহল আল-মদীনাহ্‌ আল-মালিকী (الكافى فى فقه اهل المدينة المالكى)

(চ) আল-তাকাস্‌সী বি আহাদীস আল-মুয়াত্তা (التقصى باحاديث الموطأ)

(ছ) আল-তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ (التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والاسانيد)

(জ) তাজরীদ আল-তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ (تجريد التمهيد لما فى الموطا من المعانى والاسانيد)

(ঝ) জামি' বয়ান আল-'ইলম ওয়া ফাদলিহী (جامع بيان العلم وفضله),

(ঞ) কিতাব আল-আনবা আলা কাবায়িল আল-রুয়াত (كتاب الانباء على قبائل الرواة)

(ত) কিতাব আল-কাসদ ওয়াল উমাম ফী আনসাব আল-'আরব ওয়াল 'আজম (كتاب القصد والامم فى انساب العرب والعجم)

(থ) কিতাব আল-আনসাব আল-মা'রুফীন বিল কুনা (كتاب انساب المعروفين بالكنى)

(দ) কিতাব আল-ইকতিফা ফিল কিরা'আত (كتاب الاكتفاء فى القرأت)।

(১৯) আবদুল হাক ইবনু মুহাম্মদ আল-সাহমী আল-সাকালী (মৃ. ৪৬৬ হি./১০৭৪ খ্রি.) ঃ ইনি নিম্নোক্ত গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন -

(ক) কিতাব আল-ইস্তিযকার আলা তাহযীব আল-বারায'ঈ (كتاب الاستذكار على تهذيب البراذع)

(খ) আল-নুকাত ওয়াল ফুরুক লি মাসায়িল আল-মুদাওয়্যানাহ (النكت والفروق لمسائل المدونة)[৮৯৭]

(২০) আবুল ওয়ালিদ সুলায়মান ইবনু খালাফ আল-বাজী আল-কুরতুবী (মৃ. ৪৭৪ হি./১০৮২ খ্রি.) ঃ তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হলো-

ক. আল-ইস্তীফা ফী শরহ আল-মুয়াত্তা (الا ستيفاء فى شرح الموطأ)

খ. আল-মুনতাকা ফী শরহ আল-মুয়াত্তা (المنتقى فى شرح الموطأ)

গ. কিতাব আল-শীরায ফী ইলমিল হিজায (كتاب الشيراز فى علم الحجاز)

---

৮৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

www.nagorikpathagar.org

ঘ. কিতাবু মাসায়িল আল-খিলাফ (كتاب مسائل الخلاف)

ঙ. কিতাব আল-মাযহাব ফী ইখতিসার আল-মুদাওয়্যানাহ (كتاب المذهب فى اختصار المدونة)

চ. ইহকাম আল-ফুসূল ফী আহকাম আল-উসূল (احكام الفصول فى احكام الاصول)

ছ. কিতাবুন ফী আল-তা'দীল ওয়াল তাজরীহ্ আলা সাহীহ্ আল-বুখারী (كتاب فى التعديل والتجريح على صحيح البخارى)

(২১) আবু বাকর আহমাদ ইবনু 'আবদিল্লাহ ইবনিল আরাবী আল-ইশবিলী (মৃ. ৫৪৩ হি./১১৪৯ খ্রি.) ঃ ইনি আবূ বাকর ইবনুল আরাবী নামে পরিচিত। প্রাচ্য দেশে জ্ঞানার্জনের পর ইনি স্পেন ফিরে গিয়ে জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হলো-

ক. আরিযাতুল আহওয়াযী ফি শরহ আল-তিরমিযী (عارضة الاحوذى فى شرح الترمذى)

খ. কিতাবু আহকাম আল-কুর'আন (كتاب احكام القران)

গ. কিতাব আল-কাওয়াসিম ওয়াল আওয়াসিম (كتاب القواصم والعوا صم)

ঘ. আল-মাহসূল ফী উসূল আল-ফিক্‌হ (المحصول فى اصول الفقه)

ঙ. কিতাব আল-মাসালিক ফী শরহি মুয়াত্তা মালিক (كتاب المسالك فى شرح موطأ مالك)

চ. আল-ইনসাফ ফী মাসায়িল আল-খিলাফ (الانصاف فى مسائل الخلاف)

ছ. কিতাবু মুশকিল আলকোরআনওয়াস সুন্নাহ (كتاب مشكل القران والسنة)

জ. কিতাবু আ'য়ান আল-আ'য়ান (كتاب اعيان الاعيان)

ঝ. কিতাব আল-সিয়াসিয়্যাত (كتاب السيا سيات)

(২২) কাযী আবুল ফাযল ইয়াদ ইবনু মূসা আল-ইয়াহসাবী আল-আন্দালুসী (মৃ. ৫৪৪ হি./১১৮৯ খ্রি.) ঃ তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মাঝে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ -

(ক) কিতাব আল-তানাবীহাত আলা-মুদাওয়্যানাহ (كتاب التنبيهاب على المدونة)

(খ) আল-শিফা ফী আল-তা'রীফ বি হুকূক আল-মুসতাফা (الشفاء فى التعريف بحقوق المصطفى)

(গ) মাশারিক আল-আনওয়ার ফী তাফসীরি গারীব আল-মুয়াত্তা ওয়াল বুখারী ওয়া মুসলিম (مشارق الانوار فى تفسير غريب الموطأ والبخارى ومسلم)

(ঘ) কিতাবু তারতীব আল-মাদারিক ওয়া তাকরীব আল-মাসালিক ফি

www.nagorikpathagar.org

মা'রিফাতি আ'লামি মাযহাব মালিক (كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك)

(ঙ) কাওয়া'ঈদ আল-ইসলাম (قواعد الاسلام)

(চ) ইকমাল আল-মু'লিম কী শারহি সাহীহ আল-মুসলিম (اكمال المعلم فى شرح صحيح المسلم)[৮৯৮]

(২৩) আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনি মুহাম্মাদ ইবনি আহমদ ইবনি রুশদ আল-হাফীদ (মৃ. ৫৯৫ হি./ ১১৯৯ খ্রি.) ঃ তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হলো-

(ক) বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ ফিল ফিক্‌হ (بداية المجتهد ونهاية المقتصد فى الفقه)

(খ) মুখতাসার আল-মুসাফফা ফিল উসূল (مختصر المصفى فى الاصول)

(গ) কিতাব আল-কুল্লিয়াত ফিত্‌-তিব (كتاب الكليات فى الطب)

(ঘ) মাহমূদ আল-সীরাত ফিল কাযা (محمود السيرة فى القضاء)

(২৪) আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবনু ইদরীস আল-কারাফী (মৃ. ৬৮৪ হি./১২৮৫ খ্রি.) ঃ তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হল -

(ক) আল-যাখীরাহ ওয়াল ফুরূক (الذخيرة والفروق)

(খ) শারহু আল-তাহযীব (شرح التهذيب)

(গ) শারহ আল-জাল্লাব ফিল ফিক্‌হ (شرح الجلاب فى الفقه)

(ঘ) শারহ মাহসূল আল-রাযী (شرح محصول الرازى)

(ঙ) আল-তানকীহ ফিল উসূল (التنقيح فى الاصول)

(চ) আনওয়ার আল-বুরূক ফী আনওয়া আল-ফুরূক (انوار البروق فى انواء الفروق)[৮৯৯]

(২৫) আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনু মূসা আল-লাখমী আল-শাতিবী আল-গারনাতী (মৃ. ৭৯০ হি./১৩৮৮ খ্রি.) ঃ ইনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন-

(ক) আল-মুয়াাকাত ফী উসূল আল-আহকাম (الموافقات فى اصول الاحكام)

(খ) আল-ই'তিসাম (الا عتصام)

(গ) আল-ইফাদাত ওয়াল ইনশাদাত (الافادات والانشادات)

(ঘ) কিতাব আল-মাজালিস (كتاب المجالس)

(ঙ) শারহু আল-আলফিয়্যাহ (شرح الالفية)

ইমাম আল-শাতিবী একজন বিশিষ্ট মালিকী ফাকীহ, মুজতাহিদ ও হাফিয। ফিক্‌হ, উসূল আল-ফিক্‌হ, আরবী ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রে ইনি একজন অদ্বিতীয় আলিম।[৯০০]

---

৮৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮-২৮০

৮৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২-২৮৩

৯০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪-২৮৫

www.nagorikpathagar.org

(২৬) **আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া আল-ওয়ানশারীসী আল-তিলিমসানী (মৃ. ৯১৪ হি./১৫০৮ খ্রি.)** ঃ ইনি ছিলেন সমকালীন যুগে মালিকী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ফাকীহ। ইনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অধিকাংশ রচনা ফিক্‌হ সম্পর্কীয়। তাঁর নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ-

(ক) আল-মি'ইয়ার (المعيار)

(খ) আল-আসয়ালাহ ওয়াল আজওয়াবাহ (الاسئلة والاجوبة)

(গ) ইযাআতুল হালাক ফী আল-রাদ্দ আলা আফ্‌তা বিতাযমীন আল-রাঈ আল-মুশতারাক (اضاعة الحلك فى الرد على من افتى بتضمين الراعى المشترك)

(ঘ) ঈযাহ আল-মাসালিক ইলা কাওয়াইদ আল-ইমাম 'আবী আবদিল্লাহ মালিক (ايضاح المسالك الى قواعد الامام ابى عبد الله مالك)

(ঙ) ইদাতু বরুক ফী তালখীসি মা ফিল মাযহাব মিনাল জামুই ওয়াল ফুরুক (عدة البروق فى تلخيص ما فى المذهب من الجموع والفروق)

(চ) আল-মিয়ার আল-মুরিব ওয়াল জামি আল-মাগরিব আন ফাতাওয়ায়ি উলামায়ি ইফ্রিকিয়্যাহ ওয়াল মাগরিব (المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والمغرب)[৯০১]

(২৭) **মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-হাজুবী আল-ফাসী (১২৯৯ হি.-১৩৭৬ হি./১৮৭৪-১৯৫৭ খ্রি.)** ঃ ইনি একজন বিশিষ্ট ফাকীহ। এখানকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, বিচার মন্ত্রণালয় ও সর্বোচ্চ শরী'আহ আদালত প্রভৃতির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রধান নির্বাহী থাকাকালে এখানে মালিকী ফিকহের বিকাশে অনন্য অবদান রাখেন। ইনি প্রায় ৫০ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হলো -

(ক) আল-উরওয়াতুল উসকা (العروة الوثقى)

(খ) বুরহান আল-হাক (برهان الحق)

(গ) রিসালাতুন ফিত-তালাক (رسالة فى الطلاق)

(ঘ) রিসালাতুন ফী বায়ানি মাযহাব আল-ওহাবিয়্যাহ (رسالة فى بيان مذهب الوهابية)

(ঙ) তারীখুন লি শিমালি ইফরিকিয়্যাহ (تاريخ لشمال افريقية)

(চ) আল-ফিকরুস সামী ফী তারীখ আল-ফিকহ আল-ইসলামী (الفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى)[৯০২]

মিসরে মালিকী ফিকহ

মিসর থেকে অনেক শিক্ষার্থী জ্ঞান আহরণ ও হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে মাদীনায় ইমাম

---

৯০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮-২৮৯

৯০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

www.nagorikpathagar.org

মালিকের নিকট আগমন করেন। পরবর্তীতে তাঁরা দেশে ফিরে গিয়ে স্ব-স্ব অঞ্চলে মালিকী ফিকহের বিকাশে অনন্য অবদান রাখেন। এখানে 'আবদুল্লাহ ইবনু ওহাব (মৃ. ১৯৭ হি./৮১২ খ্রি.), আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (মৃ. ১৯১ হি./৮০৬ খ্রি.), আশহাব ইবনু আবদিল আযীয (মৃ. ২০৪ হি./৮১৯ খ্রি.) ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদিল হাকাম, (মৃ. ২১৪ হি./৮২৫ খ্রি.) প্রমুখ মালিকী ফিকহচর্চার যে ধারা সৃষ্টি করেন তাঁদের শিষ্যগণ তা অনুসরণ, সে আলোকে গ্রন্থ প্রণয়ন, ফাতওয়াদান ও কাযীর দায়িত্ব পালন প্রভৃতির মাধ্যমে এই ধারাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করেন।

(১) **আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবনু ওহাব ইবনি মুসলিম আল-কারশী (১২৫-১৯৭ হি./৭৪৩-৮১২ খ্রি.)** ঃ ইনি মিসরের একজন শ্রেষ্ঠ মালিকী ফাকীহ। তিনি (জ্ঞানের ভা-ার) (ديوان العلم)উপাধিতে ভূষিত হন। ফিক্‌হ চর্চায় তিনি ইবনু কাসিমের চাইতেও অগ্রণী ছিলেন। তিনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন-

(ক) আল-মুয়াত্তা বি রিওয়ায়াতি ইবনি ওহাব (الموطأ برواية ابن وهب)

(খ) কিতাব আল-জামি' ফিল হাদীস (كتاب الجامع فى الحديث)

(গ) কিতাব আল-আহওয়াল (كتاب الاهوال)

(ঘ) কিতাব আল-তাফসীর ফী রিওয়ায়তি ইউনুস ইবনি 'আবদিল আলা (كتاب التفسير فى رواية يونس بن عبد الاعلى)

(ঙ) কিতাব আল-মানাসিক (كتاب المناسك)

(চ) কিতাব আল-মাগাযী (كتاب المغازى)[৯০৩]

(২) **মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদিল্লাহ ইবনি 'আবদিল হাকাম (১৮৩-২৬৮ হি./৭৯৯-৮৮২ খ্রি.)** ঃ তিনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন-

(ক) ফাযায়িলু 'উমার ইবনি আবদিল আযীয (فضائل عمر بن عبد العزيز)

(খ) ফাযায়িলু 'আবদিল মালিক ইবনি উমর ইবনি আবদিল আযীয ওয়া সাই ইবনি মাযাহিম (فصائل عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وسهل بن مزاحم)

(গ) আহকাম আলকোরআন (احكام القران)

(ঘ) ওশায়িক আল-শুরুত (وشائك الشروط)

(ঙ) আল-রাদ্দু আলা আল-শাফিঈ ফীমা খালাফা ফীহি আল-কিতাব ওয়া আল-সুন্নাহ (الرد على الشافعى فى ما خالف فيه لكتب والسنة)

(৩) **বাকর ইবনু আলা আলকুশাইরী (মৃ. ৩৪৪ হি./৯৫০ খ্রি.)** ঃ ইনি বসরার অধিবাসী। পরবর্তীতে মিসরে অবস্থান করেন এবং কাযী ইসমাঈল-এর শিষ্যদের নিকট ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মিসরে মালিকী ফিকহের বিকাশে তার অবদান

---

৯০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

www.nagorikpathagar.org

অপরিসীম। তিনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ রচনা করেন-

(ক) কিতাব আল-রাদ্দ আলা আল মযনী (كتاب الرد على المزني)

(খ) কিতাব আল-আশরিবাহ (كتاب الاشربة)

(গ) কিতাব আল-রাদ্দ আলা আল-তাহাবী (كتاب الرد على الطحاوى)

(ঘ) কিতাবু উসূল আল-ফিকহ (كتاب اصول الفقه)

(ঙ) কিতাব আল-কিয়াস (كتاب القياس)

(চ) কিতাব আল-রাদ্দ আলা আল-কাদারিয়্যাহ (كتاب الرد على القدرية)

(ছ) কিতাবুন ফী মাসায়িল আল-খিলাফ (كتاب فى مسائل الخلاف)

(জ) কিতাব আল-আহকাম আল-মুখতাসার মিন কিতাবি ইসমাঈল ইবনি ইসহাক (كتاب الأحكام المختصر من كتاب اسماعيل ابن اسحاق)

(৪) **মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম ইবনি শাবান আল-আনাসী (মৃ. ৩৫৫ হি./৯৬৫ খ্রি.) ঃ** ইনি সমকালীন যুগে মিসরের শীর্ষস্থানীয় মালিকী ফকীহ। ইনি 'কিতাব আল-যাহী আল-শাবানী ফিল ফিকহ' (كتاب الزاهى الشعبانى فى الفقه) শীর্ষক একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে ইমাম মালিকের অনেক দুষ্প্রাপ্য রিওয়ায়াত উল্লেখের পাশাপাশি মালিকী ফিকহের উপর তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

(৫) **নু'মান ইবনু মুহাম্মাদ আল-দাঈ (মৃ. ৩৬৩ হি/৯৭৪ খ্রি.) ঃ** ইনি প্রথম জীবনে মালিকী ফিকহের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে শী'আ মাযহাবের অনুসারী হন। ইনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ রচনা করেন-

(ক) কিতাব আল-ইকতিসার (كتاب الاقتصار)

(খ) কিতাব আল-আখবার ফিল ফিকহ (كتاب الاخبار فى الفقه)

(গ) কিতাবু ইখতিলাফি উসূল আল-মাযহাব (كتاب اختلاف اصول المذهب)

(৬) **কাযী আবদুল ওহাব ইবনু আলী আল-মালিকী (মৃ. ৪২২ হি./১০৩১ খ্রি.) ঃ** ইনি বাগদাদের অধিবাসী। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হলো -

(ক) কিতাব আল-মা'উনাহ লি-মাযহাবি আলিম আল-মাদীনাহ (كتاب المعونة لمذهب عالم المدينة)

(খ) কিতাব আল-নুসরাহ লি মাযহাবি ইমামি দার আল-হিজরাহ (كتاب النصرة لمذهب امام دار الهجرة)

(গ) কিতাব আল-আশরাফ ফী মাসায়িল আল-খিলাফ (كتاب الاشراف فى مسائل الخلاف)

(ঘ) শারহু রিসালাতি ইবনি আবী যায়দ (شرح رسالة ابن ابى زيد)

(ঙ) শারহু আল-মুদাওয়্যানাহ (شرح المدونة)[৯০৪]

৯০৪. খুদারী বেক তারীখ আল-তাশরী' আল-ইসলামী, তা. বি. পৃ. ৩৫৬

www.nagorikpathagar.org

(৭) **'উসমান ইবনু 'উমার আল-দাবীনী (মৃ. ৬৪৬ হি./১২৪৮ খ্রি.)** ঃ তিনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ রচনা করেন-

(ক) আল-ইযাহ আল-মুখতাসার ফিল ফিক্‌হ (الايضاح المختصر فى الفقه)

(খ) আল-মুখতাসার ফিল উসূল (المختصر فى الاصول)

(গ) আল-মুকতাফী লিল মুবতাদী (المكتفى للمبتدى)

(ঘ) কিতাবু জামি' আল-উম্মুহাত (كتاب جامع الامهات)

(ঙ) মুনতাহা আল-সুল ওয়াল 'আমাল ফী ইলম আল-উসূল ওয়াল জাদাল (منتهى السول والأمل فى علم الاصول والجدل)

(চ) আল-কাফিয়াহ ফী আল-নাহু (الكافية فى النحو)

(ছ) আল-শাফীয়্যাহ ফী আল-সরফ (الشافية فى الصرف)

(৮) **আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনি ওহাব আল-কুশায়রী আল-মিসরী (মৃ. ৭০২ হি./১৩০২ খ্রি.)** ইনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ রচনা করেন -

ক. শারহু আল-উমদাহ (شرح العمدة)

খ. কিতাব আল-ইলমাম ফী আহাদীস আল-আহকাম (كتاب الالمام فى احاديث الاحكام)

গ. শারহু মুখতাসারি ইবনিল হাজিব ফিল ফিকহ (شرح مختصر ابن الحاجب فى الفقه)

(৯) **আলী ইবনু মুহাম্মদ আল-মিসরী (মৃ. ৭৩৯ হি./১৩৩৯ খ্রি.)** ঃ ইনি মিসরের একজন বিশিষ্ট মালিকী ফাকীহ। ফিকহশাস্ত্রে তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হল-

ক. উমদাতুস সালিক আলা মাযহাবি মালিক (عمدة السالك على مذهب مالك)

খ. তুহফাতুল মুসল্লী (تحفة المصلى)

গ. শরহু আল-কুরতুবিয়্যাহ (شرح القرطبية)

ঘ. শরহু অ/াল-মুখতাসার (شرح المختصر)[৯০৫]

প্রাচ্যে মালিকী ফিকহ

ইমাম মালিকের জন্মস্থান মাদীনা ছিলো বাগদাদ প্রশাসনের অধীন। 'আব্বাসী শাসনামলে প্রশাসনের উপর ইমাম মালিকের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকায় 'আব্বাসীদের বিচার বিভাগে মালিকী ফিক্‌হ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। ফলে পূর্বাঞ্চল তথা মাক্কা, মাদীনা, কূফা, বাসরা, বাগদাদ, সিরিয়া, দামিশক প্রভৃতি অঞ্চলে যেমন মালিকী ফিকহচর্চা খুব বেশি হয়নি। অনুরূপভাবে এসব অঞ্চলে-মালিকী ফাকীহ ও মুফতীদের

৯০৫. ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, ইমাম মালিক (রহ.) ও তার ফিকহচর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

www.nagorikpathagar.org

সংখ্যাও ছিলো খুবই কম। এসব অঞ্চলে ইমাম মালিকের আল-মুয়াত্তা গ্রন্থখানি একখানা হাদীস গ্রন্থ হিসেবেই অধ্যয়ন করা হয়; একখানা ফিকহী গ্রন্থ হিসেবে এর চর্চা হয় না। ইমাম মালিকের জীবদ্দশায় তাঁর শিষ্য মুগীরাহ ইবনু আবদির রহমান ইবনিল হারিস (মৃ. ১৮৬ হি./৮০২ খ্রি.), 'আবদুল মালিক ইবনু 'আবদিল আযীয আল-মাজিশূন (মৃ. ২১২ হি./৮২৭ খ্রি.) প্রমুখ ফিকহ ও ফাতওয়াচর্চায় খ্যাতি অর্জন করেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এসব শিষ্য মদীনায় মালিকী ফিকহচর্চার ধারা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু তাঁর কোনো শিষ্য পূর্বাঞ্চলে মালিকী ফিকহের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অদান রাখতে সক্ষম হননি। তবে এসব অঞ্চলে কিছু কিছু মালিকী ফাকীহ ও মুফতী ব্যক্তিগত উদ্যোগে মালিকী ফিকহচর্চা করেন এবং মালিকী ফিকহের উপর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

প্রাচ্যে প্রধান প্রধান মালিকী ফকীহ ও মুফতীগণ

যে সব প্রখ্যাত ফাকীহ ও মুফতী ফিকহচর্চা, ফাতওয়াদান ও গ্রন্থ প্রণয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে মালিকী ফিকহের বিকাশ সাধনে অবদান রাখেন, প্রচ্যের সেসব মনীষীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে আলোকপাত করা হলো-

(১) **'উসমান ইবনু ঈসা ইবনি কানানাহ (মৃ. ১৮৫ হি/৮০১ খ্রি.) ঃ** ইনি ছিলেন মাদীনার বিশিষ্ট ফাকীহ। ইনি ইমাম মালিকের নিকট অধ্যয়ন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে 'রায়' দ্বারা প্রভাবিত হন। ইমাম মালিকের মুত্যুর পর ইনি স্বীয় শায়খের শিক্ষা মাজলিসের পরিচালক নিযুক্ত হন।[৯০৬]

(২) **আবদুল মালিক ইবনু আবদিল আযীয আল-মাজিশূন (মৃ. ২১২ হি/৮২৭ খ্রি.) ঃ** তাঁকে ইমাম মালিকের শীর্ষস্থানীয় শিষ্য ও আদীনার বিশিষ্ট মুফতী হিসেবে গণ্য করা হয়। শেষ বয়য়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার পরও তিনি ফিক্হচর্চা ও ফাতওয়াদান অব্যাহত রাখেন। তিনি কিছু কিছু হাদীস রিওয়ায়াত করেন।

(৩) **মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ (মৃ. ২১৬ হি/৮৩১ খ্রি.) ঃ** ইনি ইমাম মালিক দাহ্হাক, ইবরাহীম ইবনু সাদ, শুআয়ব প্রমুখ হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। ইবনু আবী হাতিমের মতে - ইনি ইমাম মালিকের শিষ্যদের মাঝে মাদীনার বিশিষ্ট ফকীহ।

(৩) **মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (মৃ.২১৬হি/৮৯৭খ্রি.)ঃ**
ইনি ইমাম মালিক দাহহাক, ইবরাহীম ইবনু সা'দ, শুআয়ব প্রমুখ সূত্রে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। ইবনু আবী হাতিমের মতে- ইনি ইমাম মালিকের শিশ্যদে মধ্যে মাদীনার বিশিষবট ফাকীহ।

(৪) **আবদুল্লাহ ইবনু মাসলিমাহ ইবনি কা'নাব আল-কানাবী (মৃ. ২১ হি./৮৩৭ খ্রি.) ঃ** তাঁকে মদীনার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ইমাম মালিকের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে গণ্য করা হয়। ইবাদত-বন্দেগীতে অধিক আত্মনিয়োগের কারণে তিনি আল-রাহিব (الراهب) উপাধিতে ভূষিত হন।[৯০৭]

---

৯০৬. ইবনু আবদিল বার : আল-ইনতিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৯০৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪৪

www.nagorikpathagar.org

(৫) ইসমা'ঈল ইবনু ইসহাক আল-জাহ্‌দামী (মৃ. ২৮২ হি./৮৯৫ খ্রি.) : ইনি ছিলেন তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস ও ফিকহ প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। এসব শাস্ত্রে তিনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন-

(ক) কিতাবু আহকাম আলকোরআন(كتاب أحكام القران)

(খ) কিতাব আল-ইহতিজাজ বিল কোরআন (كتاب الإحتجاج بالقرأن)

(গ) কিতাব আল-মাগাযী (كتاب المغازى)

(ঘ) ফাযলুস সালাত আলান্নবী (فضل الصلاة على النبى)

(ঙ) আহাদীসু মালিক ইবনি আনাস (احاديث مالك بن انس)

(চ) কিতাবু শাওয়াহিদ আল-মুয়াত্তা (كتاب شواهد الموطأ)

(ছ) তানকীহু আহাদীসি আয্যূব আল-সুখতিয়ানী (تنقيح أحاديث أيوب السختيانى)

(জ) কিতাবু আহওয়াল আল-কিয়ামাহ (كتاب اهوال القيامه)

(ঝ) কিতাব আল-রাদ্দ আলা মুহাম্মাদ ইবনিল হাসান (كتاب الرد على محمد بن الحسن)

(৬) ইবরাহীম ইবনু হাম্মাদ ইবনি ইসহাক : ইনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন-

(ক) কিতাব আল-রাদ্দ আলা আল-শাফিঈ' (كتاب الرد على الشافعى)

(খ) কিতাব আল-জানায়িয (كتاب الجنائز)

(গ) কিতাব আল-জিহাদ (كتاب الجهاد)

(ঘ) কিতাবু দালায়িল আল-নুবুয়্যাত (كتاب دلائل النبوة)[৯০৮]

(৭) কাযী আবদুল হামীদ ইবনু সাহল আল মালিকী : ইনি কাযী ইসমাঈল এর সহচর ছিলেন। ইনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন-

(ক) কিতাবু জামি' আল-ফারাইয (كتاب جامع الفرائض)

(খ) কিতাব আল-মুখতাসার ফী আল-ফিকহিল আকবার (تاب المختصرفى الفقه الاكبر)

(গ) কিতাব আল আল-মুখতাসার আল-সাগীর (كتاب المختصر الصغير)

(৮) মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদিল্লাহ আল-আবহারী (মৃ. ৩৭৫ হি/৯৮৫ খ্রি.) : ইনি ছিলেন সমকালীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফাকীহ। ইনি দীর্ঘ ৬০ বছর বাগদাদের জামি' আল-মানসূরে পাঠদান ও ফাতাওয়াদানে ব্যাপৃত ছিলেন। হানাফী ও শাফিঈ মাযহাবের অনুসারীগণ তাঁর কাছ থেকে মতবিরোধপূর্ণ মাসয়ালা সম্পর্কে অবহিত হতো। তিনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন-

(ক) কিতাবু শারহি কিতাবি ইবনি আবদিল হাকাম আল-সাগীর (كتاب شرح كتاب ابن عبد الحكم الصغير)

(খ) কিতাবু শারহি কিতাবি ইবনি আবদিল হাকাম আল-কবীর (كتاب شرح كتاب ابن عبد الحكم الكبير)

---

৯০৮. ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, ইমাম মালিক (রহ.) ও তার ফিকহচর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮

www.nagorikpathagar.org

(গ) কিতাব আল-রাদ্দ আলা আল-মুযানী (كتاب الرد على المزنى)
(ঘ) কিতাবুন ফী উসূল আল-ফিকহ্ (كتاب فى اصول الفقه)
(ঙ) কিতাবু ফাযল আল-মাদীনাহ 'আলা মাক্কা (كتاب فضل المدينة على مكة)
(চ) কিতাবু আল-মুখতাসার আল-কাবীর ফিল ফিকহ্ (كتاب المختصر الكبير فى الفقه)
(ছ) আল-ফাওয়ায়িদ আল-মুনতাকাত ওয়াল গারাইব আল-হিসান (الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان)

(৯) কাযী আবূ বাকর মুহাম্মদ ইবন আল-তায়্যিব আল-বাকিল্লানী আল-বসরী আল-মালিকী (মৃ. ৪০৩ হি./১০১৩ খ্রি.) ঃ ইনি একজন বিশিষ্ট তর্কশাস্ত্রবিদ। এক্ষেত্রে তিনি ইমাম আবুল হাসান আর-আশ'আরীকে অনুসরণ করেন। তাঁকে সমকালীন যুগের প্রখ্যাত তর্কশাস্ত্রবিদদের মাঝে গণ্য করা হয়। মাযহাব চতুষ্টয়ের ফিক্‌হ সম্পর্কে তিনি সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। মাসায়িল আলোচনায় ইনি দলীল-প্রমাণসহ চার মাযহাবের অনুসৃত সিদ্ধান্ত উল্লেখপূর্বক মালিকী ফিকহকে অগ্রাধিকার দিতেন। বাগদাদে মালিকী ফিকহ্‌চর্চায় তাঁর অবস্থান ছিলো সকলের শীর্ষে।

(১০) আবূ জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ আল-আবহারী ঃ ইনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন-
(ক) কিতাবু মাসাইল আল-খিলাফ (كتاب مسائل الخلاف)
(খ) কিতাব আল-রাদ্দ আলা ইবনি উলায়্যাহ (كتاب الرد على ابن علية)
(গ) কিতাব আল-রাদ্দ আলা মাসাইল আল-মুযনী (كتاب الرد على مسائل المزنى)

(১১) 'আবদুল্লাহ ইবনু আবদির রহমান আল-বাগদাদী (মৃ. ৬৬৯ হি./১২৭১ খ্রি.) ঃ ইনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন-
(ক) কিতাবু ইখতিসার আল-মুদাওয়্যানাহ (كتاب اختصار المدونة)
(খ) কিতাব আল-ফাওয়ায়িদ (كتاب الفوائد)
(গ) কিতাব আল-তা'লীক (كتاب التعليق)

(১২) আবদুর রহমান ইবনু মুহাম্মদ ইবনি আসকার আল বাগদাদী (মৃ. ৭৩২ হি./১৩৩২ খ্রি.)ঃ ইনি বাগদাদের 'মাদরাসা আল-মুসতানসারিয়া'র শিক্ষক ছিলেন। ইনি এখানকার বিশিষ্ট মালিকী ফকীহ্ ও এ মাযহাবের বিশিষ্ট গ্রন্থ রচয়িতা। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ এলা-
(ক) আল-মু'তামাদ ফিল ফিক্‌হ (المعتمد فى الفقه)
(খ) কিতাব আল-উমদাহ ফিল ফিক্‌হ (كتاب العمدة فى الفقه)
(গ) কিতাব আল-ইরশাদ ফিল ফিক্‌হ (كتاب الارشاد فى الفقه)

www.nagorikpathagar.org

ফিক্‌হে শাফিঈ' বা শাফিঈ' মাযহাব
ইমাম শাফিঈ' (র)
(১৫০ - ২০৪হি./৭৬৭-৮১৯খ্রি.)

জন্ম ও পরিচয়

ইমাম শাফি'ঈ (র) কে কেন্দ্র করে ফিক্‌হে শাফি'ঈ গড়ে ওঠায় তাঁকে শাফি'ঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি বিখ্যাত চার মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম । তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ, ডাকনাম আবু 'আবদুল্লাহ এবং উপাধি নাসিরুল হাদীস। তাঁর পিতার নাম ইদরীস এবং মাতার নাম উম্মুল হাসান বিনতু হামযাহ আল কাসিম ইবনি ইয়াযীদ ইবনু ইমাম হাসান। তাঁর পুরো নাম ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌নু ইদরীস ইবনি 'আব্বাস আশ-শাফি'ঈ । তাঁর প্রপিতামহের নাম ছিলো শাফি'ঈ। এ হিসেবে তিনি 'ইমাম শাফি'ঈ ' নামে খ্যাতি লাভ করেন।[৯০৯]

তিনি ১৫০ হি. /.৭৬৭খ্রি. সিরিয়ার গাজায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পূর্বেই তাঁর মহান পিতা মৃত্যুবরণ করেন। স্নেহময়ী মা তাকে ইয়ামানে চলে আসেন, অতপর তিনি মাতুলের তত্ত্বাবধানে আট বছর কাটান ।[৯১০]

শিক্ষা জীবন

মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি কোরআন হিফজ করেন , দশ বছর বয়সে মুয়াত্তা ইমাম মালিক মুখস্থ করেন এবং পনের বছর বয়সে ফাতওয়াদান শুরু করেন। উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ইমাম শাফি'ঈ (র) -এর মা তাঁকে মাক্কায় তাঁর চাচার নিকট প্রেরণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল দশ কি এগারো। চাচার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায় একাগ্রতার সাথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পড়ালেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কিন্তু শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিলো প্রবল আগ্রহ। তিনি মাক্কা, মাদীনা, ইয়ামান, ইরাকসহ বিভিন্ন দেশের অনেক খ্যাতিমান শিক্ষকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। [৯১১]

উচ্চ শিক্ষা ও কর্ম জীবন

খালীফা হারুনুর রাশীদের আমলে ইমাম শাফি'ঈ (র) নাজরানের গভর্নর নিযুক্ত হন। একদল লোক তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ এনে খালীফার কান ভারী করে তোলে। ফলে তাঁকে ১৮৪ হিজরীতে গ্রেফতার করে খালীফা হারুনুর রাশীদের কাছে নিয়ে আসা হয়। অতপর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ফাদল ইবনুর রাবী'র সুপারিশে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয় এবং

---

৯০৯. রঈস আহমাদ জাফরী,চার ইমামের জীবনকথা (বাংলা অনু. মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান), ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী,২০০৪,পৃ. ২৪৬-২৪৭

৯১০. প্রাগুক্ত,পৃ. ২৪৭

৯১১. মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, তারীখে ইলমে ফিক্‌হ,দিল্লী: মাকতাবা বুরহান,উর্দু বাজার,১৯৬২, পৃ. ১০২ -১০৩

www.nagorikpathagar.org

পুনরায় তাঁকে স্বপদে পুনর্বহাল করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ দিন তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন না। পরে তিনি ইরাক চলে যান এবং ইমাম আবু হানীফা (র) এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ফিকহে হানাফীর উপর পারদর্শিতা অর্জন করেন। এরপর তিনি মাক্কায় চলে আসেন এবং সেখানকার আলিমগণের সাহচর্যে এসে কোরআন, হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে গভীর পারদর্শিতা অর্জন করেন। ১৯৫ হিজরীতে আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি ইরাক চলে আসেন । সেখানের বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।[৯১২]

ইমাম শাফি'ঈ (র) হিজায ও ইরাকী 'আলিমগণের সমন্বয় একটি মাসলাক প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রচারকল্পে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। এ মাসলাককে ইমাম শাফি'ঈ (র) এর 'মাযহাব কাদীম' বলা হয়। কালক্রমে ইরাকে ইমাম শাফি'ঈ (র) ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। আলিমগণের একটি বিশাল অংশ তাঁর মাযহাব গ্রহণ করে। ১৯৮ হিজরীতে তিনি পুনরায় ইরাক চলে আসেন এবং কিছুদিন থাকার পর তিনি মিসর চলে যান ।[৯১৩]

উল্লেখ্য যে, মিসরে মালিকী মাযহাবের ব্যাপক প্রাধান্য ছিলো। ইমাম শাফি'ঈ (র) আলিম সমাজের কাছে তাঁর মাযহাব পেশ করেন। এ সময় তিনি তাঁর মাযহাবে কিছু পরিবর্তন সাধন করেন এবং এ বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। একে ইমাম শাফি'ঈ (র) এর 'মাযহাব জাদীদ' বলা হয়। ইমাম শাফি'ঈ (র) স্বয়ং নিজ মাযহাব প্রচার করেন। এ ফিক্‌হ মিসরে জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি ১৯৮ থেকে ২০৪ হিজরী পর্যন্ত মিসর অবস্থান করেন।[৯১৪]

ইমাম শাফি'ঈ (র) এর শিক্ষকমণ্ডলি

ইমাম শাফি'ঈ (র) এর আশিজন শিক্ষক ছিলেন স্ব স্ব অবস্থানে খ্যাতিমান । তাঁদের কয়েকজনের নাম ও পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলো –

(১) মুসলিম ইবনু খালিদ আল যানজী (র) :

তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের খ্যাতিমান ফিক্‌হবিদ ও হাদীস বিশারদ । তিনি মুহাম্মাদ ইবনু শিহাব আয যুহরী , 'আমরুন নাকিদ,যাইদ ইবনু আসলাম এবং 'উরওয়া ইবনু যুবাইর (র) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন এবং ইমাম 'আবদুল মালিক ইবনু 'আবদিল আযীয (র) এর নিকট ফিক্‌হ বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এই মহান শিক্ষকের মৃত্যুর পর ত্রিশ বছর পর্যন্ত তিনি 'শায়খুল হারাম' হিসেবে মনোনয়ন লাভ করেন।[৯১৫]

---

৯১২. মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, তারীখে ইলমে ফিক্‌হ,দিল্লী: মাকতাবা বুরহান,উর্দু বাজার,১৯৬২, পৃ. ১০৩-১০৪

৯১৩. প্রাগুক্ত,পৃ. ১০৪

৯১৪. প্রাগুক্ত,পৃ. ১০৫

৯১৫. ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, ইমাম মালিক (রহ.) ও তার ফিকহচর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪; রঈস আহমাদ জাফরী,চার ইমামের জীবনকথা , প্রাগুক্ত ,পৃ. ২৮৪

www.nagorikpathagar.org

(২) ফাদল ইবনু আইয়ায (র)

তিনি খোরাসানে জন্মগ্রহণ করেন। তবে পরবর্তীকালে তিনি মাক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তিনি ১৮৭ হি. মাক্কায় মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম শাফি'ঈ (র) তাঁর নিকট আল্লাহভীরুতার প্রকৃত রূপ শিক্ষা করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চমার্গের আল্লাহভীরু ব্যক্তি।[৯১৬]

(৩) ইমাম সুফইয়ান ইবনু 'উয়াইনা (র)

ইমাম সুফইয়ান ইবনু 'উয়াইনা (র) ১০৭ হিজরীতে হিজাযে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের সেরা হাদীসবিশারদ। ইমাম শাফি'ঈ (র) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "যদি ইমাম মালিক এবং ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা (র) না থাকতেন তাহলে হিজাযে ইলমে হাদীসের অস্তিত্বই থাকতো না"।[৯১৭]

ইমাম সুফইয়ান ইবনু 'উয়াইনা (র) এর কাছে কেউ কোরআনের তাফসীর, ফাতাওয়া অথবা হাদীসের বৈপরিত্ব নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, আমাদের মাজলিসে এই কুরাইশী নওজোয়ান মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস শাফি'ঈ তো রয়েছে, তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করো । সে-ই এসবের জবাব দেবে। ইমাম শাফি'ঈ (র) তাঁর ফাতাওয়াদানের বিষয়ে তাঁর নিকট থেকে অনুমতি লাভ করেন। এই মহান ইমাম ১৯৭ হিজরীতে ৯১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[৯১৮]

(৪) ইমাম মালিক ইবনু আনাস (র)

তাঁর প্রকৃত নাম মালিক , উপনাম আবু 'আবদিল্লাহ ,উপাধি ইমামু দারিল হিজরাহ। তাঁর পিতার নাম আনাস । তাঁর বংশলতিকা : মালিক ইবনু আনাস ইবনি মালিক ইবনি আবি 'আমির নাফি' ইবনি 'আমর ইবনিল হারিস ইবনি 'উসমান ইবনি জুসাইল ইবনি 'আমর ইবনিল হারিস যিল আসবাহ আলআসবাহী।[৯১৯] তাঁর মাতার নাম আলিয়া বিনতু শুরাইক ইবনি 'আবদির রহমান আল আসাদিয়া। তিনি ৯৩ হি. মুতাবিক ৭১২খ্রি. মাদীনার উত্তরে যুলমারওয়া পল্লীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৯২০] ইমাম মালিক (র) এর পিতামহ আবু আনাস মালিক (মৃ,৭৪ হি./৬৯৩ খ্রি.)ছিলেন একজন বিশিষ্ট তাবি'ঈ। হাদীস শাস্ত্রে তিনি একজন বিশস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।[৯২১] তিনি ১৭৯ হি./৭৯৫ মৃত্যুবরণ করেন।

---

৯১৬. রঈস আহমাদ জাফরী,চার ইমামের জীবনকথা , প্রাগুক্ত ,পৃ. ২৮৭

৯১৭. প্রাগুক্ত

৯১৮. প্রাগুক্ত

৯১৯. ইবনু হাযিম,জামহারাতু আনসাব আলআরাব, বৈরুত:দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ,১৯৮৩, পৃ. ৪৩৫।

৯২০. আল হামুভী,মু'জাম আল বুলদান,বৈরুত: দারু সাদির ,১৯৫৭, খ.৫, পৃ.১১৬ ; ইবনু হাযিম, জামহারাতু আনসাব আলআরাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬ ;আল যিরিকলী,আল আলাম,বেরুত:দারু ইলমি লিল মালায়িন,১৯৮০,খ.৫,পৃ.২৫৭।

৯২১. ইবনু কুতায়বা,আল মা'আরিফ,আল কাহেরা:মাতবাআ'তু দারিল কুতুব,১৯৬০,পৃ. ৪৯৮।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম শাফি'ঈ (র) এর শিষ্যবৃন্দ

ইমাম ইবনু হাজার আল'আসকালানী (র) ইমাম শাফি'ঈ (র) এর শিষ্য সংখ্যা ১২০ জন বলে উল্লেখ করেছেন । রাবী' ইবনু সুলায়মান (র) বলেন, তাঁর শিষ্য যে কতো তার সংখ্যা সঠিকভাবে বলা অসম্ভব। নিম্নে কয়েকজন খ্যাতিমান শিষ্যের পরিচয় দেয়া হলো :

(১) আবু সাওর ইবরাহীম ইবনু খালিদ ইবনিল ইয়ামান আলকালবী আল বাগদাদী (র):
ইনি প্রথম জীবনে ইরাকে বসবাস করতেন। অতপর ইমাম শাফি'ঈ (র) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এক পর্যায়ে তিনি স্বতন্ত্র মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। এক সময় তাঁর অনেক অনুসারী থাকলেও পরবর্তীকালে তা আর টিকে থাকেনি। ২৪০হি. সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৯২২]

(২) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র):
ইনি ১৬৪ হি. বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মহান পিতার নাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, তবে তিনি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল নামে পরিচিত। মাত্র দুই বছর বয়সে তিনি পিতৃস্নেহ থেকে বন্চিত হন। তিনি প্রথমত ইমাম শাফি'ঈ (র) এর ফিক্হ ব্যাপকভাবে চর্চা করেন। অতপর তিনি স্বতন্ত্র মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ২৪১ হি. মৃত্যুবরণ করেন।[৯২৩]

(৩) ইমাম হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিস সাবাহ আল যা'ফারানী আল বাগদাদী (র):
ইনি শাফি'ঈ (র) এর কাদীম মাযহাবের একজন খ্যাতিমান ইমাম। তিনি ২৬০ হি. মৃত্যুবরণ করেন ।[৯২৪]

(৪) ইমাম আবুল হাসান ইবনু 'আলী আলকারাবিসী (র) :
প্রথম জীবনে তিনি ইরাকীদের মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। অতপর ফিক্হ ব্যাপকভাবে চর্চা করেন । তিনি ২৪৫ হি. মৃত্যুবরণ করেন [৯২৫] ।

(৫) ইমাম দাউদ ইবনু 'আলী ইমাম আহলিয যাহির (র):
প্রথম জীবনে তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র) এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন । পরে তিনি স্বতন্ত্র মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। [৯২৬]

(৬) ইমাম আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনি 'আবদিল 'আযীয আল বাগদাদী (র):
বাগদাদে ইনি ছিলেন ইমাম শাফি'ঈ (র) এর শীর্ষস্থানীয় শিষ্য। পরবর্তীকালে তিনি যাহিরী মাযহাবের অনুসারী বনে যান।[৯২৭]

---

৯২২. মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, তারীখে ইলমে ফিক্হ,দিল্লী: মাকতাবা বুরহান,উর্দু বাজার,১৯৬২, পৃ. ১০৬
৯২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৯২৪. প্রাগুক্ত
৯২৫. প্রাগুক্ত
৯২৬. প্রাগুক্ত
৯২৭. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

(৭) ইমাম আবু 'উসমান ইবনু সা'ঈদ আনমাতী (র):
ইমাম আল মুযানী ও রাবী' ইমাম শাফি'ঈ (র) এর নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। এ দু'জন এবং আনমাতীর মাধ্যমে শাফি'ঈ মাযহাব ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। এই মহান ইমাম ২৮৮হি. মৃত্যুবরণ করেন ।[৯২৮]

(৮) ইমাম আবুল 'আব্বাস আহ্‌মাদ ইবনু 'উমার ইবনি সারীয (র):
ইনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অন্যতম শীর্ষ ইমাম ও বড়ো মাপের তার্কিক । তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা চার শতাধিক। এই মহান ইমাম ৩০৬ হি. মৃত্যুবরণ করেন।[৯২৯]

(৯) ইমাম আবু জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আততাবারী (র):
প্রথম জীবনে তিনি ইমাম মাযহাবের অনুসারী ছিলেন । পরে তিনি স্বতন্ত্র মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন।[৯৩০]

(১০) ইমাম আবুল 'আব্বাস আহ্‌মাদ ইবনু আবী আহ্‌মাদ আততাবারী (র):
ইনি ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের শীর্ষ ইমাম এবং মিসরের শাফি'ঈ মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ইমামগণের অন্যতম। তিনি ৩৩৫ হি. মিসরে মৃত্যুবরণ করেন ।[৯৩১]

(১১) ইমাম ইউসুফ ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া আলবুতী আলমিসরী (র):
ইনি ছিলেন মিসরে শাফি'ঈ মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ইমাম। ফাতওয়াদানে তাঁকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মনে করা হতো। মৃত্যুর সময় ইমাম শাফি'ঈ (র) তাঁকে তাঁর একান্ত বিশ্বাসভাজন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে যান।
তিনি ৩৩১ হি. মিসরে মৃত্যুবরণ করেন ।[৯৩২]

(১২) ইমাম আবু ইবরাহীম ইসমা'ঈল ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া আল মুযানী আলমিসরী (র):
ইনি ছিলেন মিসরে শাফি'ঈ মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম । ১৯৯হি. সনে তিনি ফিক্‌হে শাফি'ঈর অন্যতম ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ইমাম শাফি'ঈ (র) তাঁকে শাফি'ঈ মাযহাবের 'হামী' উপাধি দেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থরাজির উপর শাফি'ঈ মাযহাবের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ৩২৪ হি. মিসরে মৃত্যুবরণ করেন।[৯৩৩]

(১৩) ইমাম রাবী' ইবনু সুলায়মান ইবনি 'আবদিল জাব্বার আলমুরাদী (র):
ইনি ১৭৪ হি. বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র) সূত্রে ফিক্‌হ

---

৯২৮. প্রাগুক্ত
৯২৯. প্রাগুক্ত , পৃ. ১০৮
৯৩০. প্রাগুক্ত
৯৩১. প্রাগুক্ত
৯৩২. প্রাগুক্ত
৯৩৩. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

বিষয়ে ব্যাপক রিওয়ায়াত করেন। ইমাম রাবী' এবং আলমুযানী (র) এর মাঝে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হলে ইমাম শাফি'ঈ (র) ইমাম রাবী'র অভিমতকে প্রাধান্য দিতেন। এই মহান ইমাম ২৭০ হি. মৃত্যুবরণ করেন ।[৯৩৪]

(১৪) ইমাম হারমালা ইবনু ইয়াহইয়া ইবনি 'আবদিল্লাহ আল তুজাইবী (র):

ইনি ছিলেন ইমাম শাফি'ঈ (র) এর অন্যতম শিষ্য। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের উৎকর্ষ বিধানে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। এই মহান ইমাম ২৪৩ হি. মৃত্যুবরণ করেন ।[৯৩৫]

(১৫) ইমাম ইউনুস ইবনু 'আবদিল 'আলা আল মিসরী (র):

ইনি ছিলেন ইমাম শাফি'ঈ (র) এর অন্যতম শিষ্য। তিনি রাজনৈতিক জ্ঞানে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।[৯৩৬]

(১৬) ইমাম আবু বাক্‌র ইবনু আহমাদ (র):

ইনি ইবনুল হাদ্দাদ নামে অধিক পরিচিত। ইনি ইমাম আলমুযানীর মৃত্যুর দিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র) এর শিষ্য ছিলেন। তিনি ফিক্‌হ বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এই মহান ইমাম ৩৪৫ হি. মৃত্যুবরণ করেন ।[৯৩৭]

(১৭) ইমাম বায়হাকী (র)

ইমাম বায়হাকী (র) এর প্রকৃত নাম আহমাদ ইবনু হুসাইন ইবনি 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন মূসা আলবায়হাকী । তিনি ৩৮৪ হিজরী সনে নীশাপুরের বায়হাক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম আবু বাক্‌র। তাঁর জন্মস্থানের সম্বোধন লক্ষ্য করে তাঁকে বায়হাকী বলা হয়।[৯৩৮]

ইমাম বায়হাকী (র) এবং বাল্য শিক্ষা স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করেন। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি বাগদাদ,কুফা,খুরাসান,হিজায ইত্যাদি দেশ সফর করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন এবং প্রণীত গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে শাফি'ঈ মাযহাবের সমর্থন দিয়েছেন । তিনি শাফি'ঈ (র)এর ফিক্‌হ ও হাদীসশাস্ত্রের উপর গভীর জ্ঞান রাখতেন। শাফি'ঈ মাযহাবের উৎকর্ষ বিধানের জন্য তিনি বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন । যেমন–কিতাবু মা'রিফাতিস সুনান ওয়াল আসার ,কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত,দালায়িলুন নুবুওয়াত,মানাকিবুশ

---

৯৩৪. প্রাগুক্ত ,পৃ. ১০৯
৯৩৫. প্রাগুক্ত
৯৩৬. প্রাগুক্ত
৯৩৭. প্রাগুক্ত
৯৩৮. মাওলানা মুহাম্মাদ মোতালেব হোসাইন ছালেহী, হাদীসশাস্ত্র ও মুহাদ্দিসদেও ইতিহাস, কুমিল্লা: মুরাদনগর, ২০০৭, পৃ. ৫১২

www.nagorikpathagar.org

শাফি'ঈ,কিতাবু দাওয়াতিল কাবীর ও আসসুনানুল কুবরা । এ গ্রন্থটি তাঁর অন্যতম অমর গ্রন্থ । ইমাম আসসুবকী (র) বলেন,আমি শপথ করে বলতে পারি যে,পৃথিবীতে এ ক'টি গ্রন্থ অতুলনীয়। এই মহান ইমাম ৪৫৮ হিজরীতে নীশাপুরে মৃত্যুবরণ করেন।তাঁকে বায়হাক গ্রামে দাফন করা হয়। [৯৩৯]

(১৮) ইবনু হাজার আল 'আসকালানী (র)

হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসকালানী (র) এর প্রকৃত নাম শিহাবুদ্দীন আবুল ফাদল আহমাদ ইবনু 'আলী ইবনি মাহমূদ আল'আসকালানী আলমিসরী আশ শাফি'ঈ । 'আসকালান মূলত ফিলিস্তীনের একটি শহর । এ শহরেই তাঁর পূর্বপুরুষগণ বসবাস করতেন। ' ইবনু হাজার' তাঁর নাম, না উপাধি এ বিষয়ে একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। কারো কারো মতে, এটি তাঁর পূর্বপুরুষ আহমাদ নামক এক ব্যক্তির উপাধি । আবার কারো কারো মতে আহমাদ এর পিতার নাম। তবে ইবনু হাজার (র) এর জীবনীকার ইমাম আস সাখাবী (র)এর মতে, ' ইবনু হাজার' তাঁর কোনো পূর্বপুরুষের উপাধি ছিলো ।[৯৪০]

হাফিয ইবনু হাজার (র) ৭৭৩ হিজরী সনে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তবে জন্মের কিছুদিন পর তাঁর স্নেহময়ী মা এবং চার বছর বয়সের সময় তাঁর মহান পিতা মৃত্যুবরণ করেন । তাঁর মহান পিতা শৈশবে মৃত্যুবরণ করলেও তাঁর উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা করে যান, এমনকি তিনি পিতার সাথে পবিত্র হজ্বব্রত পালনের সৌভাগ্য অর্জন করেন।পিতার মৃত্যুর পর ইবনু হাজারের বোন ছিত্তুর রিকাব ছোট ভাইকে মায়ের আদর ও স্নেহ দিয়ে লালন পালন করেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু হাজার (র) নিজেই বলেছেন, আমার বোন একজন কারী, লেখিকা, এককথায় অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। আমার মায়ের মৃত্যুর পর তিনি আমাকে মায়ের মতো ভালোবাসা দিয়ে প্রতিপালন করেন। ৮৫০ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৯৪১]

হাফিয ইবনু হাজার (র) শৈশবে পিতামাতাকে হারিয়ে ইয়াতীম হয়ে পড়েন । তবে তাঁর মহান পিতা মৃত্যুর পূর্বে আবু বাক্‌র যাকী মুহাম্মাদ নামে তাঁর এক বন্ধুকে পুত্রের দেখভালের জন্য ওসিয়াত করে যান। ফলে তিনি তাঁর সযত্ন তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। ৭৮১হিজরীতে মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি কারী সাদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রাযযাকের নিকট কোরআনুল কারীম হিফয করেন এবং ৭৮৫হিজরীতে মাক্কার মাসজিদুল হারামে তারাবীহ নামাযের ইমামতি করেন।

তিনি সেখানে সর্বপ্রথম শায়খ 'আবদুল্লাহইবনু মুহাম্মাদ (র) এর নিকট হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।৭৮৬ হিজরীতে তিনি যাকী আল খারুবীর সাথে মিসর গমন

---

৯৩৯. আলহাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন, তা. বি.পৃ.২৪৩
৯৪০. ইমাম আস সাখাবী,আল জাওয়াহির আদ দুরার, তা.বি. পৃ.৫৫
৯৪১. ইবনু হাজার,আলমাজমাউল মুআসসিস,বৈরুত:দারুল মা'রিফাহ,১৯৯৩, খ.৩, পৃ.১৯৬-১৯৭

www.nagorikpathagar.org

করেন এবং পড়ালেখায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব মুখস্থ করেন । জ্ঞান আহরণের লক্ষ্যে তিনি মিসর , ইয়ামান, হিজায, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ সফর করেন। হাফিয ইবনু হাজার (র) ইবনুল কাত্তান (র) এর নিকট ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ এবং তদানীন্তন যুগের বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ হাফিয যাইনুদ্দীনআবুল ফাদল আবদুর রাহীম আল ইরাকী (র) এর নিকট হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন । হাফিয ইবনু হাজার (র) তাঁর শিক্ষকগণের একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। তাতে তাঁর ৭০৩জন শিক্ষকের নাম পাওয়া যায়। ইলমুল কিরাআত শাস্ত্রে তাঁর শিক্ষক ছিলেন ইবরাহীম ইবনু আহমাদ আততানুখী এবং আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল খায়ুতী (র)। আরবী সাহিত্যে 'উমার ইবনু রাসলান আলবুলকাইনী (র)।[৯৪২]

তাঁর ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন–হাফিয শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রহমান আসসাখাবী আশশাফি'ঈ (মৃ.৯০২হি.) ; ইবরাহীম ইবনু 'উমার আলবিকাই আশশাফি'ঈ (মৃ.৮৮৫হি.); যাকারিয়্যা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (মৃ.৭২৬হি.) ; মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদিল্লাহ আদ দিমাশকী আশ শাফি'ঈ (মৃ.৮৯৪হি.) ; মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদিল ওয়াহিদ-কামালুদ্দীন ইবনু হুমাম (মৃ.৮৬১হি.) নামে পরিচিত।

শাফি'ঈ মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে তিনি বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ছাত্র ইমাম আসসাখাবী (র) তাঁর আলজাওয়াহির ওয়াদ দুরার গ্রন্থে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৭০টি উল্লেখ করেছেন।[৯৪৩] তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হলো–

(১) আল বাহসু আ'ন আহওয়ালিল বা'স (البحث عن اهوال البعث

(২) ফাতহুল বারী– (فتح البارى) এ গ্রন্থটি সাহীহ আলবুখারীর অনন্য ভাষ্য গ্রন্থ। এটাকে তাঁর অমর গ্রন্থ বলা হয়।

(৩) আলইতকান (الاتقان)

(৪) নুখবাতুল ফিকার ফী মুসতালাহিল আসার (نخبة الفكر فى مصطلح الاثار)

(৫) তাহযীবুত তাহযীব (تهذيب التهذيب)

(৬) তাকরীবুত তাহযীব (تقريب التهذيب)

(৭) লিসানুল মিযান (لسان الميزان)

(৮) আত তাযকিরাতুল আদাবিয়্যাহ (التذكرة الادابية)

(৯) মানাসিকুল হাজ্জ (مناسك الحج)

(১০) বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম (بلوغ المرام من ادلة الاحكام)

(১১) ইকামাতুদ দালাইল 'আলা মারিফাতিল আওয়ালিন (اقامة الدلائل على معرفة الاولين)

৯৪২. ইমাম আস সাখাবী,আল জাওয়াহির আদ দুরার, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭
৯৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৫

www.nagorikpathagar.org

(১২) আল-ইসাবাতু ফি মা'রাফাতিস সাহাবা(الاصابة فى معرفة الصحابة) ।[৯৪৪]
হাফিয ইবনু হাজার (র) ৭৯৮ হিজরীতে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন ছয় কন্যা ও একপুত্র সন্তানের জনক। এই মহান ইমাম কর্ম জীবনে বিচারকের পদ অলংকৃত করেন, তবে তিনি ৮৫২ হিজরীতে বিচারকের পদ থেকে ইস্তফা দেন। দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর তিনি ৮৫২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। বানু খায়রুবীগোত্রের ইমাম লাইস ইবনু সাদ এর কবরের কাছে তাঁকে দাফন করা হয়।[৯৪৫]

ইমাম শাফি'ঈ (র) প্রণীত গ্রন্থরাজি

বিখ্যাত চার মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে একমাত্র ইমাম শাফি'ঈ (র) নিজ মাযহাবের উৎকর্ষ বিধানের লক্ষ্যে গ্রন্থ রচনা করেন। আর এ গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে তাঁর মাযহাব দাঁড়িয়ে আছে । ইমাম শাফি'ঈ (র) প্রণীত কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের বিবরণ প্রদত্ত হলো –

(১) **কিতাবুল উম্ম**(كتاب الأم)

ফিক্‌হ বিষয়ে এটি এমন একটি অনবদ্য গ্রন্থ , তাঁর আমলে যার তুলনা নেই । এ গ্রন্থে তিনি মাসআলা বর্ণনার সাথে সাথে তার প্রমাণপন্‌িঞ্জও উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু যুহরা (র) এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, এর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে সমকালীন ইমামগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। গ্রন্থটি আট খন্ড বিশিষ্ট । তবে মিসরের আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগ থেকে চার খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ (র) গ্রন্থটিকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের আদলে বিন্যস্ত করেছেন। এটির একটি সংক্ষিপ্ত সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে ।[৯৪৬]

(২) **রিসালাতু ফী আদিল্লাতিল আহকাম** (رسالة فى أدلة الأحكام)

এটি ইমাম শাফি'ঈ (র) এর উসুল বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ । কাশফুয যুনুন প্রণেতা এ গ্রন্থটিকে উসূলুল বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম আহমাদ শাকির (র) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ইমাম শাফি'ঈ (র)গ্রন্থটিকে দুইবার লিখেছেন। এ জন্য আলিমগণ গ্রন্থটির সূচিতে 'আররিসালাতুল কাদীমাহ এবং আররিসালাতুল জাদীদাহ' নামে উল্লেখ করেছেন। ইমাম ফাখরুদ্দীন আররাযী (র) 'মানাকিব আশ শাফি'ঈ' গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম শাফি'ঈ (র) বাগদাদে অবস্থানকালে আররিসালাহ গ্রন্থটি রচনা করেন। বাগদাদ থেকে মিসর চলে যাওয়ার পর পুনরায় তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।[৯৪৭]

---

৯৪৪. হাফিয ইবনু হাজার আল আসকালানী (র):জীবন ও কর্ম,ড.মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ,ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,২০১৩ পৃ.৩৬-৩৮
৯৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৭১
৯৪৬. মান্না আলকাত্তান ,তারীখুশ তাশরী'উল ইসলামী, বৈরুত: মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬ , পৃ.২৫৯-২৬০
৯৪৭. প্রাগুক্ত,পৃ. ২৬০-২৬১

www.nagorikpathagar.org

(৩) **ইখতিলাফুল হাদীস** (اختلاف الحديث)

এ গ্রন্থটিতে বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস স্থান পেয়েছে।[৯৪৮] ইমাম শাফি'ঈ (র) এর অন্যতম শিষ্য হারমালা ইবনু ইয়াহইয়া (র) ফিকহে শাফি'ঈর উপর রচিত এ গ্রন্থটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া ইমাম ইউসুফ ইবনু ইয়াহইয়া আলবুতী আলমিসরী (র) মুখতাসার কাবীর, মুখতাসার সাগীর এবং কিতাবুল ফারাইয রচনা করেন। ইমাম আলমুযানী (র) মুখতাসার কাবীর ও মুখতাসার সাগীর এবং জামে' কাবীর ও জামে' সাগীর নামে গ্রন্থ রচনা করেন।[৯৪৯]

(৪) কিতাবুল মাবসুত ফিল-ফিক্‌হ (كتاب المبسوط فى الفقه)
(৫) কিতাবুর রিসালাহ (كتاب الرسالة)
(৬) কিতাবুল ইমামাহ (كتاب الامامة)
(৭) কিতাবুল মুরতাদ আসসাগীর (كتاب المرتد الصغير)
(৮) কিতাবুল মুরতাদ আল-কাবীর (كتاب المرتد الكبير)
(৯) কিতাবু আহকামিল কোরআন (كتاب أحكام القرأن)
(১০) কিতাবু ইখতিলাফিল 'ইরাকিঈন (كتاب اختلاف العراقين)
(১১) কিতাবুল হুদুদ (كتاب الحدود)
(১২) কিতাবু ফাযাইলি কুরাইশ (كتاب فضائل قريش)
(১৩) কিতাবু মাসাইলিল খুনসা (كتاب مسئلة الخنثى)
(১৪) কিতাবুর রাদ্দ 'আলা মুহাম্মাদ ইবনিল হাসান (كتاب الرد على محمد بن الحسن)
(১৫) কিতাবু আদাবিল কাযী (كتاب اداب القاضى)
(১৬) কিতাবু আবতালিল ইসতিহসান (كتاب أبطال الاستحسان)[৯৫০]

ইমাম আলমুযানী (র) এর অন্যতম শিষ্য আবু ইসহাক আলমারূযী 'মুখতাসার আলমুযানী' এর দুটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন।এ ছাড়াও তিনি কিতাবুল ফুসুল ফী মা'রিফাতিল উসূল, কিতাবুশ শুরূত ওয়াল ওয়াসিক, কিতাবুল ওয়াসায়া, হিসাবুদ দুরার এবং কিতাবুল খুসূস ওয়াল 'উমূম রচনা করেন।[৯৫১]

ইমাম আবু বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদিল্লাহ আল সায়রাফী (মৃ.৩৩০হি.) প্রচুর সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রণীত প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থ হলো –

কিতাবুল বায়ান ফিদ দালাইল, আল আ'লাম 'আলা উসূলিল আহকাম, শারহু রিসালাতু শাফি'ঈ এবং কিতাবুল ফারাইয ইত্যাদি।

ইমাম শাফি'ঈ (র) এর মৃত্যু

ইমাম শাফি'ঈ (র) ২০৪ হিজরীতে ৫৪/৫৫ বছর বয়সে মিসরে মৃত্যুবরণ করেন।[৯৫২]

---

৯৪৮. মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, তারীখে ইলমে ফিক্‌হ,প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
৯৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
৯৫০. ইবনুন নাদীম, আল-ফিহরিস্‌ত ,প্রাগুক্ত,পৃ. ২১০
৯৫১. মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, তারীখে ইলমে ফিক্‌হ,প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
৯৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

www.nagorikpathagar.org

ফিক্‌হে হাম্বালী বা হাম্বালী মাযহাব
ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র)
(১৬৪ - ২৪১হি./ ৭৮০-৮৫৫ খ্রি.)

পরিচয়

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) একজন বিশিষ্ট ফিক্‌হবিদ, হাদীসবিশারদ এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের চার মহান ইমামের অন্যতম। তিনি হাম্বালী মাহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পূর্ণ নাম আবু 'আবদুল্লাহ আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবন হাম্বাল ইবনি হিলাল আলযুহালী আলমারুযী আশশাইবানী। তবে তিনি 'ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল' নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর মহান পিতার নাম মুহাম্মাদ ইবন হাম্বাল ইবন হিলাল আশশাইবানী এবং তাঁর সম্মানিত মাতার নাম সাফিয়া বিনতু মাইমুনা বিনত 'আবদিল মালিক আশশাইবানী। তিনি ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বছর বয়সের সময় তিনি পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হন এবং মাতৃস্নেহে বেড়ে ওঠেন।[৯৫৩]

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) এর বাল্য শিক্ষা তাঁর মায়ের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। তিনি শৈশবে কোরআন মাজীদ হিফ্‌য করেন । তিনি বলেন, আমি যখন ১৪ বছরের বালক তখন ইমামগণের মতভেদ সম্পর্কিত এবং 'আরবি সাহিত্যের অনেক দিওয়ান মুখস্থ করি। ১৬ বছর বয়সে তিনি বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ ইমাম হুসাইন ইবন বাশীর আলওয়াসিতী এবং ইমাম সুফইয়ান ইবনু 'উয়াইনা (র) এর নিকট হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন ।[৯৫৪]

উচ্চ শিক্ষা

জ্ঞান বিজ্ঞানে ব্যাপক পারদর্শিতা লাভ করায় শৈশবেই ইমাম আহমাদ (র) এর সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে । তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ইরাক, সিরিয়া হিজায ,তিহামা প্রভৃতি দেশ সফর করেন। তিনি ১৭৯ থেকে ১৮৬ হিজরী পর্যন্ত বাগদাদে অবস্থান করেন। এরপর তিনি বাসরা , ইয়ামান ও হিজাযের অনেক এলাকা সফর করেন।[৯৫৫]

১৮৭ হিজরীতে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রথমবার মাক্কায় আসেন এবং সেখানকার বিখ্যাত 'আলিমগণের নিকট হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯৬ হিজরীতে

---

৯৫৩. মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, তারীখে ইলমে ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১; মুসতাফা আশশাকআ,আলআইম্মা আলআরবাআ,তা.বি. খ.৪,পৃ.১৪;

৯৫৪. মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, তারীখে ইলমে ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১ ; মুসতাফা আশশাকআ,আলআইম্মা আলআরবাআ,তা.বি. খ.৪,পৃ.৭-৮; ইবনু জাওযী,মানাকিবুল আহমাদ ইবন হাম্বাল, তা.বি.পৃ. ৬৯;

৯৫৫. মুসতাফা আশশাকআ,আলআইম্মা আলআরবাআ,তা.বি. খ.৪,পৃ.৯

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয়বারের মতো মাক্কায় এসে তিন বছর অবস্থান করেন। অতপর ইয়ামানের বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ আবদুর রাযযাক (র)এর নিকট হাদীস শোনেন। এভাবে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে তিনি হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। হাদীসবিশারদগণের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় [৯৫৬]

ইমাম শাফি'ঈ (র) ইরাক এলে তিনি তাঁর নিকট ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) ছিলেন বাগদাদে ইমাম ইমাম শাফি'ঈ (র) এর অন্যতম শিষ্য। এ সময় তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে ফাতওয়াদান শুরু করেন।[৯৫৭]

বৈবাহিক জীবন

ইবনুল জাওযী (র) বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু। জ্ঞান অন্বেষণের কাজে ব্যাপৃত থাকায় তিনি আয় রোজগারের প্রতিও মনোযোগ দিতে পারেননি । ফলে তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেরি হয়ে যায় । এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছর।

তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম আল'আব্বাসা বিনতুল ফাদল । ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) এর সাথে তাঁর দাম্পত্য জীবন ছিলো ত্রিশ বছর । এ সময় তাঁর গর্ভে দুই পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। অতপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ইমাম আহমাদ (র) দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তাঁর এই স্ত্রীর নাম ছিলো রায়হানা । তার গর্ভে 'আবদুল্লাহ নামে এক সন্তানের জন্ম হয়। রায়হানা মারা গেলে তিনি হুসন নামক এক মহিলার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তার গর্ভে এক পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। উল্লেখ্য যে, এই দুই পুত্র সন্তান শৈশবেই মৃত্যবরণ করে। অতপর তাঁর গর্ভে আরো তিন পুত্র সন্তানের জন্ম হয় । এই পুত্রদ্বয়ের একজন বিশিষ্ট ফাকীহ এবং অপরজন কালক্রমে কূফার গভর্নর নিযুক্ত হন।[৯৫৮]

ইমাম আহমাদ (র) এর কারাবরণ

২১২ হিজরীতে খালকে কোরআন (কোরআন সৃষ্ট) বিষয়ে বিপর্যয় দেখা দেয় । 'আব্বাসীয় খালীফা মামুন ছিলেন মু'তাযিলা 'আকীদায় বিশ্বাসী। তিনি তাঁর আমলে শায়খ ইয়াহইয়া ইবনু আকসামকে প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অপসারণ করে আহমাদ ইবনু দাউদ মু'তাযিলীকে প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগদান করেন। এ সময় তিনি মু'তাযিলা 'আকীদার প্রতি সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে সমকালীন হাদীসবিশারদগণের নিকট দূত প্রেরণ করেন। তদানীন্তন বাগদাদে 'খালকে কোরআন' 'আকীদা বিরোধী সাতজন বিশিষ্ট হাদীসবিশারদকে খালীফার দরবারে ডেকে পাঠানো হয় ।

---

৯৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ.১১১
৯৫৭. মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, তারীখে ইলমে ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ.১১২
৯৫৮. মুসতাফা আশশাকআ,আলআইম্মা আলআরবাআ,তা.বি. খ.৪,পৃ.৭

www.nagorikpathagar.org

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) উক্ত সাত বিশিষ্ট হাদীসবিশারদের অন্যতম ছিলেন। ছয়জন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে খালীফার 'আকীদা স্বীকার করে নেন। একমাত্র ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) সরাসরি তাঁর অস্বীকৃতির কথা জানিয়ে দেন। ফলে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় । ইতোমধ্যে খালীফা মামুন মৃত্যুবরণ করেন এবং মু'তাসিম বিল্লাহ রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধীষ্ঠিত হন। তিনি ইমাম আহমাদ (র) কে প্রত্যহ কারাগারে বেত্রাঘাত করতেন। ফলে কখনো কখনো তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। এভাবে তিনি দুই বছর চার মাস কারাভোগ করেন। এতে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি হয় ।[৯৫৯]
২২৭ হিজরীতে ওয়াসিক বিল্লাহ ক্ষমতাসীন হলে তিনি অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেন এবং ২৩১ হিজরীতে ইমাম আহমাদ (র) হাদীস শিক্ষাদান কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। ২৩২ হিজরীতে মুতাওয়াককিল 'আলাল্লাহ ক্ষমতাসীন হন । তিনি ছিলেন 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এর 'আকীদায় বিশ্বাসী। ফলে তিনি মু'তাযিলা আকীদা বিরোধী সকল 'আলিমকে কারামুক্ত করেন। তিনি ইমাম আহমাদ (র) কে অত্যন্ত সম্মান করতেন।[৯৬০]

ইমাম আহমাদ (র) এর শিক্ষকমন্ডলি

ইমাম আহমাদ (র) সমকালীন বিশ্বের অনেক খ্যাতিমান শিক্ষকের নিকট কোরআন ,হাদীস ও ফিক্হ বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। ইমাম ইবনুল জাওযী (র) তাঁর প্রণীত 'মানাকিবল ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল ' গ্রন্থে তাঁদের নাম একত্র করেন। তাদের কয়েকজন হলেন–
ইবরাহীম ইবন সা'দ ইবন ইবরাহীম আবু ইসহাক আযযুহরী; মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস আবু 'আবদল্লাহ আশশাফি'ঈ; ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আবু সা'ঈদ আলকাত্তান; 'আবদুর রাহমান ইবনু মাহদী; আবু সা'ঈদ আলআযদী; ইয়াযীদ ইবনু হারুন আবু খালিদ আলওয়াসিতী ; আলওয়ালীদ ইবনু মুসলিম আবুল 'আব্বাস আদদিমাশকী; হুশাইম ইবনু বাশীর আবু মু'আবিয়া আলওয়াসিতী; ই'য়াকুব ইবনু ইবরাহীম ইবন সা'দ আবু ইউসুফ আযযুহরী; ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ইবনু মাখলাদ আবু ইয়া'কুব আলহানযালী, তবে তিনি ইবনু রাহওয়াই নামে পরিচিত। বিশ্র ইবনুস সারী আবু আমর আলবিসরী; সাবিত ইবনুল ওয়ালীদ আবু জাবালা আযযুহরী, 'আবদুল 'আযীয ইবনু আবান আবু খালিদ আলউমুবী, 'উমার ইবনু আইয়ুব আবু হাফস আল'আবদী, আবু দাউদ আততায়ালিসী ; ইসমাঈল ইবনু আবান আবু ইসহাক আলওয়াররাক আলআযদী; 'আলী ইবনু ইবরাহীম আলবুনানী আলমারুযী; আহমাদ ইবনু ইবরাহীম ইবন খালিদ; ইবরাহীম ইবনু ইসহাক ইবন 'ঈসা আবু ইসহাক আততালকানী ; সুফইয়ান ইবনু 'উয়াইনা আবু মুহাম্মাদ আলহিলালী; 'আবদুল্লাহ ইবনু নুমাইর; 'আবদুর রাযযাক ইবনু হুমাম; 'আলী ইবনু আয়্যাশ আলহিমসী;

---

৯৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ.১১২-১১৩
৯৬০. মান্না' আল কাত্তান, তারীখুত তাশরীঈল ইসলামী,বৈরুত:মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ,১৯৯৬,পৃ.২৭১

www.nagorikpathagar.org

আলমু'তামার ইবনু সুলাইমান আবু মুহাম্মাদ আততাইমী ; ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ আবু সুফইয়ান আররাওয়াসী; বাশশার ইবনুল মুফাযযাল; জারীর ইবনু 'আবদিল হামিদ ।[৯৬১]

ইমাম আহমাদ (র) এর শিষ্যবৃন্দ

ইমাম আহমাদ (র) এর শিষ্য সংখ্যা অগণিত, তবে যে সব শিষ্য হাম্বালী মাযহাবের উন্নয়নে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন তাঁদের কয়েকজনের পরিচিতি নিম্নে প্রদত্ত হলো-
(১) ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (মৃ. ৩৩৮ হি.)। তিনি ইবনু রাহ্ওয়াই নামে পরিচিত। (২) আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জায আলমারূযী । (৩) আবু বাক্র আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হানী (মৃ.২৭৩ হি.)। তিনি আলআসরাম নামে পরিচিত। (৪) 'আবদুল্লাহ ইবনু ইমাম আহমাদ (মৃ.২৯৩ হি.);[৯৬২] (৫)'আবদুল মালিক আলমায়মুনী ; (৬)আবু বাক্র আলমারুযী; (৭)আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবন হানী; (৮) ইবরাহীম ইবনু হানী; (৯) হারব ইবনু ইসমা'ঈল আলকিরমানী; (১০) ইবরাহীম ইবনু ইসহাক আলহারবী; (১১) বাকী ইবনু মাখলাদ; (১২)আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনু 'আবদিল হাকাম আলওযাররাক; (১৩) ইসহাক ইবনু মানসুর আততামিমী; (১৪) আবু দাউদ আসসিজিস্তানী; (১৫) মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল আলবুখারী; (১৬) মুসলিম ইবনুল হাজ্জায আননিশাপুরী ; (১৭) ইমাম আহমাদ (র) এর দুই পুত্র; (১৮) ইসহাক; (১৯) হাম্বাল; (২০) আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আলকাহহাল; (২১) অফাবু তালিব আলমিশকাতী; (২২) ইসমা'ঈল আশমালিখী; (২৩) বিশ্র ইবনু মূসা ; (২৪) আলহাসান ইবনু সাওয়াব; (২৫) আলহাসান ইবনু যিয়াদ ; (২৬) মুসান্না ইবনু জামি'; (২৭) আবুস সাক্র ইয়াহইয়া ; (২৮) আবু বাক্ও ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল হাকাম ।[৯৬৩]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) সম্পর্কে বিভিন্ন মণীষীর অভিমত

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) এর কৃতিত্ব সম্পর্কে সমসাময়িক আলিমগণ বিভিন্ন আভিমত দিয়েছেন। তাদের কয়েকজনের আভিমত নিম্নে প্রদত্ত হলো –

(১) ইমাম শাফি'ঈ (র)বলেন, তিন ব্যক্তি ছিলেন যুগের বিস্ময়। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি আরো বলেন,আমি যখন বাগদাদ ত্যাগ করি তখন ইমাম আহমাদ অপেক্ষা কাউকে অধিক আল্লাহভীরু ও বড়ো মাপের ফিক্হবিদ রেখে আসিনি।[৯৬৪]

(২) আররাবী' ইবনু সুলায়মান (র) বলেন, ইমাম শাফি'ঈ (র) আমাদের বলেছেন,

---

৯৬১. রঈস আহমাদ জাফরী,চার ইমামের জীবনকথা , প্রাগুক্ত ,পৃ.৪০১; ইবনু জাওযী,মানাকিবুল আহমাদ ইবন হাম্বাল , তা.বি.পৃ. ৬৯; ইমাম আযযাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, তা.বি. খ. ১১, পৃ.১৮০-১৮১
৯৬২. মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, তারীখে ইলমে ফিক্হ,প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
৯৬৩. মুসতাফা আশশাকআ,আলআইম্মা আলআরবা'আ , প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.২৫১-২৫২
৯৬৪. ইবনু জাওযী,মানাকিবুল আহমাদ ইবন হাম্বাল , প্রাগুক্ত , .পৃ. ৭৩ ; মুহাম্মাদ আবু যুহরা, ইবন হাম্বাল , প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

www.nagorikpathagar.org

ইমাম আহমাদ এর মাঝে ৮টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে । তিনি একাধারে হাদীসের ইমাম, ফিকহের ইমাম, সাহিত্যের ইমাম, কোরআনের ইমাম,দরিদ্রের ইমাম ,দুনিয়া অনাসক্তদের ইমাম, তাকওয়ার ইমাম এবং সুন্নাহর ইমাম। [৯৬৫]

(৩) আলকাসিম ইবনু সাল্লাম (র) বলেন, জ্ঞান চার ব্যক্তির মাধ্যমে পূর্ণতায় পৌছেছে তারা হলেন আহমাদ ইবনু হাম্বাল ; 'আলী ইবনুল মাদিনী; ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন এবং আবু বাক্‌র ইবনু আবী শায়বা (র) । তবে ইমাম আহমাদ (র) ছিলেন অন্যতম ফিক্‌হবিদ । তিনি আরো বলেছেন, আমি তার চেয়ে অধিক প্রাজ্ঞ হাদীসবিশারদ আর কাউকে দেখিনি ।[৯৬৬]

(৪) ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু মা'ঈন (র) বলেন, আমি আমার পন্‌ঞাশ বছরের সাহচর্যের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ইমাম আহমাদ (র) এর উপর কোনো বিষয়ে গর্ব করতে পারে এমন লোক আমি দেখিনি। [৯৬৭]

(৫) 'আলী ইবনুল মাদিনী (র) বলেন, আমি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) কে আমার ও আল্লাহর মাঝে ইমাম মনে করি।[৯৬৮]

(৬) ইসহাক ইবনু রাহওয়াই (র) বলেন, আমি ও 'আলী ইবনুল মাদিনী (র) ইরাকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) এর মাজলিসে বসতাম এবং দুই কিংবা ততোধিক সূত্রে হাদীস আলোচনা করতাম। অতপর আমি বলতাম, এর উদ্দেশ্য কী? এর ব্যাখ্যা কী? এর ফিক্‌হী মাসআলা কী? একথা জিজ্ঞেস করার পর সবাই নীরব হয়ে যেত, তবে একমাত্র আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) উত্তর দিতেন । [৯৬৯]

(৭) ইবরাহীম ইবনু ইসমা'ঈল (র) বলেন, একবার 'আলী ইবনুল মাদিনী (র) আমাদের কাছে এলে আমরা তার কাছে জড়ো হয়ে হাদীস বিষয়ে প্রশ্ন করলাম । তিনি আমাদের বললেন,আমার শায়খ আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) আমাকে এমর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন লিখিত নুসখা থেকে হাদীস বর্ণনা করি।[৯৭০]

(৮) শায়খ আবু যাকারিয়্যা আসসালমাসী (র) বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) শায়খুল আইম্মা ও মুযাক্কিউল উম্মাহ। [৯৭১]

ফিকহে হাম্বলীর বিকাশ

ইমাম আহমাদ ইব্‌নু হাম্বল (র) এর মাযহাব অত্যন্ত সাদাসিধে । তিনি একাধারে ফিকহে

---

৯৬৫. আবুল হাসান ইবনু আবু ইয়ালা ,তাবাকাতুল হানাবিলা ,তা.বি. খ.১,পৃ.৫; ইবনু জাওযী,মানাকিবুল আহমাদ ইবন হাম্বাল , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৪
৯৬৬. মুহাম্মাদ আবু যুহরা, ইবন হাম্বাল , প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
৯৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
৯৬৮. ইবনু জাওযী,মানাকিবুল আহমাদ ইবন হাম্বাল , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫--১৪৭
৯৬৯. মুহাম্মাদ আবু যুহরা, ইবন হাম্বাল , প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২
৯৭০. ইবনু জাওযী,মানাকিবুল আহমাদ ইবন হাম্বাল , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫--১৪৭
৯৭১. শায়খ আবু যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া ইবনু ইবরাহীম আলআয ী আসসালমাসী, মানাযিলুল আইম্মা আল আরবা'আ , রিয়াদ: মাকতাবা মালিক ফাহাদ,২০০২, পৃ.২৩২-২৩৩

www.nagorikpathagar.org

হানাফী ও ফিকহে শাফি'ঈর বিশেষজ্ঞ ইমাম ছিলেন । ফিক্হে হাম্বালী প্রবর্তনে তিনি মূলনীতি হিসেবে প্রথমে কোরআন ,তারপর বিশুদ্ধ হাদীস স্থান দিতেন। ফিক্হে হানাফী ও ফিক্হে শাফি'ঈ - তে যেভাবে দিরায়াত ও কিয়াসকে স্থান দেয়া হতো ,তিনি পারতপক্ষে এ দুটোকে বর্জন করে চলতেন। তিনি বলতেন, মানুষের অভিমত (কিয়াস) অপেক্ষা যা'ঈফ হাদীসও আমার নিকট শ্রেয় । ইমাম মালিক (র) এর মতো তিনি 'তা'আমুলে আহলে মাদীনা ' কে শারী'আতের মূলনীতি মনে করতেন না । তিনি সাহীহ হাদীসকে 'আমলযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন।[৯৭২]

তিনি সাহাবীগণের রায় ও ফাতওয়া সমধিক অনুসরণ করতেন। কোনো বিষয়ে সাহাবীগণের একাধিক অভিমত পাওয়া গেলে , এ ক্ষেত্রে তাঁরও একাধিক মতামত থাকতো । এ কারণে কেউ কেউ তাঁকে মুজতাহিদ ইমাম মনে করতেন না। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হলো,তিনি একাধারে মুজতাহিদ ও ফাকীহ ছিলেন।[৯৭৩]

ইব্নু খালদুন বলেন, ফিকহে হাম্বলীতে ইজতিহাদের ব্যবহার ছিলো খুব কম। এ কারণে তার অনুসারী সংখ্যাও ছিল কম । মুহাম্মাদ আবু যুহরা (র) ও কতিপয় ফিকহবিদ বলেন, রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পাওয়ায় ফিকহে হানাফী ইরাকে এবং ফিকহে মালিকী স্পেনে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে বাগদাদ কেন্দ্রিক ফিকহে হাম্বালী বিস্তৃতি লাভ করলেও ফিকহে হাম্বালী ছিলো অনেক পিছিয়ে ।[৯৭৪]

সপ্তম হিজরীর পূর্বে মিসরে ফিকহে হাম্বালী খুব একটা পরিচিতি লাভ করেনি।এ প্রসঙ্গে ইমাম আসসুয়ূতী (র) বলেন, আমি মিসরীয় এবং ইমাম আহমাদ (র) তৃতীয় হিজরীর লোক হওয়ার পরও সপ্তম হিজরীর পূর্বে ফিকহে
হাম্বালী সম্পর্কে কিছুই শুনতে পাইনি। তিনি আরো বলেন, আমি মিসরে আল'উমদা প্রণেতা আলহাফিয 'আবদুল গানী আলমুকাদ্দাসী (র) এর নিকট ফিক্হে হাম্বালী সম্পর্কে জানতে পেরেছি।[৯৭৫]

উল্লেখ্য যে, শায়খ 'আবদুল গাণী মাকদিসী (র) মিসরে সর্বপ্রথম এ মাযহাব প্রচলন করেন। তিনি বলেন, চতুর্থ শতাব্দীতে বাসরা ইত্যাদি এলাকায়ও হাম্বালী মাযহাব বিদ্যমান ছিলো। 'আল্লামা ইব্নু তায়মিয়া এবং ইব্নুল কায়্যিম (র) এ মাযহাবের বিরাট স্তম্ভ। তাঁদের মাধ্যমেই এ ফিকহের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।[৯৭৬]

অষ্টম হিজরী থেকে দ্বাদশ হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে ফিকহে হাম্বালী পরিচিতি লাভ করে। বিশেষত বর্তমান সৌদী আরবে মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব (র) কর্তৃক ১২০৬

---

৯৭২. মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, তারীখে ইলমে ফিক্হ,প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
৯৭৩. ড. মুসতাফা হুসনী আস সুবাঈ, ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ (বাংলা অনু.এ এম এম সিরাজুল ইসলাম) , পৃ.৪৮৪-৪৮৫
৯৭৪. মুহাম্মাদ আবু যুহরা, ইবন হাম্বাল , প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪-৪৬১
৯৭৫. প্রাগুক্ত
৯৭৬. মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, তারীখে ইলমে ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

www.nagorikpathagar.org

হিজরীতে ফিকহে হাম্বালী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এ ছাড়া ফিকহে হাম্বালী খুব একটা ব্যাপকতা লাভ করেছে বলে জানা যায় না।[৯৭৭]

ফিক্‌হে হাম্বালী প্রসারে রচিত গ্রন্থাবলি

ফিকহে হাম্বালীর প্রসারকল্পে স্বয়ং ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) ও তার শিষ্যবৃন্দ অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

ইমাম আহমাদ (র) তার মাযহাবের প্রসারকল্পে সরাসরি হাদীস গ্রহণ করতেন। ফলে ফিকহ শাস্ত্রের খুটিনাটি বিষয়ের উপর লেখা গ্রন্থ সংখ্যা একান্তই অপ্রতুল। তবে হাদীসের উপর লেখা গ্রন্থের কথা জানা যায় । কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো –

(১) আল-মুসনাদ (المسند)। এটি চল্লিশ হাজার হাদীস সম্বলিত হাদীস শাস্ত্রেও একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তার পুত্র 'আবদুল্লাহ তার সূত্রে হাদীসগুলে রিওয়ায়াত করেন।

(২) কিতাবু তায়াতির রাসূল(كتاب طاعة الرسول) ;

(৩) কিতাবুন নাসিখ(كتاب الناسخ) ;

(৪) কিতাবুল 'ইলাল (كتاب العلل) ।

(৫) ইমাম আহমাদ (র) এর অন্যতম শিষ্য আসরাম (র) 'কিতাবুস সুনান' كتاب) (السنن নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

(৬) ইমাম আল মারুযী (র) হাদীস বিষয়ক 'কিতাবুস সুনান' (كتاب السنن) গ্রন্থ রচনা করেন;

(৭) ইমাম ইবনু রাহওয়াই (র) ফিক্‌হ বিষয়ক 'কিতাবুস সুনান' (كتاب السنن) গ্রন্থ রচনা করেন ।[৯৭৮]

(৮) কিতাবুত তাফসীর (كتاب التفسير)

(৯) কিতাবুন নাসিখ ওয়াল মানসুখ (كتاب الناسخ والمنسوخ)

(১০) কিতাবুয যুহ্‌দ (كتاب الزهد)

(১১) কিতাবুল মাসাইল (كتاب المسائل)

(১২) কিতাবুল ফাযাইল (كتاب الفضائل)

(১৩) কিতাবুল ফারাইদ (كتاب الفرائض)

(১৪) কিতাবুল ঈমান (كتاب الايمان)

(১৫) কিতাবুল আশরিবা (كتاب الاشربة)

(১৬) কিতাবুর রাদ্দ 'আলাল জাহমিয়া (كتاب الرد على الجهمية)

---

৯৭৭. মুহাম্মাদ আবু যুহরা, ইবন হাম্বাল , প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪-৪৬১
৯৭৭. প্রাগুক্ত
৯৭৮. মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, তারীখে ইলমে ফিক্‌হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

www.nagorikpathagar.org

ইনতিকাল : ইমাম আহমাদ (র) ৭৭ বছর বয়সে ২৪১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জানাযায় বিপুল সংখ্যক লোক সমাবেশ ঘটে ।

আহলে সুন্নাত ব্যতীত অপরাপর মাযহাব

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পর যারা তাঁর আদর্শ, সাহাবা কিরাম ও উম্মাতে মুসলিমার 'আকীদা- বিশ্বাসের বিরোধিতা করে মুসলিম জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে তারা বিপথগামী সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। এরা হচ্ছে, খারিজী, শী'আ, রাফিযী, মু'তাযিলা, কাদিয়ানী, বাহাই, ইসমা'ঈলী, আগাখানী, চাকরালভী ও যিন্দীক। নিম্নে এই বিপথগামী দলগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো-

(১) খারিজী

খারিজীরা ইসলামের সর্বপ্রথম বিপথগামী সম্প্রদায়। 'আকীদা, 'আমল ও খিলাফাত সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি করে তারা নিজেদেরকে মুসলিম উম্মাহ্ থেকে আলাদা করে ফেলে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা পুন:পুনঃ বিদ্রোহ করে সাময়িকভাবে খিলাফতে রাশেদার শেষ দু'বছর এবং উমাইয়া আমলে মুসলিম রাষ্ট্রের পূর্বাংশে অশান্তি সৃষ্টি করে 'আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে 'আব্বাসীগণকে যুদ্ধে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল।[৯৭৯] 'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে-

"খারিজী বলা হয় ঐ সম্প্রদায়ের লোকদের , যারা নিয়মতান্ত্রিক ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়; যার ইমামাতের আনুগত্যের প্রতি মুসলিম জনগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। চাই এ বিদ্রোহ সাহাবা কিরামের যামানায় খুলাফায়ে রাশিদীনের বিরুদ্ধে হোক কিংবা তাবি'ঈনের সময়কার মুসলিম জনগণ স্বীকৃত ইমামগণের বিরুদ্ধে হোক অথবা পরবর্তী যুগের প্রতিষ্ঠিত ইমামগণের বিরুদ্ধে হোক, সকলেই খারিজীদের অন্তর্ভুক্ত।"[৯৮০]

৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে 'আলী ও মু'আবিয়া (রা.)-এর মধ্যে সিফ্ফীন নামক স্থানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধে মু'আবিয়া (র.)-এর পরাজয় নিশ্চিত জেনে তাঁর পক্ষের লোকজন কোরআন মাজীদ উর্ধ্বে তুলে ধরে 'আলী (রা.)-এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। 'আলী (রা.) ও তাঁর অধিকাংশ সংগী সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হন এবং দু'দল থেকে দু'জন সালিশ নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু 'আলী (রা.)-এর একদল সমর্থক এ সালিশী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ফায়সালা চলবে না, এ আওয়াজ তুলে তাঁর দল ত্যাগ করে। এ দলত্যাগী লোকেরা 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু ওয়াহাবকে তাদের দলপতি

---

৯৭৯. আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০, খ. ৯, খারিজী, প্রবন্ধ, পৃ. ৬৭৪।

৯৮০. আল-শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, তা. বি. খ. ১, পৃ. ১৪৪

www.nagorikpathagar.org

নির্বাচন করে এবং তার নেতৃত্বে নাহরাওয়ান নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। পরে খারিজীরা বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে 'আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে থাকে। 'আলী (রা.) এ সংবাদ পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। নাহরাওয়ানে সংঘটিত যুদ্ধে খারিজীদের নেতা 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু ওয়াহাবসহ বহু সংখ্যক খারিজী নিহত হয়। এতে খারিজীরা ক্ষুব্ধ হয়ে 'আলী (রা.), মু'আবিয়া (রা.) ও 'আমর ইব্নুল 'আস (রা.)-কে ইসলামের শত্রু ঘোষণা করে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মু'আবিয়া ও 'আমর ইব্নুল 'আস (রা.) ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেও 'আলী (রা.) 'আবদুর রাহমান ইব্নু মুলযিমের হাতে শহীদ হন। 'আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর খারিজীরা নীরবে বসে থাকেনি। উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে প্রচারণা চালাতে থাকে এবং 'আব্বাসীয়দের সাথে যোগাযোগ করে উমাইয়াদের পতন ত্বরান্বিত করে। 'আব্বাসীয় শাসকগণ মসনদে আসীন হলে খারিজীরা তাদেরও বিরোধিতা শুরু করে। অবশেষে মিসরের ফাতেমী শাসকগণ খারিজীদের শক্তি সমূলে ধ্বংস করে দেন। ফলে রাজনৈতিক প্রচারণা বর্জন করে তারা শুধু একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।[৯৮১]

খারিজীরা প্রথম 'আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে হারুরা নামক স্থানে বিদ্রোহের আওয়াজ তুলেছিল । এ কারণে সাহাবা কিরাম তাদেরকে 'হারুরিয়াহ' বলতেন। এ হিসেবে তারা 'হারুরিয়াহ' নামেও পরিচিত। যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে –

عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه ذكر الحرورية فقال قال النبى صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية.

"আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রা.) হারুরিয়াদের সম্পর্কে বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়" । [৯৮২]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, 'আলী (রা.) -এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁর আনুগত্য থেকে যারা বেরিয়ে যায় তাদেরকে খারিজী নামে অভিহিত করা হয়।

'আকীদা

(১) কাবীরা গুনাহ কুফরীর শামিল। কোনো মুসলমান সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য ফারয কাজ না করলে কিংবা কাবীরা গুনাহে লিপ্ত হলে সে কাফির হয়ে যায়।

(২) খারিজীরা তাদের ধারণায় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাদের মতে খালীফাকে অবশ্যই সমগ্র মুসলিম কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে। কোনো বিশেষ শ্রেণি-গোত্র কিংবা

---

৯৮১. মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফাতাওয়া ও মাসাইল, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৫০

৯৮২. ইমাম বুখারী, সাহীহ-বুখারী, অধ্যায়, ইসতিতাবাতুল মুরতাদ্দিন ওয়াল মু'আনিদীন ওয়া কিতালিহিম, অনুচ্ছেদ : কাতলুল খাওয়ারিজ ওয়াল মুলহিদীনা বা'দা ইকামাতিল হুজ্জাতি আলাইহিম, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৫৭৮

www.nagorikpathagar.org

সম্প্রদায়ের মধ্যে খিলাফাত সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে যে কোনো মুসলমান এ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবে।

(৩) যারা মুসলমান হওয়ার দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও অন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত হয় না তারা কাফির।

(৪) তারা আবূ বাক্‌র (রা.) ও 'উমার (রা.) - কে ইসলামের বৈধ খালীফা বলে মনে করলেও অন্যান্য খালীফাকে অবৈধ মনে করে।[৯৮৩]

(৫) যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করে না সে কাফির।

(৬) যারা খারিজীদের 'আকীদার সংগে একমত নয় , তারা কাফির। এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরিহার্য।

(৭) মুসলমান কাবীরা গুনাহ করার পর তাওবা না করে মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

(৮) খারিজী সম্প্রদায় আরো বিভিন্ন বিষয়ে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিপরীত 'আকীদা পোষণ করে। যেমন তারা 'মুহসিন' (বিবাহিত) যিনাকারীকে রজম করার শাস্তি অস্বীকার করে। মহিলাদের হায়েয অবস্থায়ও সালাত আদায় করা ওয়াজিব মনে করে। ক্বাযী আবূ বাকর ইব্‌নুল 'আরাবী (র.) বলেন, খারিজীরা দু'দলে বিভক্ত।

প্রথম দল ঃ এ দলের মতে 'উসমান (রা.), 'আলী (রা.) এবং উটের যুদ্ধ ও সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ আর সালিশ প্রশ্নে যারা সম্মতি প্রকাশ করেছেন তারা সকলেই কাফির।

দ্বিতীয় দল ঃ এ দলের মতে কোনো মুসলিম যদি কাবীরা গুনাহ করে তবে সে কাফির তথা চিরদিনের জন্য জাহান্নামী।

খারিজীদের ব্যাপারে শারী'আতের বিধান কী হবে ,সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাবে দু'প্রকারের মত পাওয়া যায়। প্রথমতঃ খারিজীরা মুরতাদ। দ্বিতীয়ত ঃ খারিজীরা বিদ্রোহী।[৯৮৪]

(২) শী'আ

শী'আ শব্দের অভিধানিক অর্থ হলো সহচর, অনুসারী, সাহায্যকারী, শিষ্য ইত্যাদি। প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মশাস্ত্রবিদগণের মতে 'আলী (রা.) ও তাঁর পুত্র-পৌত্রদের অনুসারীগণ শী'আ সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত।

ইব্‌নুল মানযূর আফ্রিকী বলেন, "শী'আ এমন একটি সম্প্রদায় যারা কোনো এক ব্যাপারে

---

৯৮৩. মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, তারীখে ইলমে ফিকহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
৯৮৪. আল-শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

www.nagorikpathagar.org

সকলে ঐকমত্য পোষণ করে। আর এ নামটি প্রাধান্য পেয়েছে এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যারা 'আলী (রা.) ও আহলে বাইত এর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে"।[৯৮৫]

শী'আ মুসলিম পরিচয়দানকারী রাজনৈতিক দলসমূহের একটি অতি প্রাচীন দল। 'উসমান (রা.)-এর খিলাফতের শেষ সময় এ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় এবং 'আলী (রা.)-এর খিলাফাতের প্রাক্কালে তা বিস্তার লাভ করে। 'আলী (রা.)-এর আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান ও প্রতিভা দেখে মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার করতে থাকে। ফলে ক্রমান্বয়ে শী'আ মতবাদের ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে।[৯৮৬]

শী'আ মতবাদ

শী'আরা নিজেদের ইসলামী দল হিসেবে দাবি করে। কিন্তু 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু সাবা এবং তাঁর অনুসারীরা 'আলী (রা.)-কে 'আল্লাহর শক্তিতে অংশীদার মনে করে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। শী'আরা তাদের মতবাদ প্রচার কল্পে কোরআন ও হাদীস থেকে দার্শনিক মতবাদ পেশ করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 'আলিমদের দৃষ্টিতে এর উৎস সেই দর্শন ও দীনি মতবাদ যা মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে বিরাজমান ছিলো। তাদের দৃষ্টিতে খালীফা নির্বাচনের কোনো প্রয়োজন নেই। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের সময় তাঁর কোনো ঔরসজাত পুত্র সন্তান না থাকায় পারস্যবাসীদের মতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার একমাত্র দাবিদার ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই ও জামাতা 'আলী (রা.)।[৯৮৭]

চরমপন্থী শী'আ সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক 'আলী (রা.)- কে আল্লাহর সমপর্যায়ে পৌছে দেয়। কেউ কেউ তাঁকে নাবীও বলে মনে করে। কেউ কেউ তাঁকে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও শ্রেষ্ঠ বলে ধারণা করে। যেমন- চরমপন্থী শী'আরা বাড়াবাড়ীর প্রেক্ষাপটে ইসলামের সীমারেখা থেকে বের হয়ে যায়। পরে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেমন-

(ক) সাবাইয়া দল

এ সম্প্রদায় 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু সাবা -এর অনুসারী। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু সাবা ছিলো ইয়াহুদী। সে 'উসমান (রা.) এবং তাঁর মাজলিসে শূরার ঘোর বিরোধী ছিলো। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু সাবা 'আলী (রা.) সম্পর্কে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন প্রকারের বাতিল 'আকীদা প্রচারে তৎপর হয়ে উঠে। সে প্রচার করে বেড়ায় , প্রত্যেক নাবীর 'ওসী' রয়েছে। 'আলী (রা.) হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'ওসী'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন 'শ্রেষ্ঠ নাবী' আর 'আলী (রা.) হলেন 'শ্রেষ্ঠ ওসী'। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

---

৯৮৫. ইবনু মানযূর লিসানুল আরাব, আল-কাহেরা : দারুল মা'আরিক, তা. বি. খ. ৮, পৃ. ১৮৮
৯৮৬. গোলাম আহমাদ, ইসলামী মাযাহিব, তা. বি., পৃ. ৫২
৯৮৭. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় জীবিত হয়ে দুনিয়ায় আগমন করবেন। সে আরো বলতো, আমি ভেবে হতাশ হই যে, মানুষ 'ঈসা (আ.)-এর অবতরণে বিশ্বাসী অথচ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুনরায় আগমন স্বীকার করছে না। এভাবে পর্যায়ক্রমে সে 'আলী (রা.)- কে আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হওয়ার দাবি তোলে। 'আলী (রা.) যখন এ সম্পর্কে জ্ঞাত হন, তখন তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'আব্বাস (রা.) এ ব্যাপারে বাঁধা প্রদান করে বলেন, এ মুহূর্তে যদি তাকে হত্যা করা হয় তবে আপনার অনুসারীদের মধ্যে মতানৈক্য মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবে। এ দলের কেউ কেউ এ 'আকীদায়ও বিশ্বাসী যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কায়ায় 'আলীর দেহে অবতরণ করেন।

(খ) কায়সানিয়া দল

'কায়সান' এর দিকে সম্পর্কিত করে এ দলের নামকরণ করা হয়েছে 'কায়সানিয়া'। কেউ কেউ বলেন, কায়সান ছিলো 'আলী (রা.)-এর মুক্তদাস।

'আকীদা

(১) ইমাম হলেন একজন পবিত্র মানুষ। যারা তাঁর অনুসরণ করে তাঁরা তাকে 'ইলম ও মর্যাদায় একজন পরিপূর্ণ মানুষ বলে মনে করে। আল্লাহ্ তা'আলার 'ইলমের নিদর্শন হওয়ার প্রেক্ষিতে ইমাম নিষ্পাপ বলে তাঁরা 'আকীদা পোষণ করে।

(২) কায়সানিয়া সম্প্রদায় সাবাইয়াদের ন্যায় ইমাম প্রত্যাবর্তনের 'আকীদা পোষণ করে।

(৩) আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান পরিবর্তনশীল।

(৪) 'তানাসুখে আরওয়াহ্' -রূহ্ এক শরীর থেকে বের হয়ে অন্য শরীরে প্রবেশ করা - এ 'আকীদায় বিশ্বাসী।

(গ) যায়দিয়া সম্প্রদায়

শী'আদের মধ্যে যায়দিয়া সম্প্রদায় 'আকীদার দিক দিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অধিক নিকটবর্তী। এরা ইমামদেরকে নুবূওয়াতের মর্যাদায় সমাসীন করে না। তাদের মতে ইমামের মর্যাদা সাধারণ লোকের ন্যায় আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। 'আলী (রা.) যাঁদের ইমামত স্বীকার করে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন তারা তাঁদের অস্বীকার করে না। যায়দিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা হচ্ছে যায়িদ ইব্‌নু 'আলী ইব্‌নু হুসাইন (র.)-এর অনুসারী। তাই এ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে 'যায়দিয়া' বলা হয়। এরা ইমামাতের গুরু দায়িত্ব আওলাদে ফাতিমার মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে বিশ্বাস করে। তারা অন্য কারো পক্ষে ইমামাত বৈধ বলে মনে করে না। যায়দিয়াগণ ইমাম নিয়োগের ব্যাপারে নির্বাচন নীতি স্বীকার করে। তাদের মতে 'আলীর বংশধরদের মধ্য থেকে যে কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনের ক্ষমতা মুসলমানদের রয়েছে। তবে বিশেষ কারণে উক্ত বংশের লোক ব্যতীত অন্য লোক ইমাম নির্বাচিত হতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

এ নীতির আলোকে তারা আবূ বাকর ও 'উমার (রা.) -এর পক্ষে ইমামাত বৈধ বলে মনে করে।[৯৮৮]

'আকীদা

(১) মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে ইমাম নির্ধারণ করে যান নি। বরং তিনি ইমামাতের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি বর্ণনা করে গিয়েছেন।

(২) একই সময় দু'স্থানে দু'জন ইমাম হতে পারেন। তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকার ইমাম হবেন।

(৩) কাবীরা গুনাহকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে খালিস তাওবা করে। যায়দিয়া সম্প্রদায় মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতি উদার ছিলো।

কালক্রমে যায়দিয়া সম্প্রদায় দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অন্যান্য শী'আরা এদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। এমন কি যায়দিয়ারা স্বীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে রাফেযী নামে রূপান্তরিত হয়ে আবূ বাক্র ও 'উমার (রা.) -এর ইমামত অস্বীকার করে।

(ঘ) ইমামিয়া ইস্না 'আশারিয়া সম্প্রদায়

এ সম্প্রদায়কে শী'আ ইমামিয়াও বলা হয়। ইরান, ইরাক, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে এ সম্প্রদায়ের লোকদের দেখতে পাওয়া যায়। ইমামিয়া সম্প্রদায় দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী বিধায় এ সম্প্রদায়কে 'ইস্না আশারিয়া' বলা হয়। নিম্নে তাদের ইমামগণের নাম উল্লেখ করা হল-

(১) 'আলী (রা.); (২) ইমাম হাসান (রা.); (৩) ইমাম হুসাইন (রা.); (৪ 'আলী যায়নুল 'আবেদীন ইব্নু হুসাইন (র.); (৫.) মুহাম্মাদ বাকির ইব্নু 'আলী যায়নুল আবেদীন (র.); (৬) জা'ফর আস্-সাদিক ইব্নু মুহাম্মাদ বাকির (র.); (৭) মূসা আল্-কাযিম ইব্নু জা'ফর আস্-সাদিক (র.); (৮) 'আলী আর-রিযা ইব্নু মূসা আল-কাযিম (র.); (৯) মুহাম্মাদ আল্-জাওয়াদ ইব্নু 'আলী আর-রিযা (র.); (১০) 'আলী আল-হাদী ইব্নু মুহাম্মাদ আল্-জাওয়াদ; (১১) আল-হাসানুল 'আসকারী ইব্নু আলী আল-হাদী ; (১২) মুহাম্মাদ আল-মাহদী ইব্নু আল-হাসানুল-আসকারী।[৯৮৯]

'আকীদা •

(১) ইমাম নির্ধারিত হবে প্রকাশ্য নাস্ দ্বারা। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ উম্মাতের উপর ছেড়ে যাওয়া বৈধ নয় বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তা নির্ধারণ করা ওয়াজিব। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্তৃক নির্ধারিত ইমাম হলেন 'আলী (রা.)।

---

৯৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
৯৮৯. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

(২) গাদীরে খুমের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আলীর ইমামাত প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন।

(৩) শী'আদের ধারণা যে, 'আলী (রা.) স্বীয় পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসাইনের ইমামত প্রকাশ্যে বলে গেছেন। ঠিক অনুরূপ প্রত্যেক ইমাম তাঁর পরবর্তী ইমামকে নির্ধারণ করে যান অসীয়াতের মাধ্যমে।

(৪) প্রত্যেক ইমামের ভুল- ত্রুটি হতে পারে ,তবে তিনি হবেন নিস্পাপ।

(৫) শী'আ সম্প্রদায়ের মতে নির্ধারিত সময়ের জন্য 'মুতা (অস্থায়ী বিবাহ) বৈধ।

(৬) শী'আগণ খুলাফারে রাশেদীনের তিনজন খালীফার নির্বাচন এবং উমাইয়া ও 'আব্বাসীয় শাসকগণকে খিলাফতের অবৈধ মনে করে।[৯৯০]

(৩) রাফিযী

রাফিযীরা শী'আদের এমন একটি শাখা যারা সাহাবীগণের প্রতি দোষ-ত্রুটি আরোপ করাকে বৈধ মনে করে। যখন যায়িদ ইব্নু 'আলী তাদেরকে ইসলামের প্রথম দুই খালীফা যথাক্রমে আবূ বাক্র ও 'উমার (রা.)-এর বিরুদ্ধে গালমন্দ বলতে নিষেধ করেন তখন তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে এবং তাঁকে ইমামদের মধ্যে গণ্য করা থেকে বিরত থাকে। এজন্য তাদেরকে রাফিযী বা বর্জনকারী বলে নামকরণ করা হয়।[৯৯১]

যারা আবূ বাক্র (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর খিলাআত অস্বীকার করে তাদেরকে ইমাম আল-আশ'আরী (র.) রাফিযী আখ্যা দিয়েছেন। তিনি শী'আদের প্রধান তিনটি দলের অন্যতম দল হিসেবে গুলাত ও যায়দীদের পাশাপাশি রাফিযীর নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে রাফিযী সম্প্রদায় ইমামিয়াদের অপর একটি শাখার নাম। আবদুল কাহির আল-বাগদাদী রাফিযীদের সাথে যায়দিয়া, ইমামিয়া, কায়সানিয়া ও গুলাত একই পর্যায়ভুক্ত গণ্য করেছেন।[৯৯২]

(৪) মু'তাযিলা

'আমর ইব্নু 'উবাইদ ও ওয়াসিল ইব্নু 'আতা আল্-গায্যাল এবং তাদের অনুসারীরা মু'তাযিলা নামে অভিহিত।[৯৯৩]

একবার এক ব্যক্তি যুগের শ্রেষ্ঠ 'আলিম ইমাম হাসান আল্-বাসরী (র.) (৬৪২-৭২৮)-এর মাজলিসে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে, যদি কোনো মুসলিম কবীরা গুনাহ করে তবে সে মুসলিম থাকবে, না অমুসলিম হয়ে যাবে? ওয়াসিল ইব্নু 'আতা বললেন, সে মুসলিমও

---

৯৯০. মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফাতাওয়া ও মাসাইল, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬২
৯৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
৯৯২. প্রাগুক্ত
৯৯৩. গোলাম আহ্মদ, ইসলামী মাযাহিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

www.nagorikpathagar.org

নয় অমুসলিমও নয় বরং তাঁর অবস্থান হলো এ দুই অবস্থানের মাঝখানে (المنزلة بين المنزلتين)। ইমাম হাসান আল-বাসরী (র.) ওয়াসিল ইব্‌নু 'আতার অভিমত প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে ওয়াসিল ইব্‌নু 'আতা ইমামের দল পরিত্যাগ করে মাসজিদের একপ্রান্তে বসে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে আরম্ভ করে। সংগীদের মধ্য থেকে একদল তার এ মত মেনে নিয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পরে ইমাম হাসান আল-বাসরী (র.) তার উদ্দেশ্যে বললেন- 'قد إعتزل عنا واصل' 'ওয়াসিল আমাদের দল পরিত্যাগ করেছে'। বস্তুত এ থেকেই মু'তাযিলা নামের উৎপত্তির হয়।[৯৯৪] এরা নিজেদেরকে 'আসহাবুল আদ্‌ল ওয়াত্‌ তাওহীদ' (أصحاب العدل والتوحيد) নামে অভিহিত করে। এরা নিজেদেরকে কাদারিয়া এবং আল-আদালিয়া উপনামেও ভূষিত করে থাকে।[৯৯৫] ওয়াসিল ইব্‌নু 'আতা ও 'আমর ইব্‌নু 'উবাইদ নামক বাসরার এই দুই ব্যক্তি মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। উল্লেখ্য যে, উমাইয়া খালীফা হিশাম ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনামল (১০৫-১৩১ - ৭২৩-৭৪৮) ছিলো মু'তাযিলী কর্মতৎপরতার যুগ।

মূলনীতিসমূহ

(১) আল-'আদ্‌ল (العدل); (২) আত্‌-তাওহীদ (التوحيد); (৩) ইনকাযুল ওয়াঈদ (إنقاذ الوعيد) ; (৪) আল-মানযিলাতু বাইনাল মানযিলাতাইন (المنزلة بين المنزلتين) এবং (৫) আল-আমরু বিল-মা'রূফ ওয়ান-নাহী 'আনিল-মুনকার (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)।

উপরোক্ত মূলনীতিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

(১) আল-আদ্‌ল (العدل) ঃ আল্লাহ্‌র ন্যায়পরায়ণতা। তাঁর সৃষ্টির জন্য যা সবচেয়ে উত্তম তা-ই তাঁর সকল কাজের একমাত্র লক্ষ। তিনি কোনো অন্যায়ের ইচ্ছাও করেন না আর আদেশও দেন না। আল্লাহ্‌ তা'আলা ন্যায়বিচারক, তিনি কারো প্রতি যুল্‌ম করেন না।

(২) আত্‌-তাওহীদ (التوحيد) ঃ মু'তাযিলাদের মতে আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্ব বলতে বুঝায় আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তার বাইরে কোনো সিফাত বা গুণ নেই। কোরআন মাজীদ চিরন্তন বা অসৃষ্ট নয় তবে আল্লাহ্‌ মানুষের চাক্ষুষ দর্শনের বহির্ভূত।

(৩) ইনকাযুল ওয়াঈদ (إنقاذ الوعيد) ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা পুণ্যবানদেরকে পুরস্কৃত এবং পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করার বিধান রেখেছেন। তিনি এ ওয়াদা ভংগ করেন না। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারেন।

(৪) আল-মানযিলাতু বাইনাল মানযিলাতাইন (المنزلة بين المنزلتين) ঃ যে মুসলিম কাবীরা গুনাহ করে সে মু'মিনও নয় এবং কাফিরও নয়। সে ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী

---

৯৯৪. মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, কাদিয়ানী সম্পর্কে বিশ্ব মুসলিমের সর্বসম্মত ফাত্‌ওয়া, তা. বি. পৃ. ৩
৯৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

www.nagorikpathagar.org

স্থানে অবস্থান করে। মু'মিন শব্দটি সম্মানসূচক বিধায় যে ব্যক্তি কাবীরা গুনাহ্ করে তাকে মু'মিন বলা যায় না। তার মধ্যে ঈমান থাকার কারণে তাকে কাফিরও বলা যায় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মু'তাযিলা সম্প্রদায় 'আল-মানযিলাতু বাইনাল মানযিলাতাইন ' (المنزلة بين المنزلتين) এর 'আকীদা পোষণ করে।

(৫) আল-আমরু বিল-মারূফ ওয়ান নাহি-'আনিল মুনকার (الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر) ঃ এ ব্যাপারে মু'তাযিলী সম্প্রদায়ের 'আকীদা হলো কেবল নিজেদের মু'মিন হয়ে সে অনুযায়ী 'আমল করলেই যথেষ্ট নয়। বরং এ ক্ষেত্রে অন্যদেরও আদেশ-নিষেধ করা প্রত্যেক মু'মিনের দায়িত্ব। এ উদ্দেশ্যেই আমাদের পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে।[৯৯৬]

(৫) কাদিয়ানী

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনায় এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতিকে তাদের ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতি থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ কৌশলে তাদেরকে জিহাদ থেকে বিমুখ রাখার হীন উদ্দেশ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাদিয়ানী আন্দোলনের সূচনা হয়। এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহ্মাদ কাদিয়ানী (১৮৩৫ - ১৯৮০ খ্রি.)। সে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। মৃত্যুর পর এখানেই তাকে দাফন করা হয়। মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর দাবিগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

(১) সে নিজেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে দাবি করে। 'ঈসা (আ.)-এর রূহ তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে বিধায় সে-ই প্রতীক্ষিত মাহ্দী।

(২) আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা তার মধ্যে প্রবেশ করেছে।

(৩) তার যুগের বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত মু'জিযাসমূহ তার নবূওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে। যেমন ১৮৯৪ খ্রি. সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ লেগেছিল। তাও তার নবূওয়াতের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ।

(৪) রিসালাতের দাবি মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাতামুল আম্বিয়া পরিপন্থী নয়। তাঁর মতে 'خاتم النبيين' অর্থ হলো-নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে যত নাবী আসবেন তাদের নবুওয়াতের উপর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিলমোহর হবে এবং তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারী'আতকে সঞ্জীবিত ও সংস্কার করবেন।[৯৯৭]

---

৯৯৬. আল-মাও'সূআতুল মাইসারা ফিল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিবুল মু'আসারাহ, রিয়াদ : আন-নাদ ওয়াতুল 'আলামিয়্যাহ লিশ-শাবাবিল ইসলামী, তা. বি. পৃ. ৩০৯

৯৯৭. গোলাম আহমাদ, ইসলামী মাযাহিব, প্রাগুক্ত. পৃ. ৩৫৫

www.nagorikpathagar.org

'আকীদা

কাদিয়ানীদের 'আকীদা নিম্নরূপ-

(১) মির্জা গোলাম আহ্মাদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মাসীহ্।

(২) আল্লাহ্ তা'আলা সালাত আদায় করেন, সিয়াম পালন করেন, নিদ্রা যান, জাগ্রত হন, ভুল করেন ইত্যাদি।

(৩) নবূওয়াতের দরজা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের দ্বারা বন্ধ হয়নি , এর প্রচলন এখনও চলমান আছে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রয়োজনবোধে রাসূল প্রেরণ করে থাকেন। গোলাম আহ্মাদ নাবী হতেও শ্রেষ্ঠ।

(৪) গোলাম আহমাদের কাছে জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে আসেন এবং তার প্রতি আগত যাবতীয় ইলহাম কোরআন সমতুল্য।

(৫) গোলাম আহমাদের উপর অবতীর্ণ ওহী কোরআনের মতই পবিত্র। এগুলোর সমষ্টির নাম 'আল-কিতাবুল মুবীন'।

(৬) কাদিয়ান শহরটি মক্কা ও মদীনা সমতুল্য বরং তা থেকেও উত্তম। কাদিয়ান শহ্রের যমীন হারাম এবং এ স্থানই তাদের কিব্লা। এখানেই তারা হাজ্জব্রত পালন করে।

(৭) জিহাদের হুকুম বাতিল। ধর্মের জন্য জিহাদ করা হারাম।

(৮) যে মুসলমান কাদিয়ানী 'আকীদা গ্রহণ করে না সে কাফির। যারা কাদিয়ানী ব্যতীত অন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করে কিংবা কাদিয়ানী ছাড়া অন্য কারো কাছে কোনো নারী কিংবা পুরুষকে বিয়ে দিবে তারাও কাফির।

(৯) আফীম এবং নেশা জাতীয় পদার্থ হালাল।[৯৯৮]

(১০) কোরআন ও হাদীসের পরিবর্তন জায়েয আছে। মির্জা কাদিয়ানী একমাত্র শাফা'আতকারী।

১৯৭৪ সালে বিশ্বের ১৪৪টি ইসলামী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ফিক্হবিদগণ মাক্কা বিশ্ব মুসলিম এর উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং সমস্ত মুসলিম দেশকে অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যও পরামর্শ দিয়েছেন। বস্তুত কাদিয়ানীরা ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত একটি দল।

(৬) বাহাই

মুসলমানদের ইসলামী মৌলিক 'আকীদা বিশ্বাসকে ধ্বংস, তাদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করার লক্ষে এবং ইসলামের মৌলিক অনুশাসন থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মোতাবেক ১২৬০ হিজরীতে ব্রিটিশ, ইয়াহুদী ও রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতার বাহাই আন্দোলনের সূচনা হয়। ইরানের মির্জা আলী মুহাম্মাদ রেজা আশ-শীরাজী

---

৯৯৮. মো: আবুল কাসেম ভূঞাঁ, কাদিয়ানী ধর্মমত, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন, ২০১০, পৃ. ৩২১-৩২২

www.nagorikpathagar.org

নিজেকে (১২৩৫ - ১২৬৫ হিঃ) 'বাব' বলে উপস্থাপিত করেন। এজন্য তার অনুসারীগণকে 'বাবী' বলে আখ্যায়িত করা হয়। মির্জা হুসাইন 'আলী (১৮১৮-১৮৯২) নিজেকে 'বাহাউল্লাহ্' বা আল্লাহর জ্যোতি হওয়ার দাবি করে এক স্বতন্ত্র শারী'আত প্রবর্তক হিসাবে তার স্থলাভিসিক্ত হন। তিনি এ আন্দোলনকে 'বাহাই আন্দোলন' নামকরণ করেন এবং তার শারী'আত গ্রন্থের নাম হলো 'আল্-আক্দাস'। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ৭৫ বছর বয়সে বাহাউল্লাহ্ ইন্তিকাল করেন।[৯৯৯]

ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইরানের মীর্জা 'আলী মুহাম্মাদ ঘোষণা করেন, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত দিব্য-বার্তা বাহকের আগমন নিকটবর্তী। তিনি নিজকে ইসলাম ধর্মে বর্ণিত 'ইমাম মাহ্দী' বলে উল্লেখ করে বলেন, আমি 'অবতার'। 'আলী মুহাম্মাদ তার রচিত পুস্তক 'আল-বায়ান' গ্রন্থে লিখেন, আল-বায়ান ছাড়া অন্য কোনো কিতাব পাঠ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যারা বাবী ধর্ম গ্রহণ করবে না, তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নেয়া হবে। এ ভয়াবহ মতবাদ প্রচার করার কারণে তদানীন্তন সরকার আলী মুহাম্মাদকে গ্রেফতার করেন। বাব যখন বন্দী তখন তাঁর শিষ্যরা খোরাসানের রাজধানীতে এক সভা আহবান কওে এবং ঐ সভায় উম্মু সালামা নাম্নী এক মহিলাকে তাদেও নেত্রী হিসেবে প্রস্তাব পেশ করে। মীর্যা হুসাইন 'আলী নামক এক প্রভাবশালী সদস্যসহ আরও কতিপয় ব্যক্তি এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। পরিশেষে প্রস্তাবটি জেলখানায় 'আলী মুহাম্মাদের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে তিনি তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। বাবপন্থীরা সেই থেকে ইসলামের সংগে সম্পর্কচ্ছেদ করে সম্পূর্ণরূপে এক নতুন মতবাদের গোড়াপত্তন করেন। রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে ১৮৫০ সালের ৯ জুলাই পারস্যের অন্তর্গত তাবরীজের ্ সেনানিবাসে 'আলী মুহাম্মাদ বাবকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। ১৮৫২ সালে একদল বাবী তাদের ধর্মগুরুর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তৎকালীন পারস্য রাজ্যের উপর হামলা করে। ফলে উম্মু সালামাসহ আরও কতিপয় ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়।[১০০০]

এরপর হুসাইন 'আলী ১৮৬৩ সালে নিজেই এক স্বতন্ত্র শারী'আত প্রবর্তক হওয়ার দাবি করে। সে নিজেকে বাহাউল্লাহ্ নামে অভিহিত করে। হুসাইন 'আলী ওরফে বাহাউল্লাহ্ তার রচিত শারী'আত গ্রন্থের নামকরণ করেন 'কিতাব-আল-আক্দাস'। বাহাউল্লাহ'র মৃত্যুর পর তদীয় সন্তান 'আব্বাস আফিন্দী পিতার এ মতাদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং আবদুল বাহা নামে পরিচিত হন।[১০০১]

বাহাউল্লাহ'র জীবদ্দশায়ই ১৮৭২ সালে বাংলাদেশে বাহাইদের আগমন ঘটে। এ দেশে

---

৯৯৯. আল-মাওসূ'আতুল মাইসারা ফিল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিব আল-মু'আসারাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
১০০০. মো: আবুল কাসেশ ভূঞা, বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, ঢাকা : তাওহীদ প্রকাশনী, ১৯৯০, পৃ. ৯-১০
১০০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

www.nagorikpathagar.org

প্রথম আগত বাহাই সুলেমান খান ওরফে জামাল আফেন্দী। বাংগালী বাহাই সম্ভবত আলীমুদ্দীন। চট্টগ্রামের এই 'আলীমুদ্দীন রেংগুনে বাহাই ধর্ম গ্রহণ করে। বাংলাদেশে ১৯৫২ সালে প্রথম স্থানীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ গঠিত হয়। বর্তমানে দেশের প্রায় সব ক'টি জিলা সদরে স্থানীয় 'আধ্যাত্মিক পরিষদ' আছে বলে তারা দাবি করে। বাংলাদেশে বাহাইদের প্রধান অফিস ঢাকা শহরের শান্তিনগরে অবস্থিত।

'আকীদা

(১) বাব তার কালেমার দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করেন এবং তিনি সমুদয় সৃষ্টির প্রবর্তক।

(২) আল্লাহ তা'আলা তার ভিতর প্রবেশ করেছেন এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন দলের ভিতর তিনি প্রবেশ করবেন।

(৩) সমুদয় বস্তু অবিনশ্বর। পরজগতে প্রতিদান ও শাস্তি কেবল রূহের উপর নিপতিত হবে।

(৪) ১৯ সংখ্যাটি তাদের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের নিকট ঊনিশ দিনে মাস এবং ঊনিশ মাসে বছর হয়।

(৫) 'ঈসা (আ.)-কে শুলে চড়ান সম্পর্কে ইয়াহূদী ও নাসারাদের অনুরূপ মত পোষণ করে।

(৬) কোরআন মাজীদে তাদের মাযহাব মোতাবেক তাহরীফ ও তাবীল করা যেতে পারে।

(৭) আম্বিয়া কিরামের মু'জিযা, ফেরেশ্‌তা ও জীন্নের অস্তিত্ব এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে অস্বীকার করে।

(৮) মহিলাদের জন্য পর্দা হারাম এবং 'মুতা বিবাহ জায়েয।

(৯) বাবের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচারিত ধমদর্শকে বাতিল করা।

(১০) তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'সর্বশেষ নাবী' বলে স্বীকার করে না। ওহীর দরজা সর্বক্ষণ খোলা। তারা এমন কিছু কিতাব প্রণয়ন করেছে যা কোরআনুল কারীমের সাথে অসংগতিপূর্ণ।

(৭) ইসমা'ঈলী

ইসমাঈলী একটি বাতিনী সম্প্রদায়। এরা ইমাম ইসমা'ঈল ইব্‌নু জা'ফর আস-সাদিকের সাথে নিজেদেরকে সম্পর্কিত এবং আহলে বাইতের প্রতি সহমর্মি বলে দাবি করে। এ সম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং কালক্রমে এ দল বিস্তার লাভ করে বর্তমান সময়ে উপনীত হয়েছে।[১০০২]

১০০২. গোলাম আহমাদ, ইসলামী মাযাহিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯

www.nagorikpathagar.org

মূলত ইসমা'ঈলীগণ ইমামিয়া সম্প্রদায়েরই একটি শাখা। এরা ইসমা'ঈল ইব্নু জা'ফার -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা ইমাম নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে ইমাম জা'ফর আস-সাদিক (র.) পর্যন্ত ইস্না 'আশারিয়ার সাথে ঐক্যমত পোষণ করে। তাদের মতে ইমাম জা'ফার আস-সাদিকের পরে তাঁর ছেলে ইসমা'ঈল স্বীয় পিতার মনোনীত হিসেবে ইমাম বিবেচিত হন। যদিও ইসমা'ঈল পিতার মৃত্যুর পূবেই ইন্তিকাল করেন। ইসমা'ঈলের পর ইমামাতের দায়িত্ব মুহাম্মাদ মাক্তূমের উপর বর্তায়। তিনি তাদের কথিত গুপ্ত ইমামের প্রথম ছিলেন। মুহাম্মাদ ইব্নু মাক্তূমের পর জা'ফর মুসাদ্দিক -এর পুত্র মুহাম্মাদ হাবীব ইমাম নিযুক্ত হন। তাদের মতে তিনিই শেষ গুপ্ত ইমাম ছিলেন।
এ সম্প্রদায়ের লোক ইরাকে বাতেনিয়া, কারামতিয়া এবং মাযদাকিয়া নামে এবং খুরাসানে তালিমিয়া এবং মুলহিদা নামে পরিচিত ।[১০০৩]

'আকীদা

(১) মুহাম্মাদ ইব্নু ইসমা'ঈলের বংশধর থেকে একজন মনোনীত মা'সূম ইমাম থাকা অবশ্যক।

(২) ইসমা'ঈলীদের মতে কোরআনের প্রত্যেকটি আয়াত ও শব্দের দ্বিবিধ তাৎপর্য রয়েছে- একটি প্রকাশ্য এবং অপরটি গোপনীয়।

(৩) যামানার ইমাম সম্বন্ধে অবগত না হয়ে যে মারা যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহেলী মৃত্যু।

(৪) তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নাবী বলে স্বীকার করে না, তাদের মতে ইসমা'ঈল ইব্নু জা'ফর আস-সাদিক শেষ নাবী ও ইমাম।

(৫) ইসমা'ঈলীরা আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় সিফাত অস্বীকার করে।

(৮) আগাখানী

আগা খান শি'আদের একটি উপদলের ধর্মীয় নেতার উপাধি। এ উপাধি সর্বপ্রথম লাভ করেন আগা হাসান আলী শাহ। তিনি মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ হয়ে কাজ করার প্রতিদান স্বরূপ এ উপাধি লাভ করেন। শি'আ সম্প্রদায়ের পঞ্চম ইমাম জা'ফর আস-সাদিকের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল ইসমা'ঈল। পিতার জীবদ্দশায় ইসমা'ঈলের মৃত্যু হয়। ইমাম জা'ফর আস-সাদিকের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীগণের একটি দল ইসমা'ঈলের পুত্র মুহাম্মাদকে নিজেদের ইমাম বলে ঘোষণা করে। এ ভাবেই ইসমা'ঈলী নামের একটি ফিরকা সৃষ্টি হয়। এ ইসমা'ঈলী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই ইসলামী খিলাফাতের চরম শত্রু বাতিনী সন্ত্রাসবাদী দলের আবির্ভাব ঘটে। ইসমা'ঈলী সম্প্রদায়েরই হাসান আলী শাহ্ নামক একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের

১০০৩. আল-শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

www.nagorikpathagar.org

পক্ষে কাজ করে বিপুল ধন সম্পদের অধিকারী হন। তিনি ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইরানের জনৈক শাহজাদীকে বিয়ে করে কিরমান প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশের সাথে অতিরিক্ত মাখামাখির কারণে সেও ইরান থেকে বহিস্কৃত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধু প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ ব্যক্তি ব্রিটিশ সরকারের বৃত্তিভোগী চর ছিলো। এ ব্যক্তিই আগাখান উপাধিতে ভূষিত হন। তারপর থেকেই ইসমা'ঈলী সম্প্রদায় 'আগাখানী সম্প্রদায়' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম আগা খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র আগা 'আলী শাহ্ দ্বিতীয় আগা খান নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র স্যার মুহাম্মাদ আগা সুলতান শাহ্ তৃতীয় আগা খান নিযুক্ত হন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

স্যার আগা খান ভারতীয় রাজনীতির ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভারতে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। ১৯০৭ - ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আগা খান নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ত্রিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে আলীগড় মুসলিম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার সুযোগ করে দেন। আগা খান সব সময় ধর্মপ্রচারে তৎপর ছিলেন। তার প্রচেষ্টায় অসংখ্য লোক তার ধর্মমত গ্রহণ করে। আগা খানের মুরীদগণকে 'ইসমা'ঈলিয়া' বলা হয়। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় আগা খানের মৃত্যুর পর শাহ্ কারীম আল-হুসাইনী চতুর্থ আগা খান নিযুক্ত হন। বর্তমান আগা খান চতুর্থ আগা খানের পুত্র। আগাখানী সম্প্রদায় ব্রিটিশের সহায়তায় বড় বড় ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়। এদের নিজস্ব ব্যাংক ব্যবসা রয়েছে। সম্প্রদায়ের লোকদের কল্যাণে এরা খুবই তৎপর। এদের স্বতন্ত্র উপাসনালয় আছে। মুসলমান এমন কি ইস্না 'আশারীয়া শী'আদেরকে ও এরা মুসলিম বলে গণ্য করে না। এরা নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস এবং উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করে থাকে। ইসলামের কোনো ইবাদত পদ্ধতিই এরা অনুসরণ করে না। তবে নিজেদেরকে মুসলিমদেরই একটি অংশরূপে গণ্য করে। আগাখানী সম্প্রদায় বিপথগামী ফির্কার অন্তর্ভুক্ত।[১০০৪]

(৯) চাকরালভী

চাকরালভী পাঞ্জাবের একটি দল। এরা নিজেদের 'আহলে কোরআন' বলে দাবি করে। 'আবদুল্লাহ্ চাকরালভী এ দলের প্রতিষ্ঠাতা বিধায় তার দিকে সম্বোধন করে তার অনুসারীদেরকে চাকরালভী বলা হয়। এ সম্প্রদায়ের 'আকীদাসমূহ স্বয়ং 'আবদুল্লাহ্ চাকরালভীর লিখিত কিতাব 'বুরহানুল ফুরকান 'আলা সালাতিল কোরআন (برهان الفرقان

১০০৪. আ. ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২২৭

www.nagorikpathagar.org

(على صلوة القرأن) -এর বরাতে নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১) কোরআন মাজীদে উল্লেখিত সালাত আদায় করাই ফারয। এছাড়া অন্য কোন সালাত আদায় করা কুফরী।

২) কোরআন মাজীদের আয়াতসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ওহী হিসাবে আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোন কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অবতীর্ণ হয়নি।

(৩) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ ব্যতীত অন্য কারো হুকুম মান্য করার অর্থ হচ্ছে, বিশুদ্ধ 'আমল বরবাদ করা তথা চির শাস্তি প্রাপ্তির যোগ্য হওয়া।

(৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল স্বীয় যামানার লোকদের কাছে প্রেরিত হয়েছেন। বর্তমান যামানার কোনো লোকদের কাছে তিনি প্রেরিত হন নি।

(৫) إن كنتم تحبون الله فاتبعوني এ আয়াতে 'ইত্তিবার' মানে হচ্ছে, যে ভাবে আমি কোরআন মাজীদের উপর 'আমল করি তেমনিভাবে তোমরাও 'আমল করবে। কোনো রাসূল অথবা মু'মিনের অনুসরণ জরূরী নয়।

(৬) يايها الذين أمنوا اذا قمتم এ আয়াতের আলোকে উযূতে পা ধোয়া ফারয, মাসহ্ বৈধ নয়; চাই খালি হোক কিবা মোজা পরিহিত অবস্থায় হোক।

পা মাস্‌হ করার নির্দেশ বা ইংগিত যে সব হাদীসে আছে তা বাতিল এবং একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপের অন্তর্ভুক্ত।[১০০৫]

(১০) যিনদীক

যিনদীক শব্দের বহুবচন হল যানাদিকা। আবূ হাতিম সিজিস্তানী (র.) বলেছেন, যিনদীক শব্দটি মূলত ফারসী ভাষা থেকে আরবীকরণ করা হয়েছে।

বৈষয়িক ব্যাপারে তীক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। শারী'আতের পরিভাষায় যিনদীক হলো, ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার সাথে অন্য কাউকে 'ইলাহ্' বলে দাবি করে। কেউ কেউ বলেছেন, সকল মুশরিক হচ্ছে যিনদীক। 'যিনদীক' শব্দটি মুসলিম ফৌজদারী আইনে প্রয়োগ আছে।

পশ্চিমাঞ্চলের স্পেন ও মরক্কোর মালিকীগণ সম্বন্ধে কোন কোন গবেষক বলেছেন, তারা যিনদীকের জন্য বিশেষ বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন, বিশেষ করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অসম্মান আচরণ ও বিবৃতির ক্ষেত্রে।[১০০৬]

১০০৫. মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফাতাওয়া ও মাসাইল, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, খ.১, পৃ. ৭৮

১০০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০

www.nagorikpathagar.org

অষ্টম অধ্যায়
আততাকলীদ (التقليد)

তাকলীদ ইসলামী শারী'আর একটি পরিভাষা। ইসলামী শারী'আর কিছু সংখ্যক বিধান স্পষ্ট এবং কিছু সংখ্যক অস্পষ্ট। এমতাবস্থায় অস্পষ্ট বিধানের ব্যাপারে ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে। কাজেই যারা ইজতিহাদ করার ক্ষমতা রাখেন না , তাদের কোনো না কোনো মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করতে হয়। এ অনুসরণ কারো কারো মতে তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত। কোনো কোনো মুজতাহিদ ইমামের নিকট তাকলীদ দূষণীয় বিষয় নয়, আবার কারো কারো নিকট তাকলীদ বর্জনীয়। কাজেই বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে। নিম্নে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকগুলো আলোচনা করা হলো।

তাকলী (التقليد) -এর পরিচয়

তাকলীদ 'আরবী শব্দ। এর একাধিক অর্থ পাওয়া যায়। যেমন- তাকলীদের অর্থ করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ 'আরবী অভিধান আল্-মুনজিদে বলা হয়েছে-

قلده فى كذا- اى تبعه من غير تأمل ولانظر

"এ বিষয়ে সে তার তাকলীদ করলো অর্থাৎ কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করেই সে তার অনুসরণ করলো।"

আরো বলা হয়েছে-

هو ما انتقل الى الانسان من ابائه و معلميه و مجتمعه من العقائد و العادات و العلوم و الاعمال-

"পূর্বপুরুষ, শিক্ষকমন্ডলী ও সামাজিক প্রচলন প্রভৃতি থেকে 'আকীদা-বিশ্বাস, অভ্যাস, জ্ঞান ও 'আমল অন্য কোনো মানুষের দিকে স্থানান্তরিত হওয়াকে তাকলীদ বলে।"[১০০৭]

"তাকলীদের তৃতীয় অর্থ - ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে 'কর্তৃত্ব দ্বারা আবৃত' অর্থ নির্দেশ করা হয়। যেমন , কোনো প্রকার কারণ সন্ধান ব্যতিরেকেই কারো বক্তব্য বা কর্মকে সার্বিকভাবে সঠিক মনে বিশ্বাস করা এবং গ্রহণ করা।"[১০০৮]

তাকলীদ (تقليد) অর্থ 'হার পরানো, মালা পরানো, গলায় অথবা কাঁধে কোনো বস্তু ঝুলিয়ে দেয়া। যখন মানুষের কাঁধে এটি পরিধান করানো হয়, তখন এর দ্বারা মালা বা হার পরানো অর্থ বুঝায়। আর যদি পশুর গলায় ঝুলানো হয়, তখন এর দ্বারা রশি ঝুলানো বুঝানো হয়। 'আয়িশা (রা.) বলেছেন-

---

১০০৭. লুইস মা'লুফ, আল-মুনজিদ , বৈরূত : দারুল মাশরিক, ১৯৬০, পৃ. ৬৫৯
১০০৮. আ.ফ.ম. আবদুর হক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, খ. ১, পৃ. ৪২০

www.nagorikpathagar.org

انما استعرت من اسماء قلادة.

"তিনি আসমা (রা.)-এর নিকট থেকে একটি হার ধার করেছেন।"[১০০৯] বর্ণিত হাদীসে 'কিলাদা' শব্দটি পাওয়া যায়।

'আরবী অভিধানে 'তাকলীদ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে নিম্নরূপ-

وقلد فلانا: إتبعه فيما يقول أو يفعل من غير حجة ولا دليل.

"কোনো প্রকার দলীল-প্রমাণ ছাড়া কারো কথা ও কাজের অনুসরণ করা।"[১০১০]

ইসলামী শারী'আহ-এর পরিভাষায় 'তাকলীদ' বলতে বুঝায়- "কোরআন-সুন্নাহ্ তথা ইসলামী শারী'আহ-এর উৎসসমূহ থেকে সরাসরি মাস'আলা উদ্ভাবন কিংবা শারঈ' বিষয়ে কোনো সমস্যার সমাধানদানে অক্ষম -এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে দলীল-প্রমাণ অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই কোনো মুজতাহিদ ইমাম বা ফাকীহ্ এর অনুসরণ করা।"[১০১১]

ইমাম আল-গাযালী 'তাকলীদ' -এর পরিচয় এভাবে দিয়েছেন-

هو قبول قول بلا حجة.

" দলীল -প্রমাণ ব্যতিরেকে কারো কথা মেনে নেয়াকে তাকলীদ বলা হয় " ।[১০১২]

মুফতী সাইয়্যিদ 'আমীমুল ইহসান তাকলীদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে-

التقليد عبارة عن اتباع الانسان غيره معتقدا للحقيقة فيه من غير نظر فى الدليل او هو عبارة عن قبول الغير من غير حجة.

"কোনো বিষয়ে কোনো ব্যক্তির বক্তব্য দলীল - প্রমাণ ছাড়া সত্য বলে বিশ্বাস করতঃ তার অনুসরণ করা অথবা প্রমাণ ছাড়াই কারো কথা গ্রহণ করাকে তাকলীদ বলা হয় " ।[১০১৩]

আল্লাহ্ প্রদত্ত এবং মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত বিধান লংঘন করে পূর্ব পুরুষের অন্ধ আনুগত্যের নাম তাকলীদ নয়; বরং কোরআন মাজীদ এবং আস-সুন্নাহ্'র উপর প্রতিষ্ঠিত একজন মুজতাহিদের নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিধান অনুসরণ করার নামই হচ্ছে তাকলীদ। মুশরিকদের 'আকীদা বিষয়ক অন্ধ তাকলীদের সাথে শারী'আহ স্বীকৃত তাকলীদের তুলনা করা সমীচীন নয়।[১০১৪]

সুতরাং তাকলীদের তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য একজন মুকাল্লিদকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুধাবন করা অপরিহার্য।

১০০৯. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আত-তায়াম্মুম, অনুচ্ছেদ:ইযা লাম ইয়াজিদ মাআন অলা তুরাবান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; মুফতী তাকী 'উসমানী, উসূলুল ইফতা, ঢাকাঃ মাকতাবাতু শাইখুল ইসলাম, ১৪২৬, পৃ. ৫১-৫২

১০১০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৫০৩-৫০৪

১০১১. মুফতী তাকী উসমানী, উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২

১০১২. ড. আব্দুল করীম যায়দান, আল-ওয়াজীয্ ফী উসূলিল ফিক্‌হ্, বৈরুত ঃ মু'আসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬, পৃ. ৪১০

১০১৩. মুফতী সাইয়্যিদ আমীমুল ইহসান, কাওআ'ইদুল ফিকহ্, দেওবন্দ ঃ আশরাফী বুক ডিপো, ১৯৯১, পৃ. ২৩৪

১০১৪. মুফতী তাকী 'উসমানী, মাযহাব কি ও কেন, ঢাকা : মোহাম্মদী বুক হাউস, তা. বি., পৃ. ১০২-১০৩

www.nagorikpathagar.org

(১) ইসলামের মৌলিক 'আকীদা ও বিধানের ক্ষেত্রে 'তাকলীদ' কিংবা ইজতিহাদের কোনো অবকাশ নেই। অস্পষ্ট দলীল ভিত্তিক বিধানের ক্ষেত্রেই কেবল তাকলীদ কিংবা ইজতিহাদ প্রযোজ্য।[১০১৫]

(২) সুস্পষ্ট এবং অকাট্য দলীল ভিত্তিক বিধানের ক্ষেত্রে তাকলীদ বৈধ নয়।

(৩) কোরআন মাজীদ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের দ্ব্যর্থহীন ও সুনির্দিষ্ট দলীলের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত এমন মাসআলা ও বিধান, যার বিপরীতে অন্য কোনো দলীলও বিদ্যমান নেই-এসব ক্ষেত্রে তাকলীদ করা বৈধ নয়।

(৪) যে ব্যক্তি কোনো ইমামের তাকলীদ করবে তাকে অবশ্যই একথা মেনে নিতে হবে, কোনো মুজতাহিদ ভুলের উর্ধ্বে নন। সুতরাং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাবনাও রয়েছে।

(৫) কোনো বিজ্ঞ 'আলিম যদি অনুসরণীয় মুজতাহিদ তথা ইমামের অভিমতটি হাদীসের পরিপন্থী বলে মনে করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে উক্ত ইমামের অভিমতকে পরিত্যাগ করে হাদীসের উপর আমল করা তার অপরিহার্য কর্তব্য।

(৬) দ্ব্যর্থবোধক আয়াত ও হাদীসের মর্ম অনুধাবন এবং বিপরীতমুখী দলীলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার ক্ষেত্রে একজন ইমামের ইজতিহাদী রায়ের অনুসরণ করাই হচ্ছে তাকলীদ।[১০১৬]

(৭) বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত কোনো হাদীসকে শুধু এই যুক্তিতে অস্বীকার করা যে, ইমামের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কোনো নির্দেশ পাওয়া যায়নি। উদাহরণস্বরূপ- তাশাহহুদের সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার কথা অনেক সাহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। অথচ অনেক লোক শুধু এই যুক্তিতে তা অস্বীকার করে থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) এ সম্পর্কে কোনো নির্দেশ দেন নি। বস্তুত ঃ আলকোরআনও আস-সুন্নাহর বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের অন্ধ তাকলীদেরই নিন্দা করা হয়েছে।

(৮) একজন বিজ্ঞ 'আলিম যখন ইমামের কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এই মর্মে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তা অমুক সাহীহ হাদীসের পরিপন্থী এবং ইমামের উক্ত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোনো দলীল নেই; তখনও ইমামের সিদ্ধান্তকে আকড়ে ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসকে উপেক্ষা করা নিঃসন্দেহে অন্ধ তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত, যা কোনো অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়।

(৯) এমন ধারণা পোষণ না করা যে, আমার ইমামের মাযহাবই নির্ভুল ও অভ্রান্ত এবং

১০১৫. মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ইসলামী শরীয়াতের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬; মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬-৫০৭

১০১৬. মুফতী তাকী উসমানী, মাযহাব কি ও কেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭

www.nagorikpathagar.org

অন্যান্য ইমামের মাযহাব ভ্রান্ত। বরং এ ক্ষেত্রে এ ধারণা পোষণ করা উচিত যে, আমার ইমামের সিদ্ধান্তই সম্ভবতঃ সঠিক, তবে ভুলেরও সম্ভাবনা রয়েছে এবং অন্যান্য ইমাম হয়ত ভুল ইজতিহাদের শিকার হয়েছেন। আবার এমনও হতে পারে যে, তাদের সিদ্ধান্তই সঠিক। বস্তুতঃ সকল মুজতাহিদ ইজতিহাদের নির্দিষ্ট ও সঠিক সীমায় থেকে আলকোরআনও আস-সুন্নাহ্'র সঠিক মর্ম অনুধাবনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পক্ষ থেকে মুজতাহিদগণের প্রতি এটাই ছিলো নির্দেশ। সুতরাং সকল মাযহাবই হক। কোনো ক্ষেত্রে ভুল ইজতিহাদের শিকার হলেও আল্লাহ তা'আলার কাছে তিনি দায়িত্ব মুক্ত। উপরন্তু সত্য লাভের মহৎ প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ মুজতাহিদ স্বতন্ত্র পুরস্কার লাভ করবেন।

(১০) ইমাম ও মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ বিষয়টি মতপার্থ্যক্যের অতিরঞ্জন করে পেশ করা বান্ঞনীয় নয়। কেননা তাঁদের অধিকাংশ মতপার্থক্যই হচ্ছে উত্তম ও অধিক উত্তম বিষয়ক, ইসলামের মৌলিক 'ইবাদাত অথবা জায়েয-নাজায়েয বা হালাল-হারাম সংক্রান্ত নয়। সুতরাং ইমামগণের এই সাধারণ মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে বাড়াবাড়ি করা এবং উম্মাহ'র মাঝে অনৈক্য ও শত্রুতার বীজ বপন করা কোনো অবস্থায় কাঙ্ক্ষিত নয় ।

(১১) ইমাম ও মুজতাহিদগণের মাঝে যে সকল বিষয়ে হারাম-হালাল বা জায়েয-নাজায়েযের পর্যায়ে মতপার্থক্য রয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রেও মতের অনৈক্যকে বিরোধ ও মনগড়ায় রূপান্তরিত করা কিংবা সংঘাত-সংঘর্ষ বা রেশারেশিতে লিপ্ত হওয়া কোনো ইমামের মতে বৈধ নয়। বস্তুত সকল ইমামের মতপার্থক্যই ছিলো তাত্ত্বিক পার্যায়ের, ব্যক্তি পর্যায়ের নয়। আর এ কথা ঠিক যে, প্রত্যেক ইমাম ও মুজতাহিদ যেমন আয়িম্মা আরবা'আ (ইমাম চতুষ্টয়) একে অপরের 'ইলম, প্রজ্ঞা ও মর্যাদা সম্পর্কে পরস্পর পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

(১২) সাধারণ লোকদের জন্য অনিবার্য কারণে কোনো কোনো মাসআলা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্বীয় অনুসরণীয় মাযহাব পরিত্যাগ করে অন্য কোনো মাযহাব অনুযায়ী মাসআলার উপর আমল করা যাবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের ভিত্তি হবে দ্বীন। ব্যক্তির প্রবৃত্তি কিংবা রিপুর তাড়না অথবা অন্য কোনো মনোভাব থাকতে পারবে না , তবে অন্য মাযহাব অনুযায়ী মাসআলা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একদল মুহাক্কিক দ্বীনদার 'আলিমের সম্মিলিত পরামর্শ নেয়া উচিৎ।[১০১৭]

তাকলীদ -এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

'তাকলীদ' হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার একটি

১০১৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৩-৫৪৪

www.nagorikpathagar.org

ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। একজন মুকাল্লিদ স্বীয় অনুসরণীয় মুজতাহিদ ইমামের নির্দেশনা অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা এবং তদীয় রাসূলেরই আনুগত্য করে থাকেন। ইসলামী জীবন বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে যারা সরাসরি আলকোরআন ও আসসুন্নাহ থেকে বিধান ও মর্মার্থ উদঘাটন করে ইসলামী শারী'আহ মোতাবেক 'আমল করতে অপারগ তাঁদের জন্য কোরআন-সুন্নাহ্সহ শার'ঈ উৎস সম্পর্কে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এমন বিজ্ঞ 'আলিমের শরণাপন্ন হয়ে 'আমল করা অপরিহার্য। আর এ প্রেক্ষিতই তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে।

ইসলামী শারী'আহকে অনুসরণের একটি স্বাভাবিক ও স্বভাব প্রসূত উপায় এটিই যে, পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করে তাঁদের বর্ণনা ও ব্যাখ্যার আলোকে জীবন পরিচালনা করবে এবং শার'ঈ বিষয়ে 'আমল করবে।

মুসলিম উম্মাহ্ এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, শারী'আহ্ জানা ও উপলব্ধি করার জন্য তারা পূর্বসূসীগণের উপর ভরসা করবে। যেমন- তাবি'ঈগণ এক্ষেত্রে সাহাবা কিরামের উপর নির্ভর করেছেন, তাবি'-তাবি'ঈগণ নির্ভর করেছেন তাবি'ঈগণের উপর। অনুরূপভাবে উম্মাতের সকল পর্যায়ের 'আলিমগণ তাঁদের পূর্বসূরীগণের উপর নির্ভর করেছেন।[১০১৮]

ইসলামী শারী'আহ -এর বিধি-বিধান অনুসরণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মহাগ্রন্থ আলকোরআননাযিল করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আল-কোরআনের ব্যাখ্যাদাতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল-কোরআনের আলোকে দীনের সকল বিষয় সুস্পষ্টভাবে সর্বসাধারণের জন্য রেখে গেছেন, যা আস-সুন্নাহ হিসেবে অভিহিত। কিন্তু উক্ত কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে সকল বিধান আহরণ করা প্রত্যেক ব্যক্তি তথা সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। দীনের এমন কিছু বিধান রয়েছে যা দ্ব্যর্থবোধক (مشترك), সংক্ষিপ্ত (مجمل), অস্পষ্ট (خفي) এবং বাহ্যতঃ বৈপরিত্বমূলক (متعارض)। এসব ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের দ্বীনি আহকামের অনুসরণ করা কখনো কষ্টসাধ্য আবার কখনো অসম্ভবও বটে। সুতরাং উক্ত বিষয়ের অনুসরণের জন্য মুজতাহিদ তথা দীনের ব্যাপারে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির অনুসরণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আলকোরআনএ সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করেছে এভাবে-

فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

"যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস করো।"[১০১৯]

দ্বীনের যে সকল বিষয় সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন এবং দলীল-নির্ভর সে সকল ক্ষেত্রে মুজতাহিদের তাকলীদ জরুরী নয়। যেমন ঈমানিয়্যাত -এর বিষয়। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রামাযানের রোযা পালন, যাকাত ও হাজ্জসহ মৌলিক বিষয়াবলি। পক্ষান্তরে দীন ও শারী'আহ -এর যে সকল বিষয় জটিল, দ্ব্যর্থবোধক এবং বিরোধপূর্ণ- সে সকল ক্ষেত্রে

১০১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪১-৫৪২
১০১৯. আলকোরআন, সূরা আন নাহ্ল ১৬ ঃ ৪৩

www.nagorikpathagar.org

সাধারণের জন্য মুজতাহিদের অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।[১০২০] দ্ব্যর্থতা, সংক্ষিপ্ততা কিংবা দৃশ্যত বৈপরীত্বের কারণে কোরআন-সুন্নাহ থেকে আহকাম ও বিধান আহরণের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিলে মুজতাহিদের তাকলীদ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যা সহজ ও সাধারণ আহকাম সেসব ক্ষেত্রে তাকলীদের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই।[১০২১]

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ولايغتب بعضكم بعضا.

'তোমাদের কেউ যেন অপরের গীবত না করে।'[১০২২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান যে প্রথমে সালাম দেয়।"[১০২৩]

এ জাতীয় আয়াত ও হাদীসের সরল অর্থ উপলব্ধি করা কারো পক্ষে কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু যেসব আয়াত ও হাদীসে সংক্ষিপ্ততা, অস্পষ্টতা ও বাহ্যিক বৈপরীত্য রয়েছে সেগুলোর ভাব ও মর্ম উপলব্ধি করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না । যেমন- আল-কোরআনে বলা হয়েছে-

والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء.

"তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন 'কুরু' পর্যন্ত অপেক্ষা করবে" ।[১০২৪]

আয়াতটিতে ব্যবহৃত 'কুরু' শব্দটি আরবী ভাষায় দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) কুরু অর্থ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন মাস অপেক্ষা করবে , না তিন তুহ্র পর্যন্ত ? প্রশ্নের এ জট খোলা কি সকলের পক্ষে সম্ভব?

অনুরূপভাবে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

من كان له امام فقراءة الامام له قراءته.

"যে ব্যক্তির ইমাম আছে, ইমামের কিরা'আতই তার কিরা'আত বলে বিবেচিত হবে।"[১০২৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন :

لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لاصلاة.

" যে ব্যক্তি নামাযে সূরা আলফাতিহা পড়লো না তার নামাযই হলো না।"[১০২৬]

এখানে বাহ্যত হাদীস দু'টি পরস্পর বিরোধী। প্রথম হাদীসটির বক্তব্য হলো, ইমামের

১০২০. মুফতী তাকী উসমানী, উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
১০২১. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামী শরীয়াতের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৬
১০২২. আলকোরআন, সূরা আলহুজুরাত, ৪৯ : ১২
১০২৩. তিরমিযী
১০২৪. আলকোরআন, সূরা আলবাকারা ২ ঃ ২২৮
১০২৫. আশ-শাওকানী, নায়নুল আওতার, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা খ. ২, পৃ. ২২৮
১০২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

www.nagorikpathagar.org

পেছনে নামায পড়া অবস্থায় মুক্তাদীকে কিরা'আত পড়তে হবে না। আর দ্বিতীয় হাদীসের বক্তব্য হলো প্রত্যেক মুসল্লীকে অবশ্যই সূরা আলফাতিহা পাঠ করতে হবে। হাদীস দু'টির বাহ্যিক এই বৈপরীত্য নিরসণপূর্বক তার উপর যথার্থ আমল করা কি যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব?

মূলত তাকলীদের হাকীকত এবং প্রকৃত স্বরূপ এটাই, এ ধরনের জটিলতাপূর্ণ বিষয় কোরআন ও সুন্নাহ'র সঠিক মর্ম সম্পর্কে যিনি সম্যক অবগত তাঁর কাছ থেকে সঠিক অর্থ জেনে সে অনুযায়ী আমল করা। তাহলে এর দ্বারা কি এক কথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় না, মুকাল্লিদ বা মাযহাবের অনুসারী প্রকৃত অর্থে আনুগত্য বলে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের ক্ষেত্রে ইমাম ও মুজতাহিদ আল্লাহ ও তার রাসূলের সূক্ষ্মবাণীর ব্যাখ্যাতা পথনির্দেশক মাত্র।

বিখ্যাত হানাফী আলিম আল্লামা আবদুল গানী নাবলূসী (র.) বলেছেন, "শারী'আতের যেসব বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই এবং স্পষ্টভাবে জ্ঞাত-সে সব বিষয়ে চার ইমামের কারোই অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। যেমন-সালাত, যাকাত সাওম, হাজ্জ ইত্যাদি যা ফারয এবং ব্যভিচার, সমকামিতা, শরাব পান, হত্যা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি হারাম"।[১০২৭]

এ সম্পর্কে মাওলানা আশরাফ আলী থানাবী (র.) লিখেছেন: মাসাইল তিন প্রকার। (১) কিছু মাসাইল আছে যেগুলো সম্পর্কে কোরআন –সুন্নাহ্'র বক্তব্য বাহ্যত বিরোধপূর্ণ। (২) কিছু মাসাইল আছে যেগুলো সম্পর্কে বর্ণিত কোরআন-সুন্নাহ'র ভাষ্য সাংঘর্ষিক নয়। তবে প্রতিটি ভাষ্যই একাধিক অর্থপূর্ণ। দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধানের কারণে সম্ভাব্য একাধিক অর্থের কোনটি কাছের মনে হয় আবার কোনটি দূরের মনে হয়। (৩) কিছু মাসাইল আছে যেগুলো সম্পর্কে কোরআন-সুন্নাহ'য় বর্ণিত ভাষ্যে কোনো সংঘাতও নেই এবং একাধিক অর্থের অবকাশও নেই বরং অকাট্যভাবে প্রমাণিত। সুতরাং এই তিন প্রকারের প্রথম প্রকারের মাসাইলের ক্ষেত্রে বাহ্যিক দ্বন্দ্বকে দূর করে যথার্থ মর্ম চিহ্নিত করার জন্যে মুজতাহিদকে ইজতিহাদ ও গবেষণা করতে হবে আর অমুজতাহিদকে মুজতাহিদের অনুসরণ করতে হবে। দ্বিতীয় প্রকারের (قطعی الدلالۃ) ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অর্থসমূহ থেকে যথার্থ অর্থটিকে চিহ্নিত ও সুনির্দিষ্ট করার জন্য মুজতাহিদকে ইজতিহাদ করতে হবে আর মুকাল্লিদকে করতে হবে তাকলীদ। তৃতীয় প্রকারটি হলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত (قطعی الدلالۃ)। এ ক্ষেত্রে আমরাও ইজতিহাদ করাকে বৈধ মনে করি না এবং বৈধ মনে করি না তাকলীদ করাকেও।[১০২৮]

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কোরআন- সুন্নাহ তথা শারী'আতের এমন কিছু দিক আছে যেগুলো সম্পর্কে কোরআন ও সুন্নাহ বিষয়ে বিজ্ঞজনদের দিন নির্দেশনা ছাড়া সাধারণ মুসলিমদের পক্ষে তা বুঝা ও সে অনুযায়ী

১০২৭. মুফতী তাকী উসমানী, তাকলীদ কী শারঈ হায়াসিয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
১০২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

www.nagorikpathagar.org

আমল করা কোনোটাই সম্ভব নয়। কাজেই বাধ্য হয়েই তখন তাকে কোনো নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত বিজ্ঞ ইমামের তাক্‌লীদ করতে হয়।

এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হলে প্রথমেই আমাদেরকে আল-কোরআনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে । কারণ, আল-কোরআনের আলোচ্য বিষয়ই বলে দিবে যে , সবার পক্ষে আলকোরআনল কারীম থেকে জীবন সমস্যার সকল সমাধান লাভ করা সম্ভব কিনা । শাহ্‌ ওয়ালী উল্লাহ্‌ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) আল-কোরআনের আলোচ্য বিষয় পাঁচটি উল্লেখ করেছেন । যেমন-

(১) আহ্‌কাম ঃ তথা ওয়াজিব, সুন্নাত, বৈধ-অবৈধ ইত্যাকার বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোকপাত। ইবাদাত, লেনদেন, সংসার পরিচালনা ও নাগরিক রাজনীতি সহ সকল প্রকার বিধি-বিধান এর মাঝে শামিল। এসব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন 'ফাকীহ্‌'-এর দায়িত্বে।

(২) ভ্রান্ত ফিরকা চতুষ্টয় ঃ ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান, মুশরিক ও মুনাফিকদের সাথে বিতর্ক আলোচনা সংক্রান্ত জ্ঞান। একে 'ইলমুল মুখাসামা' বলা হয়। 'ইলমুল-মুখাসামা বা তর্কশাস্ত্র সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করার দায়িত্ব তর্কশাস্ত্রবিদদের।

(৩) তাযকীর বি-আলাইল্লাহ ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার নি'আমত ও নিদর্শনাবলির আলোচনা। আসমান-জমীনের সৃষ্টি, বান্দাদেরকে তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি সম্পর্কে অলৌকিকভাবে অবগতকরণ এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিপূর্ণ সূক্ষ্মতম গুণাবলি বর্ণনা এ প্রকারের শামিল।

(৪) তাযকীর বি-আয়্যামিল্লাহ ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ বিশেষ ঘটনার আলোকে মানুষকে সতর্ক করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আদেশে সংঘটিত ঘটনাবলি বর্ণনা করা। যেমন- আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর অনুগত বান্দাদের প্রতি যে পুরস্কার অবতীর্ণ করেছেন আর অবাধ্যদেরকে যে শাস্তি প্রদান করেছেন তা মানুষের সামনে তুলে ধরা।

(৫) তাযকীর বিলমাওত ঃ অর্থাৎ মৃত্যু ও তৎপরবর্তী হাশর-নশর, হিসাব-কিতাব, আমলের পাল্লা, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত হয়েছে এ অধ্যায়ে। শেষোক্ত এই তিনটি বিষয়ে পরিপূর্ণ-বিস্তারিত জ্ঞানার্জন এবং এতদসম্পর্কিত হাদীস ও আসার সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা লাভ করা ওয়ায়িযের দায়িত্ব।[১০২৯]

উল্লিখিত পাঁচটি আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে 'ইল্‌মুল আহ্‌কাম' ব্যতীত অবশিষ্ট চারটি বিষয় তুলনামূলকভাবে অনেকটা সহজ। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের রীতিনীতি সম্পর্কে যথাযথ

১০২৯. শাহ্‌ ওয়ালী উল্লাহ্‌ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.), আল-ফাওযুল কাবীর ফী উসূলিত তাফসীর, ঢাকা : কুতুবখানা রাশীদিয়্যা, তা.বি., পৃ. ১৬-১৭

www.nagorikpathagar.org

ওয়াকিফহাল ব্যক্তি এই চারটি বিষয় সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের যথার্থ মর্ম হয়তো উপলব্ধি করতে পারবেন। কিন্তু 'ইলমুল আহকাম তথা বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াত ও হাদীসগুলো তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট গভীর, সূক্ষ্ম ও কঠিন। এসব আয়াত ও হাদীসের মর্ম উপলব্ধির জন্যে প্রয়োজন উঁচু মাত্রার মেধা, সূক্ষ্মতর উপলব্ধি শক্তি, প্রখর স্মৃতিশক্তি, উচ্চতর চিন্তা-দর্শন, পর্যাপ্ত পরিমাণে কোরআন-হাদীসের জ্ঞান ও আলকোরআনের নাসিখ-মানসূখ, মুহকাম-মুতাশাবিহ, যাহির-মু'আওয়াল সম্পর্কে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ধারণা, এবং সেই সাথে প্রয়োজন কঠিন সতর্কতা, চিন্তা, উদ্দেশ্যের পবিত্রতা ও আল্লাহ্ ভীরুতা। এ গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তিকে হাদীসের পরিভাষায় 'মুজতাহিদ' বলা হয়।

তাকলীদের তাৎপর্য হচ্ছে কোনো ব্যক্তির নিজস্ব 'ইল্মী যোগ্যতা না থাকার কারণে দীনের ব্যাপারে কোনো ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞার অধিকারী মুজতাহিদ 'আলিমের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের আলোকে কোরআন - সুন্নাহ'র উপর 'আমল করা। তাকলীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদী (র.) বলেন, "ইমামগণের অনুসরণের তাৎপর্য হচ্ছে- আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত বিধি-বিধানের উপর তাঁদের গবেষণা-ইজতিহাদ রয়েছে। এ গবেষণা-ইজতিহাদ দ্বারা তাঁরা জানতে পেরেছেন ইবাদত ও আচরণের ক্ষেত্রে মুসলমানেরদ কী পন্থা অবলম্বন করা উচিত। এ ছাড়াও তাঁরা শারী'আতের মূলনীতির আলোকে খুঁটিনাটি বিধান বের করেছেন। সুতরাং তাঁরা নিজেরা কোনো বিধান চালু করেননি। আর আনুগত্য লাভের দাবিও তাদের ছিলো না। বরঞ্চ তাঁরা শারী'আত সম্পর্কে অনবিজ্ঞ ও অজ্ঞ লোকদের জন্য সঠিক তথ্য জানার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।[১০৩০]

তাকলীদের ক্রমবিকাশ

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাকলীদ-এর কোনো প্রয়োজন পড়েনি। পরবর্তীযুগে এর প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়।

(ক) সাহাবা কিরাম ও তাবি'ঈ যুগে মুতলাক তাকলীদ

সাহাবা কিরাম ও তাবি'ঈ যুগে মুক্ত তাকলীদ (تقليد مطلق) এর ব্যাপক প্রচলন ছিলো। এ ব্যাপারে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন,"একদা জাবিয়া নামক স্থানে 'উমার (রা.) খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, হে লোক সকল! কোরআন (ইলমুল-ক্বিরাত) সংক্রান্ত তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে উবাই ইবনু কা'ব (রা.)-এর নিকট, ফারাইয সংক্রান্ত কিছু জানতে হলে যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.)-এর নিকট এবং ফিক্হ সক্রান্ত কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হলে মু'আয ইবনু জাবাল

১০৩০. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল, ঢাকা: মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, খ.২, পৃ. ১৭১

www.nagorikpathagar.org

(রা.)-এর কাছে যাবে। তবে অর্থ-সম্পদ সক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে আমার কাছে আসবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তা বণ্টন ও তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত করেছেন।"[১০৩১]

উক্ত খুতবায় 'উমার (রা.) তাফসীর, ফিক্হ ও ফারাইয বিষয়ে সকলকে বিশিষ্ট তিনজন সাহাবীর মতামত গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, মাসাইলের উৎস ও দলীল বোঝার যোগ্যতা সকলের এক রকম থাকে না। সুতরাং খালীফা 'উমরের (রা.) নির্দেশের অর্থ হলো, প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা তিন সাহাবীর খিদমতে গিয়ে মাসাইল ও দালাইল উভয়ে ইল্ম হাসিল করবে। আর যাদের উক্ত বিষয়ে যোগ্যতা নেই তারা শুধু মাসাইলের 'ইল্ম হাসিল করে সে মোতাবেক 'আমল করবে। তাকলীদের মর্মও হচ্ছে এটাই। কাজেই যে সব সাহাবীর ইজতিহাদের যোগ্যতা অপেক্ষাকৃত কম ছিলো তারা নিঃসংকোচে ফাকীহ্ তথা মুজতাহিদ সাহাবীগণের শরণাপন্ন হতেন এবং তাঁদের মতামতের আলোকে 'আমল করতেন।[১০৩২]

'উমার (রা.) তাঁর শাসনকালে কুফাবাসীর আমীর হিসেবে 'আম্মার ইবনু ইয়াসীর (রা.)-কে এবং শিক্ষক ও দূত হিসেবে 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.)-কে প্রেরণের প্রাক্কালে উক্ত এলাকাবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন-

"আম্মার ইবনু ইয়াসিরকে শাসক এবং 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদকে শিক্ষক ও দূতরূপে আমি তোমাদের নিকট পাঠাচ্ছি। এ দু'জন হচ্ছেন বিশিষ্ট বাদরী সাহাবী। সুতরাং তোমরা তাঁদের অনুসরণ করবে এবং তাঁদের যাবতীয় নির্দেশ মেনে চলবে।[১০৩৩]

(খ) সাহাবা কিরাম (রা.) ও তাবি'ঈ যুগে ব্যক্তি তাকলীদ

সাহাবা কিরাম (রা.) ও তাবি'ঈগণের সোনালী যুগে মুক্ত তাকলীদ -এর পাশাপাশি ব্যক্তি তাকলীদের প্রচলন ও রীতিও সমানভাবে বিদ্যমান ছিলো । সে সময় অনেকে যেমন একাধিক সাহাবীর তাকলীদ করতেন, তেমনি অনেকেই নির্দিষ্ট কোনো সাহাবার 'তাকলীদ' তথা তাকলীদে শাখসী -এর প্রতিও ছিলেন একনিষ্ঠ।

হাদীসে উল্লেখ আছে,

أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضى الله عنهما عن امرأة طافت ثم حا ضت قال لهم تنفر —قالوا لانأخذ بقولك وندع قول زيد.

"একদল মাদীনাবাসী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.)- কে একবার এ মর্মে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন যে, তাওয়াফ অবস্থায় কোনো মহিলার ঋতুস্রাব শুরু হলে সে কী করবে? ইবনু 'আব্বস (রা.) বললেন, ফিরে যাবে। কিন্তু মাদীনাবাসী দলটি বললেন, যায়িদ ইবনু

১০৩১. তিবরানী ফি আওসাত, সূত্র ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০-৫২১
১০৩২. প্রাগুক্ত,
১০৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩

www.nagorikpathagar.org

সাবিত (রা.)-কে বাদ দিয়ে আপনার মতামত আমরা গ্রহণ করতে পারি না"।[১০৩৪] ব্যক্তি তাকলীদের কারণেই সে সময় মাদীনাবাসীগণ যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.) ছাড়া অন্য কারো ফাতওয়া মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।[১০৩৫]

ফাকীহ্ ও মুজতাহিদ সাহাবা কিরামের মধ্য থেকে একজনকেই শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাসক, বিচারক ও শিক্ষকরূপে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন। আলোচ্য হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, কোরআন-সুন্নাহ্ অনুসরণের পাশাপাশি প্রয়োজনে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিজস্ব জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে ইজতিহাদ করার অধিকারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দিয়েছিলেন। আর ইয়ামানবাসীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের। এর দ্বারা এটাও সুস্পষ্ট হয় যে, ইয়ামানবাসীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয ইবনু জাবাল (রা.)-এর 'তাকলীদে শাখসী' তথা একক ব্যক্তি কেন্দ্রিক আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১০৩৬]

মাযহাব চতুষ্টয় -এর তাকলীদ

ব্যক্তি তাকলীদের (تقليد شخصى) ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণ যথাক্রমে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক , ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র.) হচ্ছেন অনুসরণীয় ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব। এ চারজন ইমাম সর্বজন স্বীকৃত মুজতাহিদ মুতলাক (مجتهد مطلق) এবং তাঁদের প্রবর্তিত মাযহাব চতুষ্টয় হচ্ছে সর্বজনীন অনুসরণীয় মাযহাব (School of thought)। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বিশ্বের আনাচে-কানাচে উক্ত মাযহাব চতুষ্টয় অনুসরণযোগ্য হয়ে আসছে। এসব মাযহাবের অনুসারী অসংখ্য 'আলিম ও ফাকীহ্ বিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছেন। একথা ঠিক যে, উল্লিখিত সুপ্রসিদ্ধ চার ইমাম ও মাযহাব চতুষ্টয় ব্যতীত আরো অনেক ইমাম, মুজতাহিদ এবং মাযহাব রয়েছে, যারা হকপন্থী মুজতাহিদ। যেমন-ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী, ইমাম আওযা'ঈ, ইমাম 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক, ইসহাক ইবনু রাহওয়াই, ইবনু আবী লায়লা, ইবনু শুবরুমাহ এবং ইমাম হাসান ইবনু সাহিল (র.) প্রমুখ। এ সকল ইমাম এবং তাঁদের বাতলানো পথ অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ফিক্হী মাস'আলার ক্ষেত্রে বিশেষত ব্যক্তি তাকলীদের (তাকলীদে শাখসী) ক্ষেত্রে কেবল মাযহাব চতুষ্টয়-এর তাকলীদ করা হয়ে থাকে।

শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহলবী (র.) তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইকদুল-জিদ' গ্রন্থে বলেন , "চার মাযহাবে তাকলীদ সীমিতকরণের মাঝে যেমন বিরাট কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তেমনি

১০৩৪. ইমাম বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আল-হাজ্জ, অনুচ্ছেদ: ইযা হাযাতিল মারআতু বা'দা মা আফাদাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

১০৩৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৮-৫২৯

১০৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩১-৫৩২

www.nagorikpathagar.org

তা বর্জন ও লংঘনের মাঝে রয়েছে সমূহ ক্ষতি ও অকল্যাণ। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "তোমরা গরিষ্ঠ অংশের অনুসারী হও (اتبعو السواد الأعظم)। অন্যান্য মাযহাবের বিলুপ্তির কারণে এখন চার মাযহাবের অনুসরণই গরিষ্ঠ অংশের অনুসরণ। আর তা লংঘনের অর্থ হলো গরিষ্ঠ অংশের বিরুদ্ধাচরণ। এখানে বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণের স্বতন্ত্র জামা'আত গবেষক ও বিশ্লেষণের ধারাবাহিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছেন। সুতরাং তাদের সতর্ক দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে ইমাম চতুষ্টয়ের কোনো সিদ্ধান্তেরই ভুল অর্থ করা সম্ভব নয়।[১০৩৭]

তাকলীদের প্রকারভেদ

তাকলীদ দুই প্রকার। যথা- (১) তাকলীদে মুতলাক (تقليد مطلق) বা মুক্ত তাকলীদ এবং (২) তাকলীদে শাখসী (تقليد شخصى) বা ব্যক্তি তাকলীদ।

১. তাকলীদে মুতলাক (মুক্ত তাকলীদ)

ইসলামী শারী'আহর সকল বিষয়ে কোনো একজন নির্দিষ্ট মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণের পরিবর্তে বিভিন্ন মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করাকে তাকলীদে মুতলক বা মুক্ত তাকলীদ বলে।[১০৩৮]

২. তাকলীদে শাখসী (ব্যক্তি তাকলীদ)

ইসলামী শারী'আহ -এর সকল বিষয়ে কোনো একজন নির্দিষ্ট মুজতাহিদ ইমামের সিদ্ধান্ত অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে তাকলীদে শাখসী বা ব্যক্তি তাকলীদ বলে। সাহাবা কিরামের পুণ্যযুগে মুক্ত তাকলীদ ও ব্যক্তি তাকলীদ উভয়েরই প্রচলন ছিলো এবং তা কোনো অবস্থায় অন্ধ অনুসরণ ছিলো ।

তাকলীদ -এর স্তর বিন্যাস

তাকলীদ -এর স্তর ও শ্রেণি-তারতম্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জ্ঞান না থাকায় অনেক সময় 'তাকলীদ' বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। নিম্নে তাকলীদ-এর স্তর বিন্যাস প্রদত্ত হলো-

মুকাল্লিদ (مقلد) তথা তাকলীদকারীর জ্ঞানগত মান অনুযায়ী ফাকীহগণ উক্ত তাকলীদকে চারভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

(১) তাকলীদুল 'আম -সর্বসাধারণের তাকলীদ (২) তাকলীদুল 'আলিম আল-মুতাবাহ্হির -বিজ্ঞ 'আলিমের তাকলীদ (৩) তাকলীদুল মুজতাহিদ ফিলমাযহাব - মুজতাহিদ ফিল মাযহাবের তাকলীদ এবং (৪) তাকলীদুল মুজতাহিদ আল-মুতলাক - মুজতাহিদ মুতলাকের তাকলীদ।[১০৩৯]

১০৩৭. মুফতী তাকী উসমানী, মাযহাব কি ও কেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৭
১০৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
১০৩৯. মুফতী তাকী 'উসমানী, উসূলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৭

www.nagorikpathagar.org

(১) তাকলীদুল-'আম (সর্বসাধারণের তাকলীদ)

তাকলীদের প্রথম স্তর হলো সর্বসাধারণের তাকলীদ। এই সাধারণ শ্রেণিটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

(ক) 'আরবী ভাষা জ্ঞান এবং আলকোরআনও আস-সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা।

(খ) এ সকল ব্যক্তি 'আরবী ভাষা জ্ঞানের অধিকারী বটে, কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকভাবে আল-হাদীস, আত-তাফসীর এবং আল-ফিক্হসহ শারী'আহ্ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করেনি।

(গ) আল-হাদীস, আত-তাফসীর, ও আল-ফিক্হ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও সনদধারী, তবে উসূলুল হাদীস, উসূলুত তাফসীর ও উসূলুল ফিক্হ তথা ইসলামী শারী'আহ্ -এর মূলনীতিশাস্ত্রে এ শ্রেণির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা না থাকা।[১০৪০]

(২) তাকলীদুল 'আলিম আল-মুতাবাহ্হির (বিজ্ঞ 'আলিম-এর তাকলীদ)

'তাকলীদ' -এর দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে বিজ্ঞ 'আলিম-কর্তৃক ইমামের প্রতি তাকলীদ।[১০৪১] যিনি ইজতিহাদের মর্যাদায় উন্নীত না হলেও আলকোরআনও আস-সুন্নাহ্ সংশ্লিষ্ট সকল শাস্ত্রীয় জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় অর্জন করেছেন এবং পঠন-পাঠন, লিখন ও গবেষণা কর্মে দীর্ঘকাল নিয়োজিত থেকে সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় পরিপক্কতা অর্জন করেছেন। সেই সাথে মহান পূর্বসূরীগণের ইজতিহাদ পদ্ধতি ও রচনাশৈলীর সাথে একান্ত পরিচয়ের কারণে তাদের সিদ্ধান্ত ও বক্তব্যের অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্ম অনুধাবনের যোগ্যতা অর্জন করেছন।[১০৪২]

(৩) তাকলীদুল মুজতাহিদ ফিল-মাযহাব (মুজতাহিদ ফিল মাযহাব -এর তাকলীদ)

'তাকলীদ' -এর তৃতীয় স্তর হচ্ছে, মুজতাহিদ ফিল মাযহাব। এ স্তরের 'আলিমগণ তাঁদের অনুসরণীয় ইমাম তথা পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ -এর নীতিমালা অনুসরণ করে কোরআন-সুন্নাহ্ ও সাহাবা কিরামের (রা.) 'আমল থেকে সরাসরি মাসাইল ও আহকাম উদ্ভাবনের যোগ্যতা রাখেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বিষয়ে স্বীয় মতে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও মৌলিক নীতিমালার দিক থেকে তাঁরা পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ তথা তাঁদের ইমামের প্রতি মুকাল্লিদ (مقلد)।

এ স্তরে রয়েছেন- হানাফী মাযহাবের ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) (১১৩ হি. -১৮২ হি) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.) (১৩২ হি.-১৮৯ হি.); শাফি'ঈ মাযহাবের ইমাম আল-মুযানী (র.) ও আবূ সাওর (র.); মালিকী মাযহাবের ইমাম সাহনূন (র.) ও ইবনুল কাসিম (র.) এবং হাম্বালী মাযহাবের ইমাম ইবরাহীম আল-হারবী (র.) ও আবূ বাক্র আল-আসরাম (র.) প্রমুখ।[১০৪৩]

১০৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬
১০৪১. মুফতী তাকী উছমানী, তাকলীদ কি শরঈ' হাইসিয়ত, , প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
১০৪২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৯
১০৪৩. মুফতী তাকী উসমানী, মাযহাব কি ও কেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮

www.nagorikpathagar.org

(৪) তাকলীদুল মুজতাহিদ আল-মুতলাক মুজতাহিদ মুতলাক -এর তাকলীদ

স্তর বিন্যাসের ধারাবাহিকতায় 'তাকলীদ' এর চতুর্থ এবং সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে- মুজতাহিদুল মুতলাক তথা পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদগণের তাকলীদ। এ স্তরের 'আলিমগণ ইজতিহাদ করার সকল শর্ত ও যোগ্যতার অধিকারী। কোরআন-সুন্নাহ্সহ ইসলামী শারী'আহ-এর উৎস থেকে সরাসরি আহকাম উদ্ভাবন করার যোগ্যতা এ শ্রেণির ইমামগণের রয়েছে। তথাপি প্রয়োজনবোধে তাঁদেরকেও সাহাবা কিরাম (রা.) তাবি'ঈগণের তাকলীদ করতে হয়। এ স্তরে রয়েছেন- ইমাম আবূ হানীফা (র.) (জ.৮০ হি. - মৃ. ১৫০ হি.) ; ইমাম মালিক (র.) (জ. ৯৩ হি. - মৃ. ১৭৯ হি.) ; ইমাম শাফি'ঈ (র.) (জ. ১৫০ হি. - মৃ. ২০৪ হি.) এবং ইমাম আহমাদ (জ.১৬৪ হি. - মৃ.২৪১ হি.) প্রমুখ। মূলনীতি প্রণয়ন ও আহকাম আহরণের ক্ষেত্রে এ সকল 'আলিম স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদের মর্যাদার অধিকারী হলেও এক পর্যায়ে তাদেরকেও তাকলীদের আশ্রয় নিতে হয়। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে আলকোরআনও আস-সুন্নাহ্'র সুস্পষ্ট নির্দেশ না পেলে নিজেদের বিচার, প্রজ্ঞা ও কিয়াসের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে তারা সাহাবা কিরাম (রা.) ও তাবি'ঈগণের তাকলীদ করেন।[১০৪৪]

আলকোরআন ও আল-হাদীসে তাকলীদ

(১) আল্লাহ্ তাআলার বাণী

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র অনুসরণ করবে এবং রাসূলের অনুসরণ করবে ও তোমাদের মধ্যকার ' উলুল আম্র'-এর অনুসরণ করবে।"[১০৪৫]

যদিও অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে 'উলূল আম্র'-এর অর্থ হচ্ছে শাসক, তবুও বহু বিখ্যাত মুফাস্সির বলেছেন, এর অর্থ মুজতাহিদ ও ইমাম। এঁদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রা.), জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ্ (রা.), হাসান আল-বাসরী, আতা ইবনু আবি রাবাহ্, আতা ইবনু সাইব, আবদুল আলিয়া (র.) প্রমুখ মনীষীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং এ আয়াত হচ্ছে তাক্লীদের দিকে ইঙ্গিত বহন করে।

(২) সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ.

"আমাদিগকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করো। তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ।"[১০৪৬]

অপর এক আয়াতে এই নি'আমতপ্রাপ্তদের বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

১০৪৪. প্রাগুক্ত
১০৪৫. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা ৪ : ৫৯
১০৪৬. আলকোরআন, সূরা আল-ফাতিহা ১ : ৫-৬

www.nagorikpathagar.org

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَـٰٓئِكَ رَفِيقًا.

"কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নাবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন তাদের সাথী হবে এবং তারা কত উত্তম সাথী।"[১০৪৭]

এ আয়াতের সাথে সূরা ফাতিহার আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই চার শ্রেণির নি'আমতভুক্ত লোকদের পথপ্রাপ্তির প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। প্রকারান্তরে এদের পদাংক অনুসরণের আদেশও প্রদান করেছেন। শেষোক্ত শ্রেণির মধ্যে সর্বকালের সৎকর্মশীলগণ শামিল এবং আইম্মা মুজতাহিদীন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তাঁদের ইখ্লাস, ব্যক্তি মর্যদা ,দীনী ইলম, তাকওয়া ও জনপ্রিয়তা এর প্রমাণ।

সকল তাকলীদ যেমন প্রশংসনীয় নয় তদ্রূপ সকল তাকলীদ বর্জনীয়ও নয়। চিন্তা-গবেষণা ও প্রাণান্তকর চেষ্টা-সাধানার পরও সংশ্লিষ্ট বিষয়টি যদি কারো নিকট অস্পষ্ট থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে আন্দাজ-অনুমান করে কোনো ফায়সালা প্রদান বা 'আমল করা ঠিক নয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী ব্যক্তির তাকলীদ বা অনুকরণ করাই যুক্তিযুক্ত। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (র.) বলেন, "আল্লাহর নাযিল করা বিধানের অনুসরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর পরও যদি কিছু বিষয় তার নিকট অস্পষ্ট থাকে, অতপর সেক্ষেত্রে যদি তার অপেক্ষা অধিকতর কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির তাকলীদ করে, তাহলে এ ধরনের তাকলীদ বর্জনীয় নয়।"[১০৪৮]

তবে এ ধরনের ক্ষেত্রে যার তাকলীদ করা হবে, সে ব্যক্তিকে অবশ্যই তার চেয়ে বিজ্ঞ হতে হবে। তার সমকক্ষ বা তার চেয়ে কম বিজ্ঞ হলে, সে ধরনের ব্যক্তির তাকলীদ করা জায়েয হবে না।[১০৪৯]

তাকলীদ কখনো কখনো আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে উবাই (রা.)-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

ما استبان لكم فاعملوا به و ما اشكل عليكم فكلوه إلى عالمه.

"যা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট তার উপর 'আমল করো এবং যা তোমাদের সন্দেহ সৃষ্টি করে, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যিনি বিজ্ঞ, তার উপর নির্ভর করো।"[১০৫০]

এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (র.) বলেন, আমাদের রবের কিতাব, আমাদের নাবীর সুন্নাহ ও তাঁর সাহাবীগণের উক্তির আলোকেই এটা আমাদের জন্য আবশ্যক। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তির উপর অধিকতর বিজ্ঞ ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন। কেননা আলকোরআন মাজীদে উল্লেখ আছে,

---

১০৪৭. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা ৪ : ৬৯
১০৪৮. ইবনু কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, 'আন রাব্বিল 'আলামীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৩৮
১০৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০
১০৫০. ইমাম হাকিম, আল-মুসতাদরাক, তা. বি. খ. ৩, পৃ. ১৭৫

www.nagorikpathagar.org

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ .

"প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে মহাজ্ঞানী"।[১০৫১]

সুতরাং কোনো সঠিক বিষয়ের ব্যাপারে যদি কারো কাছে অস্পষ্টতা থাকে, এবং সে যদি তার চেয়ে অধিক বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তা সোপর্দ করে, তাহলে সে সঠিক কাজ করলো। কারণ এতে আলকোরআন, আস-সুন্নাহ ও সাহাবা কিরামের উক্তিকে উপেক্ষা করা হয় না, উক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে এর মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয় না, তার কথার কারণে নাসকে বর্জন করা হয় না এবং তার সকল ফাত্ওয়া গ্রহণ করা ও তিনি যার বিরোধিতা করেছেন তার সকল কিছুকে প্রত্যাখ্যান করা হয় না।[১০৫২] তবে একান্ত প্রয়োজনে তাকলীদের আশ্রয় নেয়া যায়। যেখানে কোরআন-সুন্নাহ'র কোন দলীল পাওয়া যায় না, সেখানে বাধ্য হয়েই অধিকতর বিজ্ঞ ব্যক্তির তাকলীদ করতে হয়। পূর্বকালের ইমামগণ কখনো কখনো যে তাকলীদ করেছেন, তা কেবল এ ধরনের ক্ষেত্রেই করেছেন। একান্ত নিরূপায় অবস্থায় মৃত জন্তুর গোশ্ত খাওয়া যেমন বৈধ, তেমনি একান্ত প্রয়োজনের সময় তাকলীদ ব্যতীত গত্যন্তর না থাকলে সেক্ষেত্রেও তাকলীদ করা বৈধ। যে ক্ষেত্রে এমন জরুরী প্রয়োজন নেই, সে ক্ষেত্রে তাকলীদ বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, "তাকলীদ একান্ত প্রয়োজনবশতঃই কেবল বৈধ হয়। যে ব্যক্তি কোরআন, সুন্নাহ্, সাহাবীগণের উক্তি এবং দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা সত্য উদঘাটনের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সেগুলোকে বাদ দিয়ে তাকলীদের দিকে ধাবিত হয়, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে জবেহকৃত পবিত্র গোশ্তের মওজুদ থাকা সত্ত্বেও মৃত জন্তুর গোশ্ত ভক্ষণের দিকে ধাবিত হয়। কেননা মূলনীতি হলো এই যে, একান্ত জরুরত ব্যতীত অন্য কোনো অবস্থায় কারো কথা বিনা দলীল-প্রমাণে গ্রহণ করা যাবে না।"[১০৫৩]

'তাকলীদ' (تقليد) অবৈধ না হওয়ার ব্যাপারে আলকোরআনে বিভিন্ন আঙ্গিকে নির্দেশনা রয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। আর তোমাদের মধ্যে যারা 'উলিল আমর' তাদেরও।"[১০৫৪]

উপরোক্ত আয়াতে উ'লুল আমর' -এর আনুগত্য করার বৈধতা দান করা হয়েছে। আর একথা ঠিক যে, 'উ'লুল আমর' -এর দ্বারা মূলত : ফাকীহ্ 'আলিমগণকে বুঝানো হয়েছে।

জাবির ইব্নু 'আবদিল্লাহ (রা.), 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু 'আব্বাস (রা.), মুজাহিদ (র.), 'আতা

১০৫১. আল-কুর'আন, ১২ ঃ ৭৬
১০৫২. ইবনু কাইয়্যিম, 'ইলামুল মুয়াক্কিঈ'ন 'আন রাব্বিল 'আলামীন, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৩৯
১০৫৩. প্রাগুক্ত
১০৫৪. আলকোরআন, সূরা নিসা ৪ ঃ ৫৯

www.nagorikpathagar.org

ইব্‌নু আবু রাবাহ (র.), 'আতা ইবনুস সাইব (র.), হাসান আল-বাসরী (র.), আবুল 'আলিয়া (র.) সহ 'আলিম ও তাফসীরবিদগণের একটি বিরাট দল 'উলূল আমর'- এর দ্বারা ফাকীহ্ 'আলিমগণকে বুঝানোর ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[১০৫৫]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন-

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ.

"তাদের কাছে যখন শান্তি ও শংকা সংক্রান্ত কোনো খবর এসে পৌঁছে, তখন তারা তা প্রচারে লেগে যায়। অথচ বিষয়টি যদি তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং উলূল আমরের কাছে পেশ করতো; তাহলে তাদের মধ্য থেকে উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম বিচার শক্তির অধিকারী ব্যক্তিবর্গ বিষয়টি উদঘাটন করতে পারতো।"[১০৫৬]

এ আয়াত দ্বারা একথাই প্রমাণ করে যে, উলূল আমর' তথা তত্ত্ব ও রহস্য উদঘাটনে সক্ষম মুজতাহিদ ইমামগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে রহস্য উদঘাটন করে সমস্যার সমাধান করবেন। আর যারা এ বিষয়ে অক্ষম তারা মুজতাহিদ তথা সমস্যা সামাধানকারীর নির্দেশনা অনুযায়ী 'আমল করবে। মূলত এটি হচ্ছে তাকলীদের মর্মার্থ।[১০৫৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী থেকে সাহাবা কিরামকে ব্যক্তি কেন্দ্রিক (تقليد شخصى) এবং সামষ্টিকভাবে অনুসরণ করার (تقليد مطلق) তাকীদ পাওয়া যায়। হুযাইফা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমার পরে তোমরা লোকদের মধ্যে আবু বাক্‌র ও 'উমারের অনুসরণ করবে।"[১০৫৮]

বক্ষ্যমাণ হাদীসে ইকতিদা (অনুসরণ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইকতিদা শব্দটি সাধারণত দীন ও শারী'আতের আনুগত্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন কোরআন মাজীদে উল্লেখ আছে,

أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ.

"তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং তুমি তাঁদে পথের অনুসরণ করো।"[১০৫৯]

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে, 'ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

فإنه من يعش منكم ير اختلافا كثيرا ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإنها ضلالة فمن أدرك

১০৫৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২

১০৫৬. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ৮৩

১০৫৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৪

১০৫৮. ইমাম তিরমিযী, জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায় : আল-মানাকিব, অনুচ্ছেদ : ইকতাদু বিললাযিনা মিন বাদী আবী বাকর ওয়া উমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২৯

১০৫৯. আলকোরআন, সূরা আল-আন'আম ৬ : ৯০

www.nagorikpathagar.org

ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد.

"তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা অনেক বিষয়ে মতবিরোধ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা নব আবিস্কৃত পথ থেকে সাবধান থাকবে ,কারণ তা ভ্রষ্টতা। কাজেই তোমাদের কেউ সে যুগ পেলে আমার সুন্নাহ ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফা রাশেদীনের সুন্নাতের উপর অবিচল থাকবে। এসব সুন্নাহকে চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে।"[১০৬০]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্বীয় সুন্নাহ ও খুলাফা রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন। এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর যাদের আগমন ঘটবে তাদের উপর খুলাফা রাশেদীনের অনুসরণ বাধ্যতামূলক।

এছাড়া তাবেঈ'গণকে সাহাবা কিরামের বাণী উদ্ধৃত করে তা অনুসরণের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন, সালিম ইবনু 'আবদিল্লাহ (র.) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) ইমামের পেছনে কিরা'আত পড়তেন না। এ বিষয়ে সম্পর্কে আমি কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, যদি তুমি ইমামের পেছনে কিরা'আত না পড়ো তারও অবকাশ রয়েছে। কারণ এমন অনেকেই ইমামের পেছনে কিরা'আত পড়েননি যাদের অনুসরণ করা হয়। আর যদি কিরা'আত পড় , তবে তারও অনুমতি আছে। উল্লেখ্য যে, কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (র.) নিজেও ইমামের পেছনে কিরা'আত পড়তেন না।"[১০৬১]

বর্ণিত হাদীসের অর্থ দাঁড়ায়, যদি কোনো বিষয়ে দুই ধরনের দলীল পাওয়া যায়, তবে যে কোনো একজন ইমামের অনুসরণ করা যায়।[১০৬২]

তাকলীদ সম্পর্কে ইমামগণের মতামত

'আল্লামা ইমাম আশ্-শাওকানী (র.) তাফসীর ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতকে তাকলীদ হারাম হওয়ার দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

(১) এ ক্ষেত্রে তিনি সূরা আল-আরাফের ২৮ নং আয়াত উল্লেখ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ.

১০৬০. ইমাম তিরমিযী, জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায়: আল-ইলম, অনুচ্ছেদ : আল-আখযু বিস্ সুন্নাহ ওয়া ইজতিনাবিল বিদআহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২১

১০৬১. ইমাম মুহাম্মাদ ,আলমুয়াত্তা, অনুচ্ছেদ: আলকিরাআত খালফাল ইমাম, তা.বি.পৃ.২৩৭

১০৬২. মুফতী তাকী উসমানী, তাকলীদ ফী শারঈ হাইসয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

www.nagorikpathagar.org

"যখন তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের তা করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ ও আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি বলো, আল্লাহ কখনো কোনো অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্‌র উপর এমন কথা আরোপ করতে চাও, যা তোমরা জানো না?"

এ আয়াতকে তাকলীদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে পেশ করে তিনি বলেন, "যে সকল মুকাল্লিদ সত্য বিরোধী মাযহাবের ক্ষেত্রে পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ করে, এ আয়াতে তাদের জন্য বড় ধরনের ধমক ও কঠোর উপদেশ রয়েছে। কেননা এটা মূলত কুফরের অনুসরণ, সত্যের অনুসারীদের অনুসরণ নয়। কারণ তারা বলে,

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ.

"আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে একটি নীতির উপর পেয়েছি আর আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি।"[১০৬৩]

যদি মুকাল্লিদ ব্যক্তি এ প্রতারণার শিকার না হতো যে, সে পূর্বপুরুষকে যে মাযহাবের উপর পেয়েছে, তার বিশ্বাস মতো সেটি আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং সত্য সঠিক , তাহলে সে এর উপর স্থির থাকতো না। আর এটাই সে স্বভাব যার কারণে ইহুদীরা ইহুদীবাদে ও খ্রিষ্টানরা খ্রিষ্টবাদের উপর এবং বিদ'আতপন্থীগণ বিদ'আতের উপর টিকে থাকে। এ বিভ্রান্তির উপর তাদের টিকে থাকার কারণ তাদের পূর্বপুরুষকে ইহুদীবাদ, খ্রিষ্টবাদ ও বিদ'আতের উপর পাওয়া এবং তাদের ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ ও তা আল্লাহ্ নির্দেশিত সঠিক পথ বলে ধারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তারা মূলত নিজের ব্যাপারে কোনো চিন্তা করে না। সত্যকে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করে না এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আলোচনা-পর্যালোচনা করে না। এধরনের তাকলীদ অনুসরণ করার সুযোগ নেই।

তারা ভালোর সাথে মন্দকে, শুদ্ধের সঙ্গে অশুদ্ধকে এবং ভ্রান্ত রায়ের সঙ্গে বিশুদ্ধ বর্ণনাকে মিশ্রিত করে ফেলেছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা উম্মাতের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর বিরোধিতা নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا "রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে, তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা আল-হাশর : ৭) যদি মাযহাবের ইমামগণের অভিমত ও তাঁদের অনুসরণ করা বান্দার জন্য দলীল বলে গণ্য হতো, তাহলে এ উম্মাতের জন্য যত অভিমতের অধিকারী রয়েছে, ততো সংখ্যক রাসূলের আবশ্যক হতো। আল্লাহ্‌র কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ্, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রেএতদুভয়ের গ্রহণকারী বিদ্যমান থাকতে এবং তাদের বোধশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও

১০৬৩. আলকোরআন, সূরা আয-যুখরুফ ৪৩ : ২৩

www.nagorikpathagar.org

মুকাল্লিদগণের বিভিন্ন ব্যক্তির রায় বা অভিমত গ্রহণ করা সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং ও সত্য থেকে বড় ধরনের বিচ্যুতি।"[১০৬৪]

(খ) সূরা আত-তাওবার ৩১ নং আয়াত

اتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ .

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও পুরোহিতদেরকে এবং মারইয়াম তনয় 'ঈসাকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে ,অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুধু এক ইলাহর 'ইবাদত করার জন্য। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তারা যা কিছু শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র।"

এ আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করে 'আল্লামা আশ্-শাওকানী (র) বলেন, "এ আয়াতে বিবেকবান লোকদেরকে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাকলীদ এবং আলকোরআনও আস-সুন্নাহ'র উপর পূর্ববর্তীদের কথাকে অগ্রাধিকার দেয়াকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা নাস তথা কোরআন-সুন্নাহ'য় যা এসেছে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বিপরীতে মাযহাবের কারো কথা বা এ উম্মাতের কোনো 'আলিমের তারীকাকে অনুসরণ করা ইহুদী ও নাসারাদের আল্লাহকে বাদ দিয়ে পণ্ডিত-পুরোহিতদেরকে রব হিসেবে গ্রহণের শামিল। কারণ এটা প্রমাণিত যে, ইহুদী-খ্রিস্টানরা তাদের পণ্ডিত-পুরোহিতদের পূজা করতো না বরং তাদের আনুগত্য করতো এবং তাদের হালাল করা বস্তুকে হালাল ও হারাম করা বস্তুকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করতো। আর এ উম্মাতের মুকাল্লিদরাও একই কাজ করে থাকে। এ কাজ মূলত: ইহুদী-নাসারাদের কাজের সাথে পরিপূর্ণ সাদৃশ্যের নামান্তর।"[১০৬৫]

মাযহাবের প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ অন্যান্য সকল ইমাম তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা আলকোরআনও আস-সুন্নাহ'র দলীলের বর্তমানে তাঁদের কথার অনুসরণ করার অনুমতি দেননি। তাকলীদের ব্যাপারে কয়েকজন ইমামের মতামত নিম্নে প্রদত্ত হলো-

(১) ইমাম আবু হানিফা (র.) -এর অভিমত

তাকলীদ নয়, বরং হাদীসের উপর 'আমল করার প্রতিই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন,

اذا صح الحديث فهومذهبي.

"কোনো হাদীস সাহীহ্ প্রমাণিত হলে সেটিই আমার মাযহাব।" [১০৬৬]

১০৬৪. আশ্-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৯৯৭, খ. ২, পৃ. ২৮০-২৮২
১০৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৬
১০৬৬. 'আব্দুল কারীম মিরাক ও 'আব্দুল মুহসিন 'আব্বাস, মিন আত ইয়াবিল মানহি ফি 'ইলমিল মুসতালিহ, আল-মাদীনা : মাতাবি'উ জামি'আতিল মাদীনাতিল মুনওয়ারা, ১৪১০, পৃ. ৭৮

www.nagorikpathagar.org

ইমাম আবু হানীফা (র.) বলতেন, যে ব্যক্তি আমার দলীল সম্পর্কে অবহিত নয়, তার জন্য আমার কথার বরাত দিয়ে ফাত্ওয়া দেয়া উচিৎ নয়। তিনি ফাত্ওয়াদানকালে বলতেন, এটা নু'মান ইবনু সাবিতের অভিমত। আমাদের যে সামর্থ্য রয়েছে, সে অনুযায়ী এটা উত্তম। যদি কেউ এর চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে আসে তাহলে সঠিক হওয়ার জন্য সেটিই ভালো।" [১০৬৭]

তিনি আরো বলেন, "আমরা কোথা থেকে বলেছি, তা না জেনে আমাদের কথার দ্বারা কোনো কিছু বলা জায়েয নয়।"[১০৬৮]

(২) ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর অভিমত

আল-মুযানী ইমাম শাফি'ঈ (র.) এর অভিমত সম্পর্কে মুখতাসার গ্রন্থে বলেন,

نهى الشا فعى تقليده و تقليد غيره.

"শাফি'ঈ (র.) তাঁর এবং অন্য কারো তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন।"[১০৬৯]

তিনি আরো বলেন, اذا صح الحديث فهو مذهبى .

"হাদীস যদি বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে সেটিই আমার মাযহাব।"

"যদি তোমরা আমার কথাকে হাদীসের বিরোধী দেখতে পাও, তাহলে হাদীরে উপর 'আমল করো এবং আমার কথাকে দেওয়ালে ছুঁড়ে মার।" তিনি আরো বলেন, "মুসলিমগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, "যার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে, তার জন্য অন্য কারো কথায় তা বর্জন করা জায়েয নয়।"[১০৭০]

(৩) ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য সকলের কথা গ্রহণযোগ্য কিংবা প্রত্যাখ্যানযোগ্য উভয়ই হতে পারে।[১০৭১]

(৪) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র.)-এর অভিমত

"তুমি আমার, মালিকের ও আওযা'ঈ কারো তাকলীদ করো না। বরং তারা যে আলকোরআনও

আস-সুন্নাহ থেকে আহকামসমূহ গ্রহণ করেছেন তুমিও সেখান থেকেই গ্রহণ করো।"[১০৭২]

১০৬৭. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলাবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, উর্দু মুতারজাম, দেওবন্দঃ মাকতাবাহ থানুবী, ১৯৮৬, পৃ. ৩৮০
১০৬৮. ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন 'আন রাব্বিল আলামীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৪৭
১০৬৯. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলাবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭৫
১০৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০
১০৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯
১০৭২. ইবনু কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, আন রাব্বিল আলামীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৪৭

www.nagorikpathagar.org

(৫) ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমত

"যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোথা থেকে বলেছি তা না জানবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কথা দ্বারা ফাত্ওয়া দেয়া বৈধ নয়।"[১০৭৩]

(৬) ইমাম ইবনু হাযম (র.)-এর অভিমত

"তাকলীদ সম্পূর্ণ হারাম। কারো জন্য এটা জায়েয নয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো কথা বিনা প্রমাণে গ্রহণ করবে।"[১০৭৪]

(৭) ইমাম ইবনুল জাওযী (র.)-এর অভিমত

"মুকাল্লিদ অন্ধ অনুসরণকারী এক অনির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আর তাতে বিবেক-বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ অকেজো করে রাখা হয়। বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-বিবেচনা শক্তি মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি মহৎ গুণ। তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণের নীতি গ্রহণ করা হলে এ মহৎ গুণের যাবতীয় কল্যাণ থেকে নিজকে বঞ্চিত করা হয়। যার হাতে আলোর মশাল রয়েছে সে যদি তা নিভিয়ে অন্ধকারে পথ চলতে শুরু করে, তবে তার এ হাস্যকর আচরণ কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হতে পারে না।"[১০৭৫]

নিষিদ্ধ তাকলীদ

ইমাম ইবনলু কাইয়্যিম (র) তাকলীদকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন-

(ক) পূর্বপুরুষদের তাকলীদকে যথেষ্ট মনে করা এবং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে বরং তা উপেক্ষা করা।

(খ) যার তাকলীদ করবে, তিনি ইজতিহাদ বা ফাতওয়াদানের যোগ্য কিনা তা না জেনে তাকলীদ করা এবং

(গ) যে ব্যক্তির তাকলীদ করা হয় তার কথার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তার তাকলীদ করা।

প্রথম এবং শেষোক্তটির মধ্যে পার্থক্য হলো, প্রথমটির ক্ষেত্রে তাকলীদ করা হয় দলীল-প্রমাণ জানতে সক্ষম হওয়ার পূর্বে এবং শেষোক্তটির ক্ষেত্রে তাকলীদ করা হয় দলীল-প্রমাণ জানা এবং সুস্পষ্ট হওয়ার পর। এ ধরনের তাকলীদ-ই অধিক নিন্দনীয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অধিকতর অবাধ্যতার নামান্তর।[১০৭৬]

এ সকল তাকলীদ হারাম হওয়ার অনুকূলে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (র.) কোরআন, সুন্নাহ ও ইমামদের মতামতসহ বিভিন্ন যৌক্তিক দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-

---

১০৭৩. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলাবী, হুজ্জাতুল বালিগা,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১

১০৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

১০৭৫. 'আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবী, আল-হালাল ওয়াল-হারাম ফিল-ইসলাম,(অনুবাদ, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামে হালাল হারামের বিধান) ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ২১

১০৭৬. ইবনুল কাইয়্যিম, 'ইলামুল মু'আক্কিঈন, 'আন রাব্বিল 'আলামীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৩৭-৪৩৮

www.nagorikpathagar.org

তাকলীদ নিষিদ্ধ হওয়ার কোরআনী দলীল

আল্লাহ তা'আলা কোরআনুল কারীমে উপরোক্ত তিন শ্রেণির তাকলীদের নিন্দা করেছেন। যেমন-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ.

"আর যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করো তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তারই অনুরসণ করবো। তাদের পূর্বপুরুষগণ যদি কোনো কিছু না বুঝে থাকে এবং সঠিক পথের অনুসরণ না করে থাকে তাহলেও কি?"[১০৭৭]

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.

"আর যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না।"[১০৭৮]

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ .

"তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করো, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো অভিভাবকের অনুসরণ করো না।"[১০৭৯]

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً.

"যদি কোনো বিষয়ে তোমরা মতভেদ করো, তাহলে তা আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাকো। এটাই উত্তম এবং পরিণতির দিক দিয়ে কল্যাণকর।" [১০৮০]

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ.

"যেদিন তাদের মুখমন্ডলকে আগুনে ঝলসানো হবে সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আনুগত্য করতাম আল্লাহর, আর আনুগত্য করতাম রাসূলের। তারা আরো বলবে, হে আমাদের প্রভূ ! আমরা তো আনুগত্য করেছিলাম আমাদের নেতৃবৃন্দের। তারাই তো আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।"[১০৮১]-

---

১০৭৭. আলকোরআন, সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ১৭০
১০৭৮. আলকোরআন, সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ ঃ ৩৬
১০৭৯. আলকোরআন, সূরা আল-আ'রাফ ৭ ঃ ৩
১০৮০. আলকোরআন, সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ৫৯
১০৮১. আলকোরআন, সূরা আল-আহযাব ৩৩ ঃ ৬৬-৬৭

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, কোরআন-সুন্নাহকে উপেক্ষা করে অন্য কারো তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ বৈধ নয়।[১০৮২]

এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (র.) বলেন, "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা বাদ দিয়ে পিতৃপুরুষের অন্ধ অনুকরণকে আল্লাহ নিন্দা করেছেন এবং এ ধরনের তাকলীদ নিন্দনীয় ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে পূর্ববর্তীগণ এবং চার ইমাম একমত।"[১০৮৩]

এ আয়াতগুলো উল্লেখের পর ইবনুল কাইয়্যিম (র.) এর উপর আরোপিত প্রশ্নসমূহেরও জবাব দেন। তিনি বলেন, যদি বলা হয়, কাফির এবং পূর্বপুরুষ, যারা কিছু বুঝতো না এবং সঠিক পথপ্রাপ্তও ছিলো না, এখানে তো তাদের তাকলীদের নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত 'আলিমদের তাকলীদকে তো নিন্দা করা হয়নি। বরং জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এর উত্তরে ইবনুল কাইয়্যিম (র.) বলেন, আল্লাহ তো নিষেধ করেছেন পূর্বপুরুষদের সেই তাকলীদ যা করা হয়ে থাকে আল্লাহর নাযিল করা বিধানকে উপেক্ষা করে। আর এ ধরনের তাকলীদ নিন্দনীয় এবং হারাম হওয়ার ব্যাপারে 'সালফে সালিহীন' ও চার ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কিন্তু কোনো ব্যক্তি আল্লাহর নাযিল করা বিষয়ের অনুসরণের জন্য চেষ্টা-সাধনা করার পরেও যদি কোনো বিষয় তার নিকট অস্পষ্ট থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তার চেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তির তাকলীদ করা নিন্দনীয় নয়।[১০৮৪]

এখানে দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো, যারা লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করে আয়াতে তাদের তাকলীদ করতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু যারা সঠিক পথের দিশা দেন, তাদের তাকলীদকে আল্লাহ কোথায় নিন্দা করেছেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে ইবনুল কাইয়্যিম (র.) বলেন, এর উত্তর খোদ প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কারণ কোনো বান্দাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করেছেন, তা অনুসরণ করে। সে ব্যক্তি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিলকৃত বিষয়ে অবহিত থাকে, তাহলে সে তার দ্বারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে, তাকলীদের দ্বারা নয়। আর যদি আল্লাহর নাযিল করা বিষয়ে অবহিত না থাকে, তাহলে তো সে ব্যক্তি তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী মূর্খ এবং ভ্রান্ত। তাহলে সে কীভাবে বুঝতে পারবে যে, তার তাকলীদের মধ্যেই হিদায়াত নিহিত রয়েছে?[১০৮৫]

তাকলীদের অসারতা প্রমাণে সুন্নাহ'র দলীল

'আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (র.) তাকলীদের অসারতা প্রমাণে সুন্নাহ থেকেও দলীল পেশ

১০৮২. ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মু'আক্কিঈন, 'আন রাব্বিল 'আলামীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৩৯
১০৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০
১০৮৪. প্রাগুক্ত
১০৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪১

www.nagorikpathagar.org

করেছেন। তাকলীদ নয়, বরং হাদীসের অনুসরণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নবর্ণিত হাদীসগুলোকে তিনি এক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

من قال علي ما لم أقل ، فليتبوأ مقعده من النار ، ومن استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشدة فقد خانه ، ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه "

"যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করলো যা আমি বলিনি, তাহলে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে ঠিক করে নেয়। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কাছে কোনো বিষয়ে পরামর্শ চাইল অথচ সে তদবিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও পরামর্শ দিলো, সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। আর যে ব্যক্তিকে কোনো দলীল-প্রমাণ ছাড়াই ফাতওয়া দেয়া হয়, তার সব গুনাহ ফাতওয়াদানকারীর উপর বর্তাবে।"[১০৮৬]

এ হাদীস উল্লেখের পর ইবনুল কাইয়্যিম (র.) বলেন, "এর মধ্যে তাকলীদের ভিত্তিতে ফাতওয়া প্রদান হারাম হওয়ার দলীল রয়েছে। কারণ এ ফাতওয়া দলীল-প্রমাণবিহীন ফাতওয়া। আর সর্বসম্মতিক্রমে হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে মূলত: দলীল-প্রমাণের দ্বারাই।"[১০৮৭]

কাসীর ইবনু 'আবদিল্লাহ ইবনি 'আমর (র.) পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি :

إني لا أخاف على أمتي من بعدي إلا من أعمال ثلاثة قالوا وما هي يا رسول الله قال أخاف عليهم زلة العالم ومن حكم جائر ومن هوى متبع.

"আমি আমার উম্মাতের উপর আমি তিনটি 'আমলের ভয় করি। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি? তিনি বললেন, আমি তাদের উপর ভয় করি জ্ঞানী ব্যক্তির ('আলিম) পদস্খলন, অত্যাচারীর শাসন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ।"[১০৮৮]

এখানে 'আলিমদের পদস্খলন বলতে কোনো বিষয়ে ইজতিহাদ বা ফাতওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে ভুল হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যিম (র.) বিভিন্ন মতামত উদ্ধৃত করেছেন যা নিম্নরূপ-

ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, 'আলিমদের পদস্খলনের আনুগত্যকারীদের সর্বনাশ। বলা হলো, হে আবু 'আব্বাস! এটা কীভাবে? তিনি বললেন, কোনো 'আলিম তার নিজস্ব অভিমতে কিছু বলবে, অতপর নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন হাদীস শ্রবণ করে তার মতকে পরিত্যাগ করবে, কিন্তু অনুসারীরা তার প্রথম হুক্মের আলোকে ফায়সালা করতেই থাকবে।"[১০৮৯]

১০৮৬. ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, 'আন রাব্বিল 'আলামীন, খ. ২, পৃ. ৪৪৩
১০৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪
১০৮৮. প্রাগুক্ত, খ. ৫,পৃ. ২৩৭
১০৮৯. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

তামীমুদ্দারী (রা.) বলেন, 'উমার (রা.) বলেছেন: 'আলিমের পদস্খলনের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, "তাহলো 'আলিমের ভুল সিদ্ধান্ত দেয়া, যা লোকেরা গ্রহণ করে। অতপর হয়ত তিনি তা থেকে তাওবা করে ফিরে আসেন, কিন্তু লোকেরা পূর্বের তার কথা গ্রহণ করতেই থাকে।"[১০৯০]

'আলিম, মুজতাহিদ এবং মুফতীর যেহেতু ভুল-শুদ্ধ দু'টিই হতে পারে, এজন্য নির্বিচারে তাদের সব কথার অন্ধ অনুসরণ বা তাকলীদ করা সঠিক নয়। কেননা ভুলের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা জায়েয নয়। এ ব্যাপারে তিনি আবু 'উমার এর উদ্ধৃতি পেশ করেন, "যখন সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোনো 'আলিমের পদস্খলন ঘটেছে অথবা তিনি ভুল করেছেন, তখন কারো জন্য তার কথার দ্বারা ফাতওয়া দেয়া বৈধ নয়।"[১০৯১]

এ ক্ষেত্রে ইবনুল কাইয়্যিম (র.)-এর ভাষ্য হলো, আলিম বা বিজ্ঞ ব্যক্তি কেউই, যেহেতু তারা ভুলের উর্ধ্বে নয়। সুতরাং সে যা বলে তার প্রতিটি কথা গ্রহণ করা এবং তাকে নির্ভুল ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত করা জায়েয নয়। তিনি আরো বলেন, এ ধরনের তাকলীদ দুনিয়ার সকল 'আলিম নিন্দা করেছেন এবং হারাম গণ্য করেছেন আর নিন্দা করেছেন এ ধরনের তাকলীদকারীদেরও। সুতরাং তারা ভ্রান্তিপূর্ণভাবে দীনকে গ্রহণ করেন, ফলে আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম হিসেবে এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা গ্রহণ করে হালাল হিসেবে।"[১০৯২]

তাকলীদ অবৈধ হওয়ার পক্ষে ইবনুল কাইয়্যিম (র.) দলীল হিসেবে কাযী শুরাইহ-কে লেখা 'উমার (রা.) -এর পত্রের উল্লেখ করেন। তিনি লিখেন, "তুমি যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা করবে তখন প্রথমত: আল্লাহর কিতাব দ্বারা করবে। আর যদি সেখানে সমাধান না থাকে তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ দ্বারা, সুন্নাহতেও না থাকলে সৎ ব্যক্তিগণের ফায়সালার দ্বারা ফায়সালা করবে।"

এ পত্র উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, "এটা তাকলীদ বাতিল হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। কারণ তিনি অন্য সবকিছুর পূর্বে কোরআন, সেখানে না পাওয়া গেলে সুন্নাহ'র দ্বারা ফায়সালার নির্দেশ দিয়েছেন। এ দু'টিতে পাওয়া গেলে তিনি অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি দিতে নিষেধ করেছেন। এ দু'টির কোনটিতে না পাওয়া গেলে অতপর সাহাবীগণের রায়ের ভিত্তিতে ফায়সালা করার নির্দেশ দিয়েছেন।"[১০৯৩]

এ মর্মে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীছও রয়েছে। হাদীছটি নিম্নরূপ-

মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

১০৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২
১০৯১. প্রাগুক্ত
১০৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪১
১০৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯

www.nagorikpathagar.org

ওয়া সাল্লাম মু'আয ইবনু জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে প্রেরণের প্রাক্কালে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কীভাবে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করবে? মু'আয (রা.) উত্তরে বললেন ,আল্লাহ্‌র কিতাবের আলোকে ফয়সালা করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন করলেন, সেখানে কোনো সমাধান না পেলে? মু'আয (রা.) বললেন, সুন্নাহ'র আলোকে ফায়সালা করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার প্রশ্ন করলেন, সেখানেও কোনো সামাধান না পেলে কীভাবে করবে? মু'আয (রা.) বললেন, তখন আমি ইজতিহাদ করবো এবং চেষ্টার ত্রুটি করবো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর প্রিয় সাহাবীর (রা.) বুকে পবিত্র হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করে বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের দূতকে রাসূলের সন্তুটি মুতাবিক অভিমত ব্যক্ত করার তাওফীক দিয়েছেন।[১০৯৪]

এ হাদীস এবং 'উমার (রা.)-এর উপরোল্লিখিত পত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, দীনের মধ্যে তাকলীদের কোনো সুযোগ নেই। কোনো বিষয়ের ফায়সালা করতে হবে কোরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবীগণের ফায়সালা দ্বারা আর এগুলোতে সমাধান না পেলে ইজতিহাদের দ্বারা।

তাকলীদের অপকারিতা

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ মুজতাহিদের চিন্তা-গবেষণায় ভুল এবং শুদ্ধ দু'টোই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মতভেদপূর্ণ বিষয়ে সত্য-সঠিক যেহেতু একটিই হয়ে থাকে, এ জন্য কোনো একজনের মতামতকে অভ্রান্ত মনে করে অন্য সকলের মতকে পরিত্যাজ্য মনে করা সঠিক কর্মপন্থা নয়। বরং মতভেদপূর্ণ বিষয়কে এমনভাবে ছেড়ে দেয়া উচিৎ, যাতে যে কেউ কোরআন-সুন্নাহ'র আলোকে চিন্তা-ভাবনা করে তার নিকট যে অভিমতটি বিশুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়, সেটিকে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এ উদার চিন্তার ক্ষেত্রে যা ব্যত্যয় সৃষ্টি করে, তাহলো তাকলীদ। কেননা নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাকলীদ যিনি করেন, তিনি নিজ ইমামকে অভ্রান্ত মনে করে চোখ বন্ধ করে তার সকল মতামতকে সঠিক বলে গ্রহণ করে এবং অন্যান্য সকল মতকে ভ্রান্ত বলে বর্জন করে। অন্য কোনো ব্যক্তির তাকলীদকারীরও ঠিক একটি অবস্থা হওয়ার কারণে তারা স্ব-স্ব মতের উপর অটল থাকায় তা স্থায়ীরূপ লাভ করে থাকে, সেটি সঠিক বা বেঠিক যাই হোক। মূলত: এভাবেই মতভেদ স্থায়ীরূপ লাভ করে থাকে এবং এর কারণেই বিভিন্ন মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে।

এ ব্যাপারে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (র.) বলেন, "উমাইয়্যা শাসকদের পতনকাল পর্যন্ত কেউ নিজেকে হানাফী বা শাফি'ঈ বলে দাবি করতো না। বরং সবাই নিজেদের ইমাম ও শিক্ষকগণের পদ্ধতিতে শারী'আতের প্রমাণ সংগ্রহ করতেন। 'আব্বাসীয় শাসকদের

১০৯৪. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায় : আল-কাযা, অনুচ্ছেদ : ইজতিহাদুর রাযি ফিল কাযা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮৯

www.nagorikpathagar.org

যামানায় প্রত্যেকেই নিজের জন্য একটি নাম নির্দিষ্ট করে নেয়। তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, নিজেদের মাযহাবের বড় বড় ইমামগণের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত কোরআন-সুন্নাহ'র দলীলের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো না। এভাবে কোরআন-সুন্নাহ'র ব্যাখ্যার ফলে অনিবার্যরূপে যেসব মতবিরোধ সৃষ্টি হতো, সেগুলো স্থায়ী বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।"[১০৯৫]

শুদ্ধ-অশুদ্ধ যাচাই না করে এমন অন্ধ অনুকরণ কোরআন-সুন্নাহ'র দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিন্দনীয়। কেননা পরস্পরে মতভেদ হলে তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে দেয়ার জন্য কোরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে (নিসা : ৫৯) এবং হাদীসে মতভেদপূর্ণ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর খালীফাদের সুন্নাহ'কে মজবুতভাবে ধারণ করতে বলা হয়েছে। হাদীসটি উল্লেখ করার পর ইবনুল কাইয়্যিম (র.) বলেন, "গোটা হাদীসটিই সকল দিক থেকে তাকলীদকারীদের বিরুদ্ধে দলীল। কারণ নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মতভেদের সময় তাঁর এবং তাঁর খালীফাগণের সুন্নাহ'কে ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।" হাদীসে "আমার পর তোমরা যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে" এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মতভেদকে নিন্দা করেছেন এবং মতভেদকারীদের পথ অনুসরণ করা থেকে সতর্ক করেছেন।"[১০৯৬]

তাকলীদের কারণে মতভেদ মারাত্মক আকার ধারণ করার ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যিম (র.) বলেন, বস্তুত মতভেদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে তাকলীদ এবং তার অনুসারীদের কারণে। তারা দীনকে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং লোকদেরকে দল-উপদলে ভাগ করেছে। প্রত্যেক দল তাদের অনুসারীদের সাহায্য করে, নিজের দিকে আহবান করে, তাদের বিরোধীদের নিন্দা করে এবং বিরোধীদের কথাকে 'আমলে নেয়ার যোগ্য মনে করে না। তাদের অবস্থা এমন যে, তাদের ছাড়া অন্যরা যেন ভিন্ন ধর্মের লোক। তাদের কথার প্রতিউত্তরে অত্যন্ত নিন্দনীয় ভাষা ব্যবহার করতে তারা দ্বিধাবোধ তারা বলে, তাদের কিতাব, আমাদের কিতাব, তাদের ইমাম, আমাদের ইমাম, তাদের মাযহাব, আমাদের মাযহাব। অথচ নাবী এক, কোরআন এক, দীন এক এবং রবও একজন। ইবনুল কাইয়্যিম (র.)-এর মতে যারা হাদীসের যত নিকটবর্তী হবে, তাদের মধ্যে মতভেদ তত কম হবে। অপরদিকে যারা হাদীস থেকে যত দূরে অবস্থান করবে, তাদের মধ্যে মতভেদ তত বেশি হবে।

তিনি আরো বলেন, এজন্যই সুন্নাহ এবং হাদীস অনুসরণকারীদেরকে সবচেয়ে কম মতভেদপূর্ণ যদি তারা এ নীতির (মতভেদপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং

১০৯৫. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাজদীদ ওয়া ইহইয়াউদ্দীন (অনুবাদ : 'আব্দুল মান্নান তালিব –ইসলামী রেনেসা আন্দোলন), ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ৬৮

১০৯৬. ইবনুল কাইয়্যিম, ইলামুল মু'আক্কিঈন, 'আন রাব্বিল 'আলামীন, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৩৮

www.nagorikpathagar.org

খালীফাগণের কথা গ্রহণের নীতির) উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে পৃথিবীতে তাদের চেয়ে বেশি ঐক্যবদ্ধ এবং কম মতভেদের অধিকারী আর কেউ হবে না। পক্ষান্তরে যখন কোনো দল হাদীস থেকে যত দূরে থাকবে, তখন তাদের মধ্যে মতভেদ ততো কঠিন এবং ব্যাপকতর হবে।"[১০৯৭]

এ ধরনের তাকলীদের ফলে মানুষের চিন্তাশক্তি ক্রমশ: হ্রাস পায়। নিজ ইমামের প্রতি অন্ধভক্তি এবং অতিশয় নির্ভরশীলতার কারণে এক ধরনের গোড়ামির জন্ম নেয়। ফলে নিজ মাযহাবের অনুকূলে নিজেকে চালিত করে থাকে, সেটা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ তা বিবেচনায় আনা হয় না। এর ফলে-

(ক) কোরআন-হাদীস গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণা করে মাসয়ালা-মাসা'আল চয়নের যে নীতি মুসলিম মনীষীগণ অনুসরণ করে এসেছেন তা পরিত্যক্ত হয় এবং শুধু নিজ মাযহাবের ফিক্‌হ ও নিজ ইমামের মতামতের মধ্যে অনুসন্ধানকর্ম সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কালক্রমে এটা এমন মারাত্মক রূপ ধারণ করে যে, মাযহাবের অন্ধ অনুসারীগণ কোনো বিষয়ে সরাসরি কোরআন-হাদীস থেকে মাস'আলা চয়ন ও ফাতওয়াদানকে অসংগত মনে করতে থাকে।

(খ) নিজের ইমামের মত অভ্রান্ত এবং অন্য ইমামের মত অভ্রান্ত নয়, নিজের মাযহাবই সঠিক ও উত্তম এবং অন্যের মাযহাব অনুরূপ নয়- এ ধারণার ফলে মুসলমানদের মধ্যে নানা মাযহাব ও দল-উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। এ দলগুলোর পারস্পরিক মতভেদ ও রেষারেষি কখনো কখনো সংঘাত-সংঘর্ষের রূপ লাভ করতেও দেখা গিয়েছে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে মজবুত ঐক্য থাকা একান্ত প্রয়োজন, তা অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে। অবশ্য সাম্প্রতিককালে এ প্রবণতা কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে।

(গ) কোনো বিষয়ে শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা এবং সঠিক ও বেঠিক নির্ণয়ের মানদণ্ড হলো কোরআন ও হাদীস। কিন্তু তাকলীদকারী মাযহাবপন্থীগণ কোরআন-হাদীস নয়, বরং নিজ ইমামের অভিমত বা নিজ মাযহাবের অনুসৃত পন্থাকেই সত্য-মিথ্যা ও শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার মানদণ্ড মনে করে থাকে। এমনকি নিজ ইমাম বা মাযহাবের অনুসরণ করতে গিয়ে কোরআন-সুন্নাহ'কে বর্জন করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করে না।

(ঘ) তাকলীদকারীগণ নিজ মতের পোষকতার জন্য কোরআন-সুন্নাহ'র দলীল অনুসন্ধান করে এবং যা তাদের মতের অনুকূল পায়, তা সঠিক আখ্যা দিয়ে গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে কোরআন- সুন্নাহ'র সুস্পষ্ট দলীলও যদি তাদের মতের বিরোধী হয়, তাহলে তখন তারা খেয়াল-খুশী মতো সেগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে এবং তাও করতে না পারলে ইচ্ছামত 'য'ঈফ' বা 'সঠিক নয়' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে তা

১০৯৭. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যাখ্যান করে থাকে। এমনকি একই হাদীসের একাংশ তাদের মতের অনুকূল হওয়ায় তা গ্রহণ করে এবং অন্য অংশ 'আমলযোগ্য নয়' বলে বর্জন করে।

(ঙ) তাকলীদকারীগণ গোঁড়ামি, অন্ধভক্তি ও অন্ধ বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে জাল ও মিথ্যা হাদীস রচনা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। তারা নিজ ইমামের পক্ষে এবং প্রতিপক্ষ ইমামের বিপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে জাল ও মিথ্যা হাদীছস রচনা করে। এ প্রসঙ্গে ইবনলু কাইয়্যিম (র.) বলেন, "মিথ্যাবাদীগণ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর প্রশংসায় তাদের নামে প্রকাশ্যভাবে যে জাল হাদীস রচনা করেছে এবং অনুরূপভাবে তাঁদের নিন্দায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুত্রে যে কথিত জাল হাদীছ রচনা করেছে, তা এর অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের যত বর্ণনা রয়েছে, তার সবগুলোই মিথ্যা ও জাল।"[১০৯৮]

এ ধরনের কতিপয় জাল ও মিথ্যা বর্ণনার নমুনা নিম্নে পেশ করা হলো :

খালীফা হারুনুর রাশীদের সময়ে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর সাথে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল। এ সময় তাঁদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয় এবং ইমাম আবু ইউসুফের ঘোরতর পরাজয় ঘটে। ইমাম বাইহাকী ইমাম শাফি'ঈর প্রশংসায় ঐ সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ ইমাম শাফি'ঈ (র.) হারুনুর রশীদের নিকট গিয়েছিলেন ইমাম আবু ইউসুফের মৃত্যুর পর।[১০৯৯] ইমাম মুহাম্মাদ কর্তৃক ইমাম শাফি'ঈকে হত্যার সংকল্পের কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু হাজার (র.) বলেন, "যদিও শাফি'ঈ (র.)-এর গুণগানের স্থলে ইমাম বাইহাকী এ হাদীস উল্লেখ করেছেন, তবুও তা জাল ও মিথ্যা।"[১১০০]

ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর প্রশংসা ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর নিন্দা প্রচারের জন্যও মিথ্যা হাদীস তৈরি করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমার উম্মাতের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (ইমাম শাফি'ঈর নাম) নামে এক ব্যক্তির জন্ম হবে, যে আমার উম্মাতের জন্য ইবলীস অপেক্ষাও অধিক অনিষ্টকারী হবে। পক্ষান্তরে আমার উম্মাতের মধ্যে আর একজন লোক হবে, যাকে আবু হানীফা বলা হবে। সে হবে আমার উম্মাতের প্রদীপ।"[১১০১]

এ হাদীসটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও জাল। কারণ হাদীসটির এক অংশ অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা (র.)-কে উম্মাতের প্রদীপ বানাতে হলে, ইমাম শাফি'ঈকেও ইবলীসের চেয়েও অধম বলে স্বীকার করতে হয়। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরাম খান বলেন, "প্রকৃত কথা হলো এই, প্রাথমিক যুগে যখন ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অনুরক্ত ও

১০৯৮. ইবনলু কাইয়্যিম, নাকদুল মানকূল ওয়াল মুহিক্কুল মুমাইয়্যিয বাইনাল মারদুদ ওয়াল মাকবুল, বৈরূত : দারুল কাদেরী, ১৯৯০, পৃ. ১০৭

১০৯৯. মাওলানা আকরাম খান, মোস্তফা চরিত, ঢাকা: ঝিনুক পুস্তিকা, ১৯৭৫, পৃ. ৬১

১১০০. প্রাগুক্ত

১১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২

www.nagorikpathagar.org

শিষ্যসেবকগণের মধ্যে ইমামদ্বয়ের নানা প্রকার মতবিরোধ উপলক্ষে কলহ-বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, সে সময় উভয় দলের গোড়া লোকেরা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য নিজেদের ইমামের প্রশংসা ও বিপক্ষ ইমামের কুৎসামূলক এ সকল জাল হাদীস করেছিল।"[১১০২]

এ আলোচনা থেকেই অনুমান করা যায়, কিছু সংখ্যক তাকলীদের গোড়া অনুসারী ও গোড়া মাযহাবপন্থীরা কী ভয়াবহ বাড়াবাড়িতে লিপ্ত ছিলো। ইবনুল কাইয়্যিম (র) এ সকল গোঁড়াপন্থা ও অন্যায় বাড়াবাড়ি থেকে মুসলমানদেরকে সংশোধন করার লক্ষ্যে এবং তাকলীদের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী হন।

প্রশংসনীয় তাকলীদ

অতি ভক্তি, অন্ধভক্তি ও গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে যে তাকলীদ করা হয়, তা শারী'আতের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। উপরে তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। তবে সকল তাকলীদ নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ নয়।

'আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (র) এর মতে চিন্তা-গবেষণা ও যথাসাধ্য চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে কোরআন-সুন্নাহ'র অনুসরণে ব্রতী হওয়াই একজন 'আলিম বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কর্তব্য। কিন্তু যথাসাধ্য প্রচেষ্টার পরও যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়টি তার নিকট অস্পষ্ট থাকে, সে ক্ষেত্রে তার চেয়ে অভিজ্ঞ ও অধিক পারদর্শী ব্যক্তির অনুসরণ করাকে যুক্তিযুক্ত ধরে নেয়া যায়। আর এ ধরনের তাকলীদ নিন্দনীয় বা নিষিদ্ধ নয় । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আল্লাহর নাযিল করা বিধানের অনুসরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর পরও যদি কোনো বিষয় কারো নিকট অস্পষ্ট থাকে, অত:পর সেক্ষেত্রে যদি তার অপেক্ষা অধিকতর কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির তাকলীদ করে, তাহলে এ ধরনের তাকলীদ নিন্দনীয় নয়, বরং প্রশংসনীয়, পাপের নয়, বরং পুণ্যের।" তবে এ ধরনের ক্ষেত্রে যার তাকলীদ করা হবে, সে ব্যক্তিকে অবশ্যই তার চেয়ে বিজ্ঞ হতে হবে। তার সমকক্ষ বা তার চেয়ে কম বিজ্ঞ হলে, সে ধরনের ব্যক্তির তাকলীদ করা জায়েয হবে না। এক্ষেত্রে ইবনুল কাইয়্যিম (র.) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, "কোনো 'আলিম বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির জন্য তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বা 'আলিম ব্যক্তির তাকলীদ করা বৈধ। তবে তার সমকক্ষ কোনো ব্যক্তির তাকলীদ করা বৈধ নয়।"[১১০৩]

ইবনলু কাইয়্যিমে (র)-এর মতে তাকলীদ কখনো কখনো আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে তিনি উবাই (রা.)-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, "যা তোমার নিকট সুস্পষ্ট তা 'আমল করো এবং তোমাকে যা সন্দেহ-সংশয়ে ফেলে , সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যিনি বিজ্ঞ, তার উপর নির্ভর করবে।"[১১০৪]

১১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
১১০৩. ইবনুল কাইয়্যিম, ইলামুল মু'আক্কিঈন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৫০
১১০৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৪৯

www.nagorikpathagar.org

তিনি আরো বলেন, "আমাদের রবের কিতাব, আমাদের নাবীর সুন্নাহ্ ও তাঁর সাহাবীগণের উক্তির আলোকেই এটা আমাদের জন্য আবশ্যক। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তির উপর অধিকতর বিজ্ঞ ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কোনো সঠিক বিষয় যদি কারো কাছে অস্পষ্ট থাকে, আর সে যদি তা তার চেয়ে অধিক বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করে, তাহলে সে সঠিক কাজ করলো। কারণ এতে কোরআন, সুন্নাহ ও সাহাবা কিরামের উক্তিকে উপেক্ষা করা হয় না, উক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে এর মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করাও হয় না, তার কথার কারণে নাসকে বর্জন করা হয় না এবং তার সকল ফাতওয়া গ্রহণ করা ও তিনি যার বিরোধিতা করেছেন তার সকল কিছুকে প্রত্যাখ্যান করাও হয় না।"[১১০৫]

গ্রন্থপঞ্জী

আরবী ও উর্দু

(১) আলকোরআনুল কারীম,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

(২) মাওলানা মুহাম্মদ শফী, তাফসীরে মাআরিফুল কুর'আন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

(৩) সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, বাংলা অনু. মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২

(৪) ইমাম মালিক, আল-মুয়াত্তা,তা .বি.

(৫) আল কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম,২০০০

(৬) ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, রিয়াদ : বায়তুল আফকার আদ-দাউলিয়া, ১৯৯৮

(৭) ইমাম মুহাম্মাদ, আল-মুয়াত্তা, তা. বি.

(৮) ইমাম বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা, তা.বি

(৯) ইব্‌ন আবু শায়বা, আলমুসান্নাফ ফিল হাদীস ওয়াল আসার, রিয়াদ ; মাকতাবাতু আর-রুশদ, ১৪০৯ হি.

(১০) ইমাম ইবন খুযাইমা,সাহীহ ইবন খুযযাইমা,বৈরুত:আল মাকতাবা আল ইসলামী,১৩৯৫হি.

(১১) আদদারাকুতনী, আসসুনান, অধ্যায় : আলআকদিয়া, বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১৯৬৬

(১২) আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদির রহমান আদ-দারিমী, আস-সুনান, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭ হি.

(১৩) আবদুর রহমান ইবনু 'আলী, আল-মাওযূ'আত, করাচী : মুহাম্মাদ সাঈদ এণ্ড সন্স, ১৯৬৬

(১৪) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদির রহমান আদ-দারিমী, আস-সুনান, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭ হি

(১৫) আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ, অধ্যায় : আল-'ইলম, অনুচ্ছেদ : ফী ফাদলিল 'ইলম, বৈরূত : দাবুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৮

(১৬) মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ আল- খাতীব অঅত-তিবরিযী,আল মিশকাতুল মাসাবীহ, বৈরুত: আল-মাকতাবা আল-ইসলামী ,১৯৮৫

(১৭) ইবনু মানযুর, লিসানুল আরাব, আল-কাহেরা: দাবুল হাদীস, ২০০০

(১৮) ইমাম আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, বৈরূত : দাবুল মা'রিফাহ, ২০০৫

১১০৫ প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

(১৯) ইবরাহীম মাদকূর, আল-মু'জামুল ওয়াসীত, দেওবন্দঃ যাকারিয়্যা বুক ডিপো, ২০০১
(২০) ফাইরুযাবাদী, আলকামুস আলমুহীত, বৈরুতঃ মাকতাবাতুর রিসালাহ,২০০৫
(২১) ইবনুল মানযুর, লিসানুল আরাব, রৈুতঃ দারু সাদিও, ১৯৯০
(২২) লুইস মা'লুফ, আল-মুনজিদ , বৈরূত : দারুল মাশরিক, ১৯৬০
(২৩) ইমাম আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, আল-কাহেরা : আল-মাকতাবা আত-তাওফীকিয়া, ২০০৫
(২৪) ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫
(২৫) Hans wehr,dictionary of modern written Arabic (Arabic - english), macdonald and evans ltd.london,1980
(২৬) ড. 'উমার সুলায়মান আল-আশকার, তারীখু ফিকহিল ইসলামী, আলকুয়েত : মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৯৮২
(২৭) মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, কাওয়াইদুল ফিক্হ, ভারত : আশরাফী বুক ডিপো, ১৯৯১
(২৮) ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু , বৈরূত : দারুল ফিকার , ১৯৮৯
(২৯) মুহাম্মাদ 'আলী ইবনু 'আলী, মাওসূআতু ইসতিলাহাত আল-উলূম আল-ইসলামিয়্যাহ, বৈরূত : শিরকাত খাইয়াত, ১৯৬৬
(৩০) আল-গাযালী, আল-মুস্তাফা মিন 'ইলামিল উসূল, করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলুম আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৭
(৩১) মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ, মুসাল্লামুস সুবূত, বেলুচিস্তান : মাকতাবা নাশরুল কুরআন, তা. বি.
(৩২) আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, আল-কুয়েত : ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শুয়ূন আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮০
(৩৩) আবদুল ওয়াহহাব খাল্লাফ, খুলাসাতু তারীখ আত-তাশরী' আল-ইসলামী, আল-কুয়েত : দারুল কালাম, ১৯৮৬
(৩৬) ইবনলু কায়্যিম, 'ইলামুল মুয়াক্কি'ঈন 'আন রাব্বিল 'আলামীন, আলকাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৪
(৩৭) মুহাম্মাদ খুদারী বেক, তারীখুত তাশরী'ঈল ইসলামী, বৈরূত : দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, ১৯৬০
(৩৮) আল-যিরাকলী, আল-আ'লাম, বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল-মালায়িন, ১৯৮০
(৩৯) ইবনুন নাদীম, আল- ফিহরিস্ত, বৈরূত : মাকতাবাত খাইয়াত, ১৮৭২
(৪০) মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদিল বাকী আয-যুরকানী, শারহু আল-যুরকানী আল-মুয়াত্তা আল-ইমাম মালিক, বৈরূত : দারুল মা'ফিক্াহ, ১৯৮৯
(৪১) আবূ হাবীব সা'দী, আল-কামূস আল-ফিকহী, পাকিস্তান : ইদারাতুল কুরআন আল-উলূম আল-ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.
(৪২) ড. 'আবদুল কারীম যায়দান, আল-ওযাজীয ফী উসূলিল ফিক্হ, বৈরূত : মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬
(৪৩) শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলাবী, আল-মুসাফ্ফা, দিল্লী : আল-মুসাওয়া, তা. বি.
(৪৪) শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলাবী, 'ইকদুল জীদ আহকাম আল-ইজতিহাদ ওয়া তাকলীদ, করাচী, ১৩৭৯ হি.
(৪৫) শাহওয়ালী উল্লাহ দিহলাভী, আল-ফাউযুল কাবীর, তা. বি.
(৪৬) ইমাম ফাখরুল ইসলাম আল-বাযদুবী, কাশফুল আসরার আ'লা উসূলিল বাযদুবী, তা. বি.
(৪৭) ইমাম আশ-শাওকানী, ইরশাদুল ফুহূল, বৈরূত : দারুস সালাম, তা. বি.
(৪৮) উবায়দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, উমদাতুর রিআয়া মুকাদ্দামাতু শারহিল বিকায়া, দিল্লী : মাতবা'আল-মুজতাবিয়া, ১৯০৯

www.nagorikpathagar.org

(৪৯) মুহাম্মাদ যাহিদ আল-কাউসারী, হুসনুত তাকাযী ফী সিরাতিল ইমাম আবী ইউসুফ আল-কাযী, আলকাহেরাঃ দারুল আনওয়ার লিত-তীবা'আহ ওয়ান নাশর, তা.বি.
(৫০) আল্লামা ইকবাল, রুমুজে বেখুদি, তা. বি.
(৫১) ইবনুল 'আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার 'আলাদ দুররিল মুহতার, বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল 'আরাবী, তা. বি.
(৫২) মুফতী তাকী উসমানী, উসলুল ইফতা, তা. বি
(৫৩) মুফতী তাকী উসমানী, তাকলীদ কী শারঈ হাইসিাত, তা. বি.
(৫৪) মুফতী তাকী উসমানী, উলূমুল কুরআন, তা. বি.
(৫৫) হাফিয ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ আন-নাবাবী, আল-মাজমু মিন শারহিল মুহাযযাব, বৈরূতঃ দারুল ফিক্র, তা. বি.
(৫৬) খতীব আল-বাগদাদী, আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, বৈরূত : দারুল কুতুব আলইলামিয়্যাহ, ১৩৪৯
(৫৭) মুফতী মুজাফফার হোসেন, উকুদু রাসমিল মুফতী, ইউপি : দেওবন্দ লাইব্রেরী, ১৪২১
(৫৮) আহমাদ ইবনু হামাদান আন-নিমরী, সিফাতুল ফাতওয়া ওয়াল-মুফতী ওয়াল-মুস্তাফতী, বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৭৭
(৫৯) 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আফিনদী, মাজমায়ুল আবহুর ফী শারহি মুনতাকাল আবহুর, বৈরূতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.
(৬০) আবূ ইসহাক ইবরাহীম আশ-শাতিবী, আল-মুওয়াফাকাত ফী উসূলিশ শারী'আহ, আলকাহেরাঃ দারুল হাদীস, ২০০৬
(৬১) আবূ ইসহাক ইবরাহীম আশ-শাতিবী, আল ইতিসাম, আলকাহেরা : আল-মাকতা আত-তাওযী, তা. বি.
(৬২) কাজী মাহমুদ আরনুস, তারীখুল কাযা ফিল ইসলাম, আলকাহেরা : মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতুল আযহারিয়্যাহ, ১৩৬২
(৬৩) মুল্লা জীউন, নূরুল আনওয়ার, দিল্লী : সাঈদ কোম্পানী কুতুবখানা রশীদিয়া, তা. বি.
(৬৪) আশ-শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল আযীয আয-যুরকানী, মানাহিলুল 'ইরফান, আলকাহেরাঃ দারুল হাদীস, ২০০১
(৬৪) আশ-শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল আযীয আয-যুরকানী, মানাহিলুল 'ইরফান, আলকাহেরাঃ দারুল হাদীস, ২০০১
(৬৪) আশ-শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল আযীয আয-যুরকানী, মানাহিলুল 'ইরফান, আলকাহেরাঃ দারুল হাদীস, ২০০১
(৬৫) মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ আল-আসাদী, উসূলুল ফিক্হ, লক্ষ্ণৌ : মাকতাবা, ১৯৮৬
(৬৬) আবদুল কাদির আওদাহ, আত-তাশরীউল জিনাইল ইসলামী, বৈরূত : মুআসসামাতুর রিসালাহ, ১৯৮৬
(৬৭) ইমাম আবু আহমাদ আল-কুদূরী, আল-মুখাতাসার ফিল-ফিক্হ, ঢাকা : চকবাজার তা. বি.
(৬৮) মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, কাওয়াইদুল ফিক্হ, ইউপিঃ দেওবন্দ, আশরাফী বুক ডিপো, ১৯৯১
(৬৯) মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান , তারীখে ইলমে ফিক্হ, দিল্লী : মাকতাবা বুরহান, ১৯৬২
(৭০) শাব্বির আহ্মাদ উসামনী, ফাতহুল মুলহিম, তা. বি.
(৭১) ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, তা. বি.
(৭২) মাওলানা কাযী আতহার হোসাইন, আইম্মা আরবা'আ, তা. বি. গোলাম আহমাদ, ইসলামী মাযাহিব, তা. বি.
(৭৩) আল-শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, তা. বি.
(৭৪) ড. হাসান আলী আল-শায়িলী, আল-মাদখাল লিল ফিকহিল ইসলামী, তা. বি.
(৭৫) আল্লামা নিযামুদ্দীন আশ-শাশী, উসূলুল শাশী, তা. বি.
(৭৬) ইমাম আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, তা. বি.

www.nagorikpathagar.org

(৭৭) আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, আল-কুয়েত : ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ২০০৪
(৭৮) আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, তা. বি.
(৭৯) আশ-শায়খ যায়নুল 'আবেদীন ইবনু ইবরাহীম ইবনি নুজায়ম, আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর, আল-কাহেরা : আল-মাকতাবা আত-তাওফীকিয়্যা, তা. বি.
(৮০) আবূ হাবীব সা'দী, আল-কাসূস আল-কিফ্হী, পাকিস্তান : ইদারাতুল কুর'আন আল-উলূম আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.
(৮১) উবায়দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, উমদাতুর রিআয়া মকাদ্দামাতু শারহিল বিকায়া, দিল্লী : মাতবা' আল-মজুতাবায়ী, ১৯০৯
(৮২) মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান, তারীখে ইলমে ফিক্‌হ, দিল্লী : মাকতাবা বুরহান, ১৯৬২
(৮৩) ...... আদাবুল মুফতী, তা. বি.
(৮৪) গোলাম আহমাদ, ইসলামী মাযাহিব, তা. বি
(৮৫) আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতে নুমান, তা. বি
(৮৬) ড. 'উমার সুলায়মান আল-আশকার, তারীখুল ফিকহিল ইসলামী, কুয়েত : মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৯৮২
(৮৭) ড. মুসতাফা আয-যুহাইলী,আল ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী,দামেশক:দারুল খাইর, ২০০৩
(৮৮) মুল্লা জিউন, নূরুল আনওয়ার, দিল্লী : সাঈদ কোম্পানী, কুতুবখানা রশীদিয়া, তা. বি
(৮৯) আশ-শায়খ মুহাম্মাদ 'আবদুল 'আযীয আয-যুরকানী, মানাহিলুল ইরফান, আল-কাহেরা: দারুল হাদীস, ২০০১
(৯০) ড. আবদুল কারীম যায়দান , আল মাদখাল ফী দিরাসাতিশ শারইয়া আল- ইসলামিয়া,তা.বি.
(৯১) ইবনুল কায়্যিম, ইলামুল মু'আক্কিঈন আ'ন রাব্বিল আলামীন, তা.বি.
(৯৩) ইমাম শাওকানী, ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকীকিল হাক্কি মিন 'ইলমিল উসূল
(৯৪) ইমাম আলআমিদী, আলইহকাম ফী উসূলিল আহকাম
(৯৫) ড.ওয়াহবাহ আয যুহাইলী, উসূলিল ফিকহিল ইসলামী , দামিশক : দারুল ফিকর, ২০০৬
(৯৬) সাইফুদ্দীন আলী ইবন মুহাম্মদ আল আমিদী,আল ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম, রিয়াদ:দারুস সামীয়ি লিন নাশর ওয়াত তাওযীঈ, ২০০৩
(৯৭) মাওলানা উবায়দুল্লাহ আল-আসাদী, উসূলুল ফিকহ, লক্ষ্মৌ : মাকতাবা হীরা, ১৯৮৬
(৯৮) ইমাম আশ শাফিঈ, আলউম্ম, আলকাহেরা: মাকতাবাতুল মুসতাফা আল বাবী আল হালাবী, ১৯৪০
(৯৯) আসসারাখসী, উসূলুস সারাখসী , বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩
(১০০) ড. হাসনাইন মাহমুদ, মাসাদিরুত তাশরীইল ইসলামী, বৈরুত: দারুল কলম, ১৪০৭হি
(১০১) শামছুল আইম্মা মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আস্ সারাখসী, আল-মাবসূত, মিসর : দারুস্ সাআদাহ, ১৩২৬ হি.
(১০২) ইবনুল হাযম, আল ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম,আলকাহেরা: দারুল হাদীস, ১৪০৪হি.
(১০৩) ইবনু কাসির, আল বিদায়া আন নিহায়া, তা. বি
(১০৪) আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা, কুয়েত : ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪২৫/২০০৪
(১০৫) বখতিয়ার হুসাইন সিদ্দিকী, 'আহদি নববী আওর উসকে বা'দ কে দাওর মে মুসলমানুকা নেযামে তা'লীম, ফিকর ওয়া নযর, ইসলামাবাদ ঃ ইদারায়ি তাহকীকাতি ইসলামী, ১৯৭৯
(১০৬) আল-যিরাকলী, আল-আ'লাম, বৈরূত ঃ দারুল ইলম লিল-মালায়িন, ১৯৮০
(১০৭) ইবনু নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, বৈরূত ঃ মাকতাবাত খায়্যাত, ১৮৭২
(১০৮) মুহাম্মদ ইবনু আবদিল বাকী, আল-যুরকানী, শারহু আল যুরকানী আলা-মুয়াত্তা আল-ইমাম মালিক, বৈরূত ঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৯
(১০৯) মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান আলমুজাদ্দেদী ; তারীখে ইলমে ফিকহ, দিল্লী: মাকতাবা বুরহান, ১৯৬২

www.nagorikpathagar.org

(১১০) ড. আবদুল কারীম যায়দান, আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্‌হ, লাহোর ঃ দারু নাশরিল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি. পৃ. ৪০

(১১১) উবায়দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, 'উমদাতুর রিআয়া মুকাদ্দামাতু শারহিল বিকায়া, দিল্লী : মাতবা 'আল-মুজতাবিয়ী, ১৯০৯

(১১২) ইমাম আবু 'আব্বাস আল-কারাফী, আল-ইহকাম ফী তাময়ীযিল ফাতওয়া' আনিল আহকাম, হালাবঃ ১৩৮৭

(১১৩) আল-হাফিয আবু বাকর আহমাদ আল-খাতীব আল্ -বাগদাদী, আল্ -ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল্ ইসলামিয়্যাহ, ১৩৪৯

(১১৪) মুফতি মুজাফফার হোসেন, উকুদু রাসমিল মুফতি, ইউপিঃ দেওবন্দ লাইব্রেরী, ১৪২১

(১১৫) কাজী মাহমুদ আরনুস, তারিখুল কাযা ফিল্ ইসলাম, আল-কাহেরা : মাকতাবাতুল কুলিয়্যাতুল্ আযহারিয়া, ১৩৬২

(১১৬) ইবনু 'আবদিল বার, আল-ইনতিকা, ফী ফাযায়িলিস সালাসা, তা.বি. পৃ. ১৪১

(১১৭) আল্লামা শা'রানী, মীযানুল কুবরা, তা. বি. খ.১, পৃ. ৫১

(১১৮) ইবনু কুতায়বা,আল মা'আরিফ,আল কাহেরা:মাতবাআ'তু দারিল কুতুব,১৯৬০,পৃ. ৪৯৮

(১১৯) ইবনু খাল্লিকান,ওয়াফিয়াতুল আইয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান , আল কাহেরাঃ মাকতাবাহ আন নাহদাহ আল মিসরিয়াহ, ১৯৪৮, খ. ৫, পৃ.১৭

(১২০) ইবনু আবী হাতিম আল রাযী,কিতাবুল জারাহ ওয়াত তা'দীল ,হায়দরাবাদঃ দাইরায়ে মাআরিফ

(১২১) মালিক ইবনু আনাস, আল মুদানাওয়াতুল কুবরা , আল কাহেরাঃ. দার আল বায,১৩২৩হি. খ.৬, পৃ ৬৩

(১২২) দায়িরা মা'আরিফ ইসলামিয়াহ, পাকিস্তান : লাহোর,দানিশগাহ পান্জাব, ১৯৮৫, খ.১৮, পৃ. ৩৭৬

(১২৩) ইবনুল ইমাদ,শাজারাতুয যাহাব, বৈরুতঃ আল মাকতাবা আত তিজারী, তা.বি. খ.১, পৃ.২৯০

(১২৪) আবু নুআইম আল ইসফাহানী,হিলয়াতুল আওলিয়া বৈরুতঃদারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ১৯৮৮, খ.৬, পৃ.৩১৬

(১২৫) মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ মাখলুফ,শাজারাতুন নুর আল যাকিয়্যা ফী তাবাকাত আল মালিকিয়্যাহ,আলকাহেরাঃ ১৯৪৯

(১২৬) আল-হামুবী, ইয়াকূত ইবনু আবদিল্লাহ ঃ মু'জাম আল-বুলদান, বৈরূত ঃ দারু সাদির, ১৯৫৭

(১২৭) আল যিরিকলী,আল আলাম,বেরুতঃদারু ইলমি লিল মালায়িন,১৯৮০

(১২৮) ইবনু কুতায়বা,আল মা'আরিফ,আল কাহেরাঃ মাতবাআ'তু দারিল কুতুব,১৯৬০

(১২৯) ইবনু হাজার,আলমাজমাউল মুআসসিস,বৈরুতঃদারুল মা'রিফাহ,১৯৯৩

(১৩০) মান্না আলকাত্তান ,তারীখুশ তাশরী'উল ইসলামী, বৈরুতঃ মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬

(১৩১) ইবনু জাওযী,মানাকিবুল আহমাদ ইবন হাম্বাল , তা.বি.

(১৩২) মুসতাফা আশশাকআ,আলআইম্মা আলআরবাআ,তা.বি.

(১৩৩) আবুল হাসান ইবনু আবু ইয়ালা ,তাবাকাতুল হানাবিলা ,তা.বি.

(১৩৪) আল-শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, তা. বি.

(১৩৫) আশ-শাওকানী, নায়নুল আওতার, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা ,তা.বি.

(১৩৬) ইবনলু কাইয়্যিম, নাকদুল মানকূল ওয়াল মুহিক্কুল মুমাইয়্যিয বাইনাল মারদুদ ওয়াল মাকবুল, বৈরূত : দারুল কাদেরী, ১৯৯০

(১৩৭) আশ্-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৯৯৭, খ. ২, পৃ. ২৮০-২৮২

(১৩৮) মুহাম্মদ আলী ইবনু আলী, মাওসূআত ইসতিলাহাত আল-উলূম আল-ইসলামিয়্যাহ, বৈরূত : শিরকাত খাইয়াত, ১৯৬৬

(১৩৯) মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা, বাংলা অনু. মুহাম্মদ মূসা, ঢাকাঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯১

www.nagorikpathagar.org

(১৪০) ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, ইমাম মালিক রহ. ও তাঁর ফিক্হ চর্চা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪
(১৪১) মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, কাদিয়ানী সম্পর্কে বিশ্ব মুসলিমের সর্বসম্মাত ফাতওয়া, তা. বি.
(১৪২) মোঃ মফিজ উদ্দীন, ইসলামী আইন তত্তে ব্ব ইজতিহাদ, গবেষণার ইসলামী দিক দর্শন, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১
(১৪৩) মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, ইসলামের ইতিহাস, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩১৪৪) ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলাবী : জীবন ও চিন্তাধারা, পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, অপ্রকাশিত, তা. বি.
(১৪৫) ড. তাহা জাবির আল-আলওয়ানী, ইসলামী উসূলে ফিকাহ, ঢাকাঃ বিআইআইআইটি, ১৯৯৭
(১৪৬) গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬
(১৪৭) মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামী শরীয়াতের উৎস, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪
(১৪৮) সাইয়েদ আতহার হোসাইন, গৌরবময় খিলাফত, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তা. বি.
(১৪৯) আ ফ ম আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪
(১৫০) মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, (বাংলা অনু. আবদুল মান্নান তালিব), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪
(১৫১) আবুল হাশিম, ইজতিহাদ, ইসলামী দিকদর্শন, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১
(১৫২) এ এস এম আজিজুল হক আনসারী, মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমীর রচনাবলী, , ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫
(১৫৩) মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফাতাওয়া ওয়া মাসাইল, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬
(১৫৪) ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসরামিক সেন্টার, ২০০৭.
(১৫৫) সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা, বাংলা অনু. মুহাম্মদ মূসা, ঢাকাঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯১
(১৫৬) ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী, ইসলামী উসূলে ফিকাহ, বাংলা অনুবাদ, শেখ এনামুল হক, কুর'আন ও সুন্নাহঃ স্থান-কাল প্রেক্ষিত, ঢাকাঃ বিআইআইআইটি, ১৯৯৯
(১৫৭) গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬
(১৫৮) আল্লামা শিবলী নুমানী, আল ফারুক, ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০২
(১৫৯) সাইয়েদ আতহার হুসাইন, গৌরবময় খিলাফত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
(১৬০) আফম আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮
(১৬১) মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ,
(১৬২) ড.আবু আমীনা বিলাল ফিলিপস, দ্যা ইভুলুশন অব ফিক্হ (বাংলা অনু. জিয়াউর রহমান) , মালয়েশিয়াঃ সিয়ান পাবলিকেশন, ২০১৪
(১৬৩) রঈস আহমাদ জাফরী, আইম্মা আরবাআ (বাংলা অনু . মোস্তফা ওয়াহিদুজ্জামান) , ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী , ২০০৪
(১৬৪) হাফিয ইবনু হাজার আল আসকালানী (র):জীবন ও কর্ম,ড.মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ,ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,২০১৩
(১৬৫) 'আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবী, আল-হালাল ওয়াল-হারাম ফিল-ইসলাম,(অনুবাদ, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামে হালাল হারামের বিধান) ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৯২
(১৬৬) সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাজদীদ ওয়া ইহইয়াউদ্দীন (অনুবাদ : 'আব্দুল মান্নান তালিব –ইসলামী রেনেসা আন্দোলন), ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫
(১৬৭) মাওলানা আকরাম খান, মোস্তফা চরিত, ঢাকাঃ ঝিনুক পুস্তিকা, ১৯৭৫

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জী

আরবী ও উর্দু

(১) আলকোরআনুল কারীম,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
(২) মাওলানা মুহাম্মদ শফী, তাফসীরে মাআরিফুল কুর'আন, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
(৩) সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদী, তাফহীমুল কোরআন, বাংলা অনু. মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২
(৪) ইমাম মালিক, আল-মুয়াত্তা,তা .বি.
(৫) আল কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম,২০০০
(৬) ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, রিয়াদ : বায়তুল আফকার আদ-দাউলিয়া, ১৯৯৮
(৭) ইমাম মুহাম্মাদ, আল-মুয়াত্তা, তা. বি.
(৮) ইমাম বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা, তা.বি
(৯) ইব্‌ন আবু শায়বা, আলমুসান্নাফ ফিল হাদীস ওয়াল আসার, রিয়াদ ; মাকতাবাতু আর-রুশদ, ১৪০৯ হি.
(১০) ইমাম ইবন খুযাইমা,সাহীহ ইবন খুযযাইমা,বৈরুতঃআল মাকতাবা আল ইসলামী,১৩৯৫হি.
(১১) আদদারাকুতনী, আসসুনান, অধ্যায় : আলআকদিয়া, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফা, ১৯৬৬
(১২) আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদির রহমান আদ-দারিমী, আস-সুনান, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭ হি.
(১৩) আবদুর রহমান ইবনু 'আলী, আল-মাওযূ'আত, করাচী : মুহাম্মাদ সাঈদ এণ্ড সন্স, ১৯৬৬
(১৪) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদির রহমান আদ-দারিমী, আস-সুনান, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭ হি.

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

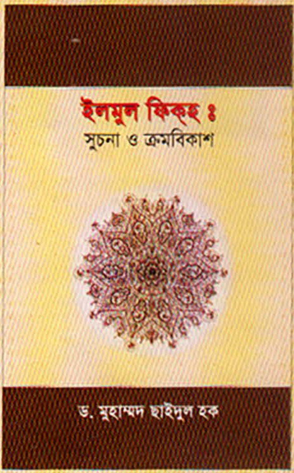

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা